টম্ কাকার কুটীর

দাসত্ব-প্রথা সংক্রান্ত উপন্যাস

চণ্ডীচরণ সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

সপ্তম সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উপক্রমণিকা

মিসেস্ ষ্টো প্রণীত **অঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ ক্যাবিন্** গ্রন্থ অবলম্বন-পূর্ব্বক টম্ কাকার কুটীর নামে এই উপন্যাস লিখিত হইল। কিন্তু টম্ কাকার কুটীর আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ ক্যাবিনের অবিকল অনুবাদ নহে। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাদিগের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত মূল গ্রন্থের কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং কোন কোন অংশ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ আফ্রিকার উপকূল হইতে কাফ্রিদিগকে বল পূর্ব্বক, কিংবা প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া, দাসত্বে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আমেরিকাতে লইয়া যাইত; সেখানে গিয়া গো মেষাদির ন্যায় এই হতভাগ্যদিগকে বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করিত। এমন কি অর্থপিশাচ শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌গণ প্রায়ই স্বামী স্ত্রী ও তাহাদিগের পুত্র কন্যা-দিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করিত, ইহজীবনে তাহাদিগের পরস্পরের মুখদর্শনের সম্ভাবনা থাকিত না। শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ এই কৃষ্ণকায় দাসদাসীগণের প্রাণ বিনাশ করিলেও দেশ-প্রচলিত আইনানুসারে তাহাদিগকে প্রায় কোন দণ্ডই ভোগ করিতে হইত না। এই দুর্গত দাসদিগকে যে কি ভীষণতম অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে হইয়াছে; তাহাই সহৃদয়া মিসেস্ ষ্টো স্বীয় পুস্তকে উপন্যাসচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। মিসেস্ ষ্টোর এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে, কতিপয় দিবস মধ্যে কেবল ইউনাইটেড ষ্টেটেই ইহার তিন লক্ষ তেরহাজার খানি বিক্রয় হইয়াছিল। প্রথম মুদ্রাঙ্কনের পর দশ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তক অন্যূন চৌদ্দ শত বার পুনর্মুদ্রিত হয়। মিসেস্ ষ্টো এই

পুস্তক রচনা করিয়া সামাজিক কলঙ্ক প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, স্বার্থপরায়ণ অর্থলোলুপ ইউরোপীয় বণিক্‌গণ তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, দাসদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার কখন অনুষ্ঠিত হয় নাই। মিসেস্ ষ্টো এই প্রকার অযথোচিতরূপে তিরস্কৃত হইয়া, অনতিবিলম্বে তাঁহার আঙ্ক্‌ল্ টমস্ ক্যাবিন্ গ্রন্থের একখানি টীকা প্রকাশ করিলেন। আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স ক্যাবিনে বিবৃত ঘটনা গুলি যে, দেশ প্রচলিত প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক নামান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে এতদ্দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হইল। বস্তুতঃ দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ ক্যাবিনে যাহা কিছু লিখিত আছে, তন্মধ্যে কোন প্রকার অত্যুক্তি নাই। এই পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত কাল পরে আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা রহিত করিবার জন্য গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হয়; এবং অবশেষে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে উহা একেবারে রহিত হয়। মিসেস্ ষ্টো এই উপন্যাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নিপীড়িত দাসদিগের যে, কি মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মিসেস্ ষ্টো প্রণীত এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য সংরক্ষণ পূর্ব্বক ভাষান্তর করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহারা ইংরাজীতে মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া যে সন্তোষ লাভ করিবেন, আমি এমন আশা করিতে পারি না। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আঙ্ক্‌ল্ টমস্ ক্যাবিন ভাষান্তরে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতেছি। আমাদের দেশে যে সকল লোকের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই, তাঁহারা এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের মর্ম্ম একেবারে অবগত না থাকেন এই নিমিত্তই আমি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উপসংহারে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্গদেশে আজ কাল অনেকানেক গ্রন্থকার জঠর জ্বালায় নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ নাটকাদি প্রকাশ করিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণের অপকার করিতেছেন। অন্য কোন গুণ না থাকিলেও এ পুস্তক দ্বারা সে অপকারের সম্ভাবনা নাই।

গ্রন্থকার

টম্ কাকার কুটীর

অর্থাৎ

দাসত্ব-প্রথা সম্বন্ধীয় উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাসব্যবসায়ীর দয়া

মাঘ মাস, বেলা অবসান প্রায়। কেণ্টাকি প্রদেশস্থ কোন এক নগরের এক বাটীতে দুইটি ভদ্রলোক আহারান্তে পরস্পর নিকটস্থ হইয়া একাগ্রচিত্তে কি বাদানুবাদ করিতেছিলেন।

আমরা দুই জনকেই ভদ্র নামে অভিহিত করিলাম; কিন্তু সেই সময়ে যদি কেহ একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন যে, ইহাদিগের মধ্যে এক জনকে ঠিক ভদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। এই ব্যক্তির আকৃতি খর্ব্ব এবং স্থূল অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সামান্য, বেশভূষার আড়ম্বর অত্যন্ত অধিক, ভাব ভঙ্গিতে ভদ্রলোকের অনুকরণ চেষ্টা—যেন সম্প্রতি অর্থসঞ্চয় পূর্ব্বক সামাজিক জগতের তমসাচ্ছন্ন অতলস্পর্শ গহ্বর হইতে মস্তকোত্তোলন করিবার চেষ্টা

করিতেছে। লোকটা ক্রমাগত অশুদ্ধ ইংরাজিতে কথা কহিতেছিল; এবং মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অশ্লীল বাক্য তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি গৃহস্বামী। ইঁহার আকার ভদ্রোচিত; ইঁহার নাম আর্থার শেলবি। অপর ব্যক্তির নাম হেলি।

দুই জনের বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমরা তাঁহাদিগের কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিতেছি।

শেলবি কহিতে ছিলেন—আমি এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাই।

হেলি। না, মেস্তর শেলবি।—আমি এমন বন্দোবস্তে কখনই রাজি হইতে পারি না—কখনই না।

শেলবি। আসল কথাটা কি জান? টম্ সাধারণ দাসদিগের মত নহে। যে কোন স্থানে হউক, আমি টম্‌কে এই মূল্যে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারি। টম্ সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, এবং কার্য্যদক্ষ, আমার সমুদয় কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদন করে।

হেলি। ক্রীতদাসেরা যেমন সচ্চরিত্র হইতে পারে, তোমার টম্ তেম্‌নি সচ্চরিত্র তো?—

শেলবি। না হে, না। টম্ সত্য সত্যই সচ্চরিত্র এবং ধার্ম্মিক। এই কয়েক বৎসর হইতে আমি সমুদয় কার্য্যে তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সেও কখন বিশ্বাসঘাতকার কার্য্য করে নাই।

হেলি। অনেকেই মনে করে—কাফ্রি দাস গুলো একেবারে ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য। কিন্তু আমি তা মনে করি না। গত বৎসর আমি অর্লিন্সে একটা দাস নিয়ে গিয়েছিলাম, সে লোকটা ভারি ধার্ম্মিক, আর শান্ত শিষ্ট ছিল। তাকে নিয়ে আমার খুব লাভ হইয়াছিল। যার কাছ থেকে তাকে কিনি, সে নিতান্ত দায়ে ঠেকে বিক্রী করিয়াছিল, কাজেই খুব শস্তায়

পাইলাম। শেষে তাকে বিক্রী ক'রে আমার ঢের লাভ হ'ল। খাঁটি ধর্ম্মটা খুব দামী জিনিষ, এ থাক্‌লে গোলাম গুলোর দামও বাড়ে—কিন্তু জিনিষটে খাঁটি হওয়া চাই।

শেলবি। যদি খাঁটি ধর্ম্মভাব কাহারও সংসারে থাকে, তবে তাহা টমের আছে। এই গতবার আমি কার্য্যোপলক্ষে টম্‌কে সিন্‌সিনেটিতে পাঠাইয়াছিলাম। সে অবিলম্বে আমার প্রাপ্য পাঁচ শত মুদ্রা লইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই স্থানে কত দুষ্ট লোক তাকে টাকা লইয়া পলায়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিল; কিন্তু টম্ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। এমন সচ্চরিত্র বিশ্বস্ত দাসকে বিক্রয় করিতে কি আমার ইচ্ছা হয়? টমের মূল্যে আমার সমুদয় ঋণ শোধ হয়, তোমার যদি বিবেক থাকে, তাহা হইলে তদনুরোধে টম্‌কে লইয়া আমাকে ঋণদায় হইতে নিশ্চয় অব্যাহতি দিবে।

হেলি। ভাই, বাণিজ্যব্যবসায়ী লোক যতটা বিবেক রেখে ব্যবসা চালাতে পারে, ঠিক ততটা বিবেক আমারও আছে। কিন্তু এ বছর বাজারের অবস্থাটা বড় ভাল নয়, তাহা না হইলে তোমার অনুরোধ রাখিতাম।

শেলবি। তবে তুমি আর কি চাও?

হেলি। টমের সঙ্গে একটা ছেলে কি মেয়ে দিতে পার না?

শেবলি। আমার আর বিক্রয় করিবার বালক বালিকা নাই। আমি কখন আমার দাস দাসীদিগকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করি না। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এবার বিক্রয় করিতেছি।

শেলবির কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং পাঁচ ছয় বৎসরের একটি বর্ণসঙ্কর * বালক সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

---

* Quadroon.

বালকটী দেখিতে বড় সুন্দর; তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণ কুঞ্চিত চুল গুলি সুকোমল মুখ খানির চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ পক্ষরাশির ভিতর দিয়া ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছিল, তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল অথচ মৃদুতা-পূর্ণ। তাহার পরিধানের উজ্জ্বল বস্ত্র মুখের সৌন্দর্য্য আরও বিকসিত করিতেছিল। বালকের সলজ্জ নির্ভীক ভাব দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল যে, সে প্রভুর নিকট আদর পাইয়া থাকে।

শেলবি বালকটিকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এই জিম, ক্রো তুলে নাও" এই বলিয়া, এক মুষ্টি কিসমিস তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। বালক কিসমিস লইতে দৌড়াইল, দেখিয়া তাহার প্রভু হাসিতে লাগিলেন। কিসমিস তোলা হইলে পর শেলবি বালককে কাছে ডাকিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া চিবুক ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "জিম্, তুমি কেমন নাচিতে গাইতে জান এই ভদ্রলোকটিকে দেখাও দেখি।" বালক তখন অঙ্গভঙ্গি সহকারে পরিষ্কার কণ্ঠে নিগ্রোদাসদিগের অভ্যস্ত একটি গান গাইল।

হেলি 'বাহবা' বলিয়া একটা কমলালেবু ভাঙ্গিয়া খানিকটা বালকের দিকে নিক্ষেপ করিল।

শেলবি বলিলেন, "জিম্, কাজো খুড়ো বাতের সময় কেমন ক'রে হাঁটে একবার দেখাও তো।"

দেখিতে দেখিতে বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন বিকলত্ব প্রাপ্ত হইল। সে প্রভুর লাঠিখানি লইয়া বিষণ্ণ মুখে বৃদ্ধের মত চারিদিকে থুথু ফেলিতে ফেলিতে গৃহের মধ্যে খোঁড়াইয়া চলিতে লাগিল।

এইরূপে বালক প্রভুর আদেশে নানা প্রকারে আপনার অনুকরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিল।

দেখিয়া, দেখিয়া, হেলি বলিয়া উঠিল, "বা বা! কি ছেলে! তোমায়

বল্‌চি শোন, এই ছোঁড়াকে টমের সঙ্গে দিয়ে দাও, তাহা হইলেই তোমায় একেবারে ছেড়ে দেব—একেবারেই। তাই কর, এইবারে সব ঠিক হবে।"

এই সময়ে এক জন বর্ণসঙ্কর যুবতী ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বালককে দেখিয়া তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহাকে এই বালকের মাতা বলিয়া চেনা যায়। উভয়েরই কৃষ্ণ চক্ষু, ঘনকুঞ্চিত কেশ পরস্পরের অনুরূপ। হেলি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বুঝিতে পারিয়া যুবতীর মুখ লজ্জায় আরক্ত হইল। দাসব্যবসায়ী একবার দেখিয়াই তাহার প্রত্যেক অঙ্গের সৌষ্ঠব বুঝিয়া লইল।

শেলবি ইলাইজাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইলাইজা, কি চাও?"

আমি হ্যারিকে খুঁজিতে আসিয়াছি। বালক প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য গুলি দেখাইয়া মাতার নিকট দৌড়িয়া গেল!

শেলবি বলিলেন, "তবে নিয়ে যাও।" যুবতী বালককে ক্রোড়ে লইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ইলাইজা চলিয়া গেলে হেলি বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দরী দাসী! অর্লিন্সে ইহাকে বিক্রী করিয়া তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে পার। আমি হাজার টাকা মূল্যে যে সব স্ত্রীলোক বিক্রী হ'তে দেখেছি, তা'রা এর চাইতে কোন অংশে অধিক সুন্দরী নয়।" শেলবি কহিলেন, "আমি ইহাকে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহি না।"

"সে কি কথা? বল তুমি এর জন্য কত টাকা চাও?—কত টাকা বলিব? তুমি কত পাইলে দিতে স্বীকার হ'বে?"

"হেলি! ইহাকে আমি কথনই বিক্রয় করিব না। ইহার শরীরের সমপরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিলেও আমার পত্নী ইহাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হইবেন না।"

হেলি বলিল, "স্ত্রীলোকেরা লাভালাভ বোঝেই না; টাকার কি মূল্য, তা' এরা জানে না। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে একবার বুঝাইয়া বল দেখি, একে বিক্রী করিলে কত ভাল ভাল গহনা পত্র, কত সুন্দর সুন্দর কাপড় পাওয়া যা'বে, তার পর আমি দেখিব, তোমার স্ত্রী একে বিক্রী করিতে চায় কি না।"

শেলবি বিরক্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "হেলি! বার বার কেন এ কথা বলিতেছ?—আমি বলিয়াছি যে, ইহাকে বিক্রয় করিব না, যাহা করিব না একবার বলিয়াছি, কথনই তাহা করিব না।"

তখন হেলি বলিল, "আচ্ছা তবে ছেলেটাকে দিবে তো? আমি একে যে কিছু অধিক মূল্যেই কিনিতেছি, তা তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।"

শেলবি। এ বালকটিকে তোমার কি প্রয়োজন?—

হেলি। আমার এক জন বন্ধু বিক্রীর জন্য কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছেলে চাহিয়াছেন। তোমাদের মত বড়লোকেরা এই সব ছেলে কিনিতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমনতর সুন্দর ছেলে একরকম সখের জিনিষ, বাজারে এদের বিলক্ষণ দাম। এই ছেলেটা আবার এমন আমুদে, কেমন গাইতে টাইতে জানে, এই তো বিক্রী করিবার জিনিষ!

শেলবি। আমার ইহাকে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা নাই, আমার হৃদয়ে দয়া আছে, ইহাকে জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করা আমার কার্য্য নহে।

হেরি। হাঁা, তা আমি বুঝিতে পারিতেছি। এমন সব ছোট ছেলে বিক্রী করিবার সময় তা'দের মা চেঁচাতে থাকে, আর তোমরা সেই চেঁচানি শুনিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হও। কিন্তু একটু কৌশল করিয়া কাজ সারিয়া নিতে জানিলে এ চীৎকার শুনিতে হয় না। তুমি আমার

কথা শুন। একে বিক্রী করিবার কিছু আগে কোন কাজের ছলে এর মাকে অন্য জায়গায় পাঠা'য়ে দাও। পরে ক্রেতা একে নিয়ে গেলে যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিবে, তখন তাকে এক জোড়া ইয়ারিং কি এমন একটা কিছু কিনিয়া দিও, তা' হ'লেই তাহার শোক ঘুচে যা'বে।

শেলবি। শোক ঘুচিবে বলিয়া বড় বিশ্বাস হয় না।

হেলি। শোক ঘুচিবে না তো কি? এরা কি শ্বেতাঙ্গদিগের মতন? একটু কৌশল করিয়া কাজ করিতে জানিলেই হয়। কেউ কেউ বলেন যে, দাসবিক্রয় ব্যবসা মনকে কঠিন করিয়া ফেলে। কই আমি তো এমন কিছু বুঝতে পারি না। ছোট ছেলে মেয়ে বিক্রী করিবার সময় তা'দের মা চীৎকার ক'রে থাকে বটে, কিন্তু একটু কৌশলের সঙ্গে কাজ করিলেই তাহাদের চীৎকার নিবারণ করা যায়। আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই এই কৌশল জানে না বলিয়া, তা'দের কত লোকসান্ হয়। অর্লিন্সে একবার এক জন ব্যবসাদারের অনেক টাকা নষ্ট হ'য়ে গেল। সে লোকটা একটা দাসী কিনিয়াছিল, তা'র ছোট একটা ছেলে ছিল, সেটা অন্য জায়গায় বিক্রী হ'য়েছিল। ক্রেতা ছেলেটাকে তার কোল থেকে টেনে ফেলে দিয়ে, তারে বেশ ক'রে বেঁধে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। তা'তেই স্ত্রীলোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মতন হ'য়ে প'ড়্ল, তার পর কয়েক দিন পরে ম'রে গেল। সেই ভদ্রলোকটী কিছু লাভের আশায় হাজার টাকা দিয়ে স্ত্রীলোকটাকে খরিদ ক'রেছিলেন, তাই তার এইরূপ মৃত্যু হওয়াতে হাজার টাকা লোকসান হ'ল। আমি না কি সর্ব্বদা সুকৌশলে কাজ সারি, কাজে কাজেই আমার কোন কাজে গোল বাধে না। তুমি যা' বলিলে তা' সত্যি। দয়া ও স্নেহের সঙ্গে দাস দাসীদের উপর ব্যবহার

করা উচিত; আমি সর্ব্বদাই দয়ার সঙ্গে কাজ করি। আমি কোন স্ত্রীলোকের কোল থেকে ছেলে না নিয়ে তাকে কাজের ছল ক'রে অন্ত জায়গায় পাঠাই, শেষে তার অসাক্ষাতে ছেলেকে নিয়ে যাই। এতে দয়া, মায়া, স্নেহ, ধর্ম্ম সকলই রক্ষা পায়। আমি সর্ব্বদাই এই রকম দয় মায়া বজায় রেখে কাজ করি, তাই কখন ক্ষতি কা'কে বলে জানিনে। অনেকে আমার দয়ার কথা শুনিয়া হাসে, তা'রা মনে করে আমার দয়া নাই, কিন্তু আমি কি কখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। দয়া মায়া বজায় রেখে কাজ করিলে কি কারু কখনো ক্ষতি হয়?

হেলির দয়ার কথা শুনিয়া শেলবি হাসিতে লাগিলেন, তাহার হাসিতে সাহস পাইয়া হেলি আরও বলিতে লাগিল। "এ বড় আশ্চর্য্য যে, লোকে এ সব বোঝে না। আগে টম্ লকার নামে, আমার এক জন শরীক ছিল—লোকটা এদিকে বেশ ছিল, খুব কাজের লোক, অমন আর একটি নাই। কিন্তু ক্রীতদাসগুলোর সে যম ছিল। আমি টমকে কত বোঝাতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি বলিতাম, 'টম্ যখন ছুঁড়ীরে কাঁদে, তখন তাঁদের মেরে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কি লাভ হয়? ওরা কাঁদলে ক্ষতি কি? কান্না তো স্বাভাবিক, যা' স্বাভাবিক তা' থামাবার নয়। আর তা' ছাড়া মা'র খেয়ে এরা দেখ্‌তে খারাপ হ'য়ে যায়, তাতে কত আমাদের লোকসান।' আমি আরও ব'ল্‌তাম, 'তুমি মিষ্টিমুখে এদের সঙ্গে কথা কওনা কেন? অষ্টপ্রহর এদের ঠেঙ্গালে যা' না হবে, মাঝে মাঝে দুটো একটা মিষ্ট কথা ব'ললে তা' হয়। কিন্তু টম্ এ সব কথা বুঝ্‌তো না। তার সঙ্গে থেকে আমার যখন ক্ষতি হ'তে লাগ্‌ল, তখন আমি তার সঙ্গে এজমালি কারবার করিতে ক্ষান্ত হলাম। কিন্তু লোকটার মনটা বড় ভাল ছিল, এমন কাজের লোক আর একটি নাই।

শেলবি। তুমি কি টম্ লকার হইতে ভালরূপে কার্য্য চালাও?

হেলি। তা'র আর কি সন্দেহ আছে? যে গুলি বড় অসুখকর কাজ আমি সে গুলি একটু সাবধান হ'য়ে করি। ছোট ছেলে পুলে বিক্রী করিতে হইলে আমি তাদের মাতাদের অন্যত্র পাঠাই, চোখের দূরে গেলেই মনেরও দূরে যায়। শেষে যখন আর পাবার আশা না থাকে, তখন তাদের দুঃখ সহিয়া যায়। শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় আমরা চিরকাল স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সঙ্গে একত্র থাকিব, কৃষ্ণদাসদিগের এটি আশা করিবার কথা নয়। যারা বারবার উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে, সে সকল দাস দাসী এমনতর প্রত্যাশা রাখে না।

শেলবি। তবে তো বুঝি আমার দাস দাসীরা উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই।

হেলি। তা বোধ হয় পায় নাই। তোমরা সব কেণ্টাকির লোক, ক্রীতদাসগুলোকে ভারি খারাপ ক'রে তোল। তোমরা হিত করিতে চাও, কিন্তু ক'রে ফেলে বিপরীত। এক জন ক্রীতদাস, সে আজ এক জায়গায় আছে, কা'ল সে টমের ঘরে যাবে, পরশু ডিক্ তাকে কিনে নেবে, তার পর সে আর এক জনের হবে, এমনি সে ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরবে। তা'কে তুমি যদি খুব যত্নের সহিত প্রতিপালন কর, আমাদের মত স্ত্রীপুত্র নিয়া থাকিবার আশা যদি তার মনে স্থান দিতে দাও, তাহা হইলে তা'র কষ্ট নিতান্ত দুঃসহ হ'য়ে পড়ে। এই প্রকার অবস্থায় ইহাদিগকে ভালবাসা শিক্ষা দিতে হয় না। তোমরা অসিতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখিতে চাও না। কিন্তু অসিতাঙ্গ কি কখন শ্বেতাঙ্গের সমতুল্য হইতে পারে?

হেলি এই প্রকার ইংরাজ বণিক্দিগের দয়া ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া মনে মনে আপনাকে উইবরার ফোর্সের ন্যায় সহৃদয় বলিয়া

ভাবিতে লাগিল এবং অবশেষে এক গ্লাস সেরি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ-পূর্ব্বক শেলবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করিবে বল ?"

শেলবি বলিল, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় পশ্চাৎ বলিব ; কিন্তু তুমি যে জন্য আসিয়াছ, তাহা প্রকাশ করিও না ; কারণ, এই বিক্রয়ের কথা প্রকাশ হইলে আমার বাড়ীতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইবে। আমার স্ত্রী প্রাণান্তেও দাস-দাসী বিক্রয় করিতে সম্মত হইবে না।"

হেলি। আমি অবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে চাই—যাহা হয় অদ্যই তোমাকে করিতে হইবে।

শেলবি। আচ্ছা তুমি ছয়টা কি সাতটার সময় আসিলে যাহা হয় বলিব।

এই কথা শুনিয়া হেলি প্রস্থান করিলে পর শেলবি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঋণ কি ভয়ানক বিপদ্। আমি এই দুষ্ট লোকটার নিকট ঋণী না থাকিলে আমার টম্‌কে ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র ইহাকে নিশ্চয়ই পদাঘাত করিতাম। টম্ অতিশয় প্রভুভক্ত। কিন্তু আমি ঋণের দায়ে এই দুষ্টের করতলস্থ হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং বাধ্য হইয়া টম্‌কে বিক্রী করিতে হইল। কিন্তু ইলাইজার পুত্র বিক্রয়ের বিষয় কিরূপে আমার স্ত্রীর নিকট বলিব ; আমার স্ত্রী এই কথা শুনিলে যে, ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে।

এই সময়ে কেণ্টাকি প্রদেশে ক্রীতদাসদিগের প্রতি দক্ষিণ প্রদেশের ন্যায় ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত না। লুসিয়ানা প্রভৃতি প্রদেশের ইংরাজ বণিক্‌গণ সমধিক অর্থ লাভাশায় দাসদাসীগণের দ্বারা অহোরাত্র কার্য্য করাইত এবং একটু ত্রুটি হইলেই বেত্রাঘাত করিত। পক্ষান্তরে কেণ্টাকি প্রদেশে দুই একটী সহৃদয় ইংরাজ দাসদাসীগণের প্রতি সর্ব্বদাই

সদ্ব্যবহার করিতেন। দাসদাসীগণও আপন আপন প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হইত। কিন্তু ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঈদৃশ সদ্ভাবের সঞ্চার হইলেও তদ্দ্বারা দাসত্ব-প্রথা সম্ভূত কষ্ট যন্ত্রণা কিঞ্চিন্মাত্রও নিবারিত হইত না। দেশ-প্রচলিত আইন অনুসারে ঋণের জন্য সহৃদয় ইংরাজগণের দাসদাসীগণ নিলামে বিক্রয় হইত। শেলবি একেবারে নির্দ্দয় ছিলেন না। বরং সাধারণতঃ তাঁহাকে সহৃদয় লোক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। দাসদাসীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া তাঁহার হস্ত কখন কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু তিনি সেই দাস-ব্যবসায়ী নিষ্ঠুর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হেলি সাহেবের নিকট ঋণাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এইক্ষণ সেই ঋণ-পরিশোধার্থ দাসদাসী বিক্রয় ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। হেলি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার টম্ নামক প্রভুভক্ত ভৃত্যকে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল। টম্‌কে বিক্রয় না করিলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হয়। প্রথমতঃ হেলির সহিত শেলবির সেই ঋণের কথা হইতেছিল। অবশেষে হেলি টম্‌কে ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে তাহাতে শেলবি অগত্যা সম্মত হইলেন। কিন্তু ইলাইজার বালককে বিক্রয় করিবেন কি না, তাহা এইক্ষণ পর্য্যন্তও অবধারিত হয় নাই।

ইলাইজা পুত্রের অনুসন্ধানার্থ শেলবির গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইল যে, হেলি তাহার বালককে ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিতেছে। ইলাইজা তখন মনে করিল যে অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগের সকল কথা শুনিবে। কিন্তু শেলবি সাহেবের মেম্ তাহাকে কার্য্যান্তরে যাইতে বলিলেন, সুতরাং সে সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। আপন সন্তান বিক্রয়ের কথোপকথন শুনিয়া তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল! তাহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল। সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শেলবি সাহেবের মেম্ তাহাকে বস্ত্র আনিতে বলিলেন, সে

একটা গ্লাস আনিয়া উপস্থিত করিল। আবার একটী গ্লাস আনিতে বলিলেন, সে একটী বোতল আনিয়া দিল। মেম্ ইহাতে ত্যক্ত হইয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বাছা, তোমার কি হইয়াছে ?"

তখন ইলাইজা কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। শেলবির মেম্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার কি হইয়াছে ?" ইলাইজা আরও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ইলাইজা বলিল, "মা, বাবার নিকট এক জন দাসব্যবসায়ী লোক আসিয়াছে। আমি তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি—সেই জন্যই—।" শেলবি সাহেবের মেম্ বলিলেন, "তোর যেমন! দাসব্যবসায়ী লোক আসিয়াছে, তাহাতে কি হইল ?"

তখন ইলাইজা অস্থির হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, বাবা কি আমার হ্যারিকে বিক্রয় করিবেন ?"

শেলবির মেম্ তখন স্নেহ পরিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "নির্ব্বোধ ছুঁড়ী! তোর হ্যারিকে কে বিক্রয় করিবে ? তুই জানিস্ না যে, তোর বাবা দক্ষিণ প্রদেশের নিষ্ঠুর লোকদিগের নিকট কখনও দাস-দাসী বিক্রয় করেন না। তিনি নিজের দাস দাসী কখনও বিক্রয় করিবেন না। কে তোর হ্যারিকে বিক্রয় করিতেছে ? তুই যেমন হ্যারি হ্যারি করিয়া পাগল হইয়াছিস্, পৃথিবীর সকল লোকেই সেইরূপ তোর হ্যারির জন্য পাগল হইয়াছে না কি ? তুই শীঘ্র আসিয়া আমার চুল বাঁধিয়া দে, তুই ও সকল কথায় কখনও কর্ণপাত করিস্ না।"

"ইলাইজা বলিল, মা, বাবা যদি নিতান্তই হ্যারিকে বিক্রয় করিতে চান, তবে আপনি তাতে মত দিবেন না।"

শেল্‌বির মেম্ আবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ ?

তুই স্থির হ। আমি আপন সন্তান বিক্রয় করিতে দিব, তথাচ তোর সন্তান বিক্রয় করিতে দিব না। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তুই ছেলে ছেলে করিয়া ক্রমেই পাগল হইতেছিস্। আমাদের বাড়ীতে কোন লোক আসিলেই তোর মনে হয় যে, তোর ছেলেকে ক্রয় করিতে আসিয়াছে।”

শেল্‌বির মেম্ ইলাইজাকে এই প্রকারে বুঝাইলে পর ইলাইজা আশ্বস্ত হইয়া মেমের চুল বান্ধিতে লাগিল। শেলবি সাহেবের মেম অত্যন্ত সহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার হৃদয়, জ্ঞান ধর্ম্ম ও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ।—দাসদাসীদিগকে তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং দাসত্ব প্রথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। শেলবি সাহেবের ধর্ম্মের প্রতি বড় একটা আস্থা ছিল না। শেলবি সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের ভার স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি মনে করিতেন যে, নানাবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার স্ত্রী যে রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, তদ্দারা তাঁহাদিগের উভয়েরই স্বর্গ লাভ হইতে পারিবে; একজনের ততোধিক পুণ্যের আবশ্যকতা হইবে না। সুতরাং স্ত্রীর স্বর্গলাভার্থে যে পরিমাণে পুণ্য আবশ্যক হইবে, তদ্বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তদ্দারা তিনি অনায়াসে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু পাঠক, এতক্ষণে একবার শেলবির নির্জ্জন গৃহে গমন কর। দেখ, শেলবি কি চিন্তা করিতেছেন। শেলবি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। ইলাইজার পুত্র বিক্রয়ের বিষয় কি প্রকারে স্ত্রীর নিকট বলিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। শেলবি ইলাইজার দুঃখে তত দুঃখিত নহেন। কিন্তু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন। কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। শেল্‌বি সাহেবের মেম্ জানিতেন যে, শেলবি দয়ালু লোক। সুতরাং তিনি ইলাইজাকে সরল ভাবে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভ্রমেও মনে করিতে পারেন নাই যে,

তাঁহার স্বামী এইরূপ কার্য্য করিবেন। এমন কি, ইলাইজার কথা তিনি একবারও আপন মনে স্থান দান করেন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকট এই সকল বিষয় কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই অপরাহ্ণে কোন প্রতিবাসীর বাড়ী দেখা সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাতার ব্যবহার

শেলবির গৃহে ইলাইজা অতিশয় আদরের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল। শেলবি সাহেবের মেম ইলাইজাকে সর্ব্বদাই আপন কন্যার ন্যায় স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। আমেরিকাবাসী অন্যান্য অনেকানেক ইংরাজ বণিক সুন্দরী দাসীদিগের গর্ভে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে বহুমূল্যে বাজারে বিক্রয় করিত। সেই পাপাচারী কলঙ্কিত হৃদয় শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ বণিকদের গৃহে এই সকল দুর্ভাগা সুন্দরী দাসীদিগের সতীত্ব-রক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইলাইজার অদৃষ্ট তদ্রূপ দুঃখ-যন্ত্রণা, এবং পাপ-ভোগ ঘটে নাই। শেলবির মেম তাহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন; তাহাকে অতি যত্নের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন; সুতরাং ইলাইজা এইরূপ সৎসঙ্গে থাকিয়া অতি পবিত্র চরিত্র লাভ করিয়াছে। সে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শেলবির মেম্ জর্জ হেরিস্ নামক একটী সুশ্রী এবং বুদ্ধিমান্ বর্ণসঙ্কর

দাসের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। জর্জ হেরিস শেলবির জনৈক প্রতিবাসীর দাস। সে রূপে গুণে ইলাইজার অনুরূপ পাত্রই ছিল। কিন্তু জর্জের মনীব দাসদাসীগণের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত; সর্ব্বদা তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিত ও বেত্রাঘাত করিত। এক জন ইংরেজ বণিকের ঔরসে আফ্রিকাস্থ ক্রীতদাসীর গর্ভে জর্জের জন্ম হইয়াছিল। প্রাগুক্ত বণিকের মৃত্যু হইলে তাহার ঋণের জন্য জর্জ, তাহার মাতা এবং ভ্রাতা ও ভগিনীগণ নিলামে বিক্রীত হইল। জর্জের বর্ত্তমান মনীব তাহাকে নিলামে খরিদ করিয়া উইলসন নামক এক ব্যক্তির পাটের কারখানায় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জর্জ উইলসনের কারখানায় কার্য্য করিয়া যাহা কিছু পাইত, সে সমুদায়ই তাহার মনীবকে দিত। দাসদিগের আপনাপন উপার্জ্জিত অর্থে তাহাদিগের নিজের কোন অধিকার ছিল না। গো অশ্ব প্রভৃতি ভাড়া দিয়া যদ্রূপ লোকে অর্থ উপার্জ্জন করে, আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌গণ সেই প্রকার ক্রীতদাসদাসীকে ভাড়া দিয়া অর্থলাভ করিত।

জর্জ উইলসনের পাটের কারখানায় নিযুক্ত হইয়া বিশ্বস্তরূপে সমুদয় কার্য্য করিতেছিল। সে ক্রীতদাস হইলেও তাহার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ছিল। পাট পরিষ্কার করিবার জন্য একটী সুন্দর কল প্রস্তুত করিল। উইলসন তাহার এই প্রকার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, কার্য্যদক্ষতা প্রখরবুদ্ধি ও সাধুতা দর্শনে তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কার্য্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। কারখানার অন্যান্য সমুদয় চাকর তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। কিন্তু জর্জ ক্রীতদাস; তাহার বুদ্ধি, সহৃদয়তা এবং সাধুতা কিছুই তাহাকে সেই পাপাচারী নীচাশয় নরপিশাচ সদৃশ শ্বেতাঙ্গ বণিকের অত্যাচার হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিল না।

নিকট বিদায় নিতে আসিয়াছে। আজ জর্জ ইলাইজার সহিত আর সহাস্য মুখে কথা বলিতে পারে না। ইলাইজার ক্রোড়স্থিত বালক জর্জের হাত ধরিল। জর্জ আজ আর তাহাকে আদর করিল না। জর্জ আজ আর তাহার সেই সুকোমল মুখ চুম্বন করিল না। ইলাইজা জর্জের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি এত বিমর্ষ কেন? হ্যারিকে ধর। হ্যারি তোমার ক্রোড়ে যাইতে চায়।"

জর্জ উত্তর করিল—"পরমেশ্বর করিতেন যে, হ্যারির জন্ম না হইত, তাহা হইলেই ভাল ছিল; পরমেশ্বর আমাকে মানব জীবন না দিলেই ভাল ছিল।"

ইলাইজা ভীত হইয়া তাহার স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

জর্জ আবার বলিল, "ইলাইজা, আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল ছিল।"

ইলাইজা সমধিক দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিল—"জর্জ, তুমি কি বলিতেছ? আমি তোমার মুখপানে চাহিয়া সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইতে পারি। আজ কি হইয়াছে?"

"এ সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, এ জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্র। ঈশ্বর করুন, আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

"জর্জ, তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? ঈশ্বর যে ভাবে রাখিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি বুঝিয়াছি, উইলসনের কারখানা হইতে তোমাকে উঠাইয়া নিয়াছে বলিয়া তোমার এরূপ দুঃখ হইয়াছে। কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন কর, দেখ ঈশ্বর কি করেন।"

"আমি যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমি যথেষ্ট ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া

দেখিয়াছি। কিন্তু আর সহ্য হয় না, ইলাইজা! আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সীমা আছে। রক্ত মাংস যত দূর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে, তদপেক্ষা সমধিক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু আর পারি না। উইলসনের কারখানায় কার্য্য করিয়া যাহা কিছু পাইতাম, তাহার একটী পয়সাও আমি কখনও আত্মসাৎ করি নাই। কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া সমুদায়ই সেই দুরাত্মা মনীবকে দিয়াছি। পারিতোষিক স্বরূপ কখনও কিছু পাইলে, তাহাও তাহাকে দিয়াছি; কিন্তু কারখানার সমুদায় লোক আমাকে শ্রদ্ধা করিত, আমাকে ভালবাসিত, আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিত, ইহাই সেই দুরাত্মা মনীবের সহ্য হইল না বলিয়া সে আমাকে কারখানার কার্য্য হইতে উঠাইয়া আনিল। উঠাইয়া আনিবার সময় আমি কিছুই বলিলাম না। আপন দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার এই সমস্ত দুর্ব্যবহার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছি। কিন্তু তথাপি সে আমার প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইল না।"

"সহ্য করিবে না কেন, সহ্য করিতেই হইবে। সে তোমার মনীব, তাহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারে।"

"যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারে? কোথা হইতে সে এই ক্ষমতা পাইয়াছে? কে তাহাকে আমার উপর এ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে? আমার মধ্যে কি মনুষ্যাত্মা নাই? তাহার ন্যায় আমিও কি মানব জীবন ধারণ করি নাই? আমি বিলক্ষণ জানি যে, আমি তাহার অপেক্ষা শতগুণে সত্যবাদী; আমি জানি যে, আমি তাহা অপেক্ষা শতগুণে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি। আমি তাহা অপেক্ষা শতগুণে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারি; তবে কেন সে বিনা অপরাধে আমাকে যদৃচ্ছা প্রহার করিবে? আমাকে এরূপ প্রহার করিবার ক্ষমতা কে তাহাকে প্রদান করিল? আমি তাহার ভয়ে গোপনে গোপনে লেখা পড়া

শিখিয়াছি, সে আমার লেখা পড়া শিখার কত ব্যাঘাত করিয়াছে। কিন্তু কি দোষে সে আবার আমার প্রতি এই ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে? সে আমাকে পশ্বাদির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহে; পাপানুষ্ঠানে রত করিতে চাহে। আমাকে যতদূর অবনত করিতে পারে, তাহা করিবেই করিবে। দুরভিসন্ধি করিয়া আমাকে মৃত্তিকা খনন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। আমি আর কত সহ্য করিতে পারি?"

"জর্জ, আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তুমি আত্মহত্যা অথবা অন্য কোন পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। আমি তোমার হৃদয়ের দুঃখ বুঝিতে পারি, কিন্তু সাবধান, সাবধান! অন্ততঃ হ্যারি ও আমার মঙ্গলের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন কর।"

"আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। দিন দিন কষ্ট ও দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে। রক্ত ও মাংস কত সহ্য করিবে? দুরাত্মা নানা ছলনা করিয়া আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে। কোন একটী উপলক্ষ পাইলেই প্রহার করে। লোকে আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেই সে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে থাকে যে, আমার উচ্চ মাথা অবনত করিবে? গত কল্য তাহার একটী অল্প বয়স্ক বালক একটী অশ্বকে অবিশ্রান্ত চাবুক মারিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, অশ্বকে প্রহার করিও না। এই কথা বলিবামাত্র সেই দুষ্ট বালক আমাকেই চাবুক মারিতে লাগিল। আমি তাহার হাতের চাবুক ধরিলাম। তাহাতে সে আমাকে পদাঘাত করিয়া তাহার পিতার নিকট বলিল, আমি তাহার অপমান করিয়াছি। তাহার পিতা এ কথা শুনিয়া নিকটস্থ বৃক্ষের সঙ্গে আমার হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত পৃষ্ঠে চাবুক মারিতে লাগিল। এই দেখ, আমার পৃষ্ঠদেশ কত বিক্ষত হইয়াছে।" জর্জ ইলাইজাকে আপন পৃষ্ঠ দেখাইয়া আবার বলিতে লাগিল, "কে এই দুরাত্মাকে আমার

উপর এরূপ প্রভুত্ব করিতে দিয়াছে? ইলাইজা! তোমার মনীব তোমাকে আদরের সহিত লালন পালন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি তোমার যথেষ্ট ভক্তি আছে। কিন্তু আমি এইরূপ লোককে কি প্রকারে ভক্তি করিব? তোমার মনীব তোমার জন্য অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাকে যে মূল্যে ঐ দুরাত্মা ক্রয় করিয়াছিল, তাহার শতগুণ অর্থ তাহাকে উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছি। আমি আর কখনও এইরূপ নৃশংস ব্যবহার সহ্য করিব না। কখনও না—কখনও না।"

এই সকল কথা শুনিয়া ইলাইজা স্তম্ভিত হইল। তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "তবে এখন কি করিতে চাও? তুমি কি জান না যে, সুখে দুঃখে সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হইবে।"

"ইলাইজা! তোমার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে, সুতরাং তুমি এইরূপ বলিতেছ। কিন্তু আমার হৃদয় কেবল প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ। আমি ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বর থাকিলে আমার এ দুর্দ্দশা কেন?"

"জর্জ! এমন কথা মুখেও আনিও না। যেরূপ দুরবস্থাই হউক না কেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতেই হইবে। আমাকে বাল্যাবস্থায় মা বলিতেন যে, যেরূপ দুরবস্থা হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই মানুষের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।"

"তোমার মা তাহা বলিতে পারেন। যে সকল লোক অবিশ্রান্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন, যাঁহাদের অট্টালিকা আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, ইচ্ছামত কার্য্য করিবার স্বাধীনতা রহিয়াছে, তাঁহারা সহজেই এইরূপ উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু একবার যদি তাঁহারা আমার সমতুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি তাদৃশ

অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, তবেই আমি তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি। আমার যদি সুখ শান্তি থাকিত, আমি যদি মনুষ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে আমিও এইরূপ বলিতে পারিতাম। তুমি এখন পর্য্যন্ত আমার সকল দুরবস্থার কথা শোন নাই। আমার সমুদায় কথাগুলি শুন—আমার মনীব বলিয়াছে যে, তোমার নিকটে আর আমাকে আসিতে দিবে না। তোমার মনীব দাসদাসী-দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন বলিয়া, তাঁহার উপর আমার সেই দুরাত্মা মনীব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সে বলে যে, দাসদাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়। তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ তাহার এই প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি তোমার উত্তেজনায় কথঞ্চিৎ স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছি। সুতরাং তোমার নিকট আমাকে একেবারেই আসিতে দিবে না। তাহার বাড়ীর মিনা নাম্নী একটী দাসীকে আমায় বিবাহ করিতে বলিয়াছে। মিনাকে বিবাহ না করিলে নিশ্চয় আমাকে দক্ষিণ দেশে বিক্রয় করিবে।”

“কি প্রকারে মিনাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিবে? খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মতানুসারে ধর্ম্মযাজকদিগের সমক্ষে আমাদের বিবাহ হইয়াছে।”

“তুমি জান না যে, দেশীয় আইনানুসারে ক্রীতদাসদিগের বিবাহ করিবার ক্ষমতা নাই। তোমার ও আমার মনীব ইচ্ছা করিয়া যত দিন তোমার নিকট আমাকে আসিতে দিবে, তত দিন তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। তোমার মনীব ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। আমার মনীব ইচ্ছা করিলে আমাকে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। আমাদের ন্যায় দুরবস্থাপন্ন ক্রীতদাসদিগের স্ত্রীর উপর কোন অধিকার নাই,

সন্তানের উপর কোন অধিকার নাই ; গৃহপালিত পশু-পক্ষীর যে অবস্থা, আমাদেরও সেই অবস্থা। তোমার মনীব ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে তোমার পুত্রকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন। সেই জন্য আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, তোমার সহিত আমার কথনও দেখা না হইলেই ভাল ছিল। আমি যদি মনুষ্যজন্ম ধারণ না করিতাম, আমাদের যদি সন্তানাদি না হইত, তাহা হইলেই ভাল ছিল। আমাদের জন্ম গ্রহণ বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের বিবাহই চির-দুঃখের একমাত্র কারণ, আমাদের সন্তান আমাদের হৃদয়ের শোকাগ্নি স্বরূপ হইয়া চিরকাল আমাদিগকে দগ্ধ করিবে। তোমার এই সন্তান যে এক সময় তোমার হৃদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

"আমার মনীব তো দয়ালু।"

"দয়ালু হইলে কি হইবে? আজ যদি সে মরিয়া যায়, তবে তাহার ঋণের জন্য তোমাকে সসন্তান নিলামে বিক্রয় করিবে। এই সন্তানকে যত ভালবাসিবে, ততই ইহার গুরুতর শোক সহ্য করিতে হইবে ; এ সন্তান জন্ম গ্রহণ না করিলেই ভাল ছিল।"

জর্জের কথা শুনিবামাত্র, ইতিপূর্ব্বে তাহার মনীবের সহিত দাসব্যবসায়ী হেলির যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই ইলাইজার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সে তখন অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু ইলাইজা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। জর্জের নিকট আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিল না। জর্জ নিজের যন্ত্রণাতেই একেবারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। জর্জ এক প্রকার ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে তাহার নিকট এই কথা বলিলে সে যে শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িবে তাহার কোন সন্দেহ নাই ; এই ভাবিয়াই ইলাইজা জর্জের নিকট হ্যারির বিক্রয়ের আশঙ্কার বিষয় কিছুই ব্যক্ত করিল না।

কিছুক্ষণ পরে জর্জ আবার ইলাইজার হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিল—"ইলাইজা! আমি চলিলাম। বোধ হয় এ জীবনে আমাদের এই শেষ দেখা—"

"চলিলে? কোথায় চলিলে?"

আমি এক্ষণে কেনেডা উপনিবেশে যাইতে চেষ্টা করিব। সেই স্থানে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত নাই। কেনেডা উপনিবেশে যাইতে পারিলেই আমরা স্বাধীন হইতে পারিব। যদি কেনেডা যাইতে পারি, তবে ইহার পর তোমার মনীবের নিকট হইতে তোমাকে ক্রয় করিয়া নিয়া যাইব। আর যদি পলায়ন কালে আমাকে ধরিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব। এই গুরুতর কষ্ট সহ্য করিবার জন্য আর জীবন ধারণ করিব না।"

"কিন্তু আমার একটী কথা রাখ। তোমাকে ধরিতে পারিলে তুমি আত্মহত্যা করিও না।"

"আমায় আর আত্মহত্যা করিতে হইবে না। আমাকে ধরিতে পারিলে তাহারাই আমাকে হত্যা করিবে।"

"তুমি পলাইয়া যাইতে চাও, যাও; কিন্তু এ হতভাগিনীর পানে চাহিয়া এবং এই সন্তানের মঙ্গলের জন্য আত্মহত্যা কি নরহত্যা ইত্যাদি কোন পাপ দ্বারা তোমার পবিত্র হস্ত কলঙ্কিত করিও না। আমি আবার বলিতেছি, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর কর।"

"ইলাইজা! আমি মনে মনে কি স্থির করিয়াছি, তাহা শুন। এইক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মনীবের মনে পলায়নের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। আমি অদ্যই রাত্রিকালে পলায়নের সমুদায় আয়োজন করিব। আর কয়েকটী ক্রীতদাস এই সমস্ত আয়োজনে

আমার সহায়তা করিবে। সমুদায় স্থিরীকৃত ; এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি পলায়ন করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইব। তুমি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তোমার হৃদয় ভক্তি, বিশ্বাস ও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। তোমার প্রার্থনা পরমেশ্বর শ্রবণ করিবেন। কিন্তু আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে। অত্যাচারপ্রপীড়িত হৃদয় সর্ব্বদা দ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ। এ হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিকার নাই। এরূপ হৃদয় ঈশ্বরের নামে বিগলিত হয় না। এরূপ হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে পারে না। সুতরাং জগতে যে কোন ন্যায়বান্ মঙ্গলময় ঈশ্বর রাজত্ব করিতেছেন, তাহা আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"জর্জ! জর্জ! আমি বারংবার বলিতেছি, এরূপ কথা মুখে এনো না। যেরূপ দুরবস্থা হউক না কেন, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা সমাহিত চিত্তে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণেই আত্মসমর্পণ কর। আমাদিগের ন্যায় আশ্রয়হীন, সম্বলহীন, অনাথ ও দুর্ব্বল ক্রীতদাস-দিগের ঈশ্বর ভিন্ন সংসারে আর কে সহায় আছে? সেই দয়াময় ঈশ্বরই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরুপায়ের উপায় এবং নিরবলম্বনের অবলম্বন। সেই ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে থাকিলে পাপ ও কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

ইলাইজার কথা সমাপ্ত হইলে জর্জ "এইক্ষণ বিদায় হইলাম" এই বলিয়া আবার বারংবার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখ পানে চাহিতে লাগিল। ইলাইজা আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিল না। তাহার ক্রন্দনে জর্জের হৃদয় বিগলিত হইল, জর্জেরও দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে হ্যারির মুখ চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিল। ইলাইজা সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া, যে পথে জর্জ যাইতেছিল, সেই পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কিছু কাল পরে স্বর্ণ চক্রের অন্তরাল হইলে সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আজ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইলাইজার সুখ-সূর্য্যও অস্তমিত হইল। কিন্তু তাহার দুঃখের ঘোর তমসাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরা যামিনী আর কিছু পরেই সমুপস্থিত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টমের পরিবার

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে, টমের বিক্রয় সম্বন্ধে হেলির সহিত শেলবির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া পাঠকগণ কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শেলবি সাহেবের টম্ নামক এক জন প্রভুভক্ত ক্রীতদাস ছিল এবং তাহাকে ক্রয় করিবার জন্যই হেলি শেলবির নিকট আসিয়াছিল। আমরা এই পরিচ্ছেদে টমের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছি। টম্ আফ্রিকাবাসী অসিতাঙ্গ ক্রীতদাস হইলেও তাহার বিলক্ষণ ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল। সে নিতান্ত সরল ও সচ্চরিত্র। স্বার্থপরতা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় তাহাকে অর্থগৃধ্নু কিংবা নিষ্ঠুর বলিয়া কেহ মনে করিত না। শেলবি ঋণের দায়ে আবদ্ধ না হইলে তাহাকে কখনও বিক্রয় করিতে সম্মত হইতেন না।

শেলবি সাহেবের বাড়ীতে, তাঁহার বাসগৃহের অনতিদূরে, তাঁহার দাসদাসীগণের বাসোপযোগী কয়েক খানি ছোট ছোট ঘর ছিল। সেই সকল গৃহেই দাসদাসীগণ বাস করিত। আমেরিকাবাসী প্রায় সমুদয় ঐশ্বর্য্যশালী বণিকের গৃহই এইরূপ আফ্রিকাবাসী হতভাগ্য অসিতাঙ্গ দাসদাসীতে পরিপূর্ণ ছিল। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মহাপুরুষই এই হতভাগ্য দাসদাসীদিগকে সর্ব্বদা যন্ত্রণা দিতেন, এবং তাহাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিতেন। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যেও যে দুই একটী ভদ্রলোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল জাতির মধ্যেই ভাল মন্দ লোক রহিয়াছে। সেই সকল ভদ্র ইংরাজদিগের বাড়ীতে দাসদাসীগণ কিঞ্চিৎ সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত বাস করিত। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শেলবির মেমের হৃদয় দয়াধর্ম্ম ইত্যাদি নানাবিধ সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত ছিল। তিনি, দাসদাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করা দূরে থাকুক, সতত তাহাদিগের অন্তরাত্মা সমুন্নত করিতেন। তিনি দাসদাসীদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা করিবার সুযোগ দিতেন। এবং সতত তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।

শেলবির যে কয়েক জন ক্রীতদাস ছিল, তন্মধ্যে টম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। ক্লোই নামক একটী দাসীর সহিত টমের বিবাহ হয়, এবং তাহার গর্ভে টমের তিন চারিটী সন্তান হইয়াছে। ক্লোই শেলবির গৃহে প্রধানা পাচিকা। সে অন্যান্য সমুদায় দাসদাসীর উপর সতত প্রভুত্ব করিত এবং মনে করিত যে, তাহার ন্যায় পাচিকা কেণ্টাকি প্রদেশে একেবারে দুষ্প্রাপ্য। খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে তাহার কোন ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলে, সে যার পর নাই ক্রোধান্বিতা হইত। এই জন্য সে যে কোন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিত, তাহাই সকলের নিকট উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু ক্লোইর মধ্যে অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণ ছিল। সে পতিপ্রাণা

ও সন্তানবৎসলা। টমের গৃহ অন্য দাসদাসীর গৃহ অপেক্ষা কিছু বড় ছিল। টম্ শেলবির ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র মাষ্টার জর্জের নিকট কখন কখন পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা করিত। প্রত্যেক দিন সায়ংকালে টম্ পাড়ার সমুদায় দাসদাসীদিগকে একত্র করিয়া আপন গৃহে বসিয়া তাহাদিগের সহিত একত্র ঈশ্বরোপাসনা এবং তাহাদিগের নিকট বাইবেল পাঠ করিত। টম্ অশিক্ষিত হইলেও তাহার হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। টম্ অতি সরল ভাষায় ঈশ্বরোপাসনা করিত। অন্যান্য দাসদাসীগণ টম্‌কে তাহাদিগের পাদরি কিংবা ক্লার্জিমান বলিয়া মনে করিত।

যে সময় দাসব্যবসায়ী হেলি শেলবির গৃহে বসিয়া টম্‌কে ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল, তখন শেলবির পুত্র মাষ্টার জর্জ স্কুলে ছিল। জর্জ এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিত না, স্কুল হইতে গৃহে আসিয়া অন্যান্য দিন যেমন টমকে পড়াইবার জন্য তাহার গৃহে যাইত, আজ সেইরূপ টমের গৃহে বসিয়া তাহাকে পড়াইতেছিল। কিন্তু আজ সর্ব্ব প্রকার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইবে, আজ টমকে পতিপ্রাণা স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহা কি টম্, কি মাষ্টার জর্জ কেহই স্বপ্নেও মনে করে নাই।

পাঠকদিগের মনে থাকিতে পারে যে, শেলবি দাসব্যবসায়ী হেলিকে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পুনরায় আসিতে বলিয়াছিল। হেলি পুনরায় ৬ ঘটিকার সময় শেলবির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং যখন টম্ মাষ্টার জর্জের নিকট বসিয়া লেখা পড়া শিখিতেছিল, তখন শেলবির কক্ষে বসিয়া শেলবি ও হেলি, টমের বিক্রয় সম্বন্ধে লেখা পড়া করিতে লাগিল। লেখা পড়া সমাপ্ত হইলে হেলি বলিল, "সকল ঠিক হইয়াছে, এইক্ষণ তুমি বিক্রয়ের কবলায় দস্তখত কর।"

তখন শেলবি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া তাড়াতাড়ি বিক্রয়ের কবলায় দস্তখত করিয়া হেলির হাতে দিল। হেলি তাহাকে একখানা পুরাতন বন্ধকি তমঃস্থক ফেরত দিল। এই তমঃস্থক খালাস করিবার জন্যই শেলবিকে প্রভুভক্ত টম্ ও ইলাইজার শিশু সন্তানকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। দস্তখতের কার্য্য সমাপ্ত হইলে শেলবি হেলিকে বলিল, "তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ যে, কোন নিষ্ঠুর বণিকের নিকট বিক্রয় করিবে না, তোমার অঙ্গীকার যেন ভঙ্গ না হয়।"

হেলি বলিল, "যখন টম্‌কে আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ, তখন এই বিষয় আর কেন বারংবার বলিতেছ?"

শেলবি বলিল, "আমি নিতান্ত দায়াবদ্ধ হইয়া বিক্রয় করিয়াছি।"

হেলি তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আমিও যদি আবার তোমার ন্যায় দায়াবদ্ধ হইয়া পড়ি? কিন্তু আমি নিজে তাহার উপর নিষ্ঠুর আচরণ করিব না। আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দয়াধর্ম্ম বজায় রাখিয়া ব্যবসা করি।"

হেলি এই প্রকারে টম্ ও ইলাইজার বালককে ক্রয় করিয়া প্রস্থান করিলে শেলবি বিমর্ষ ভাবে নির্জ্জনে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—দাসব্যবসায়ী লোক কি পাজি। খরিদ্দের এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বলিল, টম্‌কে ভাল লোকের নিকট বিক্রয় করিবে, আর কবলা লেখাপড়া হওয়া মাত্রেই আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দাসদাসী বিক্রয় কি কষ্টকর

এইরূপে অপরাহ্ণ ৬।৭ ঘটিকার সময়, টম্ ও ইলাইজার পুত্রকে বিক্রয় করিয়া শেলবি সাহেব রাত্রে শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে একটী কোচের উপর বসিয়া চিঠি পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেম্ আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া সায়ংকালীন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৈশ বসন পরিধান করিতেছিলেন। কিন্তু শেলবিকে এইরূপ বিমর্ষ দেখিবামাত্র ইলাইজার পুত্র বিক্রয়ের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন —"আর্থার! আজ যে আমাদের বাড়ী সেই একটা লোক বড় জাঁক্ জমকের সহিত বেশভূষা করিয়া আসিয়াছিল, সে লোকটা কে?"

"উহার নাম হেলি।"

"হেলি কে? সে কি জন্য এখানে আসিয়াছিল?"

"আমার সহিত তাহার নেসেজ্ নগরে বসিয়া কোন কারবার হইয়াছিল, সেই বিষয় উপলক্ষেই আসিয়াছিল।"

"সেই একদিন কারবার হইয়াছিল বলিয়া সে তোমার সহিত এত আত্মীয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক এখানে আসিয়া আহারাদি করিল?"

"একটা হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য আমি তাহাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম।"

"সে কি দাসব্যবসায়ী না কি?"

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শেলবি আরো বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন ?"

"অপরাহ্ণে ইলাইজা আমার নিকট আসিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল যে, তাহার ছেলেটীকে বিক্রয় করিবার জন্য তুমি ঐ লোকটার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে। আমি তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বস্তুতঃ ইলাইজা নিতান্ত নির্ব্বোধ !"

এই কথা শুনিয়া শেলবি অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ইলাইজা কি এইরূপ বলিয়াছে ?"

"ইলাইজা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি তখন ইলাইজাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ।"

"এমিলি ! আমি সর্ব্বদাই মনে করিতাম যে, এরূপ লোকের নিকট দাসদাসী বিক্রয় করা অন্যায়। কিন্তু অবস্থানুসারে এইক্ষণ আর বিক্রয় না করিয়া পারি না। হেলির ন্যায় নির্দ্দয় লোকের নিকট আমার কোন কোন দাসদাসীকে নিশ্চয় বিক্রয় করিতে হইবে।"

"হেলির নিকট ! কখন সম্ভবপর নহে। তুমি কি ঠাট্টা করিতেছ না কি ?"

"আমি ঠাট্টা করি না। আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যে, টম্‌কে বিক্রয় করিতে হইল !"

"কি, আমাদের টম্‌কে বিক্রয় করিবে ? এই প্রকার প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত দাসকে ! তুমি তাহার প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে না ? দাসত্বশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে বলিয়া তুমি আমি উভয়েই শত সহস্রবার তাহাকে আশা দিয়াছি ! তাহাকে কি প্রকারে বিক্রয় করিবে ? তবে বোধ হয় তুমি ইলাইজার ছেলেটীকেও বিক্রয় করিয়াছ ?"

"এমিলি ! তোমার নিকট এই সকল বিষয় গোপন করা বৃথা, আমি সত্য সত্যই ইলাইজার ছেলে এবং টম্‌কে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছি। কিন্তু এই জন্য তুমি কেন আমাকে একেবারে নির্দ্দয় বলিয়া মনে করিতেছ ? এই ব্যবহার তো সকলেই করেন।"

"তবে অন্য কাহাকেও বিক্রয় না করিয়া টম্ ও ইলাইজার পুত্রকে কেন বিক্রয় করিলে ?"

"টম্ ও ইলাইজার ছেলের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল ; সেই জন্যই তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। হেলি ইলাইজাকে এতদপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই দুইজনের পরিবর্ত্তে ইলাইজাকে দিতে কি তুমি সম্মত হইতে ?"

"পাপিষ্ঠ ! সে আবার আমার ইলাইজাকেও কিনিতে চায় ?"

"তোমার মনে কষ্ট হইবে বলিয়াই আমি ইলাইজাকে বিক্রয় করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হই নাই। সুতরাং তুমি আমাকে তত দোষ দিতে পার না।"

"আর্থার ! আমাকে ক্ষমা কর। আমি হঠাৎ তোমার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবার হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তুমি একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, টমের ন্যায় প্রভুভক্ত দাসকে কি হৃদয় থাকিতে কেহ বিক্রয় করিতে পারে ? টম্ অসিতাঙ্গ হইলেও তাহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ। আর্থার ! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তোমার মঙ্গলার্থ টম্ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সে অবলীলাক্রমে তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।"

"এমিলি ! তাহা আমি বিলক্ষণ জানি ; কিন্তু কি করিব, আমি ঋণজালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আর উপায়ান্তর নাই।"

"আমাদের বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় কেন

বিক্রয় কর না। ধন সম্পত্তির মমতা আমি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। সর্ব্ব প্রকার অসুবিধা, সকল প্রকার দারিদ্র্য-যন্ত্রণা আমি আনন্দের সহিত সহ্য করিব। তুমি আমার হৃদয়বেদনা বুঝিতে পার না। আমি অতি যত্নের সহিত এই দাসদাসীদিগকে পালন করিয়াছি, তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি। তাহাদিগের সকল প্রকার অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিয়াছি। কিন্তু এইক্ষণ আবার যদি আমি নিজের অর্থের নিমিত্ত ইহাদিগকে আপন আপন পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করি, তবে ইহাদিগকে কিরূপে মুখ দেখাইব? স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কর্ত্তব্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কি কর্ত্তব্য, এবং মাতাপিতার প্রতি আবার সন্তানের কি কর্ত্তব্য, এই সমুদায় আমি দিন দিন ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা দিয়া আবার আমিই সন্তানকে মাতার ক্রোড় হইতে এবং স্বামীকে স্ত্রীর সংসর্গ হইতে চির জীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলাম! আমি ইলাইজাকে কতবার বলিয়াছি যে, সন্তানের হৃদয় ধর্ম্ম ও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ না করিলে মাতার কর্ত্তব্য পালন হয় না। আমি ইলাইজাকে তাহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য বারংবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলাম। কিন্তু এইক্ষণ আমি কি প্রকারে তাহার বক্ষ হইতে তাহার শিশু সন্তানকে চিরজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিতে দিব! আমি ঐ দাসদাসীগণের নিকট বারংবার বলিয়া আসিয়াছি যে, সংসারে যত ধন সম্পত্তি আছে, তদপেক্ষা এক একটী মানবাত্মা অসংখ্য গুণে মূল্যবান্। সুতরাং ধন সম্পত্তির জন্য মানবাত্মাকে অবনত করা কিংবা মানবাত্মাকে বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু এইক্ষণ অর্থের জন্য আমি নিজেই সেই মানবাত্মা বিনাশ করিতে উদ্যত হইলাম। ঈদৃশ নিষ্ঠুর নর-পিশাচ সদৃশ

দাসব্যবসায়ীর হাতে ইহাদিগকে সমর্পণ করিলে কি আর ইহাদের কোনরূপ নৈতিক কি আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে ?"

"প্রিয়ে ! তোমার কষ্ট দেখিয়া আমারও কষ্ট হইতেছে। তোমার কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারি না। দেখ আমার আর উপায়ান্তর নাই। ইহাদিগের দুজনকে বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না করিলে নির্দ্দয় হেলি ডিক্রীজারি করিয়া আমার ঘর বাড়ী ও সমুদায় দাসদাসী নিলাম করাইবে। দুইজনকে বিক্রয় করিয়া অপরাপর সমুদায়কে রক্ষা করাই উচিত বোধ করিতেছি।" শেলবির এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মেম্ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার বলিতে লাগিলেন— "এই ঘৃণিত দাসত্ব প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়াছি বলিয়া সত্যই ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ। দাসত্ব প্রথা যে অতি জঘন্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ঘৃণিত পৈশাচিক দাসত্ব প্রথা, কি দাস, কি মনীব, উভয়কেই অতল-স্পর্শ নরকে ডুবাইতেছে, উভয়ের অন্তরাত্মাই কলঙ্কিত করিতেছে। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই মনে করিতাম যে, দাসদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেই দাসত্ব প্রথার কলঙ্ক অপনোদন হইবে। দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত আইন যারপরনাই ঘৃণিত ও নীতি-বিরুদ্ধ। এই আইনানু-সারে দাসদাসী রাখা নিতান্ত অন্যায়। দাসদাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া এই প্রথার কলঙ্ক নিবারণ করা যাইতে পারে না। এইরূপ সদ্ব্যব-হার দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার মলিনতা কথঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রথার আভ্যন্তরিক কলঙ্ক সমূলে উৎপাটিত হয় না। আমি মনে করিতাম যে, সদ্ব্যবহার এবং ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া নিজের দাসদাসীর অবস্থা সমুন্নত করিতে পারিব। কিন্তু আমি কি নির্ব্বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছি। একেবারে দাসত্ব প্রথাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল ছিল।"

শেল্‌বি তাঁহার স্ত্রীর এই প্রকার পরিতাপ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন— "প্রিয়ে! এ বড় আশ্চর্য্য! তুমি যে দাসত্ব-প্রথা-বিরোধী সম্প্রদায়ের একজন সভ্য হইয়া উঠিলে!"

"আর্থার! আমি এ দাসত্ব প্রথাকে কখনও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। দাসদাসী রাখিতে আমার কখন ইচ্ছা হইত না।"

"কিন্তু অনেক ধার্ম্মিক পাদ্‌রি সাহেবেরা এই প্রথাকে সমর্থন করিয়াছেন। সে দিন আমাদের বড় পাদ্‌রি ব্রাম্সন্ সাহেব গির্জ্জায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছিলে তো?"

"আমি তোমার বড় পাদ্‌রির উপদেশ শুনিতে চাই না। আমি আর কখন ব্রাম্সনের উপদেশ শুনিতে গির্জ্জায় যাইব না। পাদ্‌রি ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ধনাঢ্য বণিক্‌দিগের মত সমর্থন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের কি কোন স্বাধীন চিন্তা আছে? অর্থই অনর্থের মূল। অর্থলোভে তাঁহারা ঘৃণিত দেশাচারকেও সমর্থন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। শুধু কেবল বণিক্‌দিগের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহারা ঈদৃশ ঘৃণিত মত প্রচার করেন।"

"তবে এখন আর বড় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিও না। দেখ্‌লে তো ধর্ম্মপ্রচারক-গণ সময় সময় কিরূপ মত প্রচার করেন? তাঁহাদের সেই সকল ঘৃণিত মত আমাদিগের ন্যায় পাপীদিগের নিকটেও ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন! কিন্তু আমি ঋণে আবদ্ধ না হইলে এইরূপ কার্য্য করিতাম না। আমি কিরূপ দায়গ্রস্ত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছি, তাহা এখন তো বুঝিতে পারিলে? অবস্থানুসারে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা যুক্তিসিদ্ধ কি না, একটু চিন্তা করিয়া দেখ।"

"হাঁ, অবস্থানুসারে করিয়াছ বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমার এমন কোন মূল্যবান্ গহনাপত্র নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া আমি ইলাইজার

হৃদয়ের ধন, সেই দুঃখিনীর জীবনসর্ব্বস্ব রক্ষা করিতে পারি। আমার এই ঘড়ীটি বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইতে পারে, তদ্দ্বারা ইলাইজার সন্তানকে রাখিতে পারিবে? ইলাইজার শিশুটিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার যাহা কিছু আছে, সমুদায় দিতে প্রস্তুত আছি।”

“এমিলি! তোমার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমি বড় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু বিক্রয়ের কবলা লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে। হেলি সে কবলায় আমার দস্তখত করাইয়া লইয়াছে। এইক্ষণ আর উপায়ান্তর নাই। হেলি আমার একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে পারিত, কিন্তু ইলাইজার শিশু সন্তানকে বিক্রয় করিয়াই এবার তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।”

“হেলি কি নিতান্তই নির্দ্দয়?”

“তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ অর্থগৃধ্নু লোক ভূমণ্ডলে আছে কি না, জানি না। সে অর্থলোভে আপন স্ত্রীকে ভাড়া দিতে পারে; এবং স্বীয় জননীকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে অনায়াসে সম্মত হইতে পারে।”

“ইহা জানিয়াও তুমি এইরূপ লোকের হাতে টমকে এবং ইলাইজার সন্তানকে সমর্পণ করিলে! কি পরিতাপের বিষয়!”

“কি করি? বিক্রয় না করিলে চলে না। এইরূপ কার্য্য আমি নিজেই অত্যন্ত ঘৃণা করি। কিন্তু হেলি আগামী কল্য আসিয়াই ইহাদিগকে লইয়া যাইবে। আমি প্রাতে অশ্বারোহণে স্থানান্তরে চলিয়া যাইব। টমকে নিয়া যাইবার সময় আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না। তুমিও ইলাইজাকে সঙ্গে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইও। হেলি আমাদের অসাক্ষাতে ইহাদিগকে লইয়া গেলেই ভাল হয়।”

“আমি এই প্রকার কপটাচরণ করিয়া ইলাইজাকে স্থানান্তরে লইয়া

যাইতে পারিব না। আমি ঈদৃশ নিষ্ঠুর ব্যাপারে সাহায্য করিব না। আমি টম্‌কে নেওয়ার সময় তাহার সহিত দেখা করিব। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু ইলাইজার কথা আমার স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। মাতৃক্রোড় হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা কি কষ্টকর ব্যাপার, তাহা তুমি বুঝিতে পার না!"

শেলবি ও শেলবির মেম যে সময় শয়নাগারে বসিয়া এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন ইলাইজা গোপনে পার্শ্বস্থ কুটীরে বসিয়া তাঁহাদের সকল কথা শুনিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ইলাইজা ধীরে ধীরে আপন গৃহে চলিল। ত্রাসে তাহার প্রাণ মন অস্থির হইয়াছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে "দয়াময় ঈশ্বর রক্ষা কর" "পরমেশ্বর রক্ষ" এই বলিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিল। শয্যা হইতে নিদ্রিত বালককে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—"দুঃখিনীর ধন! তোমাকে বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু এ দুঃখিনী প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া দিবে না।" ত্রাসে ও ভয়ে তাহার চক্ষের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। হৃদয় একেবারে শুকাইলে চক্ষে কখনও জল থাকে না, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া শোণিতবিন্দু নির্গত হইবার উপক্রম হয়। ইলাইজার এইক্ষণ তাহাই হইয়াছে, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু আশা অনেক সময়ে মানব-মনে সাহস প্রদান করে। সুতরাং এখন ইলাইজা কেবল সাহসে নির্ভর করিয়াই আছে। সে একটি পেন্‌সিল ও কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিল—

"মা! আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিও না। তুমি বাবার সহিত এই-ক্ষণ যে বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছ, তৎসমুদায় অন্তরালে থাকিয়া আমি সুস্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়াছি। আমি আমার সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য পলাইতে বাধ্য হইলাম। তুমি চিরকাল আমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল

বাসিয়াছ। মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন”—অতি তাড়াতাড়ি এই চিঠিখানি লিখিয়া শয্যার উপর রাখিল। পরে বালকের শীতে কষ্ট না হয় এই জন্য কয়েকখানি কাপড়, একখানি বনাত, এবং একখানি শাল সঙ্গে করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রথমে টমের গৃহাভিমুখে চলিল, ধীরে ধীরে সেই গৃহদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। টম্ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া উপাসনা করিত, সুতরাং সে তখন জাগ্রত ছিল। টমের স্ত্রী আণ্ট ক্লোই দরজা খুলিবামাত্র ইলাইজাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। ইলাইজা অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া বলিল —“টম! আমি হ্যারিকে লইয়া এইক্ষণ পলায়ন করিব। বাবা হ্যারিকে ও তোমাকে এক দাসব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।”

টম্ এবং ক্লোই উভয়েই এই আকস্মিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। টম্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আর কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু আণ্ট ক্লোই বলিল যে, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি যে, এইরূপ বিক্রয় করিল? তখন ইলাইজা অন্তরালে থাকিয়া শেলবি ও শেলবির মেমের যে সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল, সে সমুদায় সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, “কোন অপরাধের জন্য বিক্রয় করেন নাই। ঋণাবদ্ধ হইয়া বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু মা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। মার হৃদয় যে সত্যসত্যই ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি অকৃতজ্ঞ, তাই এই প্রকার মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছি; কিন্তু দেখ, পলায়ন ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই। পলায়ন না করিলে হ্যারিকে রক্ষা করিতে পারিব না।” তখন আণ্ট ক্লোই টম্‌কে বলিল, “তুমিও পলায়ন কর না কেন? আমি তোমার বস্ত্রাদি আনিয়া দিতেছি, তোমার তো স্থানান্তরে যাইবার অনুমতিপত্রই রহিয়াছে!”

টম্ বলিল, "আমি কখনও পলায়ন করিব না ; যদি আমাকে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য দাস দাসী রক্ষা করিতে পারেন, তবে আমাকে বিক্রয় করা ভালই হইয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমার সঙ্গে থাকিবেন। বিশেষতঃ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিব না। আমাকে বিশ্বাস করিয়া ইচ্ছামত গমনাগমনের জন্য মনীব এই অনুমতিপত্র দিয়াছেন। আমি কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে সেই অনুমতিপত্র ব্যবহার করিব ?"

টম্ পলায়নে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক আবার অধোমুখে বসিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শয্যোপরি নিদ্রিত সন্তানদিগের মুখপানে চাহিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরে ইলাইজা আণ্ট ক্লোইকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, অদ্য অপরাহ্নে আমার স্বামী এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনীব তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই নিমিত্ত পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমার এই পলায়নের বৃত্তান্ত বলিবে, এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবে যে, যদি ইহলোকে আর তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হয়, তবে পরলোকে নিশ্চয় আমাদের পরস্পরের মিলন হইবে। জীবনে মরণে তিনিই আমার একমাত্র গতি, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

ইলাইজার ঈদৃশ বাক্যাবসানে আণ্ট ক্লোই অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইলাইজার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কান্দিতে কান্দিতে বিদায় দিল।

রাত্রি ঘোরান্ধকার। সমুদয় জগৎ নিস্তব্ধ হইয়াছিল। সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশিতে সন্তান ক্রোড়ে করিয়া ঊনবিংশবর্ষীয়া যুবতী একাকিনী গমন করিতে লাগিল।

কিন্তু পাঠক ! ইলাইজা কি সত্যসত্যই একেবারে আশ্রয়শূন্য, সহায়-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে ? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর ; দেখিতে পাইবে, ইলাইজা একেবারে অনাথা নহে। যিনি অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তিনিই তাহার সঙ্গের সঙ্গী। অর্থগৃধ্নু শ্বেতাঙ্গ বণিক অসিতাঙ্গদিগকে ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সমীপে শ্বেতাঙ্গ অসিতাঙ্গের কোন প্রভেদ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইলাইজার অনুসন্ধান

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতসূর্য্য গগনে সমুদিত হইয়া কি শ্বেতাঙ্গ, কি অসিতাঙ্গ সকলের উপর সমভাবে তাহার হৃদয়প্রফুল্লতাকর প্রভা বিস্তার করিল। সমস্ত বিশ্বসংসার পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু শেল্‌বির শয়নাগারের দ্বার এখনও উন্মুক্ত হইল না। গতরাত্রে শেল্‌বি ও তাঁহার মেম যথাকালে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই ; সুতরাং আজ তাঁহারা অত্যন্ত বিলম্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মেম শয্যা হইতে উঠিয়াই বারংবার ইলাইজাকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর নাই। অনেকক্ষণ পরে আণ্ডি নামক একজন দাসকে ইলাইজাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আণ্ডি ইলাইজার গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেমের নিকট বলিল যে, ইলাইজার গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার জিনিষপত্র স্থানে স্থানে ছড়ান রহিয়াছে, বোধ হয় সে পলায়ন করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া শেল্‌বি ও তাঁহার মেম সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইলাইজা আপন সন্তান লইয়া পলায়ন করিয়াছে। মেম অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "পরমেশ্বর ইলাইজার সন্তানকে রক্ষা করুন।" কিন্তু শেল্‌বি তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ; হেলি মনে করিবে যে, আমি ইলাইজার পলায়ন সম্বন্ধে চক্রান্ত করিয়াছি। বিশেষতঃ তাহার এইরূপ মনে করিবার বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। আমি প্রথম হইতেই ইলাইজার পুত্র বিক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি।" এই বলিয়া শেল্‌বি নীচের গৃহে আসিল। এদিকে ইলাইজার পলায়নের কথা লইয়া গৃহস্থিত দাসদাসীগণের মধ্যে নানা প্রকার আন্দোলন আরম্ভ হইল। কেহ বলিল যে, ক্রেতা হেলি সাহেব এই সংবাদ শুনিবামাত্র টাকার শোকে পাগল হইয়া যাইবে। কেহ বলিল যে, হেলি সাহেব যেরূপ অর্থপিশাচ, তাহাতে এ সংবাদ শুনিলে ভারি ধূমধাম আরম্ভ করিবে। আবার কেহ কেহ বলিল যে, হেলি সাহেব নানা জঘন্য ভাষায় নিশ্চয়ই বকাবকি করিবে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় চাবুক হাতে করিয়া হেলি সাহেব তথায় উপস্থিত হইল। এবং ইলাইজার পলায়ন সংবাদ শ্রবণ করিয়া দন্ত কিড়মিড় করিয়া "হারামজাদী, বজ্জাতী" ইত্যাদি সুললিত বাক্যে ইলাইজাকে অভিহিত করিতে লাগিল। অবশেষে একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া শেল্‌বি ও তাঁহার মেম যে গৃহে বসিয়া ছিলেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং শেল্‌বিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "তুমি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।"

শেল্‌বি বলিল, "হেলি! ভদ্রতার অনুরোধে ঈদৃশ চীৎকার করিতে ক্ষান্ত থাক; দেখিতেছ না যে, আমার স্ত্রী এখানে রহিয়াছে?"

কিন্তু অর্থপিশাচ হেলির কি আর ভদ্রাভদ্র জ্ঞান আছে! সে আবার বলিল, "তুমি বড় অন্যায় করিয়াছ।"

তখন শেল্‌বি আর রাগ সহ্য করিতে পারিলেন না, হেলিকে তিরস্কার-পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি কি একেবারে নিলর্জ্জ! ভদ্র মহিলার সম্মুখে এই প্রকার টুপি মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া আছ!"

এই বলিয়া স্বীয় ভৃত্য আণ্ডিকে হেলির মাথার টুপি ফেলিয়া দিতে বলিলেন। আণ্ডি তৎক্ষণাৎ হেলির মাথার টুপি ও হাতের চাবুক কাড়িয়া লইল। হেলি তখন কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শেল্‌বিকে বলিল, "ভাই! তোমার সাধুতার সহিত কার্য্য করা উচিত ছিল।" শেল্‌বি হেলির কথা শুনিবামাত্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "কি, আমি অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়াছি? আমার সাধুতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিলে, তাহাকে এই মুহূর্ত্তে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিব।"

অর্থপিশাচগণ প্রায়ই কাপুরুষ। সুতরাং হেলি শেল্‌বিকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, তাহা না হইলে এরূপ কেন হইবে?"

তখন শেল্‌বি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক হেলিকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে আমি কখনও তোমাকে এই ভাবে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতাম না। কিন্তু তুমি আমার সহিত কারবার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছ দেখিয়া আমি তোমাকে আমার অশ্ব ও লোক দিতেছি। তুমি অনুসন্ধান পূর্ব্বক ইলাইজাকে ধৃত করিয়া তোমার ক্রীত সম্পত্তি লইয়া যাও।"

শেল্‌বি সাহেবের মেম, অর্থগৃধ্নু হেলির ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। শেলবি তখন তাঁহার আণ্ডি নামক চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "আণ্ডি, তুমি ও সাম হেলি সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ইলাইজার অনুসন্ধানে সত্বর গমন কর।"

আণ্ডি অশ্বশালায় আসিয়া সামকে এই সকল কথা বলিয়া, অশ্ব সাজাইতে বলিল।

সাম মনীবের আদেশ শুনিবামাত্র সত্বর সত্বর অশ্ব সাজাইতে আরম্ভ করিল এবং আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "এই মুহূর্ত্তেই ইলাইজাকে ধরিয়া আনিব।"

আণ্ডি আবার তাহার কাণে কাণে বলিল, "সাম! তুই বুঝিস্ না; মেম সাহেবের ইচ্ছা নাই যে, ইলাইজা ধরা পড়ে। ঘোড়া সাজাইতে একটু দেরি সেরি কর্।"

সাম বলিল, "তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে যে, মেমের ইচ্ছা নাই?"

আণ্ডি বলিল, "আমি যখন মেমের নিকট বলিলাম যে, পলাইয়া গিয়াছে, তখন মেম বলিল, 'পরমেশ্বর ইলাইজার সন্তানকে রক্ষা করুন।' কিন্তু সাহেব তাহা শুনিয়া মেমের উপর রাগ করিয়া উঠিল।"

সাম দুষ্টামিতে বিলক্ষণ পারদর্শী। যখন শুনিতে পাইল যে, ইলাইজাকে ধৃত করা মেমের উদ্দেশ্য নহে, তখন আর কি সে তাড়াতাড়ি ঘোড়া সাজায়! সে অশ্বশালায় যাইয়া একবার ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, আবার ধরে, আবার ছাড়িয়া দেয়, আবার ধরে; এইরূপে কেবল সময় কর্ত্তন করিতে লাগিল। পরে অশ্বের জিন্ লাগাইয়া তাহার নীচে এমন ভাবে একটি কাঁটা রাখিয়া দিল যে, অশ্বে আরোহণ করিবামাত্র কণ্টক সংস্পর্শে অশ্ব চমকিয়া উঠিয়া আরোহীকে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করে। হেলি সাহেবের অশ্বের জিনের নীচেও এই প্রকার কাঁটা রাখিয়া দিল।

শেল্‌বি বারংবার সামকে ডাকিয়া বলিল, "সাম! এত দেরি করিতেছ কেন?"

সাম বলিতে লাগিল, "হুজুর! ঘোড়া বড় দুষ্ট। এ কি এক মুহূর্ত্তের কাজ?"

এই প্রকার করিতে করিতে ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, এ দিকে শেল্‌বির মেম আবার সামকে ডাকিয়া বলিল, "সাম! ঘোড়া দুইটার পায় কি

হইয়াছে বলিতে পারি না, বড় তাড়াতাড়ি চালাইয়া ইহাদিগকে সমধিক ক্লান্ত করিও না।” সামের অন্য কোন বুদ্ধি না থাকিলেও দুষ্টাভিসন্ধির মর্ম্ম গ্রহণে বিশেষ পটু। যে অভিপ্রায়ে মেম তাহার নিকট এই কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সে বিলক্ষণ পটু। ঘোড়া আনিতে সামের বিলম্ব দেখিয়া হেলি স্বয়ং অশ্বশালায় আসিল এবং সাম ও আণ্ডিকে তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণ করিতে বলিয়া, সে তাহার নিজের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবামাত্র তাহার ঘোড়া লাফাইয়া উঠিল এবং সে পৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকাতে পড়িয়া গেল। হেলির অশ্ব তাহাকে মৃত্তিকায় ফেলিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া চলিলে, আণ্ডি, সাম এবং শেল্‌বির অন্যান্য কতকগুলি দাস হৈ, হৈ, ধর্, ধর্, করিয়া কেবল ঘোড়ার পাছে পাছে ছুটিতে লাগিল। এই প্রকারে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, এবং দ্বিপ্রহরান্তে সাম অশ্ব ধরিয়া আনিয়া হেলির নিকট উপস্থিত করিল।

হেলি সামকে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিল, “তুমি আমার তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে সত্বর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে চল।”

সাম বলিল, “আপনার অশ্ব ধরিতে যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আর অধিক কি বলিব! আপনার সত্বর সত্বর যাইতে হইবে, তাই এত পরিশ্রম করিলাম। আমাদের প্রাণান্ত হইয়াছে, আপনার কাজ বলিয়া করিলাম, অন্যের হইলে কখনও করিতাম না; কিন্তু এক্ষণে আহার না করিয়া কিরূপে যাইব? অশ্বগুলিও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনার কোন আশঙ্কা নাই। ইলাইজা তেমন হাঁটিতে পারে না, আহারাদি করিয়া গেলেও তাহাকে ধরিতে পারিব।”

এই সময় শেল্‌বির মেম ধীরে ধীরে হেলির নিকট আসিয়া অতিশয় ভদ্রতা সহকারে বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়! বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে; এক্ষণ আহারাদি না করিয়া কি প্রকারে যাইবেন। আপনি অনুগ্রহ

করিয়া অদ্য আমাদের বাড়ীতেই আহার করুন।" শেল্‌বির স্ত্রী হেলির সদৃশ নরপিশাচের সহিত বাক্যালাপ করিতেই ঘৃণা বোধ করিতেন কিন্তু আজ তাহার সহিত একত্রে আহার করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন না। হেলি বাণিজ্য ইত্যাদি কারবারের চাতুরী প্রবঞ্চনা অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের চাতুরী বোঝা বড় সহজ নহে। যে হেলি পৃথিবীর সমুদায় লোককে ঠকাইতে পারে, আজ সে স্ত্রীলোকের ফাঁদে পড়িয়া নিজে ঠকিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতার অধ্যবসায়

হেলি শেল্‌বির স্ত্রীর অনুরোধে আহারার্থ বিলম্ব করিতে লাগিল। কিন্তু এ দিকে ইলাইজা ক্রমেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল। ইলাইজার তৎসাময়িক দুরবস্থা মনে হইলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এ সংসারে ইলাইজার আর কেহই নাই। তাহার স্বামী ঘোর অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পলাইতে না পারিলে, সে আত্ম-হত্যা করিবে। এ জীবনে ইলাইজা আর স্বামীর দর্শন লাভ করিবে, এমন আশা নাই! এ বিশ্বসংসার ইলাইজার নিকট অপার সমুদ্র স্বরূপ। সাংসারিক ঘটনাস্রোতে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা সে জানে না। এ সংসারসমুদ্রে তাহার অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই। সে পুত্র

ক্রোড়ে করিয়া বিশাল সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার আশ্রয় শূন্য হইলেও ইলাইজার জীবনের লক্ষ্য রহিয়াছে। জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার আশ্রয়বিহীন হইয়াও সেই লক্ষ্যানুসারে সংসারের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে না। কোন যন্ত্রণাকেই যন্ত্রণা স্বরূপ দেখে না। যাহার জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই, সে সংসারের সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যেই কষ্ট অনুভব করে, সর্ব্বপ্রকার ভোগের মধ্যেই দুর্ভোগ প্রাপ্ত হয়।

দস্যু হস্ত হইতে সন্তান রক্ষা করাই ইলাইজার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জীবনের এই উদ্দেশ্য, এই লক্ষ্য সাধনার্থ কোন কষ্টই তাহার নিকট কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। কোন দুঃখই তাহার নিকট দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সেই কৃশাঙ্গী চিরদুর্ব্বলা ইলাইজা ছয় বৎসরের বালক ক্রোড়ে করিয়া অবিশ্রান্ত দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে। বালক অনায়াসে তাহার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু পাছে বালকটি অপহৃত হয়, এই ভাবনা তাহার অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, বালকটীকে একবারও ক্রোড় হইতে নামাইল না। কতক দূর যায়, আবার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে। একটি বৃক্ষপত্র পতন নিবন্ধন একটু শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিয়া পিছের দিকে চাহিয়া দেখে, এবং "ঈশ্বর রক্ষা কর, ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। বালকটী একবার জাগ্রত হইয়াছিল, তখন ইলাইজা তাহাকে বলিল যে, চুপ করিয়া না থাকিলে আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বালকটী তৎক্ষণাৎ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঠিক যেমন নিদ্রিত অবস্থাতে থাকে, সেইরূপই রহিল। স্নেহের কি আশ্চর্য্য শক্তি! বালকের অঙ্গস্পর্শে ইলাইজার শরীর নব নব বলে উত্তেজিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ মানসিক অবস্থা মনুষ্যকে যে কতদূর বলিষ্ঠ করিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

যাঁহারা বলেন যে, দৈহিক বল না থাকিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, তাঁহারা সত্য সত্যই ভ্রমাত্মক মত পোষণ করেন। মানসিক শক্তি, মানসিক তেজ, ভগ্ন অথবা দুর্ব্বল শরীরেও অতুল বলবীর্য্য প্রদান করে। শরীরের উপর মনের অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব প্রভুত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানসিক বল সময়ে সময়ে রক্তমাংস ও স্নায়ুকে লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও সবল করিয়া তুলে। বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ানের বীরত্ব কি দৈহিক বল সম্ভূত, না মানসিক বলের অনিবার্য্য ফল? মনে বল না থাকিলে শরীর সহজেই অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়। মানসিক বল তাড়িতের ন্যায় কার্য্য করিয়া সর্ব্বদাই দেহকে সতেজ করিয়া থাকে। যাহার মনে বল নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দুর্ব্বল।

ইলাইজা দুর্ব্বল হইলেও তাহার মনে যথেষ্ট বল ছিল। বালক ক্রোড়ে করিয়া দ্রুতপদে প্রায় দশ বার ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিল। মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করিল না। জীবনের লক্ষ্যসাধন ইচ্ছাই, এই দুর্ব্বলার অন্তর সবল করিয়াছিল। সুতরাং সেই আন্তরিক বলই তাহার শরীরকে এতাদৃশ বলিষ্ঠ করিল। এইরূপে চলিতে চলিতে রাত্রি অবসান হইল। রাজপথ দিয়া শত শত লোক শকটে ও অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিল। তখন ইলাইজা মনে করিল, এক্ষণ দ্রুতপদে সন্তান ক্রোড়ে করিয়া চলিলে, লোকে তাহাকে পলাতক বলিয়া সন্দেহ করিবে। সুতরাং বালকটীকে নামাইয়া আপনার পরিধেয় বস্ত্রগুলি সুসজ্জিত করিয়া লইল। বালক ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে একটী উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সঙ্গে যে কিছু খাবার দ্রব্য আনিয়াছিল, তাহা বালকটীকে খাওয়াইতে লাগিল। বালক দেখিল, তাহার মাতা কিছুই খায় না।

তখন সে নিজে হাতে করিয়া মাতার মুখের মধ্যে কিছু খাদ্য দ্রব্য

দিল। কিন্তু ইলাইজা তাহা খাইতে পারিল না। দুঃখ, ভয় ও ত্রাসে তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। বালক আবার তাহাকে খাইতে কহিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাছা! তোমাকে লইয়া কোন নিরাপদ্ স্থানে যাইতে না পারিলে, আমি কিছুই খাইতে পারিব না।" বালকের আহারান্তে, ইলাইজা আবার সেই অহিও নদীর দিকে ধাবিত হইল, মনে করিতে লাগিল, যেন অহিও নদী পার হইতে পারিলেই তাহার সমুদয় আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। ক্রমে আরো দুই তিনটী গ্রাম পশ্চাৎ করিল এবং একটী সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানে তাহাকে পলাতক বলিয়া সন্দেহ করিবার বড় সম্ভাবনা ছিল না। ইলাইজা আফ্রিকাবাসী দাস দাসীর ন্যায় অসিতাঙ্গিনী ছিল না। ইংরাজের ঔরসে তাহার জন্ম হইয়াছিল। তাহাকে দেখিলে ইংরাজ কুলকামিনী বলিয়াই বোধ হইত। সুতরাং এই অপরিচিত স্থানে ইলাইজার বিপদাশঙ্কা কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই বিপদাশঙ্কাই তাহার দুর্ব্বল শরীরকে সবল করিয়াছিল। আশঙ্কা হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে ক্ষুৎপিপাসা ও পর্য্যটনক্লেশ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এখানে তাহাকে কেহ চিনিতে পারিবে না এই ভাবিয়া, সে নিকটস্থ একটী দোকানে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিল, এবং বালকের সঙ্গে একত্র আহার করিয়া, পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহারা অহিও নদীর অপর পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সতৃষ্ণ নয়নে অহিও নদীর পারে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এখন কিরূপে নদী পার হইবে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। বরফ বিগলিত হইয়াছে। নৌকা ভিন্ন পার হইবার সাধ্য নাই। নদীর পার্শ্বে অনতিদূরে একটী পান্থশালা দেখিতে পাইল। সেখানে একটী

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কতকগুলি কাঁটা চামচ্ পরিষ্কার করিতেছিল। ইলাইজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নদী পার হইবার জন্য নৌকা পাওয়া যাইতে পারে কি না। বৃদ্ধা বলিল, নৌকা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে ইলাইজা নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অপর পারে কোন গ্রামে কি তোমার কোন আত্মীয়ের ব্যারাম হইয়াছে?"

ইলাইজা বলিল, "তাহার একটী সন্তানের অবস্থা বড় বিপন্ন, গত কল্য তাহার সংবাদ পাইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। অদ্য নদী পার হইতে না পারিলে, তাহাকে দেখিতে পাই কি না সন্দেহ।"

বৃদ্ধা তাহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া একটি পুরুষকে ডাকিয়া বলিল, "সলমন্, দেখ ত নদী পার হইবার জন্য কোন নৌকা আছে কি না?"

সলমন্ বলিল যে, আজ পার হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কল্য এক খানা নৌকা পাওয়া যাইতে পারে। তখন ইলাইজাকে সেই স্ত্রীলোক তাহার গৃহে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সে সম্মতা হইয়া সেই পান্থশালার একটী প্রকোষ্ঠে যাইয়া বালকটীকে শয়ন করাইল এবং স্বয়ং তাহার পার্শ্বে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

এ দিকে দাসব্যবসায়ী হেলি সাহেব শেল্বির বাড়ীতে আহারার্থে বিলম্ব করিতে লাগিল। শেল্বির মেম আণ্ট ক্লোইকে শীঘ্র খানা প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু ক্লোই আজ আর তাড়াতাড়ি রাঁধিতে পারিতেছে না! আজ বার বার তাহার উননের আগুন নিবিয়া যাইতেছে—একবার এক জিনিষ প্রস্তুত করিতে করিতে তাহা নষ্ট হওয়ায় আবার সেই জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইতেছে। এই প্রকারে রন্ধন শালায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এ দিকে শেল্বির এক এক জন দাস সময়ে সময়ে রন্ধনশালায় আসিয়া ক্লোইকে তাড়াতাড়ি রন্ধন করিতে বলিল।

এক জন দাস আসিয়া ক্লোইকে বলিল যে, হেলি সাহেব বিলম্ব দেখিয়া বড় অধীর হইতেছেন। ক্লোই বলিয়া উঠিল, উহাকে অধঃপাতে যাইতে হইবে। জ্যাক নামক আর একজন দাস বলিল, কেবল কি অধঃপাতে যাইবে? উহাকে অনন্ত নরকে যাইতে হইবে। ক্লোই আবার বলিল, অনন্ত নরকই উহার পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত স্থান; শত শত লোকের অন্তরে দুঃখ দিতেছে। সন্তানকে মার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, স্ত্রীকে স্বামী-হীন করিতেছে, শিশুকে পিতৃহীন করিতেছে। ঈশ্বর কি ইহার কুকার্য্য দেখেন না? পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই অনন্ত নরকে জ্বলিয়া মরিবে। জ্যাক্ বলিল যে, উহাকে অনন্ত নরকে যখন জ্বলিয়া মরিতে দেখিব, তখন আমার মনে বড়ই আনন্দ হইবে।

এই সময় টম্ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। টমের হৃদয় দয়া ও ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। টম্ ক্লোইকে বলিতে লাগিল, "আমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে; কিন্তু এই জন্য অন্য কোন লোকের বিরুদ্ধে হৃদয়ে এরূপ বিদ্বেষের ভাব পোষণ করা অনুচিত।"

টম্ তাহার স্ত্রী ক্লোইর সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র এক জন ভৃত্য আসিয়া তাহাকে শেল্‌বির নিকট ডাকিয়া নিল। শেল্‌বি হেলিকে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"টম্, আমি এই ব্যক্তির নিকট তোমাকে বিক্রয় করিয়াছি। কিন্তু ইনি আজ তোমাকে নিয়া যাইতে পারিবেন না। ইনি এইক্ষণ কোন কার্য্যাপলক্ষে অন্যত্র যাইতেছেন। কয়েক দিন পরে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন। অতএব যখন ইনি তোমাকে নিতে আসিবেন, তৎক্ষণাৎ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি এইরূপ উপস্থিত না হইলে এই ব্যক্তিকে দণ্ড স্বরূপ আমি এক সহস্র মুদ্রা দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়াছি। এই বিষয়ে যেন তোমার কোন ত্রুটি না হয়।"

টম্ বলিল, "আপনি, যেরূপ বলিবেন, আমি সেইরূপই করিব। আমি আট বৎসর বয়সের সময় আপনার গৃহে আসিয়াছি। আপনার মাতা আপনার এক বৎসর বয়সের সময় আপনাকে আমার ক্রোড়ে দিয়া বলিয়া ছিলেন, "টম্, এই তোমার ভাবী প্রভু; ইহাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে। সে সময় হইতে আমি আপনাকে প্রতিপালন করিয়াছি, এবং আপনার সর্ব্ব প্রকার বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। কিন্তু বলুন, আজ পর্য্যন্ত কি আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছি?"

শেলবি টমের এইরূপ কথা শুনিয়া অধোমুখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন, "টম্, তুমি কথনও কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য কর নাই; আমি দায়াবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তাই তোমাকে বিক্রয় করিতে হইল।"

শেলবির মেম বলিলেন, "টম্, আমি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আবার ইঁহার নিকট হইতে তোমাকে খরিদ করিয়া আনিব।"

মেম আবার সেই সময় হেলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "টম্কে যে ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবেন, তাহার নাম ধাম আমাদের নিকট পাঠাইবেন।"

হেলি বলিল যে, আমি দশ টাকা লাভ করিবার জন্য ব্যবসা করিয়া থাকি, হয় ত কিছুকাল পরে আবার আপনাদের নিকটই বিক্রয় করিতে পারি।

শেল্বির মেম হেলির ন্যায় নরপিশাচের সহিত কথোপকথন করিতে ঘৃণা বোধ করিলেও, আজ তাহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ আলাপের উদ্দেশ্য কি? কোন ক্রমে সময় অতি-বাহিত হয়, তাহাই এই আলাপের উদ্দেশ্য।

অনন্তর বেলা অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সাম ও আণ্ডি অশ্বসহ আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। হেলি, শেল্বি ও তাঁহার মেমের নিকট

বিদায় গ্রহণ করিয়া ইলাইজাকে ধরিবার উদ্দেশে চলিল। অশ্বারোহণ-কালে হেলি সামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনীবের কি শিকারি কুকুর আছে?" সাম বিলক্ষণ জানিত, তাহার মনীবের কোন শিকারি কুকুর নাই, কিন্তু তথাচ দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল যে, আমাদের অনেক কুকুর আছে, আপনি অপেক্ষা করুন, আনিতেছি। এই বলিয়া কয়েকটা গৃহপালিত কুকুর আনিল। হেলি তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল, "এ কুকুর আমি চাই না। পলাতক দাস ধরিবার জন্য শিকারি কুকুরের কথা বলিয়াছিলাম। তুই বেটা বড় বজ্জাৎ। তোর কুকুর আনিবার দরকার নাই। তুই চল্।" কতক দূর গমন করিয়া হেলি বলিল, "বরাবর অহিও নদীর দিকে চল্।"

সাম অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "মশাই নদীর দিকে দুইটী রাস্তা গেছে, একটি পরিষ্কার নূতন রাস্তা, আর একটী দিয়ে আগে লোক চলাচল করিত, কিন্তু এখন অপরিষ্কার হ'য়ে আছে। সে রাস্তায় এইক্ষণ বড় লোকজন চলে না। এখন কোন্ রাস্তায় আপনি যেতে ইচ্ছা করেন?"

আণ্ডি, সামের এই দুই রাস্তার কথা শুনিয়া হাসি রাখিতে পারিল না, হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু সাম আবার অত্যন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আণ্ডিকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "আণ্ডি, তোর ভাল মন্দ জ্ঞান একেবারেই নাই। এই কি হাসির সময়। হেলি সাহেবের যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাই দেখ্‌তে হবে।" তৎপর হেলির নিকট আবার বলিতে লাগিল, "মশাই, ইলাইজা বোধ হয়, অপরিষ্কার রাস্তা দিয়াই গিয়াছে, সে রাস্তা দিয়ে লোক বড় যাতায়াত করে না। কিন্তু আমাদিগের সে রাস্তায় বড় সুবিধা হবে না। সে রাস্তাটা জায়গায় জায়গায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব চলুন,

আমরা এই নূতন রাস্তা দিয়াই যাই, এই পরিষ্কার পথে গেলেই ভাল হবে।"

হেলি সামের এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিল যে, জনশূন্য পথেই ইলাইজা পলায়ন করিয়া থাকিবে, কিন্তু এই বেটা বড়ই ধূর্ত্ত। প্রথমতঃ অনবধানতা প্রযুক্ত সেই জনশূন্য পথের কথা উল্লেখ করিয়া এক্ষণ আবার শঠতা পূর্ব্বক আমাকে অন্য পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব পুরাতন পথে গমন করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ এ সংসারে সন্দিগ্ধচিত্ত লোক সহসা সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারে না। হেলি অপরিষ্কৃত পথেই গমন করা স্থির করিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সেই পথ অনুসরণ করিতে বলিল।

সাম বারংবার নিষেধ করিয়া বলিল, "মহাশয় এ পথে যাইবেন না, এ পথে গেলেই নিশ্চয়ই পথহারা হইতে হইবে। বোধ হয়, এ রাস্তা স্থানে স্থানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

সামের এইরূপ কথায় হেলির সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। সে তখন সামকে রাগ করিয়া বলিল, "আমি তোর কথা শুনিতে চাই না। এই নির্জ্জন পথেই যাইতে হইবে।"

বস্তুতঃ সেই জনশূন্য রাস্তা দীর্ঘকাল হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সাম তাহা বিলক্ষণ জানিত; তাহার চক্রান্ত না বুঝিতে পারিয়া হেলি সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া, সে মনে মনে হাসিতে লাগিল। কতকদূর যায় আর বলিয়া উঠে, "এ বড় খারাপ রাস্তা। বোধ হয় এ পথে চলিতে পারিব না।

হেলি তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "তোর কথায় আমি এ রাস্তা ছাড়িব না। তুই চুপ কর্।"

সাম তাহাতে ক্ষান্ত হইল এবং অত্যন্ত আনুগত্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "আজ্ঞে, আপনার যে পথে ইচ্ছা চলুন।"

এইরূপ চলিতে চলিতে সময় সময় সাম ও আণ্ডি অনর্থক চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল—"ঐ ইলাইজা"—"ঐ বস্ত্র দেখা যায়"—"ঐ ইলাই-জাকে দেখা যায়"; ইহাদের চীৎকারে অশ্ব বারংবার চমকিয়া উঠিতে-লাগিল এবং তন্নিবন্ধন কেবল অনর্থক কালক্ষেপ হইতে লাগিল। অবশেষে অন্যূন এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইলে, তাহারা এক সুপ্রশস্ত মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথ পাইল না। দেখিল যে, রাস্তা সেইখানেই শেষ হইয়াছে। তখন সাম হেলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে এ রাস্তা বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনিলেন না। আমাদের দেশের রাস্তা ঘাট আমরা বিশেষ চিনি আপনি বিদেশের লোক হয়ে এ সব বিষয় জান্‌বেন কি ক'রে?"

হেলি সক্রোধে বলিতে লাগিল, "তুই বেটা বড় বজ্জাত। তুই জেনে শুনে এ সব কর্‌ছিস্।"

সাম এই প্রকার তিরস্কৃত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মশাই, আমি ত আপনাকে প্রথমেই এ পথে আসিতে নিষেধ করি; কিন্তু আপনি কিছুতেই আমার কথা শুনিলেন না; আমার কি অপরাধ?"

হেলির আর দ্বিতীয় কথা বলিবার সাধ্য নাই। বস্তুতঃ সাম এই পথ অবলম্বন করিতে দুই একবার প্রকাশ্যে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। এই ক্ষণ তাহারা অশ্ব ফিরাইয়া সেই পরিষ্কার রাস্তা ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তাহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ইলাইজা যে পান্থশালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই নিকটে আসিয়া উপ-স্থিত হইল। এক ঘণ্টা হইল ইলাইজা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাহার শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া সে বাতায়নে দাঁড়াইয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে, এই সময় সামের চক্ষু তাহার উপর নিপতিত হইল। হেলি ও আণ্ডি সামের পশ্চাতে ছিল, তাহারা তখন ইলাইজাকে দেখিতে পায় নাই। সাম তখন দুষ্টাভিসন্ধি পূর্ব্বক মাথার টুপী ফেলিয়া দিয়া, বাতাসে টুপী পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারের শব্দ ইলাইজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, সে সেই দিকে চাহিবা মাত্র সাম ও হেলিকে দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ দিকের দ্বার খুলিয়া ছুটিতে লাগিল। ইত্যবসরে হেলিও তাহাকে দেখিতে পাইয়া অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু ইলাইজার সেই ক্লান্ত শরীরে অকস্মাৎ যেন সহস্র হস্তীর বল প্রবেশ করিল। সে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ অহিও নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জলের উপরে সেই সময় বরফ ভাসিতেছিল। সেই বরফের উপর নিপতিত হইবামাত্র বরফ শুদ্ধ সে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক এক খণ্ড বরফ তাহার ভারে জলমগ্ন হইলেই সে সম্মুখের অপর খণ্ডের উপর লাফ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে এক খণ্ডের পর অপর খণ্ডে, তৎপর তৃতীয় খণ্ড বরফ রাশির উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিতে লাগিল। তাহার পাদুকা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল। তাহার পদদ্বয় বরফ সংঘর্ষণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বেগে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানকে এতাদৃশ দৃঢ়তার সহিত ধরিয়াছিল যে, সে একবারও ক্রোড়ভ্রষ্ট হইল না। অত্যল্প কাল মধ্যেই ইলাইজা নদীর অপর পারে আসিয়া পৌছিল। নদীর তটে তখন একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল। সে ইলাইজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তটে উঠাইয়া বলিতে লাগিল, "তুমি কে? তোমার ত বিলক্ষণ সাহস দেখিতেছি!"

ইলাইজা এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিল। এই ব্যক্তি শেলবির বাড়ীর নিকটস্থ কোন স্থানে কৃষিকার্য্য করিত। সুতরাং ইলাইজা তাহার নাম ধরিয়া বলিল, "সিম্! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। আমি কোথায় লুকাইয়া থাকিতে পারি, তাহা বলিয়া দেও। আমার এই শিশু সন্তানকে মনীব বিক্রয় করিয়াছেন। ক্রেতা তাহাকে ধরিয়া নিতে আসিয়াছে। সিম্! তোমারও সন্তান আছে।"

সিম্ বলিল, "আমি যথাসাধ্য তোমার উপকার করিব। তোমার ভয় নাই। তুমি সকল আশঙ্কা দূর কর। তুমি নিকটস্থ ঐ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর। সুদূরে যে শ্বেতবর্ণ অট্টালিকা দেখিতেছ, ঐ বাড়ীতে গেলে তুমি আশ্রয় পাইতে পারিবে।"

ইলাইজা তখন সিমকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তানটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

ইলাইজা চলিয়া গেলে, সিম্ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, ইহাকে ধৃত না করিয়া যে, পলায়নের পথ বলিয়া দিয়াছি, তাহাতে শেলবি হয় তো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু তিনি অসন্তুষ্ট হউন না কেন? এই প্রকার দুরবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকের প্রতি কি কেহ কখন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে? সিম্ অশিক্ষিত এবং অখৃষ্টান, তাহার অন্তরে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সে যদি সুশিক্ষিত আইন ব্যবসায়ী হইত, তবে দেশ-প্রচলিত আইনের গৌরব রক্ষার্থ নিশ্চয়ই ইলাইজাকে ধৃত করিয়া বিচারালয়ে পাঠাইত।

আমরা সিম্ ও ইলাইজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এখন হেলি কি করিতেছে, তাহাই পাঠকগণের নিকট বলিতেছি। হেলি ইলাইজাকে দ্রুতবেগে বরফের উপর দিয়া যাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া সাম ও আণ্ডিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "মাগীর স্কন্ধে সাতটা ভূত

চাপিয়াছে। মাগী ঠিক যেন বিড়ালের মত ঝাঁপ দিতে দিতে চলিয়া

সাম ও আণ্ডি হেলির কথা শুনিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলে হেলি তাহাদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কশাঘাত করিতে উদ্যত হইল। তাহারা কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া বলিল, "মহাশয়, এখন আমরা বিদায় হইলাম। ঘোড়া লইয়া আর অধিক দূর গেলে মেম সাহেব রাগ করিবেন। বিশেষতঃ এখানে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই," এই বলিয়া তাহারা দুই জনে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধৃতকারী নিযুক্ত

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইলাইজা অহিও নদী পার হইয়া অপর পারে উঠিল, তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং হেলি আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে নিরাশ হইয়া নদীতটস্থ পান্থ নিবাসে ফিরিয়া আসিল। নির্জ্জনে সেই গৃহে বসিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিল, সংসারে বিচার নাই। সংসারে ন্যায় বিচার থাকিলে কি, আমার এত টাকা দণ্ড হয়। এই সময়ে সেখানে আর একটী লোক আসিয়া

উপস্থিত হইল। লোকটী দেখিতে দীর্ঘাকার। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন, সে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তিমান্ অবতার এবং নরকের দ্বার-রক্ষক। ইহার পরিচ্ছদ ও ভাব ভঙ্গি স্বীয় স্বভাবের অনুরূপই ছিল। হেলি ইহাকে দেখিবামাত্র হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "লকার! বড় সৌভাগ্য যে, তোমার সহিত আজ সাক্ষাৎ হইল।"

এই ব্যক্তির নাম টমাস্ লকার। পূর্ব্বে হেলি এবং টমাস্ লকার একমালিতে ব্যবসা করিত। লকারের সহিত আর একটী খর্ব্বকায় পুরুষ আসিয়াছিল। হেলি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "লকার, তোমার সঙ্গে আর একটী লোক যে দেখিতেছি, ইনি বুঝি তোমার বাণিজ্যের অংশী হইবেন।"

লকার তখন মার্ক ও হেলি ইহাদিগকে পরস্পরের নিকট পরস্পরের পরিচয় প্রদান করিলে তাহারা তিন জনেই ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর-দিগের ন্যায় টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া বসিল। প্রথমতঃ হেলি স্বীয় বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের বিষয় করুণ রস পরিপূর্ণ ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল। বারংবার আপনার অদৃষ্টকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল যে, মেয়ে মানুষের জাত বড়ই বজ্জাত। ইহাদিগের ন্যায়ান্যায় জ্ঞান একেবারেই নাই। আমি এতগুলি টাকা দিয়া বালকটাকে ক্রয় করিলাম; আর সেই মাগী একটু সন্তানের স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিল না; মাগীর কি অন্যায়! সে বালকটাকে নিয়া পলায়ন করিল।

লকারের সঙ্গী মার্ক হেলির কথা শুনিয়া অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, বর্ত্তমান সময় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় বিভাগেই নূতন নূতন আবিষ্কার দেখা যায়; কিন্তু সন্তান-স্নেহ পরিশূন্য এক জাতীয় স্ত্রীলোক উৎপাদন সম্বন্ধে নব প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধন হইত। যত প্রকার নূতন নূতন প্রণালীর আবিষ্কার দেখিতে পাই, তন্মধ্যে ঈদৃশ স্ত্রীলোক

উৎপাদন প্রণালীর আবিষ্কার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক বলিয়া যে পরিগণিত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

হেলি বলিল, "এই ঠিক বলিয়াছ। এই প্রকার স্ত্রীজাতির উৎপাদন না হইলে বাণিজ্য ব্যবসা দুষ্কর। ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি তাহাদের মাতার এক প্রকার যন্ত্রণা বিশেষ। এই বালক-বালিকা দ্বারা তাহাদের কি উপকার বল? কিন্তু ওই মেয়ে মানুষগুলি বালক-বালিকা ছাড়িয়া দিতে চাহে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, বালক বলিকা দ্বারা তাহাদের যন্ত্রণা ভিন্ন কোন উপকার নাই। বিশেষতঃ ক্রেতাকে নির্ব্বিবাদে সেই সকল বালক ছাড়িয়া না দিলে এই অন্যায় ব্যবহার প্রযুক্ত তাহাদের ঘোর পাপ সঞ্চয় হয়।"

হেলির বাক্যাবসানে আবার মার্ক বলিতে লাগিল, "ভাই, গত বৎসর একটা রোগা ছেলে শুদ্ধ একটা দাসী কিনিয়াছিলাম। মনে করিলাম, রোগা ছেলেটাকে মার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে, বিক্রী করিলে তার মা কোন আপত্তি করিবে না। কিন্তু মেয়ে মানুষের কাণ্ড সহজে বুঝা যায় না, রুগ্ন বালক দেখিলে না কি স্ত্রীলোকের ভালবাসা বেশী হয়। ভাই, কি বলিব, সেই রোগা ছেলেটাকে বিক্রয় করিলে কয়েক দিন পরে তাহার মাও মরিয়া গেল।"

মার্কের এই কথা শুনিয়া হেলি বলিল, "ভাই, আমারও এক বার অমনি হইয়াছিল। আমি একবার একটা অন্ধ ছেলে আর তার মাকে কিনিয়াছিলাম। খরিদ করিবার সময় বুঝিতে পারি নাই যে, সে অন্ধ; শেষটা যখনি জানিলাম ছেলেটা অন্ধ, তখন তাকে অন্য জায়গায় বিক্রী করিলাম। কিন্তু তার মা তাকে কোলে ক'রে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ম'রে গেল।"

টমাস্ লকার এ পর্য্যন্ত ব্রাণ্ডির বোতল নিয়াই ব্যস্ত ছিল। কথা কহিবারই অবকাশ পায় নাই। এক্ষণে ব্রাণ্ডির বোতল শূন্য হইলে বলিয়া

উঠিল, "ভাই, আমার কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র। স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক, বালকই হউক, আর যুবতীই হউক, আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, বিক্রীর সময় কেহ কান্না আরম্ভ করিলে আমি বেত্রাঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিব। যুবতীদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলি যে, তোমার ক্রোড়স্থ সন্তানে তোমার কোন অধিকার নাই। আমি টাকা দ্বারা কিনিয়াছি, আমার ইচ্ছানুযারী কার্য্য করিব। ইহাতে কেহ কেহ আর কান্দিতে সাহস পায় না; কিন্তু দুই এক মাগী, এই প্রকার সাবধান করিয়া দিলেও যদি কাঁদিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে, এই সুদৃঢ় বজ্র মুষ্টি তন্নিবারণে বিলক্ষণ সমর্থ।" এই বলিয়া লকার তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর মুষ্টি প্রহার করিবামাত্র টেবিলটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

হেলি বলিল, "লকার, এই প্রকার প্রহার করা আমি বড় প্রশংসার কার্য্য বলিয়া মনে করি না। অবশ্য বাণিজ্য দ্বারা যত অধিক লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের সকলের মধ্যেই ত আত্মা আছে। সুতরাং আত্মার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রহার করিতে ক্ষান্ত থাকা উচিত। বিশেষতঃ, আমার বোধ হয় যে, প্রহার না করিলেই বাণিজ্যে অধিক লাভ হইতে পারে।"

হেলির এই কথা শুনিয়া লকার বলিল, "তুই বেটা আমার নিকট আর আত্মা, আত্মা করিস্ না। তোর যতখানি আত্মা আছে, তাহা আমি জানি। তোর শরীর গুঁড় গুঁড় করিয়া চালনিতে ছাঁকিলে এক বিন্দু আত্মাও তাহা হইতে বাহির হইবে না।"

হেলি বলিল, "লকার, এমন চ'টে উঠ্লে কেন? ভাল কথা বলিলেও তুমি চ'টে আগুন হও।" লকার আবার সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "তোর ধর্ম্মের কথা আমি শুন্তে চাই না। তুই মনে করিস্ যে, তুই বড় ধার্ম্মিক আর ভালমানুষ। তোর ধর্ম্ম আর ভালমানসি এক ফাঁদ বিশেষ। ও

ফাঁদে তুমি আমাকে ফেলিতে পার না। লোককে টাকা ধার দিবার সময় বিলক্ষণ ভালমানুষি দেখাও। শেষে টাকা আদায়ের সময় তুমি মানুষকে যেরূপ গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল, এমন কেহ করে না।”

এই সময় টমাস্ লকারের সঙ্গী মার্ক বলিল, “ভাই! বিবাদ বিসংবাদ, তর্ক বিতর্ক ছাড়িয়া দেও। কাজের কথা বল, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। হেলি যে অতি চমৎকার লোক, তাহা তাঁহার দুই চারি কথায়ই টের পাইয়াছি! তিনি যে বন্দোবস্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা সকাল সকাল কর। আবার হেলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “ভাই! সেই স্ত্রীলোককে ধরিয়া দিতে পরিলে কত দিবে?”

“সে স্ত্রীলোকটা আমার সম্পত্তি নহে। আমি শুদ্ধ সেই ছেলেটাকে চাই, ঐ ছেলেটাকে কিনেই তো আমি আহাম্মক হয়েছি।”

লকার বলিল, “তুই বেটা চিরকালই আহাম্মক।”

মার্ক। লকার, তুমি একটু চুপ ক’রে থাক। এ সকল বিবাদে কি কাজ? আমি এই বিষয়ে একটা বন্দোবস্ত করিতে চাই।

হেলি। তোমরা কত চাও। আমি ব’ল্‌চি ছেলেটাকে বিক্রয় ক’রে যা আমার লাভ হবে, তা হ’তে শতকরা দশ টাকা হারে তোমাদের দেব।

লকার। তোমার ও সব চালাকি রেখে দাও। আমরা খোঁজ ক’রে ক’রে যদি ছেলেটাকে ধ’রে দিতে না পারি, তবে বুঝি আমাদের পরিশ্রমটা মিথ্যাই যাবে? আমাদের পরিশ্রমের বাবদ অগ্রিম পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

মার্ক। তা তো দিবেই! আমিও একজন আইন ব্যবসায়ী উকিল (Retaining fee) রিটেইনিং ফি অর্থাৎ বায়না না দিলে বন্দোবস্ত হ’তে পারে না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।

অবশেষে অনেক কথাবার্ত্তার পর, হেলি তাহাদিগের হাতে পঞ্চাশ

টাকা দিল। মার্ক এবং লকার সম্প্রতি পলাতক ধৃত করার ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল। এই ব্যবসা তখন ওকালতি ব্যবসার ন্যায় সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। এই ব্যবসা দ্বারা যে কেবল অর্থ সঞ্চয় হয়, তাহা নহে, দেশহিতৈষিতা এবং দেশীয় আইনের গৌরব রক্ষা এই দ্বিবিধ সদনুষ্ঠানই এই দুই ব্যবসার অন্তর্ভূ'ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এইরূপ ব্যবসা করিতে তাহাদিগকে লজ্জা বোধ করিবার কোন কারণ নাই। তাহারা হেলির টাকা গ্রহণ করিয়া অহিও নদী পার হইবার সুযোগ দেখিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বক্তা ও বক্তৃতা

সাম ও আণ্ডি অহিও নদীর পারে হেলির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল। সাম পথে অবিশ্রান্ত হাসিতেছিল। সে আণ্ডিকে বলিল, "আণ্ডি, তুই বালক; আমি না হইলে তোর কি এত বুদ্ধি হইত! দুই রাস্তার কথা বলিয়া দুই ঘণ্টা হেলিকে ঘুরাইয়াছি। এই প্রকার দুই ঘণ্টা না ঘুরাইলে ইলাইজা আজ নিশ্চয়ই ধরা পড়িত।"

এইরূপ বলিতে বলিতে রাত্রি দশ কি এগার ঘটিকার সময় তাহারা শেল্‌বির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের অশ্বের শব্দ শুনিয়া

শেল্‌বি সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেলি সাহেব ও ইলাইজা কোথায় ?"

সাম বলিল, "হেলি সাহেব অত্যন্ত কাতর হইয়া পান্থশালায় রহিয়াছেন।"

"ইলাইজার কি হইল ? ইলাইজার সংবাদ বল।"

"পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে ইলাইজা জর্ডন নদী পার হইয়া কেন্যান প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

"কেন্যান প্রাপ্ত হইয়াছে !—সে কি ?" শেল্‌বির মেম মনে করিলেন যে, হয় ত ইলাইজার মৃত্যু হইয়াছে।

"মেম্ সাহেব, পরমেশ্বর তাঁহার নিজের লোককে নিজেই রক্ষা করেন। ইলাইজা ঠিক যেন ঈশ্বরের রথে চড়িয়া অহিও নদী পার হইয়া গিয়াছে। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আর আমি কখনও দেখি নাই।"

সাম, শেল্‌বির মেমের নিকট যখনই কথা বলিত, তখন তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বিশেষ উদ্বেলিত হইত। সুতরাং ইলাইজার পলায়ন বৃত্তান্ত নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র-মূলক কথা দ্বারা বর্ণন করিতে লাগিল। এই সময় শেল্‌বি স্বয়ং বাহিরে আসিয়া সামকে গৃহে প্রবেশ করিয়া মেমের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে বলিলেন এবং মেম্‌কে বলিলেন, "এমিলি! তুই এত অধৈর্য্য হইয়া হিমে বাহিরে আসিলে কেন ? তোমার অসুখ হইতে পারে। ঘরের মধ্যে আসিয়া সকল বিষয় শুন না কেন? তুমি যে ইলাইজার নিমিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলে !"

মেম্ বলিলেন, "আর্থার, আমি স্ত্রীলোক, আমার নিজেরও সন্তান আছে। সন্তানের স্নেহ প্রভৃতি ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। ইলাইজা যে কি দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে এবং আমরা যে তাহার প্রতি কতদূর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, তাহা সন্তানবৎসলা মাতা ও পতিপ্রাণা স্ত্রী ভিন্ন আর কি কেহ

বুঝিতে পারে ? বস্তুতঃ ইলাইজার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়া তুমি আমি উভয়েই ঈশ্বরেই নিকট ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি।”

“কি পাপটা হইল ? নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাহাকে বিক্রয় করিয়াছি, ইহাতেও পাপ ?”

“আর্থার, আমি তোমার সহিত তর্ক করিতে চাই না ; আমি মনে মনে স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, আমরা ইলাইজার সম্বন্ধে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি।”

শেল্‌বি তখন মেমের সহিত আর কোন তর্ক বিতর্ক না করিয়া সামকে আদ্যোপান্ত ইলাইজার পলায়ন বৃত্তান্ত সবিস্তারে মেমের নিকট বলিতে বলিলেন।

সাম বলিতে লাগিল—“আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইলাইজা অহিও নদী পার হইয়া অপর পারে উঠিয়াছে। বরফ খণ্ডগুলি ভাসিতেছিল, তাহারই উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। এক এক খণ্ড বরফ তাহার ভারে ডুবিবার উপক্রম হইলে, তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ আর এক খণ্ডের উপর পা দিয়াছে! এই প্রকারে বরফের উপর দিয়া দ্রুতবেগে লাফাইতে লাফাইতে অপর পারে পৌঁছিবামাত্র এক জন লোক তাহার হাত ধরিয়া পারে উঠাইয়াছে। কিন্তু তার পর বড় অন্ধকার হইল, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।”

শেল্‌বি বলিলেন, “এ বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ; ভাসমান বরফের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ? মানুষ সহজে এরূপে চলিয়া যাইতে পারে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।”

সাম। হুজুর, সহজে কি এরূপে যাইতে পারে ? ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন কেহই এরূপ চলিয়া যাইতে পারে না। আমি সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতেছি। আপনি শুনিলে সহজেই ইহার মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা দেখিতে পাইবেন। আমি, আণ্ডি ও হেলি সাহেব সন্ধ্যার

কিছু পূর্ব্বে অহিও নদীর পারে উপস্থিত হইলাম। আমি সকালের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলাম। আণ্ডি ও হেলি সাহেব আমার কিছু পিছে ছিল। আমিই প্রথমতঃ পার্শ্বস্থ হোটেলের জানালার নিকট ইলাইজাকে দণ্ডায়মান দেখিবামাত্র মিছামিছি মস্তকের টুপী ফেলিয়া দিলাম, এবং টুপী বাতাসে পড়িয়া গেল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। সে চীৎকারে মরা মানুষ পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠে, সুতরাং ইলাইজা মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিবামাত্র পিছের দ্বারা দিয়া পলাইতে লাগিল। এই সময়ে হেলি সাহেব তাহাকে দেখিতে পাইয়া বাঘের ন্যায় লাফাইয়া পড়িলেন, এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, ইলাইজা তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া একেবারে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং ভাসমান বরফের উপর দিয়া দৌড়াইয়া গিয়া অপর পারে পৌছিল।

শেল্‌বির মেম্ এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে পরমেশ্বর! তোমাকে শত শত ধন্যবাদ। তোমারই করুণায় ইলাইজা জীবিত রহিয়াছে।"

এই বলিয়া আবার সামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইলাইজার ছেলেটী তো জীবিত আছে?"

সাম বলিল, "তাহার সন্তানও জীবিত আছে। কিন্তু আমি না হইলে ইলাইজা আজ নিশ্চই ধরা পড়িত। বস্তুতঃ সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরমেশ্বরই এক একটী যন্ত্র সময় সময় সংগঠন করেন। অদ্য সকালবেলা ঘোড়া নিয়া গোলমাল করিয়াছিলাম বলিয়া হেলি সাহেবের প্রায় দুই প্রহর সময় নষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে তাহাকে অন্যূন আড়াই ক্রোশ রাস্তা ঘুরাইয়া নিয়াছি। এ সকল কার্য্য ঈশ্বরের বিশেষ করুণার ফল।"

শেল্‌বি সাহেব সামের মুখে ঈশ্বরের বিশেষ করুণার ঈদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। এবং সামকে বলিতে

লাগিলেন, "তুমি যদি এই প্রকার ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কার্য্য আর কখন আমার ঘরে বসিয়া কর, তবে নিশ্চই শাস্তি পাইবে। কোন লোকের সহিত কারবার করিয়া এই প্রকার কপটাচরণ করা নিতান্ত অন্যায়। আমি তোমার এরূপ দুষ্টামি ও প্রবঞ্চনামূলক কার্য্যে প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

সাম অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতে লাগিল, "হুজুর! আপনি কিংবা মেম্ সাহেব এরূপ করিবেন কেন? আমরা চাকর গোলাম সময় সময় এইরূপ দুষ্টামি করিয়া থাকি।"

সামের অন্যকার কার্য্যে শেল্বির মেমেরও হাত ছিল। সুতরাং সামকে শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য মেম্ বলিলেন, "সাম! তুমি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছ যে, এইরূপ দুষ্টামি করা অন্যায়; অতএব তোমার দোষ মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। তোমরা দুই জনেই অত্যন্ত ক্ষুধার্থ হইয়া আসিয়াছ। সত্বর সত্বর ক্লোইর নিকট যাইয়া আহার কর।"

সাম এক জন সদ্বক্তা। কখনও কোন রাজনৈতিক সভায় কি কোন বক্তৃতা স্থলে যাইতে হইলে শেলবি সাহেব সামকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সাম এই প্রকারে শেলবির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনেকানেক সভার কার্য্য দেখিয়াছে এবং অনেকানেক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছে। অনেক স্থলে শেলবি সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সাম তাহার সমশ্রেণীস্থ দাসগণকে লইয়া বাহিরে আবার সভা করিত, এবং তাহাদিগের নিকট বক্তৃতা করিত। ইহাতেই সামের বক্তৃতা করিবার শক্তি বিশেষরূপ পরিপক্ক হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইলাইজার পলায়ন সম্বন্ধে সে আজ মনের মত বক্তৃতা করিতে পারিল না। ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কথা বলিবা মাত্রেই শেলবি তাহাকে ধমকাইয়াছিলেন সুতরাং সে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। এক্ষণে রন্ধনশালায় গমনকালে সাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে না পারিলে বড়ই দুঃখের

বিনয়। অতএব রন্ধনশালায় দাসদাসীগণের নিকট এ বিষয়ে অবশ্য বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে।

ক্লো খুড়ীর সহিত সামের আহারোপলক্ষে সময় সময় সন্ধি বিগ্রহ উপস্থিত হইত। কিন্তু আজ সাম বিশেষ ক্ষুধিত হইয়াছে। সুতরাং যেরূপে হউক আজ সন্ধি স্থাপন করিতে হইবেই হইবে। এই ভাবিয়া সে রন্ধনশালায় উপস্থিত হইল এবং ক্লোকে দেখিবামাত্র তাহার রন্ধননৈপুণ্যের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল। সামের প্রশংসা ও স্তুতিবাক্যে খুড়ী ঠাকুরাণীর কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল; সুতরাং ঘরে যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য ছিল, তৎসমুদায় সে সামের নিকট উপস্থিত করিল। এ সংসারে আত্মপ্রশংসা সকলেই ভালবাসে, আত্মপ্রশংসা শুনিতে অনিচ্ছুক এমন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। যাঁহারা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন যে আমরা তোষামোদ বাক্য ভালবাসি না, তোষামোদকারী স্তাবকদিগকে কখনও প্রশ্রয় প্রদান করি না, তাঁহারাও তোষামোদপ্রিয়, তাহা অনায়াসে সপ্রমাণ হইতে পারে। একবার তাঁহাদিগের নিকট বল যে, তাঁহারা তোষামোদপ্রিয় নহেন, এবং তোষামোদ বাক্য দ্বারা কেহ তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না, এইরূপ তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ করিলে আবার তাঁহাদের হৃদয়ও নিশ্চয় বিগলিত হইবে। বস্তুতঃ তোষামোদ বাক্য কাহারও নিকট অপ্রিয় নহে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের হৃদয় বিভিন্ন প্রণালীর তোষামোদ বাক্য ও স্তবস্তুতি দ্বারা বিগলিত হইয়া থাকে।

সাম রন্ধনশালায় আহার করিতে বসিলে সমুদায় দাসদাসী সেখানে উপস্থিত হইয়া ইলাইজা ও তাহার পুত্রের কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দাসদাসীতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া সাম তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিল।—

"তোমরা দেখ, স্বদেশীয় বন্ধুগণ! তোমরা দেখ, তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমি সকল কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারি। আমাদিগের মধ্যে এক জনের উপর যদি কেহ অন্যায় আচরণ করে, তবে মনে করিতে হইবে যে, সে সকলের উপর অন্যায়াচরণ করিয়াছে। তোমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিবে যে, ইহার ভিতরে এক প্রকার নীতি রহিয়াছে। সুতরাং প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আমার তোমাদিগকে রক্ষা করা উচিত।"

সাম এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রেই আণ্ডি বলিয়া উঠিল, "সাম! প্রাতে তুমি বলিয়াছিলে না যে, তুমি ইলাইজাকে ধরিয়া দিবে?"

আণ্ডির কথা শুনিয়া সাম সমধিক গম্ভীর ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বলিল, "আণ্ডি! তুই এ সকল গুরুতর বিষয় বুঝিতে পারিস না। তোর ন্যায় বালকের হৃদয়ে সদ্ভাব এবং সদিচ্ছা থাকিতে পারে; কিন্তু এই সকল কথার নৈতিক তত্ত্ব তুই কিরূপে বুঝিবি?"

নৈতিক তত্ত্ব শব্দ শুনিয়া আণ্ডি নির্ব্বাক রহিল। কিন্তু সাম আবার বলিতে লাগিল,—

"আমি সর্ব্বদাই বিবেক রক্ষা করিয়া কার্য্য করি। প্রথমে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, শেলবি সাহেবের ইচ্ছা ইলাইজা ধরা পড়ে; সুতরাং বিবেকের অনুরোধে তদনুযায়ী কার্য্য করিব বলিয়া স্থির করিলাম। পরে যখন দেখিলাম যে, মেম সাহেবের ইচ্ছা তাহা নহে, তখন বিবেক অন্য পথে চলিতে লাগিল। বিবেক মেমের দিকে থাকিলে অধিক লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, অতএব এখন তোমরা সহজেই বুঝিতে পার যে, নৈতিকপথ বিবেকের পথ, লাভের পথই আমার একমাত্র গম্য। এখন আণ্ডি তো আসল কথাটা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস?"

সামের শ্রোতৃবর্গ হাঁ করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সুতরাং সাম

এখনও নির্ব্বাক্ হইতে সমর্থ হইল না। একখানা মুরগীর ঠ্যাঙ্গ মুখের মধ্যে দিয়া আবার বলিতে লাগিল,—

"বিবেক, অধ্যবসায় এ সকল সহজ বিষয় নহে। মনে কর, আমি এক কার্য্য করিবার জন্য প্রথম এক পথ অবলম্বন করি, পরে অন্য পথাবলম্বন করি। ইহার মধ্যে কি অধ্যবসায় এবং নৈতিক পথ পরিলক্ষিত হয় না?"

ক্লো খুড়ী সামের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণে কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বলিলেন, "সাম, এখন তুমি প্রত্যাগমন নীতি অবলম্বন কর এবং অন্যান্য সকলকে ঘুমাইবার সুযোগ প্রদান কর।"

ক্লোইর এই কথা শুনিয়া সাম বক্তৃতা শেষ করিল এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরের মধ্যেও মনুষ্যাত্মা আছে

যে দিবস সায়ংকালে ইলাইজা অহিও নদী পার হইল, সেই দিন অপরাহ্ণ ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর বার্ডসাহেব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত গৃহে বসিয়া নানাবিধ বাক্যালাপ করিতেছিলেন। সেই নীতি-বিশারদ পণ্ডিত বার্ড-সাহেব এবং তাঁহার মেম যেরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। মেম বলিলেন, "জন্, আমি কখন মনে করি নাই যে, তুমি আজ বাড়ী আসিতে পারিবে!"

"আমি বাড়ী আসিতাম না ; তবে দক্ষিণ দেশে চলিয়াছি, মনে করিলাম রাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া কল্য প্রাতে চলিয়া যাইব। সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত! আমার প্রাণান্ত হইল। কি ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে।"

বার্ড সাহেবের সহধর্ম্মিণী মাথা ধরার কথা শুনিয়া কর্পূরের শিশি আনিতে চলিলেন। কিন্তু সাহেব তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন, "কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই। এক পেয়ালা চা হইলেই চলিবে। কার্য্যাধিক্য প্রযুক্ত আমি বড় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছি। দিন দিন কেবল আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা বিরক্তিজনক কার্য্য।"

"আজ কা'ল ব্যবস্থাপক সমাজে কোন্ কোন্ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে?"

বার্ড অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন—"স্ত্রীলোকেরাও আইন-কানুনের খবর নিয়া ব্যস্ত!" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কোন গুরুতর আইনের পাণ্ডুলিপি আজ কা'ল প্রস্তুত করিতে হয় নাই।"

"কেন আমি শুনিয়াছি যে, ব্যবস্থাপক সমাজ কর্ত্তৃক নাকি এরূপ এক আইন জারি হইবে যে, পলাতক দাসদাসীকে কেহ আশ্রয় দিতে পারিবে না। তাহারা অনাহারে ও শীতে মরিলেও তাহাদিগকে একটী পয়সা কিংবা একখানি বস্ত্র দিয়া কোন ব্যক্তি সাহায্য করিতে পারিবে না। সত্য সত্যই কি এ আইন জারি হইয়াছে? আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, যাঁহাদের হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম আছে, তাঁহারা এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ আইন জারি করিতে পারেন না। দেখ দেখি কি ভয়ানক অবস্থা! একটা দাস কি দাসী দশ দিনের পথের ব্যবধান কোন স্থান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে; এক দিন আহার করিতে পারে এমন একটী পয়সা তাহার সঙ্গে নাই; শীত নিবারণার্থ একখানি বস্ত্র নাই। এইরূপ অনাথ ও নিরাশ্রয় লোককে কোন ভদ্রলোক এক সন্ধ্যা খাইতে দিতে পারিবে না, গৃহে

আশ্রয় দিতে পারিবে না। এ কথা শুনিলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; এ নিতান্তই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ আইন।

বার্ড সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যে এক জন বিচক্ষণ নীতিবিশারদ পণ্ডিত হইয়া উঠিলে!"

"আমি আইন-কানুনের কি রাজনীতির কোন ধার ধারি না; কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে, এরূপ আইন প্রচার হইলে তদ্দ্বারা কেবল নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করা হইবে এবং আইন পালন করিতে হইলে প্রত্যেক নর-নারীকে বাধ্য হইয়া হৃদয়স্থিত দয়া ধর্ম্ম একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। জন্, তুমিই বল না কেন, এইরূপ আইন কি ধর্ম্মসঙ্গত না ন্যায়সঙ্গত?"

"ন্যায়সঙ্গত বই কি!"

"আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না যে, তুমি এইরূপ আইন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে কর। আমার বোধ হয়, তুমি নিজে এরূপ আইনে সম্মতি প্রদান কর নাই।"

"আমিও এই আইনে মত দিয়াছি।"

"এ বড় লজ্জার কথা যে, তুমি এই প্রকার আইনে মত প্রদান করিয়াছ; এ যে অতি ঘৃণিত ও জঘন্য আইন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, এই আইন অনুসারে আমি কখনও চলিব না। কোন এক সুযোগ উপস্থিত হইবা মাত্রই আমি এই ঘৃণিত আইনের বিধান লঙ্ঘন করিব। কি আশ্চর্য্য! কোন নিরাশ্রয় দীন দরিদ্র লোক অসিতাঙ্গ দাস ছিল বলিয়া, এবং আজীবন শ্বেতাঙ্গদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াছে বলিয়া সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার দ্বারে আসিলে আমি তাহাকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারিব না। সে শীতার্ত্ত হইয়া আমার গৃহে আশ্রয় চাহিলে আমি তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিব না। এমন

দুরবস্থাপন্ন লোককে আশ্রয় দিতে কোনও স্ত্রীলোক কি কখনও অস্বীকার করিতে পারে!"

"মেরি, তুমি আমার কথা শোন। তোমার হৃদয় যে অতি কোমল তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমার অন্তর দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ। কিন্তু এইরূপ দয়া-ধর্ম্মও সময়ে সময়ে অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। সাধারণের মঙ্গলেই কখন কখন আমাদিগকে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা বিসর্জ্জন করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে জনবিশেষের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে বিরত থাকা নিতান্তই কর্ত্তব্য। সুতরাং এই আইন ন্যায়বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না।"

"জন্, আমি তোমার রাজনৈতিক আন্দোলন কিছু বুঝি না। কিন্তু কোন্ বিষয় ধর্ম্মসঙ্গত এবং কোন্ বিষয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। দরিদ্রের প্রতি দয়া-প্রকাশ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে বারিপ্রদান, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন, মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু এই প্রকার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে গেলে যদি সাধারণের অমঙ্গল হয়, তবে কি তাহা করা উচিত?"

"আমি কখনও মনে করি না যে, কর্ত্তব্য প্রতিপালনের দ্বারা সাধারণের অমঙ্গল হইতে পারে।"

"মেরি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথা শোন, আমি তোমাকে সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারিব যে, এই প্রকার কর্ত্তব্য প্রতিপালনের দ্বারা সাধারণের অমঙ্গল হইতে পারে!"

"তোমাকে যে কেহ তর্কে পরাস্ত করিতে পারে না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি সমস্ত রাত্রি তর্ক-বিতর্ক করিতে পারিবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এই মুহূর্ত্তে যদি তোমার দ্বারে একটী নিরাশ্রয় ক্ষুধার্ত্ত দাস

আসিয়া এক মুষ্টি অন্ন চাহে, তবে কি তুমি তাহাকে পলাতক বলিয়া তোমার দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবে? এরূপ লোকের প্রতি তোমার তখন নিশ্চয় দয়ার সঞ্চার হইবে।"

"এরূপ লোককে দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া বড় কষ্টকর কার্য্য বটে। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে না করিলে নয়।"

"এরূপ নিষ্ঠুরাচরণকে তুমি কি কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত কর? এরূপ আচরণ কখনও কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দাসদাসীগণের প্রতি লোকে অত্যাচার করে, ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করে, সুতরাং তাহারা পলাইয়া যায়। তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার না করিলে কখনও তাহারা পলাইয়া যায় না; অতএব যাহারা দাসদাসী রাখে, তাহারা অত্যাচার না করিলেই পারে।"

"মেরি, তোমাকে একটী যুক্তি দ্বারা এই আইনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারি।"

মেম। আমি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ সম্বন্ধে তোমার যুক্তি শুনিতে চাই না। আমি বিলক্ষণ জানি যে, তোমাদের ন্যায় আইন-ব্যবসায়ী লোক নানাবিধ কুটিল তর্ক দ্বারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে।

সাহেব মেমের সঙ্গে এইরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় কাজো নামক জনৈক ভৃত্য সেখানে আসিয়া বড় ত্রস্ত হইয়া বলিল, "মেম সাহেব একবার নীচে এসে দেখুন, কি ভয়ানক অবস্থা!"

মেম সাহেব নীচে রন্ধনশালায় গমন করিয়াই বড় ত্রস্ততার সহিত সাহেবকে ডাকিতে লাগিলেন! সাহেব সেখানে গিয়া দেখিলেন, একটী কৃশা স্ত্রীলোক একটি শিশু সন্তানকে বক্ষে করিয়া অচৈতন্য হইয়া তাঁহাদের দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহা হইতে

অবিশ্রান্ত রক্ত বিনির্গত হইতেছে। তাহার বস্ত্রাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বার্ড সাহেব দৃষ্টিমাত্রেই তাহাকে পলাতক দাসী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন কিন্তু এরূপ সুন্দরী দাসী তিনি আর কখনও দেখেন নাই। ইহার সুন্দর মুখশ্রী দেখিবামাত্র তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় কারুণ্যরসে আপ্লুত হইল। তাঁহারা স্ত্রীলোকটীর চৈতন্য সম্পাদনার্থ নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যে সময় সে অচৈতন্য অবস্থায় ছিল, তখন তাহার ক্রোড় হইতে বালকটীকে তুলিয়া কাজো আপন ক্রোড়ে নিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী চেতনা পাইয়াই স্বীয় সন্তানকে ক্রোড়ে না দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হ্যারি হ্যারি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকটী চীৎকার শুনিবামাত্র কাজোর ক্রোড় হইতে তাহার মাতার ক্রোড়ে গেল। তখন সে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বার্ড সাহেবের মেমের নিকট বলিতে লাগিল, "আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে আশ্রয় দিন, আমার সন্তানটিকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করুন।"

বার্ড সাহেবের মেম বলিলেন, "বাছা, তোমার ভয় নাই, এখানে কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এখানে নির্ভয়ে থাকিতে পারিবে।"

এই কথা শুনিয়া, বিপন্না রমণী বলিল, "মঙ্গলময় ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।" তৎপর বার্ড-সাহেবের মেম তাহার বিশ্রামার্থ রন্ধনশালার পার্শ্বস্থ গৃহে তাহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন এবং দাসদাসী-গণকে তাহার পরিচর্য্যা করিতে বলিয়া আহারার্থ গৃহে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে বার্ড-সাহেব তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটী কোথা হইতে আসিল, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ অতি সুন্দরী যুবতী!"

বার্ড-সাহেবের স্ত্রী স্বামীর এইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন, "কিছু

বিলম্ব কর। স্ত্রীলোকটী এক্ষণ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সে জাগ্রত হইলে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব।”

কিছুকাল পরে আবার বার্ড-সাহেব বলিলেন, “প্রিয়ে, ঐ স্ত্রীলোকটীর পরিধেয় বস্ত্র একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেখ তো তোমার একটা গাউন সে পরিতে পারে কি না। সে তোমার চেয়ে কিছু লম্বা হইবে।”

বার্ড সাহেবের স্ত্রী তখন মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, স্বামীর আইনের বিদ্যা ক্রমে খাটো হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে সকল কথার কিছু উল্লেখ না করিয়া, এইমাত্র বলিলেন, “আচ্ছা দেওয়া যাবে।”

আবার কিছুকাল পরে বার্ড-সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “প্রিয়ে, আমার সেই পুরাতন বনাতখানা ঐ স্ত্রীলোকটীকে দাও; ও যেরূপ শীতার্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে উহার লেপের আবশ্যক।”

এই সময় তাঁহাদিগের দীনা নাম্নী দাসী আসিয়া বলিল, “মেম, সেই স্ত্রীলোকটি ঘুম থেকে উঠেছে। সে আপনার কাছে কি বলিতে চায়। তখন বার্ড সাহেব এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সেই স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদিগের নিকট তোমার কিছু বলিবার আছে?”

সে স্ত্রীলোকটী আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কেবল মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বার্ড সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “বাছা, তোমার ভয় নাই। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করিব না। তুমি অকপটে বল, কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কি চাও।”

অনেকক্ষণ পরে রমণী বলিল, “আমি কেণ্টাকী হইতে আসিয়াছি।”

এই কথা শুনিবামাত্র বার্ড সাহেব ক্রমে জেরা সওয়াল করিতে আরম্ভ করিলেন।

"কোন্ তারিখ কেণ্টাকী হইতে আসিয়াছ ?"

"এই রাত্রেই আসিয়াছি।"

"কেমন করিয়া এই রাত্রে আসিলে ?"

"বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছি।"

সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বরফের উপর দিয়া আসিলে কিরূপে ?"

"সত্য সত্যই আমি বরফের উপর দিয়া আসিয়াছি। একমাত্র পরমেশ্বর আমার সহায় ছিলেন। আমাকে ধরিবার জন্য ধৃতকারী লোক আমার পিছে পিছে আসিয়াছিল। তখন নদী পার না হইলে আমার আর রক্ষা ছিল না।"

বার্ড-সাহেবের দাস কাজো বলিল,—

"বাবারে বাবা ! কি আশ্চর্য্য ! বরফ প্রায় গ'লে গিছ লো—খণ্ড খণ্ড হয়ে জলের উপর ভাস্‌ছিল, সেই ভাঙ্গা বরফের উপর দিয়ে এসেচে !!"

আর্ত্তস্বরে রমণী বলিল, "আমি জানিতাম যে, বরফ গলিতেছিল। আমি জানিতাম যে, ঐরূপ ভাসমান বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে কেহ পারে না। আমি কখনও মনে করি নাই যে, আমি নদী পার হইতে পারিব। আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু মানুষ বুঝিতে পারে না যে, ঈশ্বরের কত করুণা। মানুষ বোঝে না যে, দুর্ব্বলের বল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের করুণায় কি না হইতে পারে ? আমি কেবল তাঁহারই কৃপায় নদী পার হইয়াছি।" এই বলিয়া রমণী ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল, যেন ঈশ্বরকে সে দেখিতে পাইবে।

বার্ড সাহেব বলিলেন, "তুমি কি কাহারও ক্রীতদাসী ছিলে ?"

"হাঁ। কিন্তু আমার মনীব বড় দয়ালু ছিলেন।"

"তবে তোমার মনীবের পত্নী বুঝি বড় নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন ?"

"না না—তিনি মাতার ন্যায় আমাকে স্নেহ করিতেন।"

"তবে তুমি এমন মনীবকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ানক বিপদের পথ কেন অবলম্বন করিলে ?"

স্ত্রীলোকটী এই কথা শুনিয়া বার্ড সাহেবের সহধর্ম্মিণীর মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়া উঠিল, "মেম ! পুত্রশোক কি কষ্টকর, তাহা আপনি অবশ্য বুঝিতে পারেন ? আপনাকে কখন কি পুত্রশোক ভোগ করিতে হইয়াছে ?"

এই প্রশ্নে বার্ড সাহেবের মেমের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ করিল। তিনি ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহার এক মাস পূর্ব্বে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান বিয়োগ হইয়াছিল। মেম কাঁদিতে আরম্ভ করিলে কাজো ও দীনা প্রভৃতি সকলেই তদ্দর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বার্ড সাহেব স্বয়ং অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ পূর্ব্বক হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তিনি ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিলে পাছে লোক দুর্ব্বলমতি বলিয়া মনে করে।

কিছুকাল পরে মেম সেই কৃশাঙ্গীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিলে কেন ? অদ্য প্রায় একমাস হইল আমার হৃদয়ের ধন হেন্‌রি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

"তবে আপনি আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবেন। ক্রমে ক্রমে আমার দুইটি সন্তান মরিয়াছে, এখন এই সন্তানটীই আমার জীবন সর্ব্বস্ব। আমি মুহূর্ত্তের জন্য ইহাকে চক্ষুর অন্তর করিতে পারি না। কিন্তু এই দুধের ছেলেকে মনীব বিক্রয় করিয়াছেন। নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে দক্ষিণ দেশে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই দুগ্ধপোষ্য বালক

কখনও মা ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে না। আমি কেমন করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিব। তাই ইহাকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি পলাইলে পর ক্রেতা আমার মনীবের অন্যান্য দাসদিগকে সঙ্গে করিয়া আমাকে ধরিবার জন্য আমার পিছু পিছু ধাবিত হইয়াছিল। অহিও নদীর ওপারে আমাকে ধরিবার উপক্রম করিলে, আমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। কিন্তু কিরূপে যে নদী পার হইয়াছি, তাহা কিছুই স্মরণ নাই। এইমাত্র মনে আছে যে, নদীর কিনারায় পৌঁছিবামাত্র সিম্ নামক একটী লোক আমার হাত ধরিয়া পারে উঠাইয়াছে এবং তাহারই পরামর্শ মতে আমি এই বাড়ীতে আসিয়াছি।"

"তবে তুমি কেন বলিলে যে, তোমার মনীব ও তোমার মনীবের স্ত্রী বড় দয়ালু? এই বালক বিক্রয় করিয়া তাঁহারা যে তোমার প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন!"

"আমি কখন অকৃতজ্ঞ হইব না। আমি আজীবন বলিব যে, আমার মনীব ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দয়ালু। তাঁহারা কখন আমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই। মনীব দাস-ব্যবসায়ীর নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই দায়ে ঠেকিয়া আমার সন্তানকে বিক্রয় করিয়াছেন।"

"তোমার স্বামী আছে?

"আমার স্বামী অন্য এক মনীবের দাস। আমার স্বামীর মনীব বড় নিষ্ঠুর। তাহার অত্যাচারে আমার স্বামী নিতান্ত কষ্ট পাইতেছেন। শুনিয়াছি, আমার স্বামীকে না কি তাঁহার মনীব দক্ষিণ প্রদেশে বিক্রয় করিবে। বোধ হয়, এ জীবনে আর স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

"তুমি এখন কোথায় যাইতে চাও?"

"আমি ক্যানেডা যাইতে চাই। ক্যানেডা এখান হইতে কতদূর?"

"হায় কি শোচনীয় অবস্থা! এ কেমন করিয়া ক্যানেডা যাইবে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বাছা, ক্যানেডা অনেক দূর। কিন্তু আমরা চেষ্টা করিয়া দেখিব, তোমার কোন উপকার করিতে পারি কি না। তুমি এই রাত্রি এখানেই থাক। যাহা হয় কল্য প্রাতে করিব।"

বার্ড সাহেবের সহধর্ম্মিণী স্বীয় দাসী দীনাকে ইহার শয্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিয়া আপন শয়নাগারে চলিয়া গেলেন। শয়নাগারে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার স্বামী বলিলেন, "প্রিয়ে, এই স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে এখন কি করা কর্ত্তব্য? আমি যে বড় বিপদে পড়িলাম! এ স্ত্রী-লোকের অনুসন্ধানে ক্রেতা নিশ্চয়ই কা'ল এখানে আসিবে, আমার গৃহ হইতে এই প্রকার পলাতক দাসী বাহির হইলে যে, বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে! আমি ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর। গত কল্য আইন প্রস্তুত করিলাম, যে কোন ব্যক্তি পলাতক দাস দাসীকে আশ্রয় প্রদান করিবে, তাহাকে অপরাধীর সাহায্যকারী বলিয়া দণ্ডিত হইতে হইবে। আজ আবার আমিই সে অপরাধের সহায়তা করিতেছি! ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু হয়, অদ্য রাত্রিই শেষ করিতে হইবে।"

মেম বলিলেন, "আজ রাত্রে আর কি করা যাইতে পারে?"

"যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি ঠিক করিয়াছি।" এই বলিয়া সাহেব বুট পরিতে আরম্ভ করিলেন।

বার্ড সাহেবের মেম বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহার স্বামী অত্যন্ত দয়ার্দ্র-চিত্ত। সুতরাং তিনি যে এই অনাথা দুঃখিনী স্ত্রীলোকের কোন না কোন একটা সদুপায় করিয়া দিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, এবং সাহেবের আইনের পক্ষপাতিত্ব স্মরণ করিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাহেব বুট পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, ইহার সম্বন্ধে আমি যেরূপ করিতে চাই, তাহা শুন। ইহাকে কোন একটী নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসা উচিত। এই স্থান হইতে কিছু দূরে ভানট্রম্প নামে আমার একজন মক্কেল আছেন। পূর্ব্বে তাঁহার অসংখ্য ক্রীত দাস দাসী ছিল। কালক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নরনারীদিগকে ক্রীতদাস স্বরূপ রাখা এবং তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা নিতান্তই পাপের কার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার দাস দাসীদিগকে একেবারে নিম্মু্ক্ত করিয়া দিলেন এবং দাস-দাসীর উদ্ধারার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এইস্থান হইতে চারি ক্রোশ ব্যবধানে একটী গ্রাম ক্রয় করিয়া সেই স্থানে পলাতক দাস-দাসীদিগের আশ্রয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সেই স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার সেই আশ্রয়-গৃহে ইহাকে রাখিয়া আসিলেই নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ীর হস্ত হইতে এই দুর্ভাগা স্ত্রীলোকটী নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাকে লইয়া না গেলে অন্য কেহ ইহাকে পৌছিয়া দিতে পারিবে না।"

"কেন, আমাদের কাজো বেশ গাড়ী হাঁকাইতে পারে; সে কি পৌছাইয়া দিতে পারিবে না?"

"সে বড় দুর্গম রাস্তা; দুইবার খাল পার হইতে হয়; কাজো বোধ হয় সে রাস্তা চিনেও না, কাজে কাজেই আমাকে স্বয়ংই যাইতে হইবে। কাজোকে বল, সে যেন ১২ টার সময় গাড়ী প্রস্তুত করে। পরে আমি নিজেই এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া যাইব। ফিরিয়া আসিবার সময় কলম্বাস নগর হইয়া আসিলে লোকে মনে করিবে যে, সেখানে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম।"

"নাথ! পরদুঃখে চিরকালই তোমার হৃদয় গলিয়া যায়, তোমার সেই

সহৃদয়তাই তোমার জ্ঞান ও বিজ্ঞতা হইতে অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। তুমি সময় সময় আত্মবিস্মৃতি বশতঃ আপনাকে চিনিতে পার না। কিন্তু আমি তোমার হৃদয় বিশেষরূপে জানি। তুমি যতই আইন প্রস্তুত কর না কেন, অন্যান্য আইন ব্যবসায়ীর ন্যায় একেবারে মনুষ্যাত্মাহীন হইয়া নিষ্ঠুরাচরণে রত হইতে পারিবে না। ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরেও যে মনুষ্যাত্মা থাকিতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।”

বার্ড সাহেব স্বীয় পত্নীর মুখে নিজের সহৃদয়তার কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরাত্মা প্রেমানন্দে বিগলিত হইল। মনে করিলেন যে, এইরূপ পত্নীর দ্বারা যাহার গৃহ আলোকিত হয় নাই, তাহার গৃহ অন্ধকারময়। তাহার মনুষ্য জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভাবিতে ভাবিতে দ্বারে আসিয়া গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে কি না দেখিতে লাগিলেন এবং পুনরায় মেমের নিকট যাইয়া বলিলেন, “প্রিয়ে! আমাদের হেনরির যে কতকগুলি কাপড় রহিয়াছে, তাহা তোমার ইচ্ছা হইলে এই অনাথ সন্তানটিকে দিতে পার।” তখন মেম তাঁহার মৃত পুত্রের যে সকল বস্ত্র এবং খেলনা প্রভৃতি ছিল, তাহা একত্র করিয়া রাখিতে লাগিলেন। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় বার্ড সাহেব ইলাইজাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় ইলাইজার হস্তে সেই সকল বস্ত্র প্রদান করিলেন। ইলাইজা সেই সময়ে বার্ড সাহেবের মেমের নিকট স্বীয় হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কথা বলিবার শক্তি হইল না। তাহার হৃদয়ের তৎসাময়িক অবস্থা বাক্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে না। সে গাড়ীতে উঠিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বার্ড সাহেবের মেমের দিকে চাহিতে লাগিল। চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আজ বার্ড সাহেবের মধ্যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে! গত কল্য তাঁহার বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সমাজ-গৃহ নিনাদিত হইতেছিল। কা'ল তিনি কতবার বলিয়াছিলেন যে, সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ত্রীজাতি-সুলভ সহৃদয়তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পলাতক দাসদিগকে ধৃত করিয়া দিতে হইবে। কা'ল তাঁহার নিকট সেই স্ত্রীজাতি-সুলভ সহৃদয়তা মানব-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু আজ তিনি নিজেই সেই দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে অসমর্থ হইলেন। কেবল সংবাদপত্রে ও রিপোর্টে পলাতক শব্দ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, পলাতকের কি দুরবস্থা; সুতরাং গতকল্য পলাতক শব্দটী তাঁহার হৃদয়ে দয়া ও স্নেহের উদ্রেক করিতে পারে নাই। পলাতকের কি দুরবস্থা, তাহা স্বচক্ষে দেখিবামাত্র আজ তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সেই স্ত্রীজাতি-সুলভ দুর্ব্বলতা আসিয়া তাঁহার হৃদয় মন অধিকার করিল। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরদিগেরও বোধ হয় মনুষ্যাত্মা আছে। কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহারা সংবাদপত্র ও রিপোর্ট দৃষ্টে দেশ প্রচলিত অবস্থায় অবধারণ করেন, স্বচক্ষে লোকের দুরবস্থা দৃষ্টি করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন, তাঁহাদের মধ্যে মানুষ্যাত্মা নাই।

বার্ড সাহেব গত কল্য যে আইন প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আইনের ফল আজ তাঁহাকেই বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। মুষলধারে বারি বর্ষণ হইতেছে, রাস্তা কর্দ্দমময়, ঘোড়া সেই রাস্তা দিয়া আর গাড়ী টানিতে পারে না। ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর মহাশয় স্বীয় ভৃত্য কাজোকে সঙ্গে করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। কাজো সমস্ত রাত্রি ঘোড়ার মুখের বল্গা ধরিয়া গাড়ী সম্মুখের দিকে টানিতে লাগিল। বার্ড সাহেব গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে চাকা ঠেলিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অত্যন্ত কষ্টে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইয়া—সেই আশ্রমের

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী তখন নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাকে জাগ্রত করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইল। অনেক গোলমালের পর গৃহস্বামী গাড়ীর নিকট আসিয়া বার্ড সাহেবকে দেখিতে পাইলেন। গৃহস্বামীর নাম জন্ ভান্ট্রম্প। ইনি পূর্ব্বে কেণ্টাকি নগরে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার অসংখ্য ক্রীত দাস-দাসী ছিল, কিন্তু অর্থগৃধ্নুতা এবং স্বার্থপরতা ইঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক সদ্ভাব একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ইনি সহজে বুঝিতে পারিলেন যে, দেশপ্রচলিত দাসত্ব প্রথা এবং দাসদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ, দাস ও মনীব, উভয়ের অন্তরাত্মাই কলুষিত করে, উভয়কেই নরকের দিকে পরিচালিত করিয়া থাকে। দাসদিগের দুরবস্থা চিন্তা করিতে করিতে ইঁহার হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইল। ইনি তৎক্ষণাৎ আপনার দাস-দাসীগুলিকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত করিলেন এবং কি প্রকার দাসদিগের দুঃখ নিবারণ করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি এই নির্জ্জন স্থানে অনাথ দাসদিগের আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন।

বার্ড সাহেব ইলাইজার দুরবস্থার কথা ইঁহাকে বলিবামাত্র ইনি গাড়ী হইতে ইলাইজাকে উঠাইয়া নিয়া স্বীয় গৃহের এক প্রকোষ্ঠে তাহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বাছা! এই স্থান হইতে তোমাকে কেহই নিয়া যাইতে পারিবে না। আমার অনেক লোক জন রহিয়াছে। ধৃতকারী লোক এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এখানে অবস্থিতি কর।"

বার্ড সাহেবকে ভানট্রম্প সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলেন যে, কলম্বাস হইয়া আসিবেন। সুতরাং লোকে তাঁহার এই

সকল কার্য্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না করিতে পারে, এই জন্য সত্বর সত্বর গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় ইলাইজার সাহায্যার্থ ভান্‌ট্রম্পের হাতে দশ টাকার একখানি নোট প্রদান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন

আফ্রিকা-উপকূলবাসী যে সকল হতভাগ্য অসিতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ বণিক্-দিগের অর্থগৃধ্নুতা প্রযুক্ত আমেরিকাতে নীত হইয়া, দাস রূপে বিক্রীত হইত, তাহাদিগের স্বভাব প্রকৃতির সহিত আমাদিগের ভারতবাসীদিগের কোন কোন বিষয়ে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ভারতবাসীদিগের ন্যায় এই হতভাগ্য ক্রীতদাস-দাসীদিগের জীবনেও সন্তানবাৎসল্য, পারিবারিক-স্নেহ, দাম্পত্য-প্রণয় ও কৃতজ্ঞতা অত্যধিক পরিমাণ পরিলক্ষিত হইত। সুতরাং ইহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করিবার সময় ইহাদের যে কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইত; তাহা কি সেই পাষণহৃদয়, অর্থলোভী বণিক্‌গণ সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারিত?

শেল্‌বি টম্‌কে হেলির নিকট বিক্রয় করিলে পর, হেলি ইলাইজার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল, সুতরাং তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অন্ততঃ

দুই তিন দিবস টম্ আপন পরিবারের মধ্যে অবস্থিতি করিবার সুযোগ পাইল। তৎপরে যে দিবস হেলির সহিত তাহার যাইবার কথা ছিল, সেই দিন সে অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ আপন সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। উপাসনান্তে নিদ্রিত সন্তানদিগের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নেত্রে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় তোমাদের সহিত এই শেষ দেখা।" তাহার এই কথা তাহার স্ত্রী ক্লোর কর্ণে প্রবেশ করিল, সে আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিল না। সে কান্দিতে কান্দিতে স্বামীর নিকট বলিল,—

"তুমি আমাকে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে শোক থামাইতে বলিতেছ, কিন্তু আমি কিছুতেই ঈশ্বরে নির্ভর করিতে পারিতেছি না। আমার মনে কত আশঙ্কা হইতেছে, না জানি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সময় সময় কত কষ্ট দিবে। মেম যে দুই এক বৎসরের পর টাকা জমা করিয়া তোমাকে আবার কিনিতে চেষ্টা করিবেন, সেই সময়ের মধ্যে কত বিপদ্ ঘটিতে পারে। দক্ষিণ দেশে যারা যায়, তাদের প্রায় আর ফিরে আসিতে দেখা যায় না। দক্ষিণ দেশে যারা যায়, তাদের কিংবা তামাকের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশী পরিশ্রম ক'রে শত শত দাস অকালে ম'রে যায়। বল, এ সব জেনে শুনে কি আমি মন স্থির ক'রে থাক্‌তে পারি?"

"মঙ্গলময় পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান! তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।"

"পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তেও তো সময় সময় কত ভয়ানক বিপদ্

ঘটে। তাই তো আমি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে আপন স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"আমরা সকলেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গল শাসনের মধ্যে রহিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। আপাততঃ যা কিছু ব'লে বোধ হয়, তাও সম্পদের এক মাত্র মূল কারণ। দেখ, বিক্রয় ক'রে মনীব তোমাকে এবং সন্তান সন্ততিদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তোমরা সুখে নিরাপদে থাকিবে। একেবারে যে আমরা সকলেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এক একজন এক এক দেশে বিক্রীত হই নাই, তাও কি অল্প সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং মনীব যে কেবল আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি।"

"আমি এর ভিতর মনীবের কোন অনুগ্রহ দেখি না। তোমার মত প্রভুভক্ত বিশ্বাসী দাসকে বিক্রয় করা কখন উচিত হয় নাই; তোমার প্রভুভক্তি দেখে, তোমার দাসত্ব ঘুচিয়ে, তোমায় স্বাধীন ক'রে দেবেন ব'লে তিনি একবার অঙ্গীকার ক'রেছিলেন। কিন্তু আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে ঋণ হ'তে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনায়াসে তোমায় বিক্রয় করিলেন! ইংরাজজাতি পরের দুঃখ বুঝে না। এরা সর্ব্বদাই আত্মসুখ নিয়ে ব্যস্ত। যারা এমন স্ত্রীকে স্বামিহীন করে, শিশুদিগকে পিতৃহীন করে, তাদের বিচার ঈশ্বর নিশ্চয়ই করিবেন।"

"তুমি মনীবের সম্বন্ধে এমন কথা মুখে এনে আমার মনে বড়ই কষ্ট দিতেছ। দেখ, আমার সঙ্গে তোমার এই শেষ দেখা। এ সময় আমার সাক্ষাতে এইরূপ কথা বলিও না। আর আর দাসদিগের মনীবের সহিত আমাদিগের মনীবের তুলনাই হ'তে পারে না। আমাদের মনীব দাস-দাসীকে অনর্থক কখন যন্ত্রণা দেন নাই; বেত মারেন নাই। কোন দাসের বিবাহিতা স্ত্রীকে কখন উপপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া

তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন নাই। সুতরাং এইরূপ মনীবের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট অবশ্যই প্রার্থনা করিতে হইবে। এই কেন্টাকিতে আরও শত শত লোকের হাজার হাজার দাস-দাসী আছে। তাদের দাসদাসীর যন্ত্রণা একবার মনে ক'রে দেখ দেখি।"

ক্লো আর কিছুই বলিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার স্বামীর সুখ-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। তাহার ভাগ্যে যে আর এক সন্ধ্যাও উৎকৃষ্ট আহার জুটিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ক্লো অদ্য স্বামীর আহারার্থ স্বহস্তে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। আহারান্তে টম্ দুই বৎসর বয়স্কা স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যাটীকে ক্রোড়ে করিয়া বারংবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। তখন ক্লো সেই কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, "না জানি কবে আবার এরেও মার কোল ছেড়ে যেতে হবে। দাসদাসীর সন্তান লাভ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ক্লোর এই সকল আক্ষেপ উক্তি সমাপ্ত হইতে না হইতে শেলবির মেম আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। টম্ ও ক্লোকে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া তিনিও অশ্রুবারি সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক টম্‌কে বলিতে লাগিলেন, "টম্ আমি ভাবিয়াছিলাম যে তোমার সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি দিব। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে তাহাতে তোমার কোন উপকার হইবে না। তোমার সঙ্গে টাকা কড়ি দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সেই অর্থলোভী দাস-ব্যবসায়ী হেলি আত্মসাৎ করিবে। কিন্তু আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে উদ্ধার করিব। টাকা সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে চেষ্টা কর।"

এই সময় হেলি সেখানে উপস্থিত হইয়া টম্‌কে বলিল, "চল্ বেটা, আর দেরি করিবার দরকার নাই।" টম্ হেলির পিছে পিছে যাইয়া তাহার গাড়ীতে উঠিল। ক্লো প্রভৃতি শেলবির বাড়ীর অন্যান্য সমুদায় দাসদাসীগণ সেই গাড়ীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। হেলি টম্‌কে গাড়ীতে উঠাইয়া লৌহশৃঙ্খল দ্বারা তাহার দুই পা বন্ধন করিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য সমুদায় দাস-দাসীগণ যার পর নাই দুঃখিত হইল, এবং মনে মনে হেলিকে নানাপ্রকার অভিসম্পাত করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই টম্‌কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, এবং হৃদয়ের সহিত তাহাকে ভালবাসিত সুতরাং টম্‌কে লৌহশৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিতে দেখিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। টমের বড় সন্তান দুটী, পিতাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন শেলবির মেম হেলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! টম্ পলাইয়া যাবার লোক নহে। ইহাকে বন্ধন করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার বন্ধন খুলিয়া দিন।" তদুত্তরে হেলি বলিল, "মেম সাহেব, আর কিছু বলিবেন না। আপনার বাড়ী দাস কিনিয়া পাঁচ শত টাকা দণ্ড দিয়াছি। আমি এখন বিশেষ সতর্ক হয়ে কার্য্য করিব।"

এই বলিয়া গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিলে টম্ মেমকে বলিল যে, "আমার মনে বড় দুঃখ রহিল যে, যাইবার সময় আপনার পুত্র জর্জ্জের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।" টমের বিক্রয়ের কথা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই জর্জ্জ কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া কিছু কালের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। টমের বিক্রয়ের বিষয় অদ্য পর্য্যন্ত সে বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। শেলবি সাহেব টমকে নিয়া যাইবার সময় অনুপস্থিত থাকিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পূর্ব্বদিন স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। হেলি টমকে সঙ্গে করিয়া

যাইতে যাইতে এক কর্ম্মকারের দোকানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক পকেট হইতে দুইটা হাতকড়া বাহির করিয়া কর্ম্মকারকে তাহা টমের হস্তে লাগাইয়া দিতে বলিল। কর্ম্মকার টমকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ যে শেলবি সাহেবের টম! একে কি বিক্রয় ক'রেছেন? এমন প্রভুভক্ত দাসকে কি কখন বিক্রয় করিতে হয়!" পরে হেলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয় আপনার হাতকড়ার কোন প্রয়োজন নাই। টমকে হাতকড়া দিতে হইবে না। আমরা বিশেষ জানি, টম বড় বিশ্বাসী লোক।" হেলি বলিল, "বিশ্বাসী লোকই সময় সময় পালিয়ে যায়। তোমার সে সব কথা শুনিতে চাই না। তুমি আমার হাতকড়া সমান করিয়া দাও।" কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিল, "টম তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিল নাকি?" তাহাতে হেলি বলিল, "ইহাকে যেখানে বিক্রয় করিব, সে স্থানে কি আর ক্রীতা দাসী পাওয়া যাইবে না? ইহাদিগের কি স্ত্রীর অভাব হয়? দক্ষিণ দেশে একটা না একটা অবশ্যই জুটিবে।"

হেলি যখন কর্ম্মকারের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সেই সময়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একটী ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বালক ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হঠাৎ টমের গলা জড়াইয়া ধরিল। টম তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিল, "মাষ্টার জর্জ্জ! আমি বড়ই সুখী হইলাম যে, যাইবার সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল।" জর্জ্জ টমের পা লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "হেলি সাহেবের মস্তক আমি এখনই চূর্ণ করিব।" তাহাতে টম তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "এখন হেলির সহিত তুমি বিবাদ করিলে সে আমাকে আরো বেশী কষ্ট দিবে। অতএব তুমি ক্ষান্ত থাক।" জর্জ্জ তচ্ছ্রবণে অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার

চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে জর্জ্জ বলিতে লাগিল, "কি লজ্জাকর বিষয়! কি নিষ্ঠুর ব্যবহার! বাবা এই বিক্রয়ের কথা আমার নিকট একবারও বলেন নাই। আমার সহাধ্যায়ী লিঙ্কলন্ আমার নিকট তোমার বিক্রয়ের বিষয় না বলিলে ইহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিতে পারিতাম না। আমার ইচ্ছা হয় যে আমাদের বাড়ী ঘর একেবারে জ্বালাইয়া দি। এরূপ কষ্ট আর সহ্য হয় না। টম বলিল, "জর্জ্জ, এমন কথা বলিও না। তোমার পিতার সম্বন্ধে তোমার এমন কথা বলা উচিত নয়।" জর্জ্জ টমের জন্য একটী স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। টম সে স্বর্ণমুদ্রা নিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "জর্জ্জ, এ মুদ্রা লইয়া আমার কি হইবে? এখনই হেলি সাহেব জানিতে পারিলে লইয়া যাইবে।" জর্জ্জ বলিল, "কি করিয়া এ মুদ্রাটি তুমি হেলির হাত হইতে রাখিতে পারিবে, তাহা আমি ক্লো খুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি। এই মুদ্রার মধ্যে একটি ছিদ্র করিয়াছি। এখন একটু সূতা দিয়া গাঁথিয়া তোমার গলায় বান্ধিয়া রাখ, তাহা হইলে হেলি আর দেখিতে পাইবে না। তোমার জামার নীচে ঢাকা থাকিবে।" এইরূপ বলিয়া জর্জ্জ স্বর্ণমুদ্রা টমের গলদেশে বান্ধিয়া দিল। টম স্নেহভরে জর্জ্জকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল, এবং বলিল, "বাছা জর্জ্জ! সর্ব্বদা মনোযোগ পূর্ব্বক তোমার মাতার সদ্দৃষ্টান্ত এবং সদাচরণ অনুসরণ করিবে। বাছা! পরমেশ্বর এ সংসারে সকল বস্তু এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি দুইবার দিতে পারেন। কিন্তু "মা" কেহ দুইবার পাইতে পারে না।

এই প্রদেশে তোমার মাতার ন্যায় দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত স্ত্রীলোক আর নাই। তোমার কার্য্য, কি বাক্য দ্বারা এমন স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে যাহাতে কখনও কোন দুঃখ না হয়, তদ্বিষয়ে

বিশেষ যত্নবান্ হইবে। স্বভাবতঃ যৌবনাবস্থায় মনুষ্যের মন পাপের দিকেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সৎসঙ্গ আবার মানুষকে তদ্বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। তোমার মাতার সঙ্গই অত্যুৎকৃষ্ট সৎসঙ্গ। তাঁহার সচ্চরিত্র ও সদনুষ্ঠানের প্রভাবে তুমি যে অতিশয় পবিত্র স্বভাব এবং সাধু প্রকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বাল্যকালেই পরমেশ্বরকে ভক্তি করিতে শিক্ষা কর; তাহা হইলেই নির্ব্বিঘ্নে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।"

জর্জ্জ টমের এই প্রকার উপদেশ শুনিয়া বলিল, "টম্ কাকা! তুমি সর্ব্বদা আমাকে সদুপদেশ দিয়াছ। তোমার অদ্যকার উপদেশ আমি কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিব এবং সর্ব্বদা সৎপথে থাকিতে চেষ্টা করিব। আর শীঘ্রই আমি তোমাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া আনিব। পরে যখন নিজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং কাজ কর্ম্ম করিব, তখন তোমার জন্য একখানি সুপ্রশস্ত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি বৃদ্ধ বয়সে ভদ্র লোকের ন্যায় সেখানে বাস করিতে পারিবে। তখন আর তোমাকে দাসত্বের কষ্টভোগ করিতে হইবে না।" জর্জ্জের এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে হেলি হাতকড়া লইয়া গাড়ীর নিকট আসিল। হেলিকে দেখিয়া জর্জ্জ বলিল, "হেলি, তুমি যে টমের পায় লৌহশৃঙ্খল ও হাতে হাতকড়া দিয়াছ, তাহা এখনই আমি বাড়ী যাইয়া বাবা ও মার নিকট বলিব।" হেলি বলিল, "তুমি বলিলেই বা, তাহাতে আমার কি ব'য়ে গেল!" জর্জ্জ আবার বলিল, "হেলি, তুমি কি যাবজ্জীবনই এই ঘৃণিত ব্যবসা লইয়া সর্ব্বদা কেবল নরনারী ক্রয়বিক্রয় করিবে এবং পশুর ন্যায় তাহাদিগকে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া যন্ত্রণা দিবে? এই ব্যবসা করিতে কি তোমার লজ্জা বোধ হয় না?" হেলি বলিল, "তোমাদের ন্যায় দেশস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা দাসদাসী ক্রয় করিতে ক্ষান্ত না হইলে আমাদের ব্যবসা

বন্ধ হইবে না। তোমরা কিনিতে পারিলে, আর আমরা কি বেচিতে পারি না? যাহারা কেনে, তাহাদের বুঝি কোন দোষ নাই? আমরা বিক্রি করি বলিয়া আমাদের দোষ হইল?” জর্জ্জ বলিল, “পরমেশ্বর করুন, আমাকে যেন দাস ক্রয় বিক্রয় করিতে হয় না।” এই বলিয়া জর্জ্জ চলিয়া গেল। হেলিও টমকে সঙ্গে করিয়া গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল। জর্জ্জ যে পথে যাইতেছিল, টম সেই দিকে চাহিয়া রহিল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, “পরমেশ্বর এই বালককে দীর্ঘজীবী করুন। কেণ্টাকি প্রদেশে ইহার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ অতি অল্প লোকেরই আছে।” কতক দূর গিয়াই হেলি টমের হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং তাহাকে বলিতে লাগিল যে, পলায়নের চেষ্টা না করিলে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না। টম বলিল, “সে কখনও পলায়ন করিবে না।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যাচার নিপীড়িত দাস

এক দিন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। পথিকগণ সন্ধ্যার সমাগম দেখিয়া নিকটস্থ পান্থাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই পান্থনিবাস কেণ্টাকি প্রদেশের রাজপথের অতি নিকট। সর্ব্বদাই এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। হোটেলের সম্মুখস্থ গৃহগুলি অন্যান্য গৃহ হইতে অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত। ভদ্রলোকদিগের সঙ্গের দাসদাসী এবং অন্যান্য শ্রমজীবী লোক দ্বারাই এই সকল সম্মুখস্থ গৃহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পশ্চাদ্দিকের গৃহে পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য দুইটী লোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম উইলসন। উইলসন প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর সেই যৌবন-সুলভ প্রগল্‌ভতা নাই! শীতাতিশয্য প্রযুক্ত তিনি কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তেমন সম্ভ্রান্ত বা সুশিক্ষিত নহে। সে মেষ বিক্রয় করিয়া আপন উপজীবিকা সঞ্চয় করিত।

কিছুক্ষণ পরেই মেষবিক্রেতা উইলসনের সহিত এইরূপ বাক্যালাপ আরম্ভ করিল।—

মেষবিক্রেতা। আপনি এই বিজ্ঞাপন দেখিয়াছেন?

উইলসন। কি বিজ্ঞাপন?

মেষবিক্রেতা। 'এই দেখুন।'—এই বলিয়া উইলসনের হস্তে এক খণ্ড কাগজ প্রদান করিল। উইলসন চস্‌মা পরিধান করিয়া সেই বিজ্ঞাপন এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন ;—

বিজ্ঞাপন

জর্জ্জ নামক আমার এক জন ক্রীতদাস অল্প দিন হইল পলায়ন করিয়াছে। সে দীর্ঘে সাড়ে তিন হস্ত পরিমাণ এবং শ্বেতাঙ্গ। ইংরাজী কথা বিলক্ষণ কহিতে ও বুঝিতে পারে। তাহার পৃষ্ঠে ও গলদেশে বেত্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। তাহার বাম হস্তে দগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা H (এইচ্) অক্ষর মুদ্রিত আছে। যে কোন ব্যক্তি ইহাকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে চারি শত মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। অন্ততঃ জীবিতাবস্থায় ধরিয়া দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তি ইহার প্রাণবধ করিয়া ইহার শরীর আমার নিকট আনিয়া দিতে পারিলেও ঐরূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

উইলসন এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এই বিজ্ঞাপনের লিখিত ক্রীতদাসকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছি। এ ব্যক্তি অন্যূন ৬ বৎসর কাল আমার অধীনে কার্য্য করিয়াছে। ইহার প্রখর বুদ্ধি, ইহার সাধুতা ও সৎপ্রকৃতি দর্শনে আমি ইহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এই ব্যক্তি পাট পরিষ্কারের নিমিত্ত একটী উৎকৃষ্ট কল প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহার নির্ম্মিত কল এখন প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু কল নির্ম্মাণের স্বত্ব ইহার মনীব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মেষবিক্রেতা এই কথা শুনিয়া বলিল, "মহাশয়! দেখুন ত কি অন্যায়! আপনাদিগের বড় লোকের রকম সকম কেমন কেমন বোধ হয়। আপনারা ক্রীতদাসদিগকে যেরূপ যন্ত্রণা প্রদান করেন, আমার মেষগুলিকেও

আমি সে প্রকার কষ্ট দিই না। আমার স্ত্রী, দুগ্ধ না ছাড়িলে, কখনও মেষের ছানা বিক্রী করিতে দেয় না। কিন্তু আপনাদের বড় লোকের মেয়েরা গৃহস্থিত দাসদাসীদিগের সন্তানের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া প্রকাশ করেন না। আপনি বলিতেছেন যে, বিজ্ঞাপনের লিখিত ক্রীতদাস অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক। সে নিজে একটী কল পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছে। কিন্তু সেই প্রখর বুদ্ধির দ্বারা তাহার নিজের কি উপকার হইল? সে কল নির্ম্মাণের স্বত্ব তাহার মনীবের হইল। মনীব তাহার সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে লৌহশলাকা দ্বারা দাগ দিয়া রাখিল।" এই স্থানে তৃতীয় এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে বলিতে লাগিল, "ক্রীতদাসদিগকে দাগ দিবে না কেন? দাসের প্রতি মনীবের যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে। ক্রীতদাসদিগকে মনীব যে ভাবে চালায়, তাহারা যদি কিঞ্চিন্মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া সেই ভাবে চলে, তবে কি আর মনীব তাহাদিগকে এতাদৃশ বেত্রাঘাত করে? কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদিগকে সহজে দুরস্ত করা যায় না।" এই ব্যক্তির কথা শেষ না হইতে হোটেলের দ্বারে এক খানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত একটী শ্বেতাঙ্গ যুবাপুরুষ নামিয়া আসিয়া হোটেলে প্রবেশ পূর্ব্বক, উইলসন প্রভৃতি যে গৃহে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তিনি গৃহের দ্বারে সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া স্বীয় ভৃত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "জিম! পাঁচ ক্রোশ পশ্চাতে গত কল্য অন্য এক হোটেলে যে একটী লোক দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই ব্যক্তি এই বিজ্ঞাপনের লিখিত ক্রীতদাস হইবে।" জিম বলিল, "তাই বটে। লোকটাকে ধরিলে পুরস্কার পাইতে পারিতাম। অগ্রে এই বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতাম না।"

তৎপরে এই নবাগত ব্যক্তি হোটেল-স্বামীর নিকট হেনরি বাট্‌লার

বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত তাহাকে একটী নির্জ্জন গৃহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। হোটেলস্বামী নির্জ্জন গৃহের বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেলে উইলসন সাহেব বারংবার এই নবাগত ব্যক্তির মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই ব্যক্তি পরিচিত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই পূর্ব্বে ইহাকে কোথাও দেখিয়া থাকিব। নবাগত ব্যক্তি উইলসনের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, চিন্‌তে পারেন? আমি ওক্ল্যাণ্ড গ্রাম নিবাসী বাট্‌লার।" উইলসন্ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে বলিলেন, "চিনিয়াছি।" পরে বাট্‌লার তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া উইলসনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে,—

উইলসন। জর্জ্জ নাকি?

বাট্‌লার। হাঁ।

উইলসন। আমি কখন এরূপ সন্দেহ করি নাই যে, তুমি এইরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছ।

বাট্‌লার। আমি যেরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি, তাহাতে ঐ বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমাকে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারে?

উইলসন। জর্জ্জ, তুমি বড় ভয়ানক পথ অবলম্বন করিয়াছ, আমি তোমাকে এমন পথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই না।

বাট্‌লার। এই পথ ভিন্ন আর পথ নাই।

উইলসন। তুমি যে এইরূপ পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম।

বাট্‌লার। আমি ত তোমার কোন দুঃখের কারণ দেখি না!

উইলসন। কেন, তুমি কি বুঝিতে পার না যে, স্বদেশ প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?

জর্জ্জ। আমার আবার স্বদেশ ? আমার কি কোথাও স্বদেশ আছে ? এ পৃথিবীতে কি এমন কোন স্থান আছে, যাহা আমি আমার দেশ বলিতে পারি ? আমার স্বদেশ শ্মশান ভূমি—আমার সমাধি স্থানই কেবল আমার স্বদেশ। ঈশ্বর করুন, যেন আমি শীঘ্রই সেই দেশে যাইতে পারি।

উইলসন। ছি ছি জর্জ্জ! এরূপ কথা মুখে আনা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বাইবেল বিরুদ্ধ। আমি স্বীকার করি, তোমার মনীব অত্যন্ত অত্যাচারী। কিন্তু তুমি জান না যে, বাইবেল মান্য করিতে হইলে দাসদাসীকে মনীবের বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে।

বাট্‌লার। উইলসন, দাসত্ব প্রথা সমর্থনে বাইবেল কি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিও না। এই দাসত্ব প্রথাই যদি বাইবেল অনুমোদিত হয়, তবে সেই বাইবেলকে আমি সহস্র বার পদতলে দলন করি। সে বাইবেল সংসার হইতে বিলুপ্ত হইলেই সংসারের মঙ্গল হইবে। আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকট জিজ্ঞাসা করি যে, স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ এবং অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পলায়ন চেষ্টা কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ? আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, ঈশ্বরের চক্ষে আমার এরূপ কার্য্য কখন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইবে না।

উইলসন। তুমি যেরূপ ঘোর অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছ, তাহাতে তোমার মনে এরূপ ভাব স্বভাবতঃই উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি তোমার কার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি না। তুমি কি জান না যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেরিত মহাত্মগণ প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন সদসৎ অবস্থাতে সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি করিতে

উপদেশ দিয়াছেন? আমাদিগের প্রত্যেককেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

জর্জ্জ। তোমার ন্যায় স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে আমিও আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম। মনুষ্যের স্বচ্ছলাবস্থাই হউক, আর দরিদ্রাবস্থাই হউক, মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক অধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত না করিলে, সে পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যকে মানব প্রকৃতি প্রদানপূর্ব্বক, তাহাকে পশুজীবন যাপন করিতে বলিলে, মনুষ্যের স্বাভাবিক অধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিলে, স্রষ্টার করুণার প্রতি অবশ্যই তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। তোমাদের লজ্জা নাই, তাই তোমরা বাইবেল উদ্ধৃত করিয়া ক্রীতদাসদিগকে সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি করিতে বল। তোমার স্ত্রী পুত্রকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি কেহ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিক্রয় করে, তবে কি তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে এক মুহূর্ত্তও অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে?

উইলসন বাটলার নামধারী ছদ্মবেশী জর্জ্জের এরূপ কথা শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্য নাই। কিছু কাল পরে বলিতে লাগিলেন, "জর্জ্জ! আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি বন্ধুর ন্যায় সদ্ব্যবহার করিয়াছি। তোমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এইক্ষণ আমি দেখিতেছি যে, তুমি ঘোর বিপদ্-সাগরে ঝাঁপ দিতেছ। তোমাকে যদি ধরিতে পারে, তবে কি আর তোমার নিস্তার আছে? তুমি এতদপেক্ষা অধিক ভয়ানক দুরবস্থায় নিপতিত হইবে। তোমার মনীব হয় ত তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে।"

জর্জ্জ। উইলসন, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু ধরা পড়িলে

আমার মুক্তির উপায় আমার সঙ্গেই রহিয়াছে। এই বলিয়া সে পকেট হইতে দুইটি পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, "যদি ধরা পড়ি, তবে এই অস্ত্রাঘাতে তোমাদের এই কেণ্টাকি প্রদেশে সাড়ে তিন হস্ত ভূমি অর্জ্জন করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে শরীরকে নির্ম্মুক্ত করিব।"

উইলসন। জর্জ্জ, তুমি যে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছ? এ অতি ভয়ানক কথা! তুমি আত্মহত্যা করিতে চাও? তুমি স্বদেশীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

জর্জ্জ। আবার তুমি আমার স্বদেশ বল? আমার স্বদেশ কোথায়? তোমার স্বদেশ আছে। আমার ন্যায় ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানের কি কোথাও স্বদেশ আছে? আমাদের দেশ নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই; আমাদের স্ত্রীর উপর কোন অধিকার নাই; সন্তানের উপর কোন অধিকার নাই; এমন কি নিজের শরীরের উপর পর্য্যন্ত কোন অধিকার নাই। মনীব বিনা অপরাধে সহস্র প্রহার করিলে আমাদিগের শরীর রক্ষার্থ কোন আইন প্রচলিত নাই। দেশ-প্রচলিত যত প্রকার আইন রহিয়াছে, সমুদায়ই আমাদিগের বিনাশের জন্য। এই সকল আইন আমরা প্রস্তুত করি নাই। সে সকল আইনে আমরা কখন সম্মতি প্রদান করি নাই। তবে এইরূপ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি কখন কেহ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়? উইলসন, আমি একেবারে অশিক্ষিত নই। ৪ঠা জুলাইএর বক্তৃতা আমার বিশেষ স্মরণ আছে। তোমাদের আইনকর্ত্তাগণ প্রত্যেক বৎসর এক একবার বলিয়া থাকেন না যে, প্রজার সম্মতি অনুসারে রাজা কি শাসনকর্ত্তাগণ রাজ্য শাসন ও আইন প্রস্তুতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? কিন্তু দেশ-প্রচলিত কোন আইন প্রচার করিবার পূর্ব্বে কি তৎসম্বন্ধে আমাদের মত গ্রহণ করা হইয়াছে? তবে সেই আইনের বিধান প্রতিপালন করিতে আমি কেন বাধ্য হইব?

উইলসন! তুমি আমার সমুদয় দুরবস্থা জান না, তাই এইরূপ বলিতেছ। জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কত কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তোমাদের এই কেণ্টাকি প্রদেশের একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজের ঔরসে আমার জন্ম হইয়াছে। আমার মাতা সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ক্রীতা দাসী ছিলেন। ক্রমে তাঁহার সাতটি পুত্র কন্যা জন্মিল। তন্মধ্যে আমিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় আমার জন্মদাতা সেই পাষাণহৃদয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মৃত্যু হইল। তাহার ঋণের জন্য অন্যান্য গৃহ সামগ্রীর সহিত আমাদিগকে নিলামে বিক্রয় করিতে লইয়া চলিল! একে একে আমার ছয় জন ভাই ভগ্নীকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ক্রয় করিল। তৎপরে আমার জননী আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার বর্ত্তমান মনীবের নিকট বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয় এই বালকের সহিত আমাকে একত্রে ক্রয় করুন। আমার বক্ষ হইতে এই বালককে বিচ্ছিন্ন করিবেন না।' সেই নরপিশাচ বারংবার আমার মাতাকে পদাঘাত পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষ হইতে আমাকে ছাড়াইয়া আনিল এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে বন্ধন করিয়া তাঁহার গৃহাভি-মুখে লইয়া চলিল। আমি একবারও আর মাতার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারিলাম না। দুই তিনবার কেবল তাঁহার আর্ত্তনাদের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহার কয়েক দিন পরে আমার মনীব, আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে যে ব্যক্তি খরিদ করিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিল। তাহাতে আমি প্রথমতঃ অত্যন্ত আহ্লাদিত হই-লাম। মনে করিতে লাগিলাম যে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত একত্রে বাস করিয়া মাতৃবিচ্ছেদ শোক কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইতে পারিব। কিন্তু আমার সে আশা সত্বরই নিষ্ফল হইল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী আমার মাতার ন্যায় অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল।

আমার মনীব তাঁহাকে উপপত্নী করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইলেন না। মনীব ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া দিন দিন তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার এক এক দিনের প্রহার দেখিয়া আমি শোকে দুঃখে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতাম। অবশেষে মনীব যখন দেখিতে পাইল যে, আমার ভগিনী প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে না, তখন তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণ দেশীয় ইংরাজ বণিক্‌দিগের নিকট বিক্রয় করিল। প্রায় আঠার বৎসর হইল, তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই জানি না। এ জীবনে যে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহারও কোন আশা নাই। ইহার পর আমি একাকী এই নিষ্ঠুর মনীবের গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। সময় সময় অনাহারেও কাল যাপন করিতে হইত। কখন কখন ইহারা আহার করিয়া যে সকল হাড় বাহিরে ফেলিয়া দিত, ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য তাহাই কুড়াইয়া খাইতাম। কিন্তু সে আহারের কষ্টকেও কষ্ট বোধ করিতাম না। শারীরিক কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করিতাম না। অহর্নিশি মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের শোকে অভিভূত থাকিতাম। ভাবিতাম, এ সংসারে আমাকে ভালবাসে, আমার প্রতি একটু দয়া করে, আমার সহিত মিষ্ট ভাষায় একটু কথা বলে, এমন লোক কোথাও নাই। বাল্যকালে আমার মাতা বলিয়াছিলেন যে, বিপদে পড়িয়া ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি সকল বিপদ দূর করেন। তাঁহার সেই কথা স্মরণ করিয়া কখন কখন ঈশ্বরকে ডাকিতাম। ইহাতে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইত বলিয়া প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার কিছুকাল পরে মনীব আমাকে তোমার কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল। তোমার গৃহে আসিয়াই প্রথমতঃ এ জীবনে অপরের দয়া ও

ভালবাসা সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। তুমিই আমার প্রথমতঃ লেখা পড়া করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমার কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিয়াই শেলবির গৃহস্থিত ইলাইজাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। ইলাইজা ক্রীতদাসী হইলেও তাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। তাহার সেই অকৃত্রিম ও অকপট প্রণয় আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিল। তাহার সহবাস লাভ করিয়াই মাতা ও ভগিনীদিগের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু দেশ প্রচলিত এই ঘৃণিত আইন রহিত না হইলে ক্রীতদাসের সুখ কখন হইতে পারে না। আমার সেই নির্দ্দয় মনীব আমাকে একটু সুখ ভোগ করিতে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল এবং আমাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। তোমার কারখানা হইতে আমাকে উঠাইয়া লইল। মৃত্তিকা খনন কার্য্যে নিযুক্ত করিল এবং ইলাইজাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার গৃহস্থিত তাহার পুরাতন উপপত্নী মিনা নাম্নী ক্রীতদাসীকে আমায় বিবাহ করিতে বলিল। কিরূপে আমি ইলাইজাকে পরিত্যাগ করিয়া মীনাকে বিবাহ করি? এইরূপ ব্যবহার কি ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত, না বাইবেল অনুমোদিত? ধিক্ তোমাদের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম; ধিক্ তোমাদের বাইবেল; ধিক্ তোমাদের দেশ প্রচলিত আইন! এই ঘৃণিত আইনের আশ্রয় লইয়া দিন দিন তোমরা লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা বিনাশ করিতেছ। এইরূপ ঘৃণিত আইন তুমি আবার আমাকে মান্য করিতে বলিতেছ? যদি সত্য সত্যই কোন ন্যায়বান মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে এই ঘৃণিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমি তাঁহারই প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছি। আমি পলায়ন পূর্ব্বক ক্যানেডা প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। যদি আমাকে কেহ ধরিতে চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিব, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ধৃত হইবামাত্র আত্মহত্যা করিয়া সাড়ে তিন হস্ত স্বাধীন ভূমি

অর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে অনন্ত কালের জন্য সেই সুখশয্যায় শয়ন করিব। আমি নিশ্চয় জানি যে, স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা কোন পাপ সঞ্চয় হয় না। তোমাদের পিতা পিতামহগণ স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে যদি তাঁহাদের কোন পাপ না হইয়া থাকে, তবে আমি স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ কোন লোকের প্রাণ বিনাশ করিলে আমাকে কোন পাপ আশ্রয় করিবে না।

জর্জ্জের এই কথা গুলি শুনিয়া উইলসনের হৃদয় বড়ই বিগলিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এ ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা রহিত হইলেই ভাল হয়। পরে জর্জ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জর্জ্জ! এ অবস্থায় আমি তোমাকে পলায়ন করিতে নিবারণ করি না। কিন্তু কাহারও প্রাণ বিনাশ করিও না। আর তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধেই বা কি করিবে? তোমাব স্ত্রী এখন কোথায় আছেন?"

জর্জ্জ। আমার স্ত্রী এখন কোথায় আছেন, তাহা জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি. তাঁহার মনীব তাঁহার শিশু সন্তানকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি সন্তান বক্ষে করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কবে যে আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে, অথবা এ জন্মে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে কি না, তাহাও জানি না।

উইলসন। এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এমন দয়ালু পরিবার তোমার শিশু সন্তানকে বিক্রয় করিবে!

জর্জ্জ। দয়ালু পরিবারও ঋণাবদ্ধ হইয়া পড়িলে অনেক সময় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সামাজিক মান সম্ভ্রম রাখিবার জন্য মাতার ক্রোড় হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এই ঘৃণিত দেশ প্রচলিত আইন এইরূপ নিষ্ঠুরতাকে সর্ব্বদা প্রশ্রয় দিতেছে। সুতরাং দয়ালু পরিবার দ্বারা আমার কোন উপকার হইতে পারে না।

উইলসন এই কথা শুনিয়া পকেট হইতে কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া জর্জ্জের হস্তে দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তুমি এই টাকা গুলি লও। পলায়ন কালে তোমার অর্থের বিশেষ আবশ্যক হইবে।" জর্জ্জ টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "উইলসন, তুমি সময় সময় আমার অনেক উপকার করিয়াছ। আমি আর তোমা হইতে টাকা লইতে চাই না। এই প্রকার অর্থ বিতরণ করিয়া তুমি আবার ঋণাবদ্ধ হইয়া পড়িবে।" কিন্তু উইলসন কোনক্রমে জর্জ্জের কথা না শুনিয়া নোট-গুলি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। তখন জর্জ্জ অগত্যা সেই টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক উইলসনকে বলিল, "তোমার এই টাকা যদি কখন পরিশোধ করিতে পারি, তবে তোমাকে ফিরিয়া লইতে হইবে।"

উইলসন। তুমি কত দিন এইরূপ ছদ্মবেশে থাকিবে? তোমার সঙ্গে ঐ অসিতাঙ্গ লোকটী কে?

জর্জ্জ। এ ব্যক্তিও ক্রীতদাস ছিল. এক বৎসর হইল এই ব্যক্তি পলায়ন করিয়া ক্যানেডা গিয়াছিল, কিন্তু ইহার পলায়নে ইহার মনীব ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার বৃদ্ধা মাতাকে অহর্নিশি বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। মাতার কষ্টের কথা শুনিয়া তাহাকে গোপনে লইয়া যাইতে পুনরায় এখানে আসিয়াছে।

উইলইন। উহার মাতাকে কি উদ্ধার করিয়াছে?

জর্জ্জ। ইহার মাতাকে উদ্ধার করিবার সুযোগ এক্ষণ পর্য্যন্ত পায় নাই। সম্প্রতি এই ব্যক্তি আমাকে কোন এক নিরাপদ স্থানে রাখিয়া পুনরায় ইহার মাতার উদ্ধারার্থ এই প্রদেশে আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

উইলসন। এ ত বড় সাহসী লোক! কিন্তু জর্জ্জ, তুমি বড় সাবধানে থাকিবে, তোমাকে যেন ধরিতে না পারে।

জর্জ্জ। আমি দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছি। পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেও স্বাধীন হইব এবং ধরা পড়িলেও সমাধিস্থানে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কালনিদ্রাকে আলিঙ্গন করিব। যদি তুমি কখন শুন যে, আমি ধরা পড়িয়াছি, তবে নিশ্চয়ই জানিবে যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর উইলসন জর্জ্জের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহের বাহির হইবামাত্র জর্জ্জ পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "উইলসন! আমার আর একটি কথা শুন। আমাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিনাশ হইবে এবং মনীব মরা কুকুরের ন্যায় আমাকে জলে ভাসাইয়া নিবে। এ সংসারে তখন আমার জন্য, আমার সেই অনাথা স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ একবিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করিবে না। তোমাকে আমার একখানা ফটোগ্রাফ দিতেছি, আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে দিবে এবং বলিবে যে, জীবনে মরণে আমি তাহারই থাকিব; কিন্তু তাহাকে সন্তান সহ ক্যানেডা যাইতে বলিবে, এবং সন্তানকে যাহাতে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে বলিবে। তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিবে যে, দাসদিগের মনীব দয়ালু হইলেও তদ্দ্বারা তাহাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা নিবারিত হয় না। কারণ মনীবের ঋণের জন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগের হস্তান্তরিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

উইলসন। তোমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে এই সকল কথা বলিব; আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নির্ব্বিঘ্নে তোমাকে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ করুন। তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিবে।

জর্জ্জ। জগতে কি কোন ঈশ্বর আছেন? সংসারে সর্ব্বদা এমন অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে হয়, এ সংসারে ন্যায়বান

পরমেশ্বর নাই। তবে যদি কোন রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বর থাকেন, সে তোমাদেরই রক্ষক। আমাদিগের নহেন। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

উইলসন। জর্জ, এরূপ কথা বলিও না। এরূপ ভাব কখন হৃদয়ে পোষণ করিও না। জীবন্ত পরমেশ্বর এই বিশ্ব সংসার শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাঁহার উপর নির্ভর স্থাপন কর এবং অন্তরাত্মা তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে অগ্রসর হইতে থাক! নিশ্চয়ই তাঁহার করুণায় তুমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ্ স্থানে পৌছিতে পারিবে। এ সংসারে জন-বিশেষের কিংবা জাতি-বিশেষের যত কিছু কষ্ট যন্ত্রণা দেখিতে পাও, এ সমুদায়ই তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল মাত্র। মনুষ্যদিগকে কখন কখন পিতা পিতামহের ভাল মন্দ কর্ম্মফলও ভোগ করিতে হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভর সংস্থাপন এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন মনুষ্য সেই কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।”

জর্জ, উইলসনের এই সকল কথা শুনিয়া বলিল যে, “আমি তোমার এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব।” এই বলিয়া তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নীলামে দাস-দাসী বিক্রয়

হেলি টমকে সঙ্গে করিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে অন্য একটী নগরের নিকটবর্ত্তী হইল। পথে তাহারা দুই জনে পরস্পরের সহিত কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া উভয়েই স্বীয় স্বীয় মানসিক চিন্তায় নিমগ্ন হইল। এ সংসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানব প্রকৃতির মধ্যে কি বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়! উভয়েই এক স্থানে বসিয়াছিল, একপ্রকার বহির্জগৎই তাহাদের উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মনের ভাব, মানসিক চিন্তা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গতি অবলম্বন করিল। হেলি ভাবিতেছিল যে, টম বিলক্ষণ দীর্ঘাকার পুরুষ; বিশেষ বলবান্ বলিয়া বোধ হয়। অতএব দক্ষিণদেশে ইহাকে বিক্রয় করিলে অন্ততঃ দুই তিন শত টাকা লাভ হইতে পারিবে। আবার সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, দাস ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে তাহার ন্যায় দয়ালু পুরুষ অল্পই আছে; কারণ, সে কিছু দূর আসিয়াই টমের হস্তের বন্ধন খুলিয়া কেবল পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পরে আবার সংসারের আচার ব্যবহার চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল যে, টমের ন্যায় অকৃতজ্ঞ ক্রীতদাস কখনও তাহার এই সদ্ব্যবহার ও দয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

টমের চিন্তা অন্যরূপ। টম ভাবিতে লাগিল যে, এই সংসার মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানেই পরিশাসিত হইতেছে। অতএব সম্পূর্ণরূপে সেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করিলে কোন অমঙ্গলই উপস্থিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মনুষ্য কখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না।

এই জন্যই মানুষ জীবনের কোন কোন ঘটনাকে বিপদ্ ও দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করে। কিন্তু মানবহৃদয়ের মোহান্ধকার বিদূরিত হইবামাত্র মনুষ্য এ জীবনের সকল ঘটনার মধ্যেই সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আপনার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

টম ও হেলির এইরূপ চিন্তা স্রোত নিঃশেষিত হইতে না হইতেই তাহারা সম্মুখস্থ নগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হেলি স্বীয় পকেট হইতে একখানা গেজেট বাহির করিয়া বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থিত এইরূপ বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে লাগিল।—

—"প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী। আদালতের আদেশানুসারে আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ওয়াসিংটন নগরের দেওয়ানী আদালতে গৃহের সম্মুখে মৃত ব্রাক্সন্ সাহেবের দেনা পরিশোধার্থ নিম্নলিখিত দাস দাসী সর্ব্ব উচ্চ ডাকে বিক্রয় হইবে।

নীলামী ফর্দ্দ

নম্বর।	দাস দাসীর নাম।	বয়ক্রম।
১	হেগার নাম্নী দাসী	৬০ বৎসর
২	জন	৩০ বৎসর
৩	বেঞ্জামিন	২১ বৎসর
৪	সল	২৫ বৎসর
৫	আলবার্ট	১৪ বৎসর

দস্তখত

সেমুয়েল নরিশ

২০ জানুয়ারি } টামস ফ্লিন্ট

১৮৫০ } সেরিফদ্বয়।"

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া হেলি টমকে বলিল যে, এই স্থান হইতে আর কয়েক জন দাস ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। এইক্ষণ তোমাকে কিছুকালের জন্য ওয়াসিংটন নগরের জেলে রাখিয়া আমি নিলামে দাস ক্রয় করিতে চলিলাম। এই বলিয়া হেলি টমকে জেলে রাখিয়া নিলাম গৃহাভিমুখে চলিল।

বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। আদালত গৃহ ক্রমে লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বিচার গৃহের অনতিদূরে চতুর্দ্দিকে রেল দ্বারা পরিবেষ্টিত মালের গুদামের ন্যায় একখানি অনাবৃত ঘর ছিল। লোকের গমনাগমনে সেই গৃহের মধ্যস্থিত সমুদায় স্থান ধূলারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই গৃহের এক পার্শ্বে কতকগুলি অসিতাঙ্গ দাস দাসী বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে হেগার নাম্নী দাসীকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইবে না। অতিরিক্ত পরিশ্রম, নানাবিধ শারীরিক কষ্ট এবং অনাহার নিবন্ধন সে এইরূপ জীর্ণা শীর্ণা হইয়াছিল। বাত-ব্যাধি-রোগাক্রান্ত হইয়া সে কুব্জের ন্যায় চলিত। এই হতভাগিনীর পার্শ্বে ১৪ বৎসর বয়স্ক একটী বালক বসিয়া রহিয়াছে। ইহার অন্যান্য সমুদায় সন্তান সন্ততি ইতিপূর্ব্বে ইহার মনীব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিয়াছে। অন্যূন ১০।১২টী সন্তানের মধ্যে এই চতুর্দ্দশ বয়স্ক বালকটী মাত্র আজ পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গে আছে। হেগার বালকটীর গলদেশে আপন হস্ত জড়াইয়া বসিয়াছিল। কোন ক্রেতা বালকটীর শরীর পরীক্ষা করিতে আসিলেই এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক চমকিয়া উঠিয়া বলিত, "আমাদের দুইজনকে একসঙ্গে বিক্রয় করিবে।" এই বলিয়া বালকটীকে আরো দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া ধরিত। ইহাদিগের মধ্যে ৩০ বৎসর বয়স্ক আর এক জন দাস বলিল, "হেগার মাসী, তোমার ভয় নাই। সেরিফ

সাহেব বলিয়াছেন যে, তোমাকে ও আলবার্টকে একসঙ্গে বিক্রী করিতে চেষ্টা করিবে।"

এই সময় হেলি আসিয়া নিলামের ঘরে প্রবেশ করিয়া একে একে প্রত্যেকের শরীর পরীক্ষা করিতে লাগিল। প্রত্যেকের মুখ খুলিয়া মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দন্তগুলি টিপিয়া টিপিয়া দেখিল। প্রত্যেককে দাঁড় করাইয়া তাহাদিগের শরীরের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিল। শরীরের নানা স্থান টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে হেগারের নিকট আসিয়া তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আল্বার্টকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। তদ্দর্শনে তাহার বৃদ্ধা জননী বলিয়া উঠিল, "মশাই, আমাদের দুই জনকে একসঙ্গে বিক্রয় করিবে, আমি এখনও বিলক্ষণ কাজ কর্ম্ম করিতে পারি।" হেলি হাসিয়া বলিল, "তামাকের ক্ষেত্র কি চা-বাগিচার কাজ করিতে পারিস্?" স্ত্রীলোক বলিল "পারিব পারিব, খুব পারিব।" হেলি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়া আর একজন খরিদ্দারের নিকট বলিল, "আমি এই ছোট ছেলেটাকে নিতে চাই। ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল।" তাহাতে এই দ্বিতীয় খরিদ্দার বলিল যে, শুনিয়াছি এই বুড়ীকে ও বালককে এক লাটে বিক্রয় করিবে। ইহা শুনিয়া হেলি বলিল যে, বুড়ীকে এক পয়সা দিয়াও কেহ কিনিবে না, বাতব্যাধি রোগে ইহার শরীর অবসন্ন হইয়াছে। একচক্ষু অন্ধ। এমন মরা গরু লইয়া কে ঘাস যোগাইবে? আমাকে বিনামূল্যে দিলেও আমি এটাকে লইতে সম্মত হইব না। ইহার সহিত বালকটাকে এক লাটে বিক্রয় করিলে বালকটার দামও কমিয়া যাইবে। হেলির এই সকল কথা সমাপ্ত হইবামাত্র নিলামের ঘণ্টা পড়িল; সেমুয়েল নরিশ ও টামস্ ফ্লিন্ট চসমা নাকে দিয়া নিলাম ঘরে উপস্থিত হইলেন। নিলামকারী লোক নিলাম ডাকিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা হেগার

আল্‌বার্টকে বলিল, "বাছা ! আমায় জড়িয়ে ধ'রে বোস, তা হ'লেই আমাদের দুই জনকে এক লাটে বিক্রয় করিবে।" বালকটী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "মা ! তুমি অনর্থক এমন করিতেছ, আমাদের এক লাটে বিক্রয় করিবে না।" হেগার বলিল, "অবিশ্যি করিবে, অবিশ্যি করিবে ; তুমি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বোসে থাক !" কিছুকাল পরেই অন্যান্য কয়েক লাট বিক্রয় হইবামাত্র বিক্রেতা বালকটির হস্ত ধরিয়া দাঁড় করাইল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিল, "দুজনকে একসঙ্গে নিলাম কর। আমাদের উভয়কে একত্রে নিলাম কর।" কিন্তু নিলামকারী লোকেরা সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে ধাক্কা মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। বালকের ডাক আরম্ভ হইল, এবং হেলি শেষ ডাকে বালককে ক্রয় করিল। বালকের মাতা তখন হেলির নিকট আসিয়া বলিল, "মহাশয় আমাকেও আপনি খরিদ করুন। আমাকে ইহার সঙ্গে একত্রে না লইলে আমি নিশ্চয়ই মরিব।" হেলি বলিল "তোমাকে লইলেও তুমি সত্বর মরিবে আর না লইলেও সত্বর মরিবে। তোমার আর বেশী দিন বাকী নাই।" তৎপরে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ডাক আরম্ভ হইল। অতি অল্প মূল্যে একজন লোক তাহাকে ক্রয় করিল। বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমার একটী সন্তানও আমার কাছে থাকিতে দিল না। মনীব মরিবার আগে বলিয়াছিলেন যে, এই শেষ সন্তানটীকে আমার কোল ছাড়া করিবেন না। কিন্তু আজ তাকেও নিয়ে গেল !" বিক্রীত দাসদিগের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ দাস বলিয়া উঠিল, "হেগার মাসী, পরমেশ্বরের দিকে চেয়ে শোক দূর কর। আর কাঁদিলে কি হইবে ? আমাদের কি আর কোন উপায় আছে ?" কিন্তু সে তখন আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কোথায় পরমেশ্বর, কোথায় পরমেশ্বর ? একবার তাহাকে পাইলে দেখিতাম। একে একে আমার বার তেরটী ছেলে এমন ক'রে কাছছাড়া

করিল, পরমেশ্বর ইহার কিছুই বিচার করিলেন না!" তখন হেলির নিকট হইতে বালকটী বলিতে লাগিল, "মা, তুমি আর কাঁদিও না; তোমার ক্রেতার সঙ্গে চলিয়া যাও। ইহারা বলিতেছে যে, তোমার ক্রেতা ভাল লোক।" কিন্তু তাহার মনে কি তাহাতে প্রবোধ মানে? সে ছুটিয়া আসিয়া বালককে আবার ধরিল। ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "এই আমার শেষ সন্তান। আমার সকলের ছোট ছেলে, একে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" অনেক কষ্টে তাহার হস্ত হইতে বালককে ছাড়াইয়া হেলি তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিল। স্ত্রীলোক তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। এই নিলামে হেলি সেই বালক অপর দুই জন দাস ক্রয় করিয়াছিল। ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় জেলের নিকট আসিল, এবং জেল হইতে টম্‌কে লইয়া নদীর দিকে গমন করিল। পরে এই চারি জন দাসসহ জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দেশাভিমুখে চলিল।

জাহাজের উপরিভাগে দশ বারটি সুসজ্জিত কেবিন। এই সকল কেবিন ঐশ্বর্য্যশালী আরোহিগণের হাস্য পরিহাস ও আমোদ প্রমোদের শব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল। কোন কেবিনের মধ্য হইতে কেবল হাসির হি হি রব শুনা যাইতেছে। বোধ হয় যেন নব বিবাহিতা দম্পতি এই কেবিনে অবস্থিতি করিতেছে। কোন কোন কেবিনে সন্তান বৎসলা মাতা সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। আবার কোন কোন কেবিনে শূর্পনখা সদৃশী ইংরাজ কুলকামিনী সহযাত্রীদিগকে অপেক্ষাকৃত সুসজ্জিত ও উৎকৃষ্ট কেবিনে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া স্বামীকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আপন দুরদৃষ্টের কারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অবশেষে তদ্রূপ অদূরদর্শী স্বামী প্রাপ্তিকেই বর্ত্তমান দুরবস্থার একমাত্র মূল কারণ

বলিয়া অবধারণ করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ সুসজ্জিত কেবিন দর্শনে মন কেবল ক্ষণস্থায়ী আনন্দ অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উল্লসিত হইতে পারে। এইরূপ পার্থিব জাঁক জমক, এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর কারুকার্য্যে সুসজ্জিত শিল্পমণ্ডিত দৃশ্য মানবহৃদয়ে কোন জীবন্ত কবিতার ভাব উৎপাদন করিতে পারে না। পাঠক! একবার জাহাজের গুদামে চল। লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ, সন্তান সন্ততি হইতে চিরবিচ্ছিন্ন, সন্তানবৎসল টমের মুখ নিরীক্ষণ কর। মাতৃক্রোড়বিচ্ছিন্ন মাতৃবৎসল চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালকের মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস শ্রবণ কর। এই গুদামের মধ্যে বসিয়া হেলির ক্রীতদাস চতুষ্টয় কি বলিতেছে, কি করিতেছে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন কর। এখানে জীবন্ত কবিতার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিবে। এই জীবন্ত কাব্যরসে তোমার হৃদয় আপ্লুত হইবে।

হেলির ক্রীতদাস চতুষ্টয় এই তমসাচ্ছন্ন গুদামে অবিরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছে এবং পরস্পরের নিকট পরস্পরের দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বনের চেষ্টা করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক জন নামক ক্রীতদাস টমের শৃঙ্খলাবদ্ধ হাঁটুর উপর আপন হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিল, "ভাই, আমার স্ত্রী এই স্থান হইতে অল্প দূরেই বাস করিতেছে। আমার বিক্রীর বিষয় সে বিন্দুবিসর্গও জানে না। বড় ইচ্ছা হয়, জন্মের মত একবার তাহাকে দেখিয়া যাই। এ জন্মে তো আর তাহাকে দেখিতে পাইব না।" এই বলিয়া জন অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। টম্ তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। পরে উভয়ের চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। এই সময় জাহাজের কেবিন হইতে একটী বালক নীচে আসিয়া গুদামের মধ্যে ইহাদিগকে দেখিবামাত্র স্বীয়

জননীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "মা! এই জাহাজের গুদামের মধ্যে চারিটি ক্রীতদাসকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছে।" বালকের মাতা বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "এ ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা আমাদের দেশের কলঙ্ক স্বরূপ। হৃদয় থাকিতে কি মনুষ্য এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পারে?" এই কথা শুনিয়া নিকটস্থ কেবিন হইতে আর একটি বিড়াল-নয়না ইংরাজ রমণী বলিয়া উঠিলেন, "দাসত্ব প্রথা কি আপনি বড় শোচনীয় বলিয়া মনে করেন? দাসত্ব প্রথার মধ্যে দোষ গুণ, উপকার অনুপকার যুগপৎ পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে যে কেবল দোষই রহিয়াছে, গুণ নাই; অপকারই রহিয়াছে, উপকার নাই; এরূপ বলা যায় না। ক্রীতদাসদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত করিলে তাহারা কি এর চেয়ে সুখে থাকিতে পারিবে? বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ক্রীতদাসগণ তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়াছে! ইহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে ইহারা নিতান্তই দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িবে।"

এই সুসভ্যা রমণীর কথা শুনিয়া সেই বালকের মাতা বলিলেন, "এ ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা প্রচলিত না থাকিলে মাতৃক্রোড় হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত না এবং স্বামীর সংসর্গ হইতে স্ত্রীকেও বিচ্ছিন্ন হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে হইত না। এই সকল ভয়ানক নৃশংস ব্যবহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে সত্য সত্যই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! একবার মনে করুন দেখি যে, আপনার সন্তানটীকে আপনার ক্রোড় হইতে কেহ বিচ্ছিন্ন করিলে আপনার কিরূপ ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়!"

বালক-মাতার বাক্যাবসানে সেই সুসভ্যা রমণী হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় এইরূপ হৃদয়োচ্ছ্বাসের দ্বারা যাহারা চালিত হয়,

তাহাদিগের কোন বিষয়ে দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। হৃদয়োচ্ছ্বাস বিচারশক্তিকে নিস্তেজ করে এবং মানুষকে সদসৎ জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলে। আপনার হৃদয়ে যেরূপ ভালবাসা রহিয়াছে, অসিতাঙ্গ দাসদাসীর হৃদয়েও কি সেইরূপ ভালবাসার সঞ্চার হইতে পারে? শুদ্ধ কেবল নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া তাহাদিগের সুখদুঃখ হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারিবেন না; দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি। অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে যে বিশেষ কোন নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা আমি মনে করি না। দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে দাসদিগকে নির্ম্মুক্ত করিলে তাহারা এতদপেক্ষা অধিকতর দুরবস্থায় নিপতিত হইবে। আমার বিবেচনায় ক্রীতদাসগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় ভালই আছে।"

এই সুসভ্যা রমণী এক জন শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের স্ত্রী। ইহার স্বামী আপাদমস্তক কাল পরিচ্ছদে সমাবৃত হইয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রীর সহিত অন্য একটী রমণী কথোপকথন করিতেছে শুনিয়া পকেট হইতে বাইবেল বাহির করিলেন, এবং ইঁহাদিগের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা বৃথা তর্ক করিতেছেন। মনোযোগ পূর্ব্বক বাইবেল পাঠ করিলে দাসত্ব প্রথা লইয়া এরূপ তর্ক করিতে হইত না। বাইবেলে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, ক্যানাল দেশীয় লোক দাসের দাস হইয়া অবস্থিতি করিবে। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলিলে বাইবেলের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা হয়। এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব আপনারা কখন হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। মনোযোগ পূর্ব্বক বাইবেল পাঠ করুন, অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, দাসত্ব প্রথা ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান।"

পাদরি সাহেবের এই কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘাকার পুরুষ হাসিতে

হাসিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "মহাশয়, দাসত্ব প্রথা কি ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান? তাহা হইলে আমাদের সকলেরই একটী দুইটী দাস ক্রয় করা উচিত।" এই ব্যক্তি আবার দাস ব্যবসায়ী হেলিকে তখন সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই, শুনিলে ত পাদরি সাহেব কি বলিতেছেন? দাসত্ব প্রথা নাকি ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান। পাদরি সাহেবের কথা সত্য হইলে ঈশ্বরাদিষ্ট এই নববিধান প্রচারের জন্য তুমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদের এ দেশে প্রেরিত হইয়াছ, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। দিন দিন তুমি শত শত স্ত্রী পুরুষকে কিনিয়া নানা দেশে বিক্রয় করিতেছ। পিতামাতার ক্রোড় হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিতেছ; স্বামীকে স্ত্রীর সংসর্গ হইতে চিরকালের জন্য পৃথক্ করিতেছ। ভাই, তোমার ন্যায় প্রেরিত মহাত্মা আমি আর কোথাও দেখিতে পাই না।" হেলি বলিল, "ভাই, আমি বাইবেলের কোন ধার ধারি না; আমার জন্মেও আমি কখন বাইবেল পড়ি নি, ও সব পাদরিদের কাজ। দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যবসা করি। ব্যবসায়ে লাভ থাকিলে এই বাণিজ্য কখন ছাড়িব না। তবে এই বাণিজ্য বাইবেলের মতবিরুদ্ধ না হইলে ত আমাদেরই ভাল।"

কেণ্টাকি প্রদেশের রাজপথের নিকটবর্ত্তী পান্থশালায় বসিয়া উইলসনের সহিত যে মেষরক্ষক দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল, সেই ব্যক্তি এই দীর্ঘকার পুরুষ। এ ব্যক্তি মেষ বিক্রী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সুতরাং পাদরি সাহেবের ন্যায় বাইবেলে ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। পাদরি সাহেব বাইবেল বাহির করিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলে, এ ব্যক্তি পরাস্ত মানিয়া জাহাজের অন্য একটি যুবা পুরুষের নিকট গিয়া বলিল, "মহাশয়, বাইবেলে কি দাস রাখিবার বিধান আছে? পাদরি সাহেব বাইবেল খুলিয়া বলিলেন যে, কাবুল দেশীয় লোক ঈশ্বরের ক্রোধে নিপতিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা দাসের দাস হইবে।" যুবকটী প্রথমতঃ

ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "পাদরি সাহেব কাবুল বলেন নাই, কাপ্তান বলিয়াছেন।"—পরে অধিকতর ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক আবার বলিতে লাগিলেন,—"ভাই ও সকল পাদরিদের উপদেশ ছেড়ে দাও। দেশস্থ সমৃদ্ধিশালী বণিক্‌দিগের এবং অন্যান্য ধনিলোকদিগের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই পাদরি সাহেবদিগের একমাত্র বাইবেল। ধনিলোকদিগের স্বার্থসাধনোপযোগী মতামতই এই সকল পাদরিদিগের নিকট একমাত্র ঈশ্বরবাক্য। ইহারা কি কখন বাইবেল প্রতিপাদিত সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাহস করে! মহর্ষি ঈশার নিকট শ্বেতাঙ্গ ও অসিতাঙ্গের কোন প্রভেদ ছিল না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে পৃথিবীস্থ সকল জাতীয় লোকেরই তুল্যাধিকার রহিয়াছে। এক জাতীয় লোক যে, অপর জাতীয় লোক কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইবে, এরূপ মত বাইবেলে কখন পরিলক্ষিত হয় না।

"বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র স্বার্থপরতাই দেশপ্রচলিত বাইবেল; দাসবিক্রীর নিলাম গৃহ, ভজনালয়; জুয়াখেলার গৃহ, বিচারাদালত; আর দস্যুদিগের সম্মিলন স্থান, ব্যবস্থাপক সমাজ। ভাই! পরমেশ্বরের চক্ষে কি শ্বেতাঙ্গ ও অসিতাঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে? কিন্তু কাল পরিচ্ছদধারী ধর্ম্মব্যবসায়ী পাদরি সাহেব বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বর অসিতাঙ্গদিগকে শ্বেতাঙ্গদিগের দাস হইবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্যগণ তাদৃশ মতাবলম্বন পূর্ব্বক নব নব বিধান প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, অসিতাঙ্গ লোক শ্বেতাঙ্গদিগের দাস হইবে বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে।" এই ব্যক্তির কথা শেষ হইতে না হইতে, জাহাজ একটী নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং যাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ কূলে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। এই সময় নদীতীর হইতে একটি অসিতাঙ্গ স্ত্রীলোক অতি

দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া জাহাজের গুদামের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং জন নামক লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই অসিতাঙ্গী রমণী জনের স্ত্রী। ইহারই কথা জন ইতিপূর্ব্বে টমের নিকট বলিয়াছিল। স্বামীর বিক্রয়ের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য সে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়া এই নগরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার আক্ষেপোক্তি ও বিলাপ পরিতাপ সবিস্তর বর্ণনা করিয়া উপন্যাসের আয়তন বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ হৃদয়ভেদী দৃশ্য দাসদাসীদিগের জীবনে সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। জাহাজ খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইলে যুবতী স্বামীর নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "জন! তোমাকে যে আর এ জীবনে দেখিতে পাইব না, সে দুঃখও ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সংবরণ করিতে পারি। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তুমি স্থানান্তরিত হইলে দাসীর সন্তান বিক্রী করিয়া অধিক টাকা পাইবার লোভে মনীব নিশ্চয়ই আমাকে অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। কিন্তু তোমার নিকট বলিতেছি, আত্মহত্যা করিয়া জীবনের সমুদায় ক্লেশ দূর করিব, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে শরীর নির্ম্মুক্ত করিব, তবুও মনীবের প্রহারের ভয়ে অন্য পতি গ্রহণ করিয়া তাহাকে সন্তান বিক্রয়ের সুযোগ দিব না।"

এই বলিয়া জনের স্ত্রী চলিয়া গেলে জাহাজ ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে অপর একটী সহরের নিকট আসিয়া পৌছিল। হেলি এই সহরে উঠিয়া কিছুকাল পরে আর একটী অসিতাঙ্গ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া পুনরায় জাহাজে উঠিল। স্ত্রীলোকটীর ক্রোড়ে এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক একটী বালক। সে সহাস্য মুখে বালককে ক্রোড়ে করিয়া নৌকারোহণ করিল। কিন্তু জাহাজ ছাড়িয়া দিলে পর, হেলি

পুনরায় এই স্ত্রীলোকের নিকট আসিয়া দুই এক কথা বলিবামাত্র স্ত্রীলোকটীর মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িল। সে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার এ কথা বিশ্বাস করি না।" হেলি বলিল, "যদি বিশ্বাস না কর, তবে এই কাগজ দেখ। এ জাহাজে অনেক লোক লেখা পড়া জানে। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহার দ্বারা এই কাগজ পাঠ করাইয়া শুন।" স্ত্রীলোক বলিল, "মনীব যে আমার সহিত এরূপ প্রতারণা করিয়াছেন তাহা আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। মনীব আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, লুভিল নগরস্থ পান্থশালায় আমার স্বামীকে ভাড়া দিয়াছেন, সেই স্থানে আমাকে যাইয়া পরিচারিকার কার্য্য করিতে হইবে। আমাকে যে তোমার নিকট সন্তান সহ বিক্রী করিয়াছেন, তাহা ত কখনও বলেন নাই!" হেলি বলিল যে, "তুমি দক্ষিণ দেশস্থ বণিকের নিকট বিক্রীত হইয়াছ শুনিলে চীৎকার করিতে থাকিবে, এই জন্যই তোমার মনীব এইরূপ বলিয়াছেন। তুমি এই কাগজ লইয়া এ জাহাজের অন্য কোন লোককে দেখাও, তবেই ইহার সত্যাসত্য জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া হেলি অন্য একটী লোককে সেই কাগজ খানি স্ত্রীলোকের নিকট পাঠ করিতে বলিল। সে লোকটী পাঠ করিয়া বলিল যে, জন ফস্‌ডিক্ নামক এক সাহেব তাহার ক্রীতদাসী লুসি এবং তাহার সন্তানকে হেলির নিকট যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহারই এই কবালা। এই কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোক তখন চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শব্দে জাহাজস্থ অন্যান্য লোক সেখানে আসিয়া একত্র হইল। তখন স্ত্রীলোকটী বলিতে লাগিল যে, আমার মনীব আমার স্বামীর নিকট পাঠাইতেছেন বলিয়া ইহার সঙ্গে আসিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম যে, এ সকলই প্রবঞ্চনা। পরমেশ্বর কপালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী আর একটী কথাও

বলিল না। হেলি মনে করিল যে, ইহার সম্বন্ধে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।

এই স্ত্রীলোকের ক্রোড়স্থিত এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকটী দেখিতে বড়ই হৃষ্টপুষ্ট ছিল। জাহাজস্থ অন্য আর একটী লোক হেলিকে বলিল যে, "যদি এই স্ত্রীলোককে দক্ষিণ দেশে কার্পাস ক্ষেত্রাধিকারীদিগের নিকট বিক্রী করিতে চাও, তবে তাঁহারা বালক শুদ্ধ এ স্ত্রীলোককে কখন ক্রয় করিবে না। কার্পাস ক্ষেত্রের কুলিদিগের সঙ্গে বালক থাকিলে কার্য্যে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা। সুতরাং বালকটীকে তোমার অন্য কোথাও বিক্রী করিতে হইবেই হইবে। যদি সস্তা দরে এই বালকটীকে আমাকে দাও, তবে আমি ক্রয় করিতে সম্মত আছি।" হেলি বলিল, "খরিদ্দার পাইলেই আমি বালকটীকে বিক্রী করি।" তাহাতে সেই লোকটী বলিল, "ইহার জন্য কত মূল্য চাও?"

হেলি। বালকটী বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট আছে, ইহার বিলক্ষণ মূল্য হইবে।

ভদ্রলোক। কিন্তু ইহার খরিদ্দারকে তো কয়েক বৎসর পুষিতে হইবে।

হেলি। এ সব ছেলে পূষিতে আর কত ব্যয়? এরা বিড়াল কুকুরের বাচ্চার মতন অল্প বয়সেই হেঁটে চ'লে খায়।

ভদ্রলোক। আমার একটী ক্রীতদাসীর এক বৎসরের একটী ছেলে জলে প'ড়ে ম'রেছে। এই বালকটীকে কিনিলে সে ইহাকে পালিতে পারিবে। আমার এইরূপ সুযোগ হইয়াছে বলিয়াই লইতে চাই। তুমি যদি দশ টাকা মূল্যে দাও, তবে আমি এই বালককে লইতে পারি।

হেলি। দশ টাকা মূল্যে কখন দিব না। আমি নিজে আর ছয় মাস ইহাকে পুষিলে একশ টাকায় বিক্রী করিতে পারিব। পঞ্চাশ টাকার একটী পয়সা কমেও ইহাকে দিতে পারি না।

ভদ্রলোক। ত্রিশ টাকায় দিতে পার?

হেলি। আচ্ছা ভাই! মাঝামাঝি বন্দোবস্ত কর। পঞ্চাশও না, ত্রিশও না, আমাকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা দাও।

ভদ্রলোক। দিব পঁয়তাল্লিশ টাকা।

হেলি। তুমি উঠিবে কোথায়?

ভদ্রলোক। আমি লুভিল নগরে উঠিব।

হেলি। তবে বেশ হয়েছে। সন্ধ্যার সময় জাহাজ লুভিল নগরে পৌছিবে। তখন বালকটীও ঘুমাইয়া থাকিবে, তোমার লওয়ার সময় চীৎকার করিবে না।

সায়ংকাল উপস্থিত। জাহাজ আসিয়া লুভিল নগরে নঙ্গর করিল। "লুভিল নগর" "লুভিল নগর" বলিয়া জাহাজের মধ্য হইতে চীৎকার হইতে লাগিল। যাত্রীগণ মধ্যে যাহাদের এই স্থানে উঠিবার কথা ছিল, তাহারা শশব্যস্ত হইয়া আপন আপন জিনিষ পত্র বাঁধিতে লাগিল। লুসির স্বামী এই নগরে কার্য্য করিত। সে আপন সন্তানটীকে গুদামে শোয়াইয়া জাহাজের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। নদীতটে শত শত লোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে তাহার স্বামীও থাকিতে পারে, এই আশায় সতৃষ্ণ-নয়নে একাগ্রতার সহিত সে নদীর তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে করিতে লাগিল যে, জল উঠাইবার জন্য তাহার স্বামীও নদীর তটে আসিতে পারে। অন্যূন এক ঘণ্টা কাল জাহাজের কিনারায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইল না। দিঙ্মণ্ডল ক্রমে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তখন আর কিছুই দেখা যায় না। সুতরাং সে নিরাশ হইয়া পুনরায় গুদামে প্রবেশ করিল। কিন্তু গুদামের মধ্যে যাইয়া তাহার সন্তানকে আর দেখিতে পাইল না। সে তখন সন্তানের অদর্শনে ক্ষিপ্তের ন্যায় জাহাজের এদিক্ ওদিক্ খুঁজিতে লাগিল। হেলি তাহাকে

তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিল এবং অম্লানবদনে বলিয়া উঠিল, "লুসি তোর ভাবনা নাই। তোর ছেলেকে আমি দয়ালু পরিবারের কাছে বিক্রয় ক'রেছি। তাহারা তাকে স্নেহের সহিত লালন পালন করিবে। ছেলে সঙ্গে ক'রে দক্ষিণদেশে গেলে তোর বিশেষ অসুবিধা হ'ত, তাকে পালন করিবার একটু মাত্রও অবকাশ হ'ত না। এখন আর কোন ভাবনাই রহিল না; তোর যাতে ভাল হয়, আমি তাই করিব।"

মস্তকোপরি বজ্র নিপতিত হইলে মনুষ্য যদ্রূপ স্পন্দন রহিত হইয়া পড়ে, হেলির এই কথা শুনিয়া, স্ত্রীলোকটি সেইরূপ স্পন্দনরহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে আর কথা নাই, শরীরে বল নাই; বসিয়া রহিয়াছে, কি দাঁড়াইয়া আছে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে, কি জাগ্রদবস্থায় আছে, তৎসম্বন্ধেও চৈতন্য নাই। এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। কিন্তু দাসদাসীদিগের এরূপ শোকবিহ্বলাবস্থা বারংবার দেখিতে দেখিতে হেলির হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও অধিক কঠিন হইয়া পড়িয়াছে! তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, স্ত্রীলোকটা বুঝি বা চীৎকার করিয়া উঠিবে, এবং তন্নিবন্ধন জাহাজের অন্যান্য লোক ত্যক্ত বিরক্ত হইবেন। কিন্তু তাহার যে আশঙ্কা বিদূরিত হইল। ঈদৃশ ভয়ানক শোকাকুলাবস্থায় কণ্ঠ এবং হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া যায়। তখন কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হয় না, চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জ্জন হয় না। হৃদয় শেলবিদ্ধ হইলে এবং বক্ষ গুরুতর প্রস্তর ভারাক্রান্ত হইলে মনুষ্য যেমন এদিকে ওদিকে নড়িতে চড়িতে পারে না, এই স্ত্রীলোকের ঠিক তদ্রূপ অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছিল। সে চীৎকার করিল না। তাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু-বারি বিগলিত হইল না। চেতনাশূন্য পুতুলের ন্যায় তাহার হস্ত যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই রহিল; চক্ষু এক দৃষ্টিতে রহিল। সে চক্ষু দ্বারা কিছু দেখিতে পাইতেছে বলিয়া বোধ হইল না।

হেলি তাহাকে এই প্রকার নিস্তব্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ভাবিল যে, এ স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া বিশেষ কোন গণ্ডগোল করিবে না। তখন সে স্ত্রীলোককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "লুসি, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার মনে একটু কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তুমি অতি বুদ্ধিমতী। এই সামান্য বিষয় লইয়া বৃথা শোক ক'রে কি লাভ? তুমি নিজেই বুঝিতে পার যে, এ রকম না করিলে চলে না। দক্ষিণ দেশের কার্পাস ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কেহ সন্তান সঙ্গে রাখিতে পারে না।" স্ত্রীলোকটীর কণ্ঠাবরোধ হইয়াছে। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "মহাশয় আর কিছু শুনিতে চাই না।" হেলি ইহাতেও বিরত না হইয়া আবার বলিল, "লুসি, তুমি বড় বুদ্ধিমতী। আমি তোমার যাতে ভাল হয়, তাই করিব। তোমাকে দক্ষিণ দেশে লইয়া গিয়া শীঘ্রই তোমাকে একটী নূতন পতি জুটিয়ে দিব।" স্ত্রীলোকটী তখন শরবিদ্ধা বাঘিনীর ন্যায় যন্ত্রণা নিপীড়িত কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনি আমার সহিত এখন কথা বলিবেন না, আপনার কোন কথা শুনিতে চাই না।" হেলি ইহাতে বুঝিতে পারিল যে, তাহার এ প্রবোধ বাক্য বিশেষ কার্য্যকর হইবে না; সুতরাং সে আপনার কেবিনে চলিয়া গেল, এবং স্ত্রীলোকটী আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া তথায় পড়িয়া রহিল।

টম্ স্ত্রীলোকটীর এই প্রকার দুর্গতি ও দুরবস্থা দর্শনে, পর-দুঃখে আত্মদুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইয়া শোকাকুল হৃদয়ে তাহার জন্য বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। টমের হৃদয় স্বভাবতঃই এইরূপ বিগলিত হইতে পারে। টম্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক কি পাদরিদিগের ন্যায় স্বার্থপরতার বাইবেল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা করে নাই। টম্ নীতিবিশারদ পণ্ডিতদিগের অবলম্বিত রাজনীতির নিগূঢ়তত্ত্বে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। টম্ আমেরিকাবাসী ইংরাজকুল-শার্দ্দূলগণের নৈতিক ব্যবহারের মর্ম্ম গ্রহণে

সম্পূর্ণ অসমর্থ। শোকবিহ্বলা জননীর দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এবং কি প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে, সে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীলোকটির শিয়রে বসিয়া বলিতে লাগিল, "না, তুমি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া হৃদয়বেদনা লাঘব করিতে চেষ্টা কর। এ সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা কয়েক দিন পরে অবসান হইবে।" কিন্তু স্ত্রীলোকটী শোকে অধীর হইয়াছে; তাহার অন্তর স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। টমের সান্ত্বনা বাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। টমের সহানুভূতি তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে ঘোরা দ্বিপ্রহরা তমসাচ্ছন্ন যামিনী সমুপস্থিত হইল। সমুদায় জগৎ নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিল। সংসারের সমুদায় জীব জন্তু নিদ্রাভিভূত হইয়া আপন আপন হৃদয়ের সুখ দুঃখ সেই অনন্ত তিমির-সাগরে নিমগ্ন করিল। কিন্তু সন্তান-শোক-বিহ্বলা জননীর হৃদয়াগ্নি নিবিল না। পুত্র-শোক-দগ্ধা লুসির চক্ষে নিদ্রা নাই। পরদুঃখে প্রপীড়িত টমের হৃদয়ে শান্তি নাই। জাহাজস্থ সমুদায় নরনারী এক্ষণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লুসি বারংবার বলিতেছে, "হে পরমেশ্বর! এ যাতনা হইতে উদ্ধার কর, তোমার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান কর।" লুসির এই কথা টম্ ভিন্ন আর কেহই শুনিতে পাইল না। জাহাজে আর কেহই তখন জাগ্রত ছিল না। ইহার কিছুকাল পরে, জাহাজ হইতে জলে কোন বস্তু নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ টমের কর্ণে প্রবেশ করিল।

রাত্রি অবসান হইল। ক্রীতদাসগণ কি অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হেলি গুদামে আসিল। কিন্তু লুসিকে আর দেখিতে পাইল না। সে এক হাজার টাকা দিয়া লুসিকে ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং ক্ষিপ্তের ন্যায় জাহাজের এদিক্ ওদিক্ তাহার তল্লাস করিতে লাগিল।

কোথাও তাহাকে না পাইয়া টমের নিকট আসিয়া বারংবার বলিতে লাগিল, "টম্, তুমি নিশ্চয়ই লুসির কথা জান।" টম্ বলিল, "মহাশয়, আমি আর কিছুই জানি না। কেবল অল্প রাত্রি থাকিতে নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যেরূপ শব্দ হয় এরূপ শব্দ শুনিয়াছি।" এই কথা শ্রবণে হেলি বুঝিতে পারিল যে, লুসি আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য তাহার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখের সঞ্চার হইল না। দাসদাসীদিগকে সেরূপ আত্মহত্যা করিতে সে অনেকবার দেখিয়াছে। সুতরাং এই অবস্থা তাহার হৃদয় মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিল না। সে তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, এ যাত্রায় বাণিজ্যে লোকসান ভিন্ন এক পয়সাও লাভ হইবে না। শেল্‌বির সহিত কারবার করিয়া পাঁচশত টাকা দণ্ড হইল, আবার এই এক হাজার টাকা লোকসান!

পাঠক! তুমি মনে করিবে যে, হেলি বড় নির্দ্দয়। কিন্তু হেলি অশিক্ষিত এবং অদ্য পর্য্যন্ত সামাজিক জগতের সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে অবাস্থতি করিতেছে। ভদ্র সমাজে তাহার স্থান নাই। সে দাসব্যবসায়ী। কিন্তু কে তাহাকে দাস ব্যবসায়ী করিল? সে কি এ দাসত্ব প্রথার প্রণেতা? যাঁহারা সুশিক্ষিত, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া পরিচিত, যাঁহাদের মান আছে, সম্ভ্রম আছে, যাঁহারা দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা দেশ-প্রচলিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন, যাঁহারা বিচারাসনে বসিয়া সেই সকল ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহারাই হেলিকে দাস-ব্যবসায়ী করিয়াছেন, তাঁহারাই অদ্য লুসির শিশুসন্তানকে তাহার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই নিরপরাধিনী রমণীর প্রাণ বিনাশ করিলেন। দেশীয় শাসনকর্ত্তাগণ! বিচারকগণ! তোমরা দস্যুকে শাসন করিতেছ, চোরকে কারাবদ্ধ করিতেছ, নরহত্যা-কারীর প্রাণদণ্ড করিতেছ; কিন্তু তোমরা যে, দিন দিন নরহত্যা করিতেছ, সমুদায় লোকের অর্থ সম্পত্তি

অপহরণ করিতেছ, তাহা কি ভ্রমেও একবার স্মরণ করিয়া দেখ না! পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের ন্যায়দণ্ড হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। লুসি পুত্রশোকে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া সেই অমৃতময়ের অমৃতধামে চলিয়া গিয়াছে। সে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ক্রোড়ে এখন বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তোমরা জ্ঞান বিজ্ঞানাভিমানী শাসনকর্ত্তা, বিচারক, বিষয়সুখে প্রমত্ত হইয়া একবারও শেষের চিন্তা করিলে না! ভাবিলে না যে, লুসির হত্যার জন্য তোমাদিগের প্রত্যেককেই সেই রাজাধিরাজের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দাসত্বপ্রথা-বিরোধী সম্প্রদায়

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা রহিত হয়। যাঁহারা এই প্রথার বিরোধী ছিলেন, এতৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে নানাবিধ সামাজিক নিপীড়ন ও লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। যে সকল লোক এই ঘৃণিত প্রথা ধর্ম্মমন্দিরে কিংবা প্রকাশ্য সভাস্থলে সমর্থন করিতেন, তাঁহারাই দেশহিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে দাসত্ব-প্রথা সম্বন্ধীয় অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু আমেরিকাতে নোয়া ওয়েবষ্টার প্রভৃতি

সুশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরাও প্রাণপণে এই দাসত্বপ্রথার সমর্থন করিতেন। বস্তুতঃ স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন না করিলে মনুষ্য প্রকৃত দেশহিতৈষীতার মর্ম্মাবধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। স্বার্থপরতা সুশিক্ষিত লোকদিগকেও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করে। প্রকৃতি দেশহিতৈষিগণ জীবিতাবস্থায় কখন দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। তাঁহাদিগকে আজীবন সমাজের অভ্যস্ত পাপ ও কুসংস্কাবের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা সমাজের প্রিয় হইতে পারেন না। কিন্তু শত শত যশোলিপ্সু স্বার্থপরায়ণ মানব নীচাশয় জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের অভ্যস্ত পাপ ও কুসংস্কারের পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশহিতৈষী বলিয়া সমাজে অযথা আদর প্রাপ্ত হয়।

মহর্ষি ঈশা মানবকুলের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ক্রুশ যন্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। লুথার প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃত দেশহিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারকদিগের পার্থিব জীবনে দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্রতাই একমাত্র পুরস্কার। আর যাঁহারা অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় দেশহিতৈষীতাও একটী ব্যবসার রূপে অবলম্বন করেন, তাঁহারা এই ব্যবসার দ্বারাও ধন মান প্রভুত্বাদি সর্ব্ববিধ ইষ্ট লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইতেছেন।

পর-দুঃখ-কাতর, পার্থিব-পদ-প্রভুত্ব-হীন, দরিদ্র কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ যে পরিবার পলাতক দাসী টলাইজাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, তাহাকে কি কেহ দেশহিতৈষী কিংবা পরোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন? কিরূপেই বা সংসারের লোক সেই কোয়েকারদিগকে পরোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে? তাহারা দেশহিতৈষীতার পরিচ্ছদ পরিয়া স্ব স্ব ললাটে দেশহিতৈষীতার টিকিট লাগাইয়া বেড়াইত না। পরদুঃখ দর্শনে

তাহাদিগের হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন তাহাদিগের হৃদয়ের সেই ভাব আর কেহ দেখিতে পাইত না। তাহারা স্বহস্তে দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত নর-নারীর নেত্রজল মুছাইয়া দিত। আর্ত্তজনের অশ্রুবারির সহিত তাহাদিগের অশ্রু প্রতিনিয়ত মিশ্রিত হইত। পরোপকার, পরোপকার বলিয়া তাহারা কখন চীৎকার করিত না, সুতরাং সংসারের লোক তাহাদিগকে চিনিত না এবং মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিত না।

ইলাইজা এইরূপ পরদুঃখকাতরা রাচেলনাম্নী বৃদ্ধা কোয়েকার রমণীর-পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। বৃদ্ধা রাচেল, সাইমন হ্যালিডে নামক এক জন কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ ধার্ম্মিক খৃষ্টানের পত্নী। অত্যাচার প্রপীড়িত নিরাশ্রয় অনাথদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য এই কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ কোন কোন লোক প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বৃদ্ধা রাচেল বলিতেছিলেন, "বাছা ইলাইজা! তুমি কি ক্যানেডা যাবে ব'লেই ঠিক করিলে? এখানে যত দিন ইচ্ছা তুমি থাকিতে পার।"

ইলা। হ্যাঁ! আমি ক্যানেডাই যাব; এখানে অনেক দিন থাক্‌তে ভয় হয়, পাছে আমার ছেলেটিকে কেউ আমার বুক থেকে কেড়ে নেয়। ঘুমাইয়া আমি স্বপ্ন দেখি, যেন কেউ আমার ছেলে চুরী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

রাচেল। বাছা, তোমার কোন ভয় নাই। এখান থেকে কেউ তোমার ছেলে কেড়ে নিতে পারিবে না। আমরা চারি পাঁচটি পরিবার একত্র হয়ে এখানে আছি। অত্যাচারিত লোকদিগকে আশ্রয় দেওয়াই আমাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানে যে কয়েকটি পুরুষ আছেন, তাঁহারা প্রাণ দিয়েও তোমার সন্তানকে রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধা রাচেল ইলাইজার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে রুথ নাম্নী একটি যুবতী সেখানে আসিয়া ইলাইজার পুত্রকে

ক্রোড়ে করিয়া তাহার হস্তে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী দিতে লাগিলেন, এবং সহোদরার ন্যায় ইলাইজার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

রুথ বলিলেন, "প্রিয় ভগিনী ইলাইজা, আপনাকে সন্তানসহ নিরাপদে এখানে পৌঁছিতে দেখিয়া আমি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি।"

ইলাইজা এখনও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতেছে। সুতরাং সে বাক্য দ্বারা রুথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সমর্থা হইল না। সে নির্ব্বাক রহিল। কিন্তু এই সকল কোয়েদার রমণীর প্রতি তাহার হৃদয়স্থিত কৃতজ্ঞতা বেগে ধাবিত হইতে লাগিল।

ইলাইজাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বৃদ্ধা রাচেল রুথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! তোমার ছেলেটীকে সঙ্গে করিয়া আন নাই?"

রুথ। এনেছি—ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তোমার মেরি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ছেলেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছে।

রাচেল। মেরি ছোট বালকদিগকে বড় ভালবাসে।

এই সময় গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং আয়তলোচনা প্রফুল্লমুখা মেরী রুথের ক্ষুদ্র শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা রাচেল তখন মেরির ক্রোড় হইতে শিশুকে আপন ক্রোড়ে নিয়া বলিলেন, "রুথ! বড় সুন্দর ছেলে হইয়াছে।"

রুথ সলজ্জ মুখে বলিলেন, "মা, ওকে সকলেই এইরূপ বলে।"

বৃদ্ধা রাচেল রুথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুথ! আবিগেইল পিটারস কেমন আছেন?

রুথ। তিনি এখন অনেকটা আরাম হইয়াছেন। প্রাতে আমি তাঁহাদের বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের গৃহ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি এবং মিসেস্ লিয়াহিল্ অপরাহ্ণে সেখানে যাইয়া তাঁহার পথ্য এবং ছেলেদের আহারের

আয়োজন করিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যার পর আবার আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।

রাচেল। আমিও মনে করিয়াছি, কা'ল তাহাদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া দিব। মেরি তাহাদের ছোট ছেলের জন্য মোজা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

রুথ বলিলেন, "মা! আমার হানাষ্টান্‌উড্‌ও বড় রোগা হইয়া পড়িয়াছে। জন্ কা'ল সমস্ত রাত্রি সেখানে ছিলেন। আমাকে তাঁহাদের বাড়ীও একবার যাইতে হইবে।

রাচেল। তোমার জন্‌কে যদি আজও সেখানে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তবে তিনি আমাদের বাড়ীতে আহার করিয়া যাইতে পারেন।

রুথ। জনকে আজ তোমাদের এখানেই আহার করিতে বলিব।

রুথ এবং রাচেল, ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। এই সময় বৃদ্ধা রাচেলের স্বামী সাইমন হ্যালিডে সেখানে আসিলেন। সাইমন হ্যালিডে দেখিতে দীর্ঘাকৃতি এবং অত্যন্ত বলবান্ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে দয়া মায়া স্পষ্টরূপে মুদ্রিত রহিয়াছে, সাইমন রুথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রুথ! তুমি কেমন আছ? জন্ তো ভাল আছেন?"

রুথ। আমরা সকলেই ভাল আছি।

রাচেল তাঁহার স্বামীকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, নূতন সংবাদ পাইয়াছ?"

সাইমন বলিলেন, "পিটার ষ্টিবিন্ কহিলেন যে, তাঁহারা আর তিন জন পলাতক দাস সঙ্গে করিয়া অদ্যই এখানে পোঁছিবেন।"

রাচেল স্বামীর মুখে এই শুভসংবাদ শুনিয়া ইলাইজার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক সহাস্যমুখে বলিলেন, "ঠিক কথা তো?"

সাইমন তাঁহার স্ত্রীর শেষোক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইলাইজার স্বামীর নাম কি জর্জ্জ হ্যারিস্ ?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ইলাইজা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

ইলাইজা মনে করিল, বুঝি স্বামী পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। রাচেল ইলাইজাকে তদবস্থ দেখিয়া স্থানান্তরে গিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "এ প্রশ্ন করিলে কেন ?"

সাইমন বলিলেন, "অদ্য রাত্রেই ইহার স্বামী নিরাপদে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। আমাদের লোকের সাহায্যে ইহার স্বামী, আর একটী ক্রীতদাস ও তাহার মাতা পলায়নে কৃতকার্য্য হইয়া এখানে আশ্রয় লইবার জন্য আসিতেছে। আমি খবর পাইয়াই তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে আনিবার জন্য গাড়ী সহ লোক পাঠাইয়াছি।"

রাচেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সংবাদ ইলাইজাকে জানাইবে না ? এ কথা শুনিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিবে না !"

সাইমন এ কথা ইলাইজাকে বলিতে সম্মতি দিয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেলেন। রাচেল তৎক্ষণাৎ ইলাইজাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, এক খবর শোন !"

ইলাইজা তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল ; না জানি কি বিপদ্ই ঘটিয়াছে। কিন্তু রাচেল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এটি শুভ সংবাদ, তোমার ভয় নাই, তোমার স্বামী পলায়নে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আজ রাত্রেই এখানে আসিবেন।"

ইলাইজার মনে তখন কি ভাব হইতেছিল, তাহা ইলাইজার মত অবস্থায় না পড়িয়া কেহ সম্যক্ বুঝিতে পারে না। অকস্মাৎ এই শুভ সংবাদ শুনিয়া তাহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না, দেখিতে দেখিতে ইলাইজা

সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। রুথ ও রাচেল দুই জনে তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

রাত্রি অবসান হইল। ইলাইজা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, তাহার স্বামী শয্যাপার্শ্বে তাহার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে প্রভাত-সূর্য্য সমুদিত হইল। রাচেল সকলের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে সকলে একত্র হইয়া আহার করিতে বসিলেন। জর্জ্জ ইতিপূর্ব্বে কোন ভদ্র লোকের সহিত আহার করে নাই। গৃহপালিত বিড়াল কুক্কুরের ন্যায় তাহাকে আহার করিতে হইত। দাস-ব্যবসায়ীর নিকট জর্জ্জ মনুষ্যাকার বিশিষ্ট পশু বিশেষ ছিল; কিন্তু পরদুঃখকাতর সাইমন হ্যালিডের নিকট সে প্রকৃত মনুষ্য। হ্যালিডের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহৃদয়তা জর্জ্জের হৃদয়ে আজ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস দূরীভূত করিল। সংসারের অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার দর্শন করিয়া জর্জ্জ ঈশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি হ্যালিডের দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাহার সদাচরণ দর্শনে তাহার নাস্তিকতা বিদূরিত হইল। এত দিনে জর্জ্জ মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইল।

সাইমন হ্যালিডের দ্বাদশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বলিল, "বাবা! পুলিস তোমাকে ধরিতে পারিলে কি করিবে?" সাইমন বলিলেন, "যদি ধরা পড়ি, দণ্ডিত হইব। তাহা হইলে তুমি তোমার মাতা একত্র কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা সঞ্চয় করিতে পারিবে না? ঈশ্বর সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

জর্জ্জ তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া কি আপনাদিগের বিপদের আশঙ্কা আছে?"

সাইমন্ বলিলেন, "তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। সদনুষ্ঠানের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি; বলবানের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি বিপদে পড়িলে তজ্জন্য তোমার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি কেবল তোমার উপকারার্থ কিছুই করি নাই। যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রসাদে এই দৈনিক অন্ন প্রাপ্ত হইতেছি, তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আজ রাত্রে আমার দুই জন লোক তোমাকে নিকটস্থ আড্ডায় রাখিয়া আসিবে। ধৃতকারিগণ এবং পুলিস তোমাকে ধরিবার জন্য ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।"

জর্জ্জ শঙ্কিত হইয়া বলিল, "মহাশয়! তবে এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।"

সাইমন হ্যালিডে তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "ভয় নাই। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় আমার লোক তোমাকে রাত্রে নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া আসিতে পারিবে। দিনে এ স্থানে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ইবাঞ্জেলিন

দাসব্যবসায়ী হেলি সাহেব জলপথে যে জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ প্রদেশে যাইতেছিল, ক্রমে সেই জাহাজ মিসিসিপী নদীতে আসিয়া পড়িল।

আখ্যায়িকার সেই মিসিসিপী আজ তাহার প্রকৃত গৌরব ও সমৃদ্ধিতে কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছে। পৃথিবীর আর কোন্ নদী, এমন আর একটী দেশের এত ধনজন বক্ষে করিয়া প্রবাহিত হইতেছে?—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণজাল নদীহৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে, চঞ্চল বেতসরাজি ও উন্নত সাইপ্রেস তরুগণ শৈবালমালা কণ্ঠে দোলাইয়া, সেই স্বর্ণাভ কিরণপাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে বহু ভারপূর্ণ জাহাজখানি বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভিন্ন ভিন্ন কার্পাস ক্ষেত্র হইতে রাশি রাশি তূলা এ জাহাজে বোঝাই করা হইয়াছিল, সুতরাং দূর হইতে উহাকে ঝাপ্সা ঝাপ্সা একটা প্রকাণ্ড শ্বেত স্তূপের মত দেখাইতেছিল। ডেকগুলিতে অত্যন্ত জনতা; সর্ব্বোচ্চ ডেকের এক কোণে একটা তূলার বোঝার উপর টম্ বসিয়া আছে।

কতকটা শেলবি সাহেবের কথায়, কতকটা টমের শান্ত ব্যবহার দেখিয়া তাহার উপর হেলির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রথমতঃ হেলি তাহাকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ঘুমাইতে দিত না।

কিন্তু যখন দেখিল টম্ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় বাহ্য কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে না, তখন তাহাকে বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিল। টমের এখন ইচ্ছামত বেড়াইবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। অন্যান্য দাসদিগের এ সৌভাগ্যটুকুও নাই। টমের হাতে যখন কোন কাজ না থাকিত, তখন সে সর্ব্বোচ্চ ডেকের উপর গিয়া একটা তূলার স্তূপের উপর বসিয়া একাগ্রমনে বাইবেল পাঠ করিত।—এখনও সে বাইবেল পড়িতেছিল।

নদীর উভর তীরে অসংখ্য ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; সেই সকল ক্ষেত্রে শত শত পর্ণকুটীরময় দাসপল্লী। ইহারই অনতিদূরে ক্ষেত্রস্বামীদিগের সুদৃশ্য প্রমোদোদ্যান সকল অবস্থিত। এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে টমের অতীত স্মৃতি উথলিয়া উঠিল। কেণ্টাকিতে পূর্ব্ব প্রভুর আলয়সন্নিহিত ক্ষেত্র ও তাহারই নিকটস্থ তরুলতা বেষ্টিত সেই কুটীর খানি মনে পড়িল। সহ-সংবর্দ্ধিত সহচরগণের চিরপরিচিত মুখগুলি আবার তাহার চক্ষে ভাসিতে লাগিল। ঐ তাহার স্ত্রী দিবাবসানে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে; তাহার পুত্রগুলি খেলা করিতে করিতে একবার হাসিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুটী তাহার ক্রোড়ে বসিয়া নানাবিধ সুমধুর অস্ফুট শব্দ করিতেছে,—তাহাদিগের স্বর তাহার কর্ণে আসিয়া সুধাবর্ষণ করিতেছে,—সহসা চমকিয়া চাহিয়া দেখে, বেতস ঝোপ, সাইপ্রেস তরু ও কার্পাসক্ষেত্র সকল একে একে দ্রুতগতিতে পশ্চাৎ সরিয়া যাইতেছে। জাহাজস্থ যন্ত্র সমূহের ধ্বনি আবার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতে লাগিল,—তখন বর্ত্তমান অবস্থা মনে পড়িল, বুঝিল পূর্ব্বের সে সুখ জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। হস্তস্থিত বাইবেলের উপর বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতে লাগিল, টম্ বাষ্পপূর্ণ নেত্রে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক গ্রন্থমধ্যে সান্ত্বনা সূচক উপদেশ অন্বেষণে

প্রবৃত্ত হইল। টম্ অধিক বয়সে পড়িতে শিখিয়াছিল, সুতরাং দ্রুত পাঠ তাহার অভ্যাস হয় নাই। এক একটি শব্দ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ পূর্ব্বক, ঐ শোন সে কি পড়িতেছে—

"তোমার—হৃদয়—কেন—অশান্তিতে—পরিপূর্ণ—করিতেছে। পিতার—আলয়ে—অনেক—গৃহ—আছে। আমি—সেখানে—তোমার—জন্য—শান্তি নিকেতন—প্রস্তুত—করিতে—যাইতেছি।" *

এ সংসারে যে অবস্থায়ই তোমার জীবন যাউক না কেন, পরম পিতার অমৃত ক্রোড় তোমার জন্য চির প্রসারিত রহিয়াছে। এই শান্তিপ্রদ, আশাপ্রদ কথাটি বাইবেল হইতে পাঠ করিয়া টম্ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইল। টমের হৃদয় জীবন্ত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। কুটিল দর্শন শাস্ত্রের বিষাক্ত যুক্তি, জটিল বিজ্ঞানের তর্ক বিতর্ক, তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে নাই। বাইবেলের কথা যে অসত্য হইতে পারে, ইহা স্বপ্নেও তাহার মনে স্থান পাইত না। তাই শত নৈরাশ্যের মধ্যেও তাহার আশা, শত যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার প্রাণে আরাম। গ্রন্থখানি এখনও তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। উহার প্রত্যেক ছত্রে অতীত জীবনের সুখস্মৃতি গ্রথিত রহিয়াছে; ভবিষ্যজীবনের আশা ভরসাও উহাতেই সন্নিবদ্ধ।

এই জাহাজস্থ যাত্রীদিগের মধ্যে নব অরলিন্স নিবাসী জনৈক সমৃদ্ধিশালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি বারমণ্ট প্রদেশ হইতে স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে একটি পাঁচ কি ছয় বৎসরের বালিকা এবং অপর একটি আত্মীয়া রমণী। টম্ এই বালিকাটিকে মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ চলিয়া যাইতে দেখিত। বালি-

* Let not your heart be troubled. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you.

কাটি অনেকক্ষণ এক স্থানে তিষ্ঠিত না, সুতরাং বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিতে পাইত না; কিন্তু তাহার মুখখানি একবার যে দেখিত, সে কখনও ভুলিতে পারিত না।

বালিকার শরীরে শৈশবের সুকুমার সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় শোভমান; কিন্তু সৌন্দর্য্য ছাড়া এবং সৌন্দর্য্য হইতে অধিক কি এক অনুপম মাধুর্য্য এই বালিকার মূর্ত্তি বেষ্টন করিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে সহসা মানব-শিশু বলিয়া মনে হইত না; যেমন কাব্যে পঠিত, কল্পনা জগতে দৃষ্ট একটি দেববালা বলিয়া বোধ হইত। তাহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব স্বপ্নময় একাগ্রতার ভাব ছিল, দেখিয়া শোভানুভাবক ভাবুকের প্রাণ মুগ্ধ হইত; যাহারা নিতান্ত নীরস, ভাবহীন, তাহাদের নেত্রও আকৃষ্ট হইত; তাহারা বুঝিতে 'পারিত না—কেন, অথচ তাহাদিগেরও প্রাণে সেই মুখখানির ছায়া পড়িত। কিন্তু বালিকার আননে যে বিশেষ গাম্ভীর্য্য বা বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইত তাহা নহে। বরং তাহাকে দেখিলে চটুল এবং ক্রীড়াপ্রিয় বলিয়াই মনে হইত। বহুক্ষণ তাহাকে একস্থানে দেখা যাইত না। আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে, আপনার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, শারদাকাশের চঞ্চল শুভ্র নীরদমালার ন্যায় বালিকা ইচ্ছামত ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। পিতা এবং আত্মীয়া রমণীটি সতত তাহার অনুসরণে ব্যস্ত থাকিতেন। বালিকা ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়িয়া আবার অদৃশ্য হইত, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে কখন ভৎ‍ির্সনা করিতেন না। সে সর্ব্বদাই শ্বেতবসন পরিধান করিয়া থাকিত, কিন্তু নিয়ত নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও একটু মলিনতা বা একটি দাগ তাহার সেই অমল শুভ্র বস্ত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

জাহাজের যন্ত্রচালক ও অন্যান্য নাবিকগণ তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, বালিকা এক এক বার এক এক জনের নিকট আসিয়া

দাঁড়াইতেছে, সরল বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদিগের দিকে তাকাইতেছে, তাহাদিগের কাহারও কোন কষ্ট হইতেছে কি না, কাহারও কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি না, শঙ্কিত ও দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাই ভাবিতেছে। এক এক বার বালিকামূর্ত্তি জনতার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর কোমলতার লেশশূন্য কত শুষ্ক অধর সুকোমল স্নেহময় হাস্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যাই দুর্গম স্থানে বালিকার একটু পদস্খলন হইতেছে, অমনি কত কত কঠোর হস্ত তাহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য প্রসারিত হইতেছে, কত যত্নে তাহারা বালিকার পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দিতেছে।

টমের হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল ও স্নেহপ্রবণ। সুকুমারতা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া হৃদয়বান্ নিগ্রোদিগের একটী জাতিগত গুণ। টম্ প্রথম দর্শনাবধি এই বালিকাটিকে আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিত। সে এই সুকুমারীকে এক রকম দেবী বলিয়াই মানিত।

বালিকা কখন কখন হেলির শৃঙ্খলিত দাসদিগের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইত; কখন ধীরে ধীরে তাহাদিগের সম্মুখে গিয়া নিতান্ত বিষণ্নচিত্তে তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; তাহাদিগের শৃঙ্খল লইয়া নাড়া চাড়া করিত, শেষে সদুঃখে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত। টম্ দুই একবার দেখিয়াই এই ইংরাজ কুমারীর সহিত বাক্যালাপ করিতে সাহস করিল না। কিন্তু যখনই বালিকা নিকটে আসিত, উৎসুকনেত্রে তাহার প্রতি কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিত।

বালক বালিকাদিগের চিত্ত আকর্ষণে টম্ বিলক্ষণ পটু ছিল। নানা রকমের বাঁশী পুতুল ও খেলনা নির্ম্মাণে তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। শেল্‌বির বাটীতে থাকিতে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের জন্য এই

সকল খেলনার উপকরণ সে সর্ব্বদাই পকেটে সঞ্চিত রাখিত। তাহাদের কতকগুলি এখনও তাহার নিকটে ছিল।

এক দিন বালিকা তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুযোগ বুঝিয়া টম্ আলাপের সূত্রপাত স্বরূপ একে একে পকেট হইতে নানা জাতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্যজাত বাহির করিতে লাগিল। বালিকা বড় লাজুক, প্রথমতঃ একটীও কথা কহিল না; কিন্তু তাহার মনে বিলক্ষণ প্রীতি ও কৌতূহল জন্মিল। টম্ যতক্ষণ ক্ষিপ্রহস্তে ক্রীড়ণকগুলি প্রস্তুত করিতেছিল, ততক্ষণ বালিকা একটু দূরে বসিয়া অনন্যমনে তাহার নির্ম্মাণকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। নির্ম্মাণশেষে টম্ সে গুলি তাহার হাতে দিতে লাগিল। বালিকা সলজ্জভাবে তাহার হস্ত হইতে সে গুলি গ্রহণ করিতে লাগিল। অবশেষে বালিকার লজ্জা ভাঙ্গিল, তখন পরিচিতের ন্যায় দুই জনের মধ্যে কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল।

টম্ বলিল, "তোমার নাম কি?" বালিকা বলিল, "আমার নাম ইবাঞ্জেলিন সেণ্ট ক্লেয়ার। কিন্তু বাবা এবং অন্যান্য সকলে আমাকে ইবা বলিয়া ডাকেন।—তোমার নাম কি গা?"

টম্। আমার নাম টম্। কিন্তু কেণ্টাকিতে ছোট ছোট ছেলেরা আমাকে টম্‌কাকা বলিয়া ডাকিত।

বালিকা। আমি তোমাকে টম্‌কাকা বলিয়া ডাকিব। টম্‌কাকা, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। টম্‌কাকা, তুমি কোথায় যাইবে?

টম্। আমাকে কোথায় যেতে হবে, তাহা কিছুই জানি না।

বালিকা। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি? কোথায় যাইবে তাহা জান না।

টম্। আমাকে দাস ব্যবসায়ী যার নিকট বিক্রী ক'র্‌বে, তাহারই বাড়ী যাব, কার কাছে আমায় বিক্রয় ক'র্‌বে, তা এখন কি ক'রে ব'ল্‌ব?

বালিকা। আমার বাবা তোমাকে কিনিতে পারেন। বাবা তোমাকে কিনিলে তুমি সুখে থাকিতে পারিবে। আমি এখনি বাবার নিকট যাইয়া তোমাকে কিনিতে বলিব।

টম্। আচ্ছা, তোমার বাবার নিকট বলিও।

টমের সহিত ইবাঞ্জেলিনের এরূপ কথাবার্ত্তার অব্যবহিত পরে কাষ্ঠ আনিবার জন্য জাহাজ থামাইল। টম্ কুলিদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত কূলে উঠিতেছিল। এই সময় ইবা তাহার পিতার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া গেল। তাহার পিতা তখন নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহাকে একজন লোক থামাইলেন। টম্ ইতিপূর্ব্বেই জলে ঝাঁপ দিয়া ইবাকে ধরিয়াছিল। ইবা স্রোতে কতকদূর ভাসিয়া গিয়াছিল। টম বিলক্ষণ সন্তরণ করিতে পারিত। সে ইবাকে লইয়া অনায়াসে সাঁতরিয়া আসিয়া জাহাজে উঠিল। ইবা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে স্বীয় প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদনার্থ নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে রমণীদল আসিয়া সেণ্ট ক্লেয়ারের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় হৃদয়স্থিত উপচিকীর্ষাবৃত্তি প্রদর্শনার্থ কিছু কালের জন্য ইবার চৈতন্য সম্পাদনকার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সংসারে অনেকানেক রুগ্ন লোক রোগ শয্যায় এই সকল পরোপকারী-দিগের পরোপকারিতা সম্ভোগ করিয়া অল্পকালেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়েন।

এ দিকে অনতিবিলম্বে ইবা চেতনা লাভ করিল। কিন্তু তাহার শরীর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল।

ক্রমে জাহাজ নব অরলিন্সে আসিয়া পৌঁছিল। যাত্রিগণ আপন

আপন জিনিষ পত্র বাঁধিতে আরম্ভ করিল। টম্ নীচের গুদাম হইতে দেখিতে পাইল যে, সেণ্টক্লেয়ার ইবাঞ্জেলিনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক হেলির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছেন এবং হেলির কথা শুনিয়া সময় সময় হাসিতেছেন।

কিছুকাল পরে সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "ভাই, বুঝিলাম তোমার এই কৃষ্ণকায় গোলামটা বড় ধার্ম্মিক। আমাদের দেশের সমুদয় খ্রীষ্টধর্ম্ম এই কৃষ্ণবর্ণ মরক্কো চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এখন বল দেখি, এই মরক্কো চামড়া বাঁধান খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কত মূল্য দিতে হইবে। আমাকে সর্ব্বশুদ্ধ কত ঠকাইতে চাও তাই বল না?

হেলি। মশাই, আপনার ও ঠাট্টা শুনিতে চাই না। তের শত টাকায় না হ'লে কোন ক্রমেই টম্‌কে বিক্রী করিতে পারি না। তের শত টাকায় যে, আমার বড় লাভ হয় মনে করিবেন না, তবে—

সেণ্টক্লেয়ার। তবে বুঝি আমার প্রতি সদয় হইয়া তের শত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে সম্মত হইলে?

হেলি। এই বালিকাটী না কি গোলামটাকে ক্রয় করিবার নিমিত্ত বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাই তের শত টাকায় দিতে স্বীকার করিয়াছি।

সেণ্টক্লেয়ার। (হাসিতে হাসিতে) হা বুঝিলাম, এই বালিকাটির প্রতি দয়া করিতেছ। কিন্তু এবার ঠিক করিয়া বল দেখি, কত টাকা পাইলে টমকে বিক্রয় করিতে পার?

হেলি। মশাই, জিনিসটা একবার দেখুন। ইহার শরীরে কত জোর, কেমন চোড়া বুক, কপালটা কেমন প্রশস্ত। দেখিলেই হিসাবি লোক ব'লে মনে হয়। এরূপ কাফ্রিদাসের অনেক দাম। ইহার পূর্ব্ব মনীবের সমুদয় বিষয় কর্ম্ম এই ব্যক্তি সাধুতার সহিত সম্পন্ন করিত। বড় কাজের

লোক। দেখুন, একবার ইহার পূর্ব্ব মনীবের সার্টিফিকেট দেখুন, এই ব্যক্তি বড় ধার্ম্মিক। ইহাকে কেণ্টাকি প্রদেশের সমুদয় কাফ্রিদাসগুলি পাদ্‌রি বলিয়া মনে করিত।

সেণ্টক্লেয়ার। (হাসিতে হাসিতে) তবে বেশ হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে আমাদের পারিবারিক পাদরির কার্য্যে নিযুক্ত করিব। কিন্তু আমার গৃহে ধর্ম্মালোচনার গোলমাল কিছু কম হইয়া থাকে। তাই ভাব্‌চি যে, পাদরির বড় দরকার নাই।

হেলি। মশাই, আপনি সকল কথায় ঠাট্টা করিতেছেন। আমি আর আপনার সঙ্গে কি বলিব?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি ঠাট্টা করি, কেমন ক'রে বুঝ্‌লে? তুমিই ত এই মাত্র বলিলে যে, এ ব্যক্তি পাদরির কার্য্য করিতে পারে। হাঁ দেখ, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা কোন লর্ড বিশপের সার্টিফিকেট পাইয়াছে?

এই সময়ে ইবাঞ্জেলিন তাহার পিতার কাণে চুপি চুপি বলিল, "বাবা, ইহাকে ক্রয় কর; এ কয়েকটা টাকা তুমি অনায়াসে দিতে পার। এই লোকটীকে কিনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" চিবুক ধরিয়া সেণ্টক্লেয়ার তখন কন্যাকে সহাস্যমুখে বলিলেন, "কেন এ লোকটাকে কিন্‌তে চাস্ রে বুড়ি? একে ঘোড়া ক'রে খেলা ক'র্‌বি?"

ইবা। বাবা আমি ইহাকে সুখে রাখিব। ইহার দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য ইহাকে ক্রয় করিতে চাহি।

সেণ্টক্লেয়ার। বা! এ যে নূতন কথা শুন্‌লাম। একে সুখী করিবার জন্য তুমি কিনিতে চাও?

এই সময় হেলি শেলবির স্বহস্তের লিখিত টমের সচ্চরিত্রের বিষয়ের সার্টিফিকেট খানা সেণ্টক্লেয়ারের হস্তে প্রদান করিল। সেণ্টক্লেয়ার হস্তলিপি দেখিয়া বলিলেন, "ভদ্র লোকের হস্তলিপি বটে। সার্টিফিকেট

পাঠ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বা! এই ব্যক্তি যে পরম ধার্ম্মিক। বাবা! এ ধর্ম্মের যন্ত্রণায় দেশ উৎসন্ন হইবে। আমাকে বোধ হয় দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গ ভায়াদিগের ধর্ম্মব্যবহার দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আবার কাফ্রিদাস গুলোও ধার্ম্মিক হইতে চলিল। আমাদের দেশে ধার্ম্মিক পাদ্রি, ধার্ম্মিক ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর, ধার্ম্মিক শাসনকর্ত্তা, ধার্ম্মিক উকীল, ধার্ম্মিক বিচারক, দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেশশুদ্ধ লোকদিগকে ঠকাইতেছেন। কত কত প্রবঞ্চনা কত প্রকার নূতন নূতন প্রতারণার সূত্রপাত হইতেছে। কিন্তু কাফ্রিদাসগুলি ধার্ম্মিক হইলে যে, কার্য্য ক্ষেত্রেরই অভাব হইবে। এখন শ্বেতাঙ্গগণ এই কাফ্রিদাসদিগের প্রতিই ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রের সেরূপ অভাব বোধ হয় না। কিন্তু এই গোলামগুলি আবার ধার্ম্মিক হইলে দেশে এমন লোক থাকিবে না যে, তাহাদিগের প্রতি ধর্ম্ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এখন তুমি এই ধর্ম্মের জন্য কত মূল্য চাও? সম্প্রতি যে ধর্ম্মের মূল্য অধিক হইয়াছে, তাহা ত কোন এক একস্‌চেঞ্জ গেজেটে দেখি নাই। বল ত এই ধর্ম্মের জন্য কত দিতে হইবে?

হেলি। মশাই, আপনার গোলাম খরিদ ক'র্‌বার ইচ্ছে নাই। কেবলই ঠাট্টা। অবশ্যি, কেউ কেউ ধর্ম্মের ভাণ ক'রে, ঠকায় সত্যি, কিন্তু খাঁটি ধার্ম্মিক লোকও ত আছে। যে খাঁটি ধার্ম্মিক, সে কিছুতেই প্রবঞ্চনা প্রতারণা করে না। এই সার্টিফিকেট দেখুন না কেন? টমের পূর্ব্ব মনীব টমের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন।

সেণ্টক্লেয়ার। আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার যে, ধার্ম্মিক লোক ক্রয় করিলে আমি পরকালে তাহার ধর্ম্মের মালিক হইতে পারিব, তবে ধর্ম্মের জন্য তোমাকে কয়েক টাকা অধিক দিতে পারি।

হেলি। মশাই, পরকালে কি একজনের ধর্ম্ম অন্য লোক পেয়ে থাকে? এই পৃথিবীতে এ লোকটি আপনার গোলাম, সুতরাং আপনার সম্পত্তি। কিন্তু পরকালে যে ইহার ধর্ম্ম আপনার সম্পত্তি হইবে, আমার ত এমন বোধ হয় না। এই বিষয় আপনি পাদরিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

সেণ্টক্লেয়ার। তবে দেখ দেখি? ইহার ধর্ম্ম যদি আমার সম্পত্তি না হয়, তবে সেই ধর্ম্মের জন্য অধিক মূল্য দেওয়াতে লোকসান ভিন্ন কিছুই লাভ নাই।

এই বলিয়া অগষ্টিন হাসিতে হাসিতে হেলির হস্তে কতকগুলি নোট প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার টাকা গুণে নেও।" হেলি নোট গুলি গণনা করিয়া সহাস্য মুখে বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিল। সেণ্টক্লেয়ার ইবাকে সঙ্গে করিয়া টমের নিকট আসিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি তোমার মনীব। তোমার নূতন মনীবকে কেমন বোধ হচ্ছে?"

টম্ ফিরিয়া সেণ্টক্লেয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া মাত্র, তাহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ সেণ্টক্লেয়ারের সেই চিরহাস্যবিরাজিত স্নেহময় মুখের দিকে চাহিলে সকলেরই প্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হইত। টম্ কিছুক্ষণ পরে সেণ্টক্লেয়ারের কথার প্রত্যুত্তরে বলিল,—

"মহাশয়, পরমেশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তিনি আপনাকে সুখে রাখুন।"

সেণ্টক্লেয়ার পুনরায় টম্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"তোমার নাম টম্? তুমি গাড়ী হাঁকাইতে পার?"

টম্ বলিল, "আমার পূর্ব্ব মনীব শেল্‌বি সাহেবের বাড়ী আমি বরাবর গাড়ী হাঁকাইতাম।"

এই কথা শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন,—

"আচ্ছা তোমাকে গাড়ী চালাইবার কার্য্যে নিযুক্ত করিব। কিন্তু সাবধান! আবশ্যক না হইলে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন ছাড়া মদ খাইতে পারিবে না। রোজ মদ খাইয়া গাড়ী হাঁকাইলে পাছে কোন্ সময় গাড়ী শুদ্ধ প'ড়ে মরিবে।"

টম্ এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে অতি পীড়িত কণ্ঠে বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়, আমি কখন মদ খাই না।"

সেণ্টক্লেয়ার টমের এই কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, তুমি মদ খাও না। কিন্তু তাহা হইলে ত ভালই। তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করি না, এবং তোমাকে কপট মনে করি না। তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সুশৃঙ্খলরূপে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।"

টম্ বলিল, "মহাশয়, আমি সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।" এই সময় এবাঞ্জেলিন টমের হস্ত ধরিয়া বলিল, "টম্‌কাকা, তোমার ভয় নাই। তুমি আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবে। বাবা কাহাকেও কখনও কষ্ট দেন না। বাবার সহিত কেহ কথা বলিতে আসিলে, বাবা কেবল হাসেন।" সেণ্টক্লেয়ার ইবার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "বাবার প্রশংসা করিলে বলিয়া বাবা তোমার নিকট বাধিত হইলেন।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

টমের নূতন প্রভু

টমের জীবনের ইতিহাস এখন হইতে আরও কয়েকটি মহৎ জীবনের সহিত জড়িত হইতে চলিল, সুতরাং এস্থলে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অগষ্টিন সেণ্টক্লেয়ার লুসিয়ানার জনৈক ক্ষেত্রাধিকারীর সন্তান। তাঁর পিতৃপুরুষগণ ক্যানেডার অধিবাসী ছিলেন। অগষ্টিনের পিতা ও পিতৃব্য পৈতৃক আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বারমণ্টে গিয়া কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং লুসিয়ানার এক জন ক্ষেত্রস্বামী হইয়া অসংখ্য কাফ্রি দাস দাসী খাটাইতে লাগিলেন।

অগষ্টিনের মাতা হিউগো সম্প্রদায়স্থ এক জন ফরাসী উপনিবেশীয় বংশজাতা। অগষ্টিনের শরীর ও স্বাস্থ্য তাঁহার মাতার শরীরাদির অনুরূপ দুর্ব্বল ছিল। বারমণ্টের জল-বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর বলিয়া অতি বাল্য-কালেই অগষ্টিন তাঁহার পিতৃব্যের আলয়ে প্রেরিত হন।

শৈশবাবধিই অগষ্টিন সেণ্টক্লেয়ারের কোমলতা, স্নেহপ্রবণতা ও হৃদয়বত্তা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। চরিত্রের এই গভীর মাধুর্য্য বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার ধীশক্তিও অতি প্রখর ছিল, তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃই মহত্ত্ব ও প্রশস্ততার পক্ষপাতী ছিল; ক্ষুদ্রতা, নীচতা তাহার ত্রি-সীমানায় স্থান পাইত না। এই সকল গুলির সঙ্গে সঙ্গে বিষয় কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিরাগ জন্মিল। তাঁহার পিতা তাঁহার ঈদৃশ বিষয়-

বিরাগ দর্শন করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অলফ্রেডের হস্তে সমুদায় বিষয়কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

অগষ্টিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ কাল সমাপ্ত হইল। সকলের জীবনেই একবার যাহা ঘটে, তাঁহারও জীবনে তাহাই ঘটিল। তাঁহার কবি-হৃদয় নব অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, জীবন-সরোবরে নবনলিনী ফুটিয়া উঠিল। রূপক ছাড়িয়া দিয়া এখন সংক্ষেপে বলিতেছি—সেণ্টক্লেয়ার জনৈক ধীমতী রূপগুণভূষিতা রমণীর বিশুদ্ধ প্রণয়ের অধিকারী হইলেন, উভয়ের শুভপরিণয় স্থিরীকৃত হইল। যুবক স্বীয় আবাস স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিন তাঁহার প্রণয়িনীর অভিভাবকের একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে এই কথাগুলি লিখিত ছিল ;—

"এই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তোমার মনোনীতা কুমারী অপরের পত্নী হইবেন।"

এই পত্রের সহিত সেণ্টক্লেয়ারের প্রণয়লিপি সকলও তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল।

সেণ্টক্লেয়ার পত্র পাইয়া দুঃখ ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, হৃদয়ের দুনিবার যন্ত্রণাবেগে অধীর হইয়া স্থির করিলেন, অতীতস্মৃতি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিবেন। দুর্দ্দম অভিমান হেতু তিনি এই অযথাচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বোক্ত লিপি প্রাপ্তির পর সপ্তাহদ্বয় মধ্যে সেই নগরের রূপসী-শ্রেষ্ঠা কোন ধনশালী বণিক-কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এ সংসার একমাত্র ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। বিশুদ্ধ প্রেম ও অকপট প্রণয় এখানে অতিশয় বিরল। সুতরাং অগষ্টিনকেও অগত্যা এই সংসার প্রচলিত ক্রয় বিক্রয়ের প্রথাই অবলম্বন করিতে হইল। অতি অল্পকাল মধ্যেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

সেণ্টক্লেয়ার যাহাকে সহধর্ম্মিণী পদে বরণ করিলেন, তাহার থাকিবার মধ্যে ছিল টাকা ও সৌন্দর্য্য।

নবদম্পতী বিবাহান্তে বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেছেন। বিবাহের পর এক মাস কাল অতিবাহিত হয় নাই, এমন সময়ে তাঁহার নামে এক খানা পত্র আসিল। পত্রের শিরোনামে সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর। পত্র দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ারের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, কম্পিত হস্তে পত্রখানি গ্রহণ করিলেন। তখন গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, সেণ্ট-ক্লেয়ার এক জনের সহিত নানারূপ হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন, সুতরাং কোন্ মতে আপনার কথা সাঙ্গ করিয়া, দেখিতে না দেখিতে তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন।

নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেণ্টক্লেয়ার পত্রখানি খুলিলেন। হায়! আজ এ পত্র পড়িয়াই বা কি লাভ?

পত্রখানি সেণ্টক্লেয়ারের পূর্ব্ব প্রণয়িনীর নিকট হইতে আসিয়াছে। এই পত্র পাঠে তাহার বিবাহবার্ত্তার রহস্য উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে যে অভিভাবকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই নৃশংস নীচাশয় স্ব-রক্ষণাধীনা এই কুমারীকে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কন্যার সম্মতি না হওয়াতে তাহার প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে যখন কৃতকার্য্য না হইল, তখন কৌশল পূর্ব্বক সেণ্টক্লেয়ারের সহিত বিবাহ ভাঙ্গাইয়া দিল। এদিকে সেণ্টক্লেয়ারের পত্রাদি না পাইয়া কুমারী দিন দিন চিন্তাকুলা হইতে লাগিলেন। পত্রের উপর পত্র লিখেন, অথচ উত্তর পান না—ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ক্রমে মনে নানা সন্দেহ ও আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল, দিন দিন স্বাস্থ্যের হানি হইতে লাগিল। অবশেষে এক দিন দুরাত্মা অভিভাবকের শঠতা প্রকাশিত

হইল। প্রবঞ্চক এই দুই জনকেই পরস্পরের প্রতি বীতানুরাগ করিবার চেষ্টায় ছিল।

পত্র পাঠ করিয়া সেণ্টক্লেয়ার এই সকল কথা অবগত হইলেন। পত্রের শেষভাগ আশাবাক্য ও প্রেমোক্তিতে পরিপূর্ণ। রমণী লিখিয়াছেন, "আমি আজীবন তোমারই।" দুর্ভাগ্য যুবক তাহা পাঠ করিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতেও ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ;—

"তোমার পত্র পাইয়াছি—কিন্তু সময় মত পাই নাই—এখন পাওয়া না পাওয়া সমান। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলাম। আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সুতরাং সকলই ফুরাইয়াছে। এখন সকল কথা ভুলিয়া যাও—আর আমাদের কিছুই করিবার নাই!"

এইরূপে সেণ্টক্লেয়ারের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কবি-হৃদয় শুকাইয়া গেল। মনঃকল্পিত সুখশান্তিপূর্ণ সংসারকে কল্পনা হইতে বিদায় দিয়া সেণ্টক্লেয়ারকে প্রকৃত সংসার পথের পথিক হইতে হইল। সেই কল্পনানুরঞ্জিত সংসার হইতে প্রকৃত সংসার যে কত বিভিন্ন, যে সংসারে প্রবেশ না করিয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারে না।

উপন্যাসে প্রণয় নৈরাশ্য ও মৃত্যু যেন সমসূত্রে গ্রথিত। যাই কেহ প্রণয়ে হতাশ্বাস হইতেছে, অমনি মৃত্যু আসিয়া তাহার ভগ্ন হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণানল জন্মের মত নির্ব্বাপিত করিতেছে।

কিন্তু উপন্যাসের মত প্রকৃত জীবনের মৃত্যু তেমন সুলভ জিনিষ নহে। কত লোকের ত প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, কিন্তু কয়টি লোক তজ্জন্য প্রাণ হারাইয়াছে? কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা আসিয়া জীবনকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পেষণ করিতেছে, জীবনের সকল আশা ভরসা একেবারে শূন্যে মিলিয়া

যাইতেছে, ঘোরতর নৈরাশ্য হৃদয়কে গ্রাস করিতেছে—তবুও ত মানুষ মরে না। সেই পূর্ব্বের মত সময়ে পান ভোজন করিতেছে, সময়ে নিদ্রা যাইতেছে, খাটিতেছে, ঘুরিতেছে, যাহা চিরকাল করিয়া আসিয়াছে—সমুদায়ই করিতেছে। অগষ্টিনেরও তাহাই করিতে হইল। তাঁহার পত্নী যদি উপযুক্তা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্ধকার জীবন আবার উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু মেরী সেণ্টক্লেয়ারের অদূরদর্শীদৃষ্টি পতির হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিতেও পারে নাই; সে হৃদয়ে যে, কোন ব্যথা লাগিয়াছিল, ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারে নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিপুল অর্থ এবং লাবণ্যময়ী আকৃতি ভিন্ন মেরীর আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এ দুটি জিনিষের একটিও প্রাণের ব্যাধি উপশম করিতে পারে না, হৃদয়ক্ষত জুড়াইতে জানে না।

সেই দিনকার পত্র প্রাপ্তির পর অগষ্টিন একাকী গৃহমধ্যে পড়িয়া ছিলেন। বহুক্ষণ পরে পত্নী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হইয়াছে?"

সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "আমার মাথা ধরিয়াছে।" বুদ্ধিমতী পত্নী তাহাই যথার্থ কথা মনে করিলেন এবং আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। তার পর প্রায়ই সেণ্টক্লেয়ারের এইরূপ মাথা ধরিত। মেরী দেখিয়া এক দিন বলিল, "তুমি এমন রুগ্নশরীর, তাহা ত বিবাহের পূর্ব্বে ভাবি নাই; তোমার ত দেখিতেছি প্রায়ই মাথা ধরিয়া থাকে। আমারই দুর্ভাগ্য। কারণ, এই সবে আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখন হইতেই আমাকে একলাটি লোকের বাড়ী বেড়াইতে যাইতে হয়, তুমি সঙ্গে যাইতে পার না; এটা তত ভাল দেখায় না।"

সেণ্টক্লেয়ার পত্নীর স্থূলদর্শিতা দেখিয়া প্রথম প্রথম মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন।

বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক দিন ফুরাইলে পর যখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বাহ্য সৌজন্য ও সাদর ব্যবহার একটু একটু করিয়া শিথিল হইয়া আসিল, তখন সেণ্টক্লেয়ার দেখিলেন যে, রূপ গুণ সর্ব্বদা একাধারে বাস করে না; এবং বুঝিলেন যে ঐশ্বর্য্যের অঙ্কপালিতা আশৈশব আদৃতা ও সেব্যমানা এই রূপসীকে লইয়া পারিবারিক জীবনে তাঁহার কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। ভালবাসা নামে যে একটা পদার্থ আছে, সেটা মেরীর হৃদয়ে অতি অল্প পরিমাণেই ছিল; যে টুকু ছিল, তাহাও আপনার উপর। মেরী পিতার একমাত্র দুহিতা। পিতার গৃহে তিনি দাস-দাসী ও স্বজনগণের উপর আজন্ম একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যখন যে অভিলাষ হইয়াছে, তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছে। সুলভ হউক, দুর্লভ হউক, যখন যাহা চাহিতেন, পিতা তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য দান করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। দাস-দাসীদিগের উপর তাঁহার প্রভুত্ব ও উৎপীড়নের ত কথাই নাই। তাহারা কিসে প্রভু-কন্যাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে, কেবল তাহারই চিন্তা করিত। তিল পরিমাণ ত্রুটী হইলে তিনি তাহাদিগের প্রতি ঘোরতর দণ্ডবিধান করিতেন। এরূপ অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়া, মেরীর হৃদয় কেবল আত্মগৌরব ও স্বার্থপরতার আধার হইয়া পড়িল। আপনার সুখ বই তিনি আর কিছু জানিতেন না, আপনার কথা ভিন্ন অন্যের কথা তাঁহার মনে মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পাইত না। আবার তিনি যে এক জন প্রধান রূপসী, এ কথাটি নিজে বিশেষরূপে জানিতেন।

তিনি যদি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী না হইতেন, তবে তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ লুসিয়ানা প্রদেশের এতগুলি যুবক কেন এত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিল? বস্তুতঃ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে তাহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে—

অনেক যুবকই এই মনে করিয়া তাহার পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়াছিল।

মেরী সেণ্টক্লেয়ার মনে করিতেন যে, তাঁহার স্বামীর বড় সৌভাগ্য যে, তাঁহার ন্যায় স্ত্রীরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বামীর প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তন্মধ্যেও তাঁহার এইরূপ আন্তরিক বিশ্বাস বিলক্ষণ অনুভূত হইত। কখন কখন স্বামীকে স্পষ্টাক্ষরে তাহা বলিয়াও থাকিবেন। কিন্তু এইরূপ স্ত্রী নিয়া ঘরকন্না করা সেণ্টক্লেয়ারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। একদিকে তিনি আপন পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়মন আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি মনে মনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। পক্ষান্তরে এই সময়ে এই এক ভয়ানক গুরুমহাশয়ের হাতে পড়িয়াছেন। তিনি প্রায়ই স্ত্রীর নিকট হইতে কার্য্যের ছলনা করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিতেন। কিন্তু এইরূপ স্বার্থপরায়ণা স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর অন্তরের সমুদয় প্রেম শোষণ করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা স্বামীকে ভালবাসিতে জানে না, তাহারাই আবার অধিক পরিমাণে স্বামীর প্রেম চাহে। সুতরাং সেণ্টক্লেয়ার পলায়ন করিয়া নিস্তার পাইতেন না।

বিবাহের এক বৎসর পরে মেরীর ও সেণ্টক্লেয়ারের একটী কন্যা জন্মিল। এই কন্যাটির মুখকমল দর্শনমাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয়ে গভীর সন্তানবাৎসল্যের সঞ্চার হইল। কন্যাটী দিন দিন বড় হইতে লাগিল। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার যে, এই কন্যাটিকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহাও তাঁহার স্ত্রী মেরীর নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। মেরী মনে করিতে লাগিলেন যে, সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয়ে একে ত ভালবাসাই নাই, যে দুই এক তোলা ভালবাসা ছিল, তাহাও কন্যার উপর পড়িল; সুতরাং এখন স্বামীর ভালবাসা হইতে তিনি একেবারে বঞ্চিত হইলেন।

মনে করিয়া মেরী স্বীয় কন্যাটিরও যথোচিত প্রতিপালন করিতেন না। কন্যা প্রসবের পর তাঁহার প্রায়ই শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই শয্যাগত থাকিতেন। কন্যা প্রতিপালনের ভার দাসদাসীগণের হস্তেই ন্যস্ত হইল। মধ্যে মধ্যে কেবল সেণ্টক্লেয়ার নিজে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। বালিকাটীর যখন বয়স ৪।৫ বৎসর হইল, তখন তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও আচরণের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ মমতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেণ্টক্লেয়ার কন্যাটির এইরূপ কোমল প্রকৃতি ও সহৃদয়তা দর্শনে স্বীয় মাতার নামানুসারে তাহার নামকরণ করিলেন। সেণ্টক্লেয়ারের জননী অতি সহৃদয়া ছিলেন। পরদুঃখে চিরদিন তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। অগষ্টিন তাঁহাকে যারপর নাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার মাতার নাম ইবাঞ্জেলিন ছিল। তাঁহার কন্যার নামও ইবাঞ্জেলিন হইল।

এদিকে দিন দিন মেরীর নানা প্রকার মনঃকল্পিত রোগ হইতে লাগিল। চির অলসতা নিবন্ধন তাঁহার শরীর সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়িত। তিনি মনে করিতেন, তাঁহার কোন নূতন রোগ হইয়াছে। এক এক দিন তাঁহার এক একটি নূতন রোগ হইত। সেই সকল রোগের যথোচিত চিকিৎসা ও তাহার ইচ্ছানুরূপ সেবাশুশ্রূষা হইত না বলিয়া তিনি সর্ব্বদা স্বামীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কখন কখন অভিমানে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন কখনও বা স্বীয় অদৃষ্টকে তিরস্কার করিতেন ; মনে করিতেন যে, তাঁহার ন্যায় রূপবতী, পুণ্যবতী, বুদ্ধিমতী নারীর যে এইরূপ দুরবস্থা হইল, এ কেবল বিধির বিড়ম্বনা মাত্র! কোন কোন মনঃকল্পিত রোগনিবন্ধন হয় ত তিনি ক্রমে তিন চারি দিন শয্যাগত থাকিতেন। সুতরাং সেণ্টক্লেয়ারের সমুদায় গৃহকার্য্য দাসদাসীগণের হস্তে নিপতিত হইল। তাঁহার কন্যাটির শরীরও কিছু দুর্ব্বল

ছিল। তথন সেণ্টক্লেয়ার গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থ বারমণ্ট প্রদেশ হইতে তাঁহার পিতৃব্য-তনয়া মিস্ অফিলিয়াকে আনিয়া তাঁহার হস্তে ইবাঞ্জেলিনের প্রতিপালন এবং গৃহকার্য্যের ভার সমর্পণ করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি অবিলম্বে ইবাঞ্জেলিনকে সঙ্গে করিয়া মিস অফিলিয়াকে আনিবার নিমিত্ত বারমণ্ট প্রদেশে গমন করিলেন। জাহাজে সেণ্টক্লেয়ারের সঙ্গিনী পূর্ব্ব কথিতা রমণীই এই মিস্ অফিলিয়া। ইনি অগষ্টিন সেণ্টক্লেয়ারের খুড়তাত ভগিনী। ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া অগষ্টিন এই অর্ণবপোতে স্বদেশে আসিতেছিলেন। জাহাজ ক্রমে আসিয়া নব অরলিন্সে পৌছিল। কিন্তু ইঁহাদিগের জাহাজ হইতে উঠিবার পূর্ব্বে মিস্ অফিলিয়া সম্বন্ধে দুই একটী বিষয় উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। মিস্ অফিলিয়া কিরূপ স্ত্রীলোক, দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী কি কুৎসিতা, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণ বিশেষতঃ বঙ্গীয় পাঠিকাগণ বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন। কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের রূপ ব্যাখ্যা করিবার শক্তি আমার একেবারেই নাই। যে কোন যুবতীর হৃদয় স্নেহ মমতা দয়া ও ধর্ম্ম ইত্যাদি সদ্ভাব ও সদ্গুণে সমলঙ্কৃত, তাহাকে আমি কন্যার ন্যায় ভালবাসি। তাহার চক্ষু দুটী ছোট কি বড়, নাসিকাটি সুদীর্ঘ কি খাট, সে সকল চিন্তা আমার মনে কখনও প্রবেশ করে না। সুতরাং পাঠকগণের এই কৌতূহল আমি তৃপ্ত করিতে অসমর্থ।

মিস্ অফিলিয়ার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তিনি গৃহকার্য্যে বিলক্ষণ সুচতুরা। তাঁহার সমুদায় কার্য্যকলাপই তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় প্রদান করিত। তাঁহার সমুদায় কার্য্য ও আচরণের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা, উৎকৃষ্ট প্রণালী এবং পারিপাট্য পরিলক্ষিত হইত। কার্য্য সম্পাদনার্থ কোন একটী সুনিয়ম স্থাপন করিলে তাঁহা তিনি প্রাণান্তেও ভঙ্গ করিতেন না।

অনবধানতা তিনি ঘোর পাপ বলিয়া মনে করিতেন। কাহারও কার্য্য মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা দর্শন করিলে "কি অনবধানতা!" এই বলিয়া তিনি স্বীয় হৃদয়স্থিত বিরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তিনি যারপরনাই কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। বিবেকের আদেশ তিনি কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। তাঁহাকে বিবেকের ক্রীতদাসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ ইংরাজরমণীগণ মধ্যে অনেকেই বিবেক-বশবর্ত্তিনী। কিন্তু তাঁহাদের এই বিবেকযন্ত্র অঙ্কুশের ন্যায় তাঁহাদিগকে পরিচালনা করে! মনুষ্য সমাজে দ্বিবিধ বিবেকের কার্য্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন লোক কেবল কর্ত্তব্যবোধেই—বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করেন। বিবেকাদেশ প্রতিপালন নিবন্ধন তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয় না। বিবেকাদেশ প্রতিপালন তাঁহাদিগের অন্তরে বিমলানন্দ আনয়ন করে না। আবার কোন কোন লোক হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিবেকাদেশ প্রতিপালনে উন্মত্ত হইয়া পড়েন।

প্রথমোক্ত বিবেক প্রস্তরমণ্ডিত। লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। যাঁহারা এই প্রথমোক্ত বিবেকের আদেশানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারা সংসারে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই শেষোক্ত প্রকারের বিবেক, মনুষ্যকে কর্ত্তব্যপ্রমত্ত করিয়া তুলে। ঈদৃশাবস্থায় বিবেক ও আবেগ এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক, কিন্তু তাঁহাকে কর্ত্তব্যমত্ত কিংবা কর্ত্তব্যপ্রেমিক বলা যাইতে পারে না। ঈশা ও চৈতন্য সত্য সত্যই কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক, যন্ত্রের ন্যায় কর্ত্তব্যানুরোধ প্রতিপালন করেন; কিন্তু কর্ত্তব্যমত্ত লোক হৃদয়স্থিত উচ্ছ্বসিত বেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করেন।

মিস্ অফিলিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। আমরা তাঁহাকে কর্ত্তব্য-প্রমত্ত বলিয়া মনে করি না। কর্ত্তব্য প্রতিপালনে তিনি কিছুতেই বিরত হইতেন না। পর্ব্বত তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ অবরোধ করিতে পারিত না। সমুদ্র কি অগ্নি তাঁহাকে কর্ত্তব্য পালনে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারিত না। মানব হৃদয়ের অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার সহিত তিনি আজীবন সংগ্রাম করিতেন! কিন্তু সময়ে সময়ে সেই তুমুল সংগ্রামে পরাস্ত হইতেন বলিয়া, স্বীয় দুর্ব্বল প্রকৃতি স্মরণ করিয়া কষ্ট বোধ করিতেন। সুতরাং এতন্নিবন্ধন তাঁহার হৃদয়স্থিত ধর্ম্মবিশ্বাস প্রফুল্লকর জ্যোতিঃ প্রদান না করিয়া বরং সময়ে সময়ে তাঁহার অন্তর বিমর্ষের অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিত।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণা, এইরূপ ধীর ও গম্ভীরপ্রকৃতি, এইরূপ বিবেকানুবর্ত্তিনী মিস্ অফিলিয়া চঞ্চলমতি, লঘুস্বভাব, হাস্যরস বিমোহিত অগষ্টিনকে ভালবাসিতেন। ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতির মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য ছিল না। একের স্বভাব অপরের স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু মিস্ অফিলিয়া অগষ্টিনকে বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেন, কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। আবার অগষ্টিন লঘুস্বভাব সম্পন্ন এবং চঞ্চলমতি হইলেও অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। সুতরাং মিস্ অফিলিয়া বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন এবং তন্নিবন্ধনই অগষ্টিনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অগষ্টিনের গৃহকার্য্য এবং ইবাঞ্জেলিনের ভার গ্রহণার্থ অগষ্টিনের সঙ্গে নব অর্লিন্সে যাত্রা করিলেন।

জাহাজ নব অর্লিন্সে পৌছিবামাত্র মিস্ অফিলিয়া অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে জিনিস পত্র বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। ইবাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার পুতুল কোথায়, কাঁচি কোথায়, ছুঁচ কোথায়?

তোমার নিজের খেলনাগুলি এক এক ক'রে গুণে নেও। কি অনবধানতা! এখনও এই সকল গণনা কর নাই?"

ইবা। পিসিমা, কখন যে আমরা বাড়ী যাব। এ সকল নিয়া কি হইবে?

অফিলিয়া। কি হইবে? এই সকল জিনিস সাবধানে রেখে দেও। ছেলেদের আপন আপন জিনিস পত্র সাবধানে রাখিতে হয়।

ইবা। পিসিমা, আমি এ সকল রাখিতে জানি না।

অফিলিয়া। আচ্ছা, তোমার কিছু করিতে হইবে না। আমি ভাল করিয়া এ সমুদয় রেখে দিব। এই তোমার বাক্স এক, এই তোমার খেলনা দুই; কাঁচি, তিন; ফিতা, চার। এখানে সব রহিল। বাছা! তোমার বাবার সঙ্গে একলা আসিলে কি করিতে? তুমি নিশ্চয় এই সমুদয় হারাইয়া ফেলিতে।

ইবা। তা আমি অনেকবার হারাইয়াছি; পরে আবার বাবা আমাকে কিনিয়া দিয়াছেন।

অফিলিয়া। বা! কি সুন্দর কার্য্যপ্রণালী! এক একবার জিনিস হারাইবে, আবার কিনিবে!

ইবা। পিসিমা, এ বড় সোজা প্রণালী।

অফিলিয়া। ভয়ানক অনবধানতা! ভয়ানক অনবধানতা! এই প্রকারে বারংবার অনবধানতা অনবধানতা বলিতে বলিতে সমুদয় জিনিস বাক্সের মধ্যে পূরিতে লাগিলেন। বাক্স পরিপূর্ণ দেখিয়া ইবা বলিল, "পিসিমা! এ তুরঙ্গমে আর জিনিস ধরিবে না? এখন কি করিবে?" এই কথা শুনিয়া অফিলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ধরিবে না। অবশ্য ধরিবে—ধরিবেই ধরিবে।" এই বলিয়া তুরঙ্গমের মধ্যস্থিত কাপড়গুলি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গীতে তুরঙ্গন যেন শঙ্কিত হইয়া পড়িল।

অফিলিয়া সমুদয় জিনিস তুরঙ্গে রাখিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুরঙ্গে আরও অধিক জিনিস রাখিতে পারি। তুমি এই তুরঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া থাক, আমি এইক্ষণ চাবী দিয়া তুরঙ্গ বন্ধ করিব।" এইরূপে অফিলিয়া তুরঙ্গের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ইবাকে বলিতে লাগিলেন, "তোমার বাবা কোথায়? তোমার বাবা কোথায়? তাঁহাকে শীঘ্র ডেকে আন, আমাদের যে সব প্রস্তুত"—

ইবা। বাবা যে ঐ নীচের কামরায় দাঁড়াইয়া একটী লোকের সহিত কথা বলিতেছেন এবং কমলা লেবু খাইতেছেন।

অফিলিয়া। তবে দৌড়িয়া তাঁহাকে ডেকে আন, আমরা যে ঘাটের নিকট আসিয়াছি।

ইবা। বাবা কখনও তাড়াতাড়ি করেন না। পিসিমা, তুমি এদিকে এসো; ঐ আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

অফিলিয়া। হাঁ বেশ দেখাচ্ছে। তোমার বাবাকে ডেকে আন। জাহাজ যে থামিল, এখনও তিনি বিলম্ব করিতেছেন!

জাহাজ আসিয়া ঘাটে থামিল। এই সময়ে জাহাজের মধ্যে শত শত কুলি আসিয়া মিস্ অফিলিয়ার নিকট বলিতে লাগিল, "মেম্ সাহেব আপনার জিনিস আমার নিকট দিন" (দ্বিতীয় কুলি) "মেম সাহেব, এই তুরঙ্গ আমি নিব" (তৃতীয় কুলি) "এই বাক্স মেম সাহেব আমাকে দিন।" মিস্ অফিলিয়া তাহার জিনিস পত্র সম্মুখে রাখিয়া মালখানার সিপাহির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। কুলিগণ তাঁহার মুখভঙ্গী ও তীব্র দৃষ্টি দর্শনে ভয়ে ও ত্রাসে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে অগষ্টিনের বিলম্ব দেখিয়া অফিলিয়া যার পর নাই মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। প্রায় পনর মিনিট পরে অগষ্টিন কোন প্রকার ব্যস্ততা প্রদর্শন না করিয়া অন্যমনস্কের ন্যায়

অফিলিয়ার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অলিফিয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "দিদি, তুমি প্রস্তুত হইয়াছ ?"

অফিলিয়া। আমি এক ঘণ্টা হইল প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। আমি তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম।

অগষ্টিন। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি! আমাদের গাড়ী তীরে রহিয়াছে। লোকের গোলমাল শেষ হইলে আমরা ভদ্রলোকের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া যাইব।

এই বলিয়া অগষ্টিন নিকটস্থ একটা কুলিকে বলিলেন, "ওরে! আমাদের এই সকল জিনিস পত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দে।" এই কথা শুনিয়া মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "আমি উহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া দেখিব, যেন এক একটী জিনিস গাড়ীতে সাবধানে তুলে! তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি উহার সঙ্গে যাই।"

অগষ্টিন। তোমার সঙ্গে যাইতে হইবে না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

অফিলিয়া। কিন্তু এই বাক্সটী আর এই ব্যাগটী আমি কুলির হাতে দিব না। এই দুইটী আমি নিজে হাতে করিয়া গাড়ীতে উঠিব।

অগষ্টিন। দিদি, তোমাদের সেই উত্তর প্রদেশীয় আচার ব্যবহার ছেড়ে দাও। আমাদের দেশের রীতি নীতি শিক্ষা কর। বাক্স ও ব্যাগ হাতে করিয়া চলিলে তোমাকে লোকে দাসী বলিয়া মনে করিবে। তোমার কিছু ভয় নাই। তুমি ঐ লোকটাকে সব নিতে দাও। সাবধানে সব জিনিস গাড়ীতে রেখে দিবে।

এই সময়ে ইবা বলিল, "টম্ কোথায়?"

অগষ্টিন। টম্ নীচে আছে। বুড়ী! টম্‌কে নিয়ে তোমার মার নিকট দিবে। বলিবে যে, গাড়ী চালাইবার জন্য টম্‌কে আনিয়াছি। আর সেই মাতাল কোচম্যানকে, গাড়ী হাঁকাইতে দিবে না।

ইবা। বাবা! টম্‌ নিশ্চয় ভাল কোচম্যান হইবে। সে কখনও মদ খাবে না।

এই সকল কথা বার্ত্তার পর অগষ্টিন মিস্‌ অফিলিয়া ও ইবাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজ হইতে তীরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মিস্‌ অফিলিয়া গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে সমুদয় জিনিস উঠাইয়াছেন কি না, এক এক করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে গাড়ী আসিয়া একটি সুসজ্জিত গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। গাড়ী বাহিরের দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র ইবা গাড়ী হইতে নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইল এবং অফিলিয়াকে বারংবার বলিতে লাগিল, "পিসিমা! আমাদের বাড়ী কেমন সুন্দর দেখ দেখি? তোমাদের বাড়ীতে এইরূপ বাগান নাই।" অফিলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাড়ীটী সুন্দর বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীয় বাড়ী বলিয়া বোধ হয় না। অখ্রীষ্টানের বাড়ীর ন্যায় বোধ হয়!" সেণ্টক্লেয়ার অখ্রীষ্টান বলিয়া অভিহিত হইলে মনে মনে সমধিক আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে বরং ঘৃণা বোধ করিতেন, সুতরাং অফিলিয়ার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। টম পূর্ব্বেই গাড়ী হইতে নামিয়াছিল এবং এইরূপ সুসজ্জিত গৃহের শোভা দর্শনে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সেণ্টক্লেয়ার অফিলিয়ার হস্ত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলে পর, গৃহস্থিত বহুসংখ্যক কাফ্রি দাসদাসী আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। দাস-দাসীগণের প্রতি সেণ্টক্লেয়ার কখনও অত্যাচার করিতেন না। তাঁহার বাড়ীতে এই কাফ্রি দাসদাসীগণকে কোন প্রকার আহারের কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। সুতরাং ঈদৃশ দয়ালু মনীবের গৃহ-প্রত্যাগমনে তাহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল, এবং তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি, সেই চিরহাস্যবিভাসিত মুখ দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ সমুৎসুক হইয়াছিল।

এই দাসদাসীগণ মধ্যে এক জন দীর্ঘাকার পুরুষ, বিশেষ জাঁকাল পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সকলের অগ্রে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। তাহার পশ্চাতে বহুসংখ্যক দাসদাসীকে একত্র দেখিয়া সে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিল, "হে কৃষ্ণকায় ভ্রাতা ভগিনীগণ! তোমাদের কার্য্যকলাপের নিমিত্ত আমাকে সময়ে সময়ে বড় লজ্জিত হইতে হয়। সরে দাঁড়াও। তোমরা আজ পর্য্যন্ত কিরূপে বিলাতি নিয়ম অনুসারে দাঁড়াইতে হয়, তাহাও শিক্ষা করিলে না! তোমরা কি নীরবে গৃহপ্রবেশের পথ অবরোধ করিবে?" এই বক্তৃতা শ্রবণে অপরাপর দাসদাসীগণ বিশেষ লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। সেণ্টক্লেয়ার দ্বারে প্রবেশ মাত্র আড্‌লফ্‌ নামক এক প্রধান ক্রীতদাসের হস্তমর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আড্‌লফ্‌! ভাল আছ ত? আড্‌লফ্‌ সেণ্ট-ক্লেয়ার কর্ত্তৃক এইরূপ আপ্যায়িত হইয়া মনীবের আগমন উপলক্ষে যে বক্তৃতা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই বলিতে লাগিল। সেণ্টক্লেয়ার আড্‌লফের বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ বক্তৃতা প্রস্তুত হইয়াছে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইবা গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বীয় জননীর শয়ন প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। মাতাকে শয্যাগত দেখিয়া ছুটিয়া যাইয়া মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বারংবার জননীর মুখচুম্বন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার জননীর স্বীয় মনঃকল্পিত রোগ নিবন্ধন কন্যাকে আর ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে পারিলেন না। ইবা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলে তিনি কথঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "যা" "যা" "হইয়াছে" "হইয়াছে" "এখন থাম্‌" "আমার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হইবে।" সেণ্টক্লেয়ার তাঁহার স্ত্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং মিস অফিলিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,

"প্রিয়ে! এই দেখ, তোমার অসুস্থতার কথা শুনিয়া অফিলিয়া দিদি এখানে আসিয়াছেন।" তাঁহার স্ত্রী আর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। কেবল অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নদ্বয় অতি কষ্টে বিস্তার করিয়া অফিলিয়ার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং অতিশয় অস্ফুটস্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দাসীগণ আসিয়া শয্যা গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে ইবা ছুটিয়া গিয়া মামী নাম্নী একটী বৃদ্ধা ক্রীতদাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। এই বৃদ্ধা, ইবাকে স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, আনন্দাশ্রু তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরত ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। সে সতৃষ্ণ নয়নে ইবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যেরূপে ইহাকে স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, এই বৃদ্ধাই ইবার প্রসূতি হইবে। কিছুকাল পরে ইবা মামীর ক্রোড় হইতে নামিয়া একে একে প্রত্যেক দাসীর মুখচুম্বন করিল। মিস অফিলিয়া ইহাকে দাসীগণের মুখচুম্বন করিতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি তখন সেণ্টক্লেয়ারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "অগষ্টিন! তোমাদের এ দক্ষিণপ্রদেশে দাস দাসীগণের সহিত কি এইরূপ ব্যবহার করে? কিন্তু আমরা দাসত্ব-প্রথা বিরোধী হইলেও চাকরদিগকে এতদূর আপ্যায়িত করি না। আমরা বেতনভোগী চাকরদিগকে কখন আমাদের সমতুল্যের ন্যায় মনে করি না। দাস দাসীগণের প্রতি দয়া করা উচিত। কিন্তু, তাই বলিয়া এইরূপ অসিতাঙ্গ দাস-দাসীর মুখচুম্বন করিতে আমাদের একটু ঘৃণা বোধ হয়।" সেণ্টক্লেয়ার অফিলিয়া দিদির খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সুদীর্ঘ বক্তৃতা স্মরণ করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, স্পষ্ট আর কিছুই বলিলেন না। পরে নিজ শয়ন প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইয়া মামী, জিনি, পলী, সুকী প্রভৃতি প্রত্যেক দাসীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

কোন কোন দাসীর ক্রোড়স্থিত বালক বালিকাগণের চিবুক ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। দাসীগণ চলিয়া গেলে পর ইবা এক ঝুড়ি কমলালেবু নিয়া দাস দাসীগণের ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের হস্তে এক একটি কমলালেবু দিতে লাগিল। তাহাদিগের নিমিত্ত যে সকল খেলনা আনিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল।

তৎপরে সেণ্টক্লেয়ার বারাণ্ডায় যাইয়া আড্‌লফ্‌কে বলিলেন "আড্-লফ্! এই যে নূতন লোকটি দেখিতেছ, ইহার নাম টম্। তুমি সকলের উপর বড় প্রভুত্ব কর। কিন্তু সাবধান, এই লোকটীর উপর কখনও অত্যাচার করিবে না। ইহার মূল্য তোমার ন্যায় দুইটী কাল বাঁদরের মূল্যাপেক্ষাও অধিক।" আড্‌লফ্ বলিল "হুজুর! আপনি কেবলই ঠাট্টা করেন।" সেণ্টক্লেয়ার আড্‌লফের পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বা! বা! আড্‌লফ্! তুমি যে আমার নিজের জামাটী পরিধান করিয়াছ।" আড্‌লফ্ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "এই জামাটায় বড় ব্রাণ্ডির দাগ লাগিয়াছিল। জামা হইতে ভারি দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছিল, এ জামা কি আর আপনি ব্যবহার করিবেন। এ জামা আপনি অবশ্য ফেলিয়া দিতেন, তাই আমি এই জামাটী রাখিয়াছি! সেণ্টক্লেয়ার আড্‌লফের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। এবং টমকে সঙ্গে করিয়া স্ত্রীর নিকট লইয়া চলিলেন। স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি মনে কর, আমি তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য মনোযোগ প্রদান করি না। এই দেখ, তোমার জন্য এক ভাল কোচম্যান আনিয়াছি। এই লোকটী কখন মদ খায় না। বড় সুকৌশলে গাড়ী চালাইতে জানে। এই কোচম্যান গাড়ী চালাইলে শকটারোহণে তোমার কিঞ্চিৎ মাত্রও কষ্ট বোধ হইবে না। ঠিক যেন তোমাকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া চলিয়াছে, এইরূপ সুকৌশলে গাড়ী চালাইবে। সেণ্টক্লেয়ারের স্ত্রী মেরী আবার

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া টমের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং কাতরস্বরে বলিলেন, "আমাদের ঘরে কিছুকাল, থাকিলেই আবার মদ খাইতে শিখিবে।"

সেণ্টক্লেয়ার। কখন মদ খাইবে না। এ খাঁটী জিনিষ।

মেরি। না খাইলে ভাল। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না।

পরে সেণ্টক্লেয়ার আড্‌লফ্‌কে বলিলেন, "আড্‌লফ্‌! টম্‌কে নিয়া রন্ধনশালায় যাও। দেখো! তোমার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছি ভুলো না। টমের উপর প্রভুত্ব করিও না।" আড্‌লফ চলিয়া গেলে পর, সেণ্টক্লেয়ার তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে! একবার উঠে এসো।"

মেরি। আর তোমার অধিক আদরের আবশ্যক নাই। পনর দিনের অধিক হইল তুমি চলিয়া গেলে; আমার তত্ত্ব কে করে?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি এই পনর দিনের মধ্যে তোমার নিকট পত্র লিখি নাই?

মেরি। সেই পোষ্টকার্ডের দুই লাইন! চাকরাণীর নিকট এইরূপ দুই ছত্রের চিঠী খাটে। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে দুই লাইনের এক পোষ্টকার্ড আসিয়া পৌঁছিল।

সেণ্টক্লেয়ার। ডাক বন্ধ হইবে, সেই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পোষ্টকার্ড পাঠাইয়াছিলাম। সে গত বিষয় নিয়া ঝগড়া করিলে কি হইবে? তুমি এই ফটোগ্রাফ দেখ, আমি ইবার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কেমন, ঠিক ফটোগ্রাফ হয় নাই?

মেরি। এইরূপ হাত ধরিয়া দাঁড়াইলে কেন? মেয়ে নিয়ে কি এইরূপ দাঁড়াইতে হয়?

সেণ্টক্লেয়ার। আচ্ছা, যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা যেন মন্দ হইল। ঠিক ফটোগ্রাফ হইয়াছে কি না দেখ দেখি!

মেরি। আমার মত নিয়া তুমি কি করিবে? আমার কোন মতই তোমার ভাল লাগে না। এই বলিয়া মেরি ফটোগ্রাফের পুস্তক বন্ধ করিয়া শয্যার পার্শ্বে রাখিল।

সেণ্টক্লেয়ার মনে মনে বলিলেন, পাপীয়সীর মন কিছুতেই উঠে না। দূর হও পাপীয়সী, (প্রকাশ্যে) "আচ্ছা, বলনা দেখি, ফটোগ্রাফ ঠিক হইয়াছে কি না।"

মেরি। সেণ্টক্লেয়ার! আমাকে বারংবার ত্যক্ত করিও না। তোমার কোন বুদ্ধি বিবেচনা নাই। তুমি আমার কষ্ট কিছুই বুঝিতে পার নাই। আমি এই তিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। কোন গোলমাল আমাব সহ্য হয় না। তুমি বাড়ী আসিয়াছ, ঘরের মধ্যে যেন হাট বাজার মেলিয়াছে। আমার প্রাণ শেষ হইল। শিরঃপীড়ায় প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

মিস্ অফিলিয়া এ পর্য্যন্ত সেণ্টক্লেয়ারের স্ত্রী মেরির সঙ্গে একটী কথাও বলেন নাই। এইক্ষণ শিরঃপীড়ার কথা শুনিয়া তিনি কথা বলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তিনি বলিলেন, "আপনার কি সর্ব্বদা এইরূপ মাথা ধরে? প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া চিরতার পাঁচন খাইলে ইহার কিছু উপশম হইতে পারে। এব্রাহিম পেরি সাহেবের স্ত্রী এই সকল রোগের ঔষধ বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, চিরতার পাঁচন এই রোগের বড় ঔষধ।"

এই কথা শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "আচ্ছা, কালই চিরতার পাঁচন আনিয়া দিব। এখন অফিলিয়া দিদি, তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে যাইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কর।" মামীকে ডাকিয়া বলিলেন,

"অফিলিয়া দিদিকে তাঁহার প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দেও। দেখো, দিদির যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। সর্ব্বদা দিদির পরিচর্য্যা করিবে!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

টমের নূতন মনীবের পত্নী

মিস্ অফিলিয়ার আগমনের কিয়ৎ দিবস পরে আহারের সময় একদিন সেণ্টক্লেয়ার তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মেরি! তোমার সুখের দিন সমাগত হইয়াছে। এখন আর তোমাকে গৃহকার্য্যে বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। অফিলিয়া দিদি বিশেষ কার্য্যদক্ষ। তিনি সমুদয় গৃহ-কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন! তুমি এক্ষণে অনায়াসে বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারিবে। অতএব গৃহকার্য্যের ভার ইঁহার হস্তে সমর্পণ কর, চাবিগুলি ইঁহাকে দেও।"

মেরি। তোমার দিদি যে আসিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু তিনি অত্যল্প কাল মধ্যে বুঝিতে পারিবেন, তোমার ঘরকন্না কি কষ্টকর ব্যাপার! এ ঘরে আমরাই চাকরদিগের দাস-দাসী।

সেণ্টক্লেয়ার। হাঁ, আমার দিদি ক্রমে ক্রমে এ ঘরের অনেক বিষয়ই বুঝিতে পারিবেন।

মেরি। তুমি মনে কর যে, এই ক্রীতদাসদাসীগুলি দ্বারা আমাদের সুবিধা হইতেছে। কিন্তু এ গুলি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেই সুবিধা হয়।

এই সময় ইবাঞ্জেলিন বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কিছু কাল পরে বলিল, "মা! দাস-দাসী দ্বারা সুবিধা না হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেই হয়। ইহাদিগকে রাখিয়াছেন কেন?"

মেরি। কি জন্য এই দাস-দাসী রাখা হইয়াছে, আমি বলিতে পারি না। এই সকল দাস-দাসী যন্ত্রণা বিশেষ। ইহারা আছে বলিয়াই আমি এইরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি।

সেণ্টক্লেয়ার। মেরি! বল দেখি, এই বৃদ্ধা দাসী মামী ঘরে না থাকিলে কিরূপ কষ্ট হইত? মামী না থাকিলে কি তোমার এক দিনও চলে?

মেরি। অবশ্য, মামী যে, সমুদায় দাস দাসীগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মামী বড় স্বার্থপর! ভয়ানক স্বার্থপর! এই স্বার্থপরতা ইহাদিগের জাতীয় দোষ, স্বার্থপরতা ইহাদিগের মজ্জাগত দোষ।

সেণ্টক্লেয়ার। (মনোগত ভাব গোপন করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে) স্বার্থপরতা ভয়ানক পাপ বটে।

মেরি। এই যে মামীকে দেখিতেছ, ইহার কি ভয়ানক স্বার্থপরতা! মামী বিলক্ষণ জানে, সে আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাত্রি আমার গায়ে হাত না বুলাইলে, আমাকে বাতাস না করিলে, আমি ঘুমাইতে পারি না। কিন্তু কোন কোন রাত্রে মামী ঘুমাইয়া পড়ে। চার পাঁচ রাত্রের পর যে দিন সে ঘুমাইয়া পড়ে, সে দিন তাহাকে জাগ্রত করা

এত কঠিন যে, তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে আবার প্রাণান্ত হয়। বারম্বার ডাকিলেও তাহার চৈতন্য হয় না। গত কল্য রাত্রে তাহাকে জাগাইতে আমি ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছি।

ইবা। মা! গত রাত্রের পূর্ব্বে তোমার শয্যার নিকট মামী একাদিক্রমে চারি পাঁচ রাত্রি বসিয়াছিল, না?

মেরি। তুই কেমন করিয়া তা শুনিয়াছিস্? হাঁ হাঁ, মামী আবার তোর নিকট নালিশ করিয়াছে!

ইবা। না না, মা! মামী আমার নিকট কোন নালিশ করে নাই। তুমি যে গত কয়েক রাত্রি বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলে, সে তাহাই বলিয়াছে।

সেণ্টক্লেয়ার। মামী একাদিক্রমে চার পাঁচ রাত্রি জাগিয়া থাকিতে পারে না। তুই এক দিন জেন্ কিম্বা রোজাকে তোমার শয্যার পার্শ্বে রাখিলে হয় না?

মেরি। সেণ্টক্লেয়ার! আমি চির কাল জানি, তোমার মত অবিবেচক লোক জগতে অল্পই আছে। তুমি নিতান্তই অবিবেচক। তা না হইলে কি আর এরূপ বন্দোবস্তের কথা বলিতে? বুঝিতে পার না যে, যাহারা আমার শয্যার পার্শ্বে কখনও দাঁড়ায় নাই, তাহাদের অপরিচিত হস্ত স্পর্শ মাত্রেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। মামীর যদি আমার প্রতি ভালবাসা থাকিত, তবে সে জাগিয়া থাকিতে পারিত। কত কত দাসদাসীর প্রভুভক্তির কথা শুনা যায়। কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা! আমার ভাগ্যে প্রভুভক্ত দাসদাসী মিলিল না।

মিস্ অফিলিয়া অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত সেণ্টক্লেয়ার ও তাঁহার স্ত্রীর কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত কিছুই বাঙ্ নিষ্পত্তি করেন নাই। এই সময়ে সেণ্টক্লেয়ারের স্ত্রী মিস্ অফিলিয়ার দিকে

চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বীকার করি, মামীর মধ্যে কিছু সদ্ভাব আছে। মামী আমাকে সর্ব্বদাই সম্মান করিয়া থাকে। সে কখনও আমার অবাধ্য নহে। কিন্তু তাহার মন বড় স্বার্থপ্রবণ। সে কেবল তাহার স্বামীর বিষয় লইয়াই অস্থির। মামী আমাকে বাল্যকাল হইতে লালন পালন করিত। তজ্জন্যই আমার বিবাহের পর এ স্থানে আসিবার সময় আমি মামীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। মামীর স্বামী আমার পিতার কারখানার মধ্যে কর্ম্মকারের কার্য্য করে। বাবা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। কাজে কাজেই মামীকে স্বামী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিতে হইল। আমি তখনই মামীকে বলিয়াছিলাম যে, তাহার স্বামীর সহিত আর তাহার দেখা সাক্ষাতের বড় সুবিধা হইবে না, সুতরাং সে ঐ স্বামীকে ছাড়িয়া এখানে নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু মামী এ বিষয়ে বড় অবাধ্য। সে কোন ক্রমেই নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে চাহে না। আমি বড় অন্যায় করিয়াছি যে, মামীকে বাধ্য করিয়া আর এক জনের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিই নাই। তাহাতেই ইহার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। দাস দাসী ভাল হউক, কি মন্দ হউক, ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে নাই!"

এই কথা শুনিয়া মিস্ অফিলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামীর কি সন্তান-সন্ততি আছে?"

মেরি। হাঁ, হাঁ, কালভূতের মত দুটা ছেলে।

মিস্ অফিলিয়া। আমার বোধ হয়, সেই ছেলে দুইটী ছাড়িয়া আসিয়াছে বলিয়াই সে সর্ব্বদা কষ্ট বোধ করে।

মেরি। কিন্তু আমি সেরূপ দুটা কালভূত সঙ্গে করিয়া আনিব না কি? বিশেষতঃ সে দুটা ছেলে সঙ্গে আনিলে মামী তাহাদিগকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মামীর সমুদয় সময় সেই ছেলের পাছেই অতিবাহিত

হইত। মামী কিরূপ স্বার্থপরায়ণা, তাহা বুঝিতে পার নাই। আমি কত বলিলাম, তবু সে এখানে কোন নূতন স্বামী গ্রহণ করিল না। সে বুঝিতে পারে, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, সে আমার কাছে না থাকিলে চলে না। কিন্তু মামীকে আজ যদি তাহার ছেলে দুটাকে দেখিবার জন্য এক সপ্তাহের বিদায় দি, তবে সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে ; আমার যে এরূপ অসুস্থ শরীর, সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ক্রীত দাসদাসীর জাতি বড় স্বার্থপর।

সেণ্টক্লেয়ার। (অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ পূর্ব্বক এবং মনোগত ভাব গোপন করিয়া) কি ভয়ানক স্বার্থপরতা। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে হৃদয় শুকাইয়া যায়।

মিস্ অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন যে, অতি কষ্টে সেণ্টক্লেয়ার মনোগত ভাব গোপন করিয়া কথা বলিতেছিলেন।

সেণ্টক্লেয়ারের কথা শেষ হইবা মাত্র তাঁহার স্ত্রী মেরি আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ, মামীকে আমি বরাবরই ভালবাসি। আমি তাহাকে ভাল ভাল কাপড় দিয়াছি। জীবনের মধ্যে আমি তাহাকে দুই তিন বারের অধিক বেত্রাঘাত করি নাই। তাহাকে সর্ব্বদা তিরস্কার করি না। আমার ভুক্তাবশিষ্ট ভাল ভাল জিনিস আমি তাহাকে আহারার্থ দিয়া থাকি। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের কথা আর কি বলিব। তাঁহার নিজের দাসদাসীগুলো নীচের ঘরে বসিয়া, ঠিক আমরা যেরূপ আহার করি, সেই প্রকার খাদ্য দ্রব্য আহার করে। আমরা এইরূপ আস্কারা দিয়াছি বলিয়া এই দাসদাসী গুলো খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার কিছুতেই আমার কথা শুনিবে না। সেণ্টক্লেয়ারকে এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমার প্রাণান্ত হইল !

সেণ্টক্লেয়ার। (মনোগত ভাব গোপন পূর্ব্বক) আমারও প্রাণান্ত হইল !

কোমলহৃদয়া ইবাঞ্জেলিন এই সকল কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল, তাহার দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে কিছু কাল পরে আপন আসন হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাতার নিকট গেল এবং মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল !

মাতা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কি চাও ?"

ইবা। মা! একরাত্রি আমি তোমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমাকে বাতাস করিব। তোমার গায়ে হাত বুলাইব। এক রাত্রি মাত্র। আমি থাকিলে তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে না। আমি অনেক সময় রাত্রে জাগ্রত থাকি। এক রাত্রি তুমি মামীকে ঘুমাইতে দাও। আমি এক রাত্রি তোমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিব।

মেরি। এ এক অদ্ভুত মেয়ে! এমন মেয়ে ত আমি কখনও দেখি নাই।

ইবা। মা! আমি তোমার কাছে বসিয়া থাকিব। মামীর বড় অসুখ হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি, সে দশ বার দিন একাদিক্রমে ঘুমাইতে পায় নাই। সে তাহার মাথা উঠাইতে পারে না ; দাঁড়াইতে পারে না।

মেরি। মামীর এ সব চালাকি আমি জানি। মামী ঠিক অন্যান্য দাস দাসীগণের মতন হইয়াছে। তাহার এ সকল চালাকি আমি ভেঙ্গে দিব। (আবার মিস্ অফিলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন)—চাকর-চাকরাণীকে কোন মতে আস্কারা দিতে নাই। ইহাদের একটু অসুখ হইলেই ইহারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি যে দিন দিন কত কষ্ট সহ্য করি, তাহা ত কাহার নিকট প্রকাশও করি না। এইরূপ নীরবে কষ্ট সহ্য করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

মিস্ অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারের স্ত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি ঠিক করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়াকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এ সম্বন্ধে কিরূপ ভাবে কথা বলিতে হইবে। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ স্বীয় অদৃষ্টকে তিরস্কার পূর্ব্বক যেরূপে আপন দুরবস্থার বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেরূপ দুরবস্থা সম্বন্ধে কোন সহানুভূতি প্রকাশক বাক্য তাঁহার আর জুটিল না; সুতরাং তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সেণ্টক্লেয়ার তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু মেরি আপন স্বামীকে এরূপ হাসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং ঘোর অত্যাচার নিপীড়িত লোকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "আমি আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিলেই সেণ্টক্লেয়ার হাসিতে থাকেন। আমার কষ্ট সেণ্টক্লেয়ার আর কখনও বুঝিবেন না। সেণ্টক্লেয়ার মনে করেন, আমার এই শারীরিক অসুস্থতা কিছুই নহে; আমার এ কষ্ট সেই বিধাতাপুরুষ ভিন্ন আর কে বুঝিবে?"

মেরি এইরূপে শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ করিলে পর সেণ্টক্লেয়ার তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া কত সময় হইয়াছে দেখিতে লাগিলেন এবং ঘড়ি পুনরায় পকেটে রাখিয়া—"আমার আবার আজ নিমন্ত্রণ আছে" এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। ইবাও তাহার পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিল। সেণ্টক্লেয়ার বাহিরে গেলে তাঁহার স্ত্রী আবার অফিলিয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌লে ত সেণ্টক্লেয়ারের রকম সকম! সেণ্টক্লেয়ার একবারও মনে করেন না, আমি কি ভয়ানক কষ্ট—কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। এ জন্মে যে সেণ্টক্লেয়ার আমার দুঃখে দুঃখিত হইবেন, আমি তাহা আশা করি না। এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন্ আমি যে কত কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা কি সেণ্টক্লেয়ার একবার দেখেন, কিম্বা দেখিবেন বলিয়া

মনে করেন! কিন্তু আমি যদি অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় সর্ব্বদা আপন কষ্ট উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ত্যক্ত করিতাম, তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন, ঘরকন্না কত কষ্টকর ব্যাপার। আমি ত একবারও নিজের কষ্ট সম্বন্ধে একটী কথাও বলি না। যত কষ্ট হউক না কেন, সমুদয় আমি নিঃশব্দে সহ্য করিতেছি। আপন কষ্ট ও দুঃখ প্রাণান্তেও ব্যক্ত করি না। আবার এইরূপ করি বলিয়া, আমি যত অধিক কষ্ট সহ্য করি, সেণ্টক্লেয়ার মনে করেন যে, তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হইলেও আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব।

এই কথার প্রত্যুত্তরে কি বলিতে হইবে, তাহাও মিস্ অফিলিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; সুতরাং চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, পাছে কি বলিতে কি হয়।

কিন্তু মেরি আপনার চক্ষুর জল মুছিয়া আবার ঘরকন্নার কথা আরম্ভ করিলেন। ঘরের জিনিস পত্র, বস্ত্রাদি এবং খাদ্য দ্রব্য কিরূপে রাখিতে হইবে, সমুদয় অফিলিয়াকে বলিলেন। উপসংহারে এই মাত্র বলিয়া আপন মন্তব্য সমাপ্ত করিলেন যে, আমার শিরোবেদনার পালা উপস্থিত হইলে আমি আর কথা বলিতে পারিব না। অতএব আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সমুদয় কার্য্য আপনি করিতে পারেন। এই সকল জিনিস পত্র সম্বন্ধে এখনই সকল কথা বলিলাম। কিন্তু ইবার সম্বন্ধে—ইবাকে সর্ব্বদা দেখা উচিত।

মিস্ অফিলিয়া। ইবাকে বড় ভাল মেয়ে বলিয়া বোধ হয়।

মেরি। ইবা এক আজগবী মেয়ে! ইবা আমার প্রকৃতির একবিন্দুও পায় নাই। (এই বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।)

মিস্ অফিলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—তোমার প্রকৃতি যে ইবা পায় নাই, তা ভালই হইয়াছে।

মেরি। ইবা সর্ব্বদা চাকরদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে! ছোট ছোট

মেয়ে এইরূপ দাসীদিগের কাছে যে থাকে, সে মন্দ নয়। আমিও ছোট বেলা আমার পিতার দাস দাসীদিগের কোলে থাকিতাম। দাসদাসীদিগের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতাম। আমার তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই ; কিন্তু ইবা দাসদাসীর সন্তানগণকে আপনার ভাইভগ্নীর মত দেখে। এ বড় দোষ! এর এরূপ দোষ নিবারণ করা দূরে থাকুক, সেণ্টক্লেয়ার বরং সর্ব্বদা ইবাকে কার্য্য ও বাক্য দ্বারা এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আসল কথাটা কি জানেন? সেণ্টক্লেয়ার দাসদাসী, নফর সকলকেই আদর দিয়া থাকেন! কিন্তু স্ত্রীকে একটা দাসীর মত ফেলিয়া রাখিয়াছেন। স্ত্রীর যে কি কষ্ট তাহা ভ্রমেও দেখেন না। চাকরদিগের সম্বন্ধে কি নিয়ম করিতে হয়, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। গোলামকে গোলামের ন্যায়, দাসীকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদিগকে সর্ব্বদা শাসনে না রাখিলে কি চলে? আমি বাল্যকাল হইতে এই সকল বিষয় বুঝিতাম! ইবা যখন বড় হইবে, যখন তাহাকে ঘরকন্না করিতে হইবে, তখন সে যে কিরূপে চালাইবে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমিও দাস-দাসীর প্রতি অত্যন্ত দয়া করিতাম। এখনও দাস-দাসীর প্রতি দয়া করি। কিন্তু তাহারা যে ক্রীতদাস,—তাহাদিগকে যেরূপে রাখিব, তাহারা সেই ভাবে থাকিবে, ইহা সর্ব্বদা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইবা আমার এই উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিতে একেবারে অসমর্থ। সে বুঝে না যে, দাসদাসী হইতে আমাদের পদ উচ্চ। সে ইহাও বুঝে না যে, দাসদাসীর সন্তানগণকে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করা নিতান্ত অন্যায়। শুনিলে ত, ইবা এইমাত্র কি বলিল? মামীকে এক দিন ঘুমাইতে দিয়া সে নিজে আমার শিয়রে বসিয়া এক রাত্রি বাতাস করিবে। ইবার উপর সর্ব্বদা চক্ষু না রাখিলে ও এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত হইবে

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিস্ অফিলিয়া ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ সাহস প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সুতরাং ভ্রাতৃবধূর কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "দেখুন, এই দাসদাসীগণের যে মনুষ্যাত্মা আছে, ইহা বোধ হয় আপনি বিশ্বাস করেন। তবে ইহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ইহাদিগকে বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া উচিত।"

মেরি। অবশ্য। আপনি কি মনে করেন, আমি ইহাদিগকে বিশ্রামের জন্য অবকাশ দিই না? আমি সর্ব্বদা ইহাদিগকে নিদ্রা যাইবার অবকাশ প্রদান করি। কিন্তু মামীকে নিদ্রাবতী বলিলেও হয়; সে কাজ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। সে সেলাই করিতেছে, অমনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে বাতাস করিতেছে, সে সময়েও ঘুমাইয়া পড়ে। দাসদাসীর এরূপ আচরণ কি কখন সহ্য হয়? অফিলিয়া দিদি! বলিব কি আমি নিজের অসুখ কখনও বড় অসুখ বলিয়া মনে করি না। আমার স্বভাব নহে যে, আমি আপনার কষ্টের জন্য, নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাহাকেও কিছু বলি। এরূপ প্রকৃতিই আমার নহে। আর আমার শরীরও এত দুর্ব্বল যে, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ করিতে পারি না। কিন্তু তোমার ভাই আমার কষ্ট বোঝেন না। তাহাতেই আমার সমধিক কষ্ট হয়। সেই জন্যই আমি এত ভুগিতেছি! আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার ভাইয়ের মন ভাল। কিন্তু পুরুষজাতি চিরকালই বড় স্বার্থপরায়ণ এবং অবিবেচক। আমার ত এই বিশ্বাস।

মিস্ অফিলিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ মেরি কিরূপ পাত্রী। সুতরাং বিদেশীয় রাজদূতের ন্যায় প্রত্যেক কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আর মনে মনে স্থির করিলেন, কথা না বলিয়া যতক্ষণ থাকিতে পারি, ততক্ষণ কথা বলিব না। কিন্তু যদি একান্ত কথা বলিতে হয়, তবে দুই একটী মাত্র

শব্দ উচ্চারণ করিব। এই ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন এবং নিকটস্থ উল ও কাঁটা লইয়া বুনিতে আরম্ভ করিলেন।

মেরি, মিস্ অফিলিয়ার মনোগত ভাব বুঝিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন। স্বার্থপর মনুষ্য কোন বিষয় সম্বন্ধে অন্যের মনোগত ভাব বুঝিতে পারে না। সুতরাং তিনি ক্রমাগতই অফিলিয়ার নিকট গৃহ সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "দেখ অফিলিয়া দিদি। আমার বিবাহের পর আমার সমুদয় সম্পত্তি আমি সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়াছি, আমার ক্রীত দাসদাসীগণ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে! সুতরাং আমার সম্পত্তি—আমার দাসদাসী সম্বন্ধে আইন অনুসারে আমার যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সেণ্টক্লেয়ার তাঁহার নিজের দাস-দাসী এবং নিজের সম্পত্তি যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু আমার কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। এই দাসদাসীগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার এক ভয়ানক প্রণালী দেখিতেছি। এই দাস দাসীগণকে তিনি আমাদের সমতুল্য করিয়া তুলিয়াছেন। দাসদাসীগণকে কখনও দণ্ডগৃহে প্রেরণ করিবেন না। দণ্ডগৃহে বেত্রাঘাত প্রাপ্ত না হইলে কি কখনও দাসদাসী দুরস্ত থাকে? সেণ্টক্লেয়ার বলেন, তিনি কি আমি ভিন্ন অন্য কেহ দাস দাসীকে প্রহার করিতে পারিবে না। আমি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আমি কি সর্ব্বদা ইহাদিগকে প্রহার করিতে পারি? আবার ওদিকে সেণ্টক্লেয়ার নিজে, ইহারা অপরাধ করিলেও, ইহাদের গায়ে হাত তুলিবেন না। বল দেখি, কি ভয়ানক অবস্থা।"

অফিলিয়া। আমি তোমাদের দাস-দাসীর বিষয় কিছুই জানি না। আমাদের উত্তর প্রদেশে দাসত্ব প্রথা নাই। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই সকল বিষয় আমার জানিতে হয় নাই।

মেরি। কিন্তু দিদি! দিন কয়েক এখানে থাক, জানিতে পারিবে, সব টের পাবে। তুমি বুঝিতে পারিবে যে, লক্ষ্মীছাড়া দাসদাসীগুলো কিরূপ বিরক্তিজনক লোক। এই বলিতে বলিতে মেরীর দুর্ব্বল শরীরে তৎক্ষণাৎ বলের সঞ্চার হইল এবং তখন তাঁহাকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী বলিয়া বোধ হইল। সে আবার বলিয়া উঠিল, "দেখিবে, দেখিবে, এই সকল দাসদাসী লইয়া ঘরকন্না কি ভয়ানক কষ্ট! কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের নিকট এই সকল কথা বলা বৃথা। তিনি বলেন যে, ইহাদিগকে আমরা এই প্রকার দুষ্টামি, শঠতা শিক্ষা দিয়াছি। আমাদের দোষেই ইহারা এইরূপ কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরাই এই লোকগুলোকে খারাপ করিয়াছি। আমরা এ প্রকার দাস দাসী হইলে ইহাদের ন্যায় মন্দ লোক হইতাম। কিন্তু এ সকল কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা কিরূপে এই দাস-দাসীদিগকে মন্দ লোক করিলাম? আমরা কিরূপে ইহাদিগকে খারাপ করিলাম?"

অফিলিয়া। তুমি এ কথা বিশ্বাস কর যে, এই দাসদাসীগণ ও আমরা সকলেই এক রক্ত মাংস দ্বারা এবং এক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি।

মেরি। তাহা আমি বিশ্বাস করি না। ইহারা যে অসিতাঙ্গ নীচ জাতি।

অফিলিয়া। ইহাদের মনুষ্যাত্মা আছে তো?

মেরি। তাহা আমি বিশ্বাস করি। ইহাদের আত্মা আছে। কিন্তু ইহারা কখনও শ্বেতাঙ্গের সমতুল্য নহে। অসিতাঙ্গ কি কখনও শ্বেতাঙ্গের সমান হইতে পারে? অসম্ভব, অসম্ভব! আমার স্মরণ হইতেছে, তোমার ভাই সেণ্টক্লেয়ার এক দিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, আমার সহিত তাঁহার ছাড়াছাড়ি হইলে—আমি যেরূপ কষ্ট পাই, মামী তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া ঠিক সেইরূপ কষ্টভোগ করিতেছে।

কিন্তু সেই দিন হইতেই সেণ্টক্লেয়ারের প্রতি আমার ভালবাসার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক মামীর সহিত আমার তুলনা করিবে? আমি যেরূপ স্বামীকে ভালবাসি, মামী সেরূপ তাহার স্বামীকে ভালবাসিতে পারে না। মামীর সহিত আমার কখনও তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের ন্যায় অবিবেচক লোক কি তাহা বুঝিতে পারে? সেণ্টক্লেয়ার মনে করেন, আমি যেমন ইবাকে ভালবাসি, মামীও সেইরূপ তাহার কাল ভূতের ন্যায় ছেলে দুটাকে ভালবাসে। তাহাই মনে করিয়া বোধ হয়, সেণ্টক্লেয়ার এক দিন আমাকে বলিলেন যে মামীকে এক সপ্তাহের বিদায় দেও, সে তাহার ছেলেদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসুক। এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমার এই অসুস্থ শরীর, আমি এখন মামীকে বিদায় দিব? দেখ, আমি স্বামীর প্রতি কখনও রাগ প্রকাশ করি না। কিন্তু সেণ্ট-ক্লেয়ারের কথা বার্ত্তা কি আচরণ যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে, তখন আমি আর রাগ সংবরণ করিতে পারি না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, সকল যাতনা, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট নিঃশব্দে সহ্য করিব। কখনও কথা বলিব না, কখনও রাগ করিব না! কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের সে দিনের কথা আমার সহ্য হইল না। তখন আমি যারপরনাই রাগান্বিত হইয়াছিলাম। সে সময় যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিলাম। তাহার পর সেণ্টক্লেয়ার তিন দিন আমার সহিত কোন কথা বলিলেন না, আমিও তাঁহার সহিত কথা বলি নাই। কিন্তু তদবধি সেণ্টক্লেয়ার আর মামীকে বিদায় দিতে বলেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া মিস্ অফিলিয়া কিছু বলিবেন বলিয়া প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার কি মনে করিয়া কিছু বলিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া অন্য একটী প্রকোষ্ঠে যাইতে লাগিলেন।

যে ভাবে তিনি উঠিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তাঁহার মনোগত ভাব অন্য কেহ অনায়াসে বুঝিতে পারিত। কিন্তু মেরি সেণ্টক্লেয়ারের ততদূর বুদ্ধি ছিল না যে, অফিলিয়ার মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন। অফিলিয়া চলিয়া যাইবার সময় মেরি তাহাকে বলিলেন, "এখন ত বুঝিতে পারিলে, ঘরকন্না কি ভয়ানক ব্যাপার? যে ঘরে দাসদাসীর প্রতি শাসন নাই, যে ঘরে দাসদাসীগণ এরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত বিচরণ করে, সে গৃহ শ্মশান স্বরূপ। আমি দুর্ব্বলাবস্থায়ও শয্যার পার্শ্বে চাবুক রাখিয়া থাকি। কিন্তু এত দুর্ব্বল যে, পাঁচ ছয়বার চাবুকাঘাত করিলেই আমি সমধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। সেণ্টক্লেয়ার অন্যান্য লোকের ন্যায় ইহাদিগকে দণ্ডগৃহে প্রেরণ করিলেই আমার কষ্ট নিবারণ হয়।"

অফিলিয়া। দণ্ডগৃহ কি?

মেরি। দাস-দাসীদিগকে দুরন্ত রাখিবার জন্য দণ্ডগৃহ আছে। সেখানে মিউনিসিপালিটির নিয়োজিত লোক দাস-দাসীদিগকে বেত্রাঘাত করে। তাহারা এক এক জনকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য চারি পয়সা করিয়া ট্যাক্স লইয়া থাকে। চল্লিশ পঞ্চাশটা বেত্রাঘাত করিতে হইলে লোকে আপন ঘরে বসিয়া প্রহার করে। কিন্তু যখন এই দাস-দাসীদিগকে শত কি দুই শত বেত্রাঘাত করিতে হয়, তখন দণ্ড-গৃহে প্রেরণ করিলেই ভাল হয়।

অফিলিয়া। তুমি বলিলে যে, সেণ্টক্লেয়ার নিজে বেত্রাঘাত করেন না। তবে কি দাসদাসীদিগকে দণ্ডগৃহে প্রেরণ করেন?

মেরি। পুরুষের শাসন অন্যপ্রকার। দাস-দাসীগণও পুরুষদিগকে যেরূপ ভয় করে, স্ত্রীলোকদিগকে সেরূপ ভয় করে না। সেণ্টক্লেয়ার একবার বিরক্তি প্রকাশ করিলে দাস-দাসীগণ বড় সঙ্কুচিত হয়। বস্তুতঃ সেণ্টক্লেয়ার মনে করিলে অনায়াসে ইহাদিগকে শাসন করিতে পারেন।

কিন্তু উনি বড় অলস। কিছুই করিবেন না। আমি বেত্রাঘাত করিলেও ইহারা দুরন্ত হয় না। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার একটু বিরক্তি প্রকাশ করিলেই ইহারা ভয়ে ও ত্রাসে কাঁপিতে থাকে। অলসতা পরিত্যাগ করিলে সেণ্টক্লেয়ার অনায়াসে ইহাদিগকে শাসন করিতে পারেন।

এই সময় সেণ্টক্লেয়ার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, সেই পুরাতন সঙ্গীত—অলসতার উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে! এই অলস দাসদাসীদিগকে অলসতার জন্য ঘোর অন্ধকার পরিপূর্ণ নরকে গমন করিতে হইবে। বিশেষতঃ ইহাদের অলসতা নিবারণার্থ আমরা স্বামী-স্ত্রীতে সর্ব্বদা সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতেও যে, ইহারা আলস্য পরিত্যাগ করে না, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মেরি দিবারাত্র শয্যাগত আছে; —আমি নিজে ব্রাণ্ডির বোতল এবং ইহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত, আহার করিবার অবকাশ পাই না। বেলা দশটার পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি না। আমাদের এইরূপ সদৃষ্টান্ত দর্শনেও দাস-দাসীদিগের চরিত্র সংশোধন হইল না, কি আক্ষেপের বিষয়!"

মেরি। সেণ্টক্লেয়ার! তুমি এখন চুপ কর, এ সব ভাল নয়। আমি এ সকল কথা শুনিতে চাহি না।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি ভাল কথা বলি নাই। আমি বরাবর যেরূপ বলি, সেইরূপ বলিতেছি! তুমি অলসতাকে মহাপাপ বলিয়া মনে কর, আমি তোমারই সেই মত পোষণ করিতেছি।

মেরি। তোমার এই সকল ঠাট্টা আমি বুঝি।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি ঠাট্টা মনে ক'রেছ না কি?

মেরি। তুমি সর্ব্বদা আমার মনে কষ্ট দিতে ভালবাস! আমাকে কষ্ট না দিলে ত তোমার মন তৃপ্ত হয় না!

সেণ্টক্লেয়ার। মেরি! আর এখন ও সকল কথার প্রয়োজন নাই।

তুমি আমার কাছে এস, আমরা কিছুকালের জন্য সন্ধি স্থাপন করি। আমি আড্‌লফের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বড় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছি।

মেরি। আড্‌লফ্ কি করিয়াছে? এই গোলামটা অতি অশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমি চাই যে, ওকে একেবারে আমার অধীনে রেখে দেও। আমি উহার উচ্চ মাথা ভেঙ্গে দিব।

সেণ্টক্লেয়ার। আড্‌লফের এখন আবার জামা আর রুমাল না হইলে চলে না। সে আমার কাপড়ের তুরঙ্গ হইতে আমার ছয় সাতটা জামা লইয়া পরিধান করিতেছে। তাই তাহাকে একবার বুঝাইয়া দিলাম যে, আমি মনীব সে আমার চাকর।

মেরি। কেমন ক'রে বুঝাইয়া দিলে?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, তাহার ভাল ভাল কাপড় পরিবার সখ হইয়া থাকিলে আমি তাহাকে পৃথক্ করিয়া এক ডজন রুমাল দিব; কয়েকটা জামা কখনই দিয়াছি। এবং সাবধান করিয়া দিয়াছি যে, সে যেন ভবিষ্যতে আমার নিজের কোন কাপড় ব্যবহার না করে।

মেরি। সেণ্টক্লেয়ার! সেণ্টক্লেয়ার! তুমি কি চাকরদিগের শাসন করিতে শিক্ষা করিবে না? তুমি তাহাদিগকে একেবারে নষ্ট করিবে?

সেণ্টক্লেয়ার। ইহাতে ত আমি কোন দোষ দেখি না। আমি তাহাকে কোন প্রকার সৎশিক্ষা প্রদান করি নাই, কাজে কাজেই সে চুরি করিতে শিখিয়াছে; আমি শাসন করিলেও সে চুরি করিবে। তবে তাহাকে পৃথক্ করিয়া কয়েকটা জামা দিলে আর তাহার চুরি করিবার আবশ্যক হইবে না।

এই সময় মিস্ অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"তবে পূর্ব্ব হইতে তোমার চাকরদিগকে সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করিলে না কেন?"

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! ওসব কথায় প্রয়োজন নাই। অলসতাই সকল দোষের মূল কারণ। আমার নিজের অলসতা নিবন্ধন এরূপ হইয়াছে।

অফিলিয়া সমস্ত দিবস বসিয়া মেরির কথা শুনিয়াছিলেন, অতিকষ্টে আপন মনোগত ভাব গোপন রাখিয়াছেন। এক্ষণে সময় পাইয়া হৃদয়কপাট খুলিয়া দিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভাই! এই প্রকার ক্রীত দাস দাসী রাখিয়াছ বলিয়া তোমাদের দেশীয় লোকদের হস্তে একটী গুরুতর কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে। ঈদৃশ কর্ত্তব্য, ঈদৃশ দায়িত্ব সমুদায় পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইলেও আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারি না। এই দাসদাসীগণকে শিক্ষা প্রদান না করিলে, পবিত্র খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত না করিলে, ইহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন না করিলে, ইহাদিগকে মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার না করিলে, নিশ্চয় ঈশ্বরের বিচারে তোমাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে। প্রভু যিশুখ্রীষ্টের নিকট তোমরা অপরাধী হইতেছ।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! এ সকল কথায় কাজ নাই। যিশুখ্রীষ্টের পবিত্র নাম লইয়া গোলমাল করিলে কি হইবে? তুমি এদিকে এস। একটী গান কর। আমি পিয়ানো বাজাইতেছি।

এই বলিয়া তিনি পিয়ানোর নিকট যাইয়া বসিলেন।

দুই একটী সঙ্গীতের পর সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "দিদি! তুমি ভাল উপদেশ দিয়াছ। এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া বোধ হয় তুমি কতক পরিমাণে কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ। কিন্তু আমাকে উপদেশ দিলে কি হইবে? কোন উপদেশই আমার হৃদয় স্পর্শ করিবে না।" সেণ্টক্লেয়ারের স্ত্রী মেরি এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এরূপ উপদেশের আমি কোন

প্রয়োজন দেখি না। দাসদাসীদিগের প্রতি আমরা যেরূপ সদাচরণ করি, এ দেশে আর অন্য কেহই তদ্রূপ করে না। আমিও দাসদাসীগণকে অনেক উপদেশ দিয়াছি, ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই ইহাদের আচরণ ভাল হয় না। ইহারা ইচ্ছা করিলে সপ্তাহে গির্জ্জায় যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা পাদরি সাহেবের উপদেশের এক অক্ষরও বুঝে না। আমার কোন কোন দাসদাসী প্রত্যেক রবিবারেই গির্জ্জায় গিয়া থাকে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহারা নিতান্ত নীচ জাতি এবং চিরকাল ঐরূপ থাকিবে। ইহাদের কোনরূপ উন্নতি সম্ভবপর নহে। অফিলিয়া দিদি! আমি এই সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আপনি ত পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই।"

মিস্ অফিলিয়া মেরির কথার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। সেণ্টক্লেয়ার শিস্ দিয়া গান করিতে লাগিলেন। মেরি সেণ্টক্লেয়ারকে শিস্ দিতে দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "সেণ্টক্লেয়ার! তুমি ক্ষান্ত থাক। তুমি জান না যে, আমার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে। এইরূপ শিস্ দিলে আর কি ঘরে থাকিতে পারি?"

সেণ্টক্লেয়ার। আর শিস্ দিব না। বল, তোমার সুখ-শান্তির নিমিত্ত আর কি কি করিতে হইবে? বল আর কি করিব?

মেরি। সেণ্টক্লেয়ার! আমি চাই যে, তুমি আমার দুঃখে একটু দুঃখিত হও, আমার কষ্ট তুমি কখনও বুঝিতে পার না। আমার প্রতি এ জন্মে তোমার কখনও ভালবাসা হবে না।

সেণ্টক্লেয়ার। ও আমার অপবাদকারিণি প্রাণপ্রিয়ে! আমি তোমাকে ভালবাসি না?

মেরি। আমাকে কখনও এরূপ ব'লো না,—এই সকল কথা শুনিতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

সেণ্টক্লেয়ার। তবে আমাকে শিখাইয়া দাও, কিরূপে তোমার সহিত কথা বলিব। সেইরূপ করিব। এবার কেবল তোমাকেই সুখী করিবার জন্ত আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি।

এই সময়ে বাহিরের বারাণ্ডা হইতে হাসির শব্দ শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ার বাহিরে গেলেন। এই সুমিষ্ট হাসিই সেণ্টক্লেয়ারকে জীবিত রাখিয়াছে। এই সুমিষ্ট হাসিই কেবল সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করিত। সেণ্টক্লেয়ার বারাণ্ডায় গেলেন। অফিলিয়াও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। উভয়েই দেখিতে পাইলেন, ইবা টমের ক্রোড়ে বসিয়া আছে। টমের গলদেশে এক ছড়া ফুলের মালা দিয়া ইবা হি হি করিয়া হাসিতেছে। আর বলিতেছে,—"টম্ কাকা! তোমাকে এখন কেমন দেখায়?" টম্ বালক বালিকাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। সে অতিশয় স্নেহ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইবার মুখপানে চাহিয়া একটু একটু হাসিতেছে। অফিলিয়া ইবাকে টমের গলে এরূপ পুষ্পমালা প্রদান করিতে দেখিয়া বলিলেন, "সেণ্টক্লেয়ার? ইবাকে চাকরদের সহিত এরূপ মিশিতে দেওয়া ভাল নহে।"

সেণ্টক্লেয়ার। কেন, তাহাতে দোষ কি? তোমরা ত কুকুরগুলিকে লইয়াও খেলা কর, কুকুরের মুখচুম্বন কর। এই দাসদাসীগুলি কি কুকুর অপেক্ষাও ঘৃণিত বলিয়া মনে কর?

অফিলিয়া। তুমি যাহা বলিলে, ঠিক বটে। কিন্তু দেশাচার অনুসারে এই সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মও এই সংস্কার দূর করিতে পারে না।

সেণ্টক্লেয়ার। তোমাদের উত্তর প্রদেশে দাসত্ব প্রথা না থাকিলেও তোমরা দাসদাসীকে এক প্রকার নীচ জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক। তোমরাও দাসদাসীকে ঘৃণিত কীট পতঙ্গের ন্যায় মনে কর। তোমরা

তাহাদিগের উন্নতি-সাধনের জন্য পাদরি নিযুক্ত কর, কিন্তু তাহাদের শরীর স্পর্শ করিতে যারপরনাই ঘৃণা বোধ কর। দাসদাসীগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত উচ্চপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম তাহাদিগকে ছড়াইয়া দিতেছ। বিড়াল কুকুরকে যদ্রূপ কেহ কেহ টেবিলে আহার করিতে দেয় না, কিন্তু টেবিলের নীচে তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্য ছড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ তোমরাও ইহাদিগকে অপর্য্যাপ্ত আধ্যাত্মিক আহার প্রদান করিতেছ, ইহাদিগকে সমুন্নত করিতেছ। আফ্রিকা প্রদেশে ইহাদের সমুন্নতির জন্য পাদরি প্রেরণ করিতেছ। তোমরা সত্বরই জগৎ উদ্ধার করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অফিলিয়া। সেণ্টক্লেয়ার! আমি স্বীকার করি যে, আমাদের দেশে দাসত্ব প্রথা না থাকিলেও আমরা চাকরদিগের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করি না। এ সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কার রহিয়াছে।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি তোমাদের সে সংস্কার-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল দাসদাসীকে সময়ে সময়ে সন্তান সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে হয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছোট ছোট ছেলে ক্রোড়ে করিলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারে। সেই জন্যই আমি ইবাকে ইহাদের ক্রোড়ে যাইতে নিবারণ করি না।

অফিলিয়া। তোমার ইবার ছোট লোকের প্রতি বড় দয়া। টম্ ইবার বড় প্রিয়পাত্র হইয়াছে। ইবা মনোযোগ পূর্ব্বক টমের গান শুনে। সর্ব্বদা টমের কাছে থাকিতে ভালবাসে। আবার টম্ ইবাকে অত্যন্ত ভালবাসে। ইবা সত্য সত্যই দেবকন্যা। উহাকে দেখিলে সকলের হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। এই দাসত্বপ্রথা-কলুষিত কষ্টকর মরুভূমি সদৃশ দক্ষিণ প্রদেশে ইবা প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

সেণ্টক্লেয়ার! তুমি দাসদাসীদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলে, তাহা শুনিয়া আমার মনে হয় যে, তুমি এক জন সত্য সত্যই ধর্ম্ম-প্রচারক।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি ধর্ম্মপ্রচারক! তোমাদের এদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক ত কখনই নয়। বিশেষতঃ আমি ধর্ম্মের কথা মুখে বলি মাত্র। আমি কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রতিপালন করি না।

অফিলিয়া। ধর্ম্মোপদেশ প্রতিপালন না করিলে মুখে বলিবে কেন?

সেণ্টক্লেয়ার। প্রতিপালন করা বড় কঠিন। মুখে সহজেই বলা যাইতে পারে। দিদি! আমরা শ্রমবিভাগ প্রণালী অবলম্বন করিব! উপদেশ প্রতিপালনের ভার তোমার উপর, মুখে বলিবার ভার আমি গ্রহণ করিলাম।

সেণ্টক্লেয়ারের ঘরে টম্ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। টমের কোন প্রকার কষ্ট রহিল না। ইবা টম্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসিত। সুতরাং টম্ সর্ব্বদা ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সেণ্টক্লেয়ার দাসদাসীদিগকে সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি টম্‌কে ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। টম্ সেই পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক যখন ইবাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইত, তখন অপরিচিত লোকে তাহাকে কার্থেজের লর্ড বিশপ বলিয়া মনে করিত। টম্‌কে অন্য কোন কার্য্য করিতে হইত না। কেবল সময়ে সময়ে অশ্বশালা পরিদর্শন করিতে হইত। এইরূপে টম্ সেণ্টক্লেয়ারের বাড়ীতে কালযাপন করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উপাসনালয়

রবিবার সমাগত হইল। সেণ্টক্লেয়ারের সহধর্ম্মিণী মেরি গির্জ্জায় চলিলেন। মেরি এদিকে অহর্নিশি মনঃকল্পিত রোগে শয্যাগত থাকিলেও প্রত্যেক রবিবার উপাসনালয়ে গমন করিতেন। ভজনালয়ের পাদরি সাহেব এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট। পাদরি সাহেব সর্ব্বদা বলিতেন, "মিসেস্ সেণ্টক্লেয়ার ধর্ম্মজীবনে একটী জীবন্ত আদর্শ! শারীরিক অসুস্থতা, ঝড়, বৃষ্টি, কিছুতেই তাঁহার নিয়মিত ভজনালয়ে গমন নিবারণ করিতে পারে না। তাঁহার প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা তাড়িতের ন্যায় রবিবাসরে তাঁহার এই দুর্ব্বল শরীরে যথেষ্ট বল প্রদান করে।" অদ্য মেরি মণিমুক্তাখচিত কারু কার্য্য বিশিষ্ট রবিবাসরীয় সুচারু পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ভজনালয়ে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভজনালয়ে গমন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বস্ত্রাদি আনিয়া দিতে কোন দাস-দাসীর বিলম্ব হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত নিপতিত হইত। প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা তখন তাড়িতের ন্যায় তাঁহার হস্ত পরিচালন করিত। বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত। অফিলিয়া ও ইবাকে সঙ্গে করিয়া মেরি দ্বিতল গৃহ হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন। ইবা সিঁড়ীর উপর মামীকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে কি: কথা কহিতে লাগিল। মেরি ও অফিলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ইবার বিলম্ব দেখিয়া মেরি বারংবার তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

পাঠক! ইবা, মামীকে কি বলিতেছিল, তাহা শুনিতে তোমার কৌতূহল হইতে পারে। তবে শুন :—

ইবা। মামী! তুমি দিবারাত্রি বড় কষ্ট ভোগ করিতেছ। তোমাকে দেখিলে আমার মনে বড় দুঃখ হয়। তুমি একটুও ঘুমাইতে পার না।

মামী। বাছা! আমার কষ্ট হয় হউক, তুমি তার জন্যে কেঁদ না। আমার আর মাথা উঠাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু তোমারে এরূপ দুঃখিত দেখিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়।

ইবা। মামী! আজ যে গির্জ্জায় যাইতে বিদায় পাইয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। মামী, তুমি আমার এই নাসদানটি লইয়া যাও। মাকে দেখি, মাথা ধরিলে, এই নাসদান নাকের কাছে রাখেন; তাহাতে মাথার বেদনা ছাড়িয়া যায়।

মামী। আমি তোমার এই সোণার নাসদান নিব? এইরূপ সুন্দর নাসদান! কখনও না। বাছা! ঈশ্বর তোমার ভাল করুন। আমায় কি এরূপ নাসদান সাজে?

ইবা। কেন নিবে না? তোমাকে অবশ্যই নিতে হবে। আমার এ নাসদানে কোন প্রয়োজন নাই। তোমার ইহাতে মাথার বেদনা ছাড়িয়া যাইবে। তোমাকে অবশ্য নিতে হইবে।

এই বলিয়া ইবা মামীকে নাসদানটি দিল এবং তাড়াতাড়ি সিঁড়ি হইতে নামিয়া গেল।

মামী। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! আমার প্রতি বাছার কি ভালবাসা! সমুদয় দাসদাসীর প্রতি কি দয়া! বাছাকে পরমেশ্বর কেবল মায়া দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইবা গাড়ীতে আসিয়া উঠিলে তাহার মাতা যারপরনাই রাগান্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরি করিলে কেন?"

ইবা। মা! আমি মামীকে আমার সেই সোণার নাসদানটি দিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়াছিলাম। মামীকে সেই নাসদানটি দিয়াছি।

মেরি। কি! (সমধিক রাগান্ধ হইয়া) সেই সোণার নাসদান মামীকে দিয়াছ? তোমার ভাল মন্দ জ্ঞান হইবে কবে? এখনি যাইয়া নাসদান ফিরাইয়া আন। যাও, যাও, এখনি যাও!

ইবা মাতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। মনে মনে যার পর নাই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। এবং ধীরে ধীরে গাড়ি হইতে নামিল। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "মেরি। ইবাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দাও। যাহা নিজে ভাল বোধ করে, তাহাই করুক।"

মেরি। সেণ্টক্লেয়ার! ইবার কি দশা হইবে, আমি ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সংসারে কিরূপে চলিতে হয়, কি ভাবে থাকিতে হয়, সে তাহার ত কিছুই শিখিল না?

সেণ্টক্লেয়ার। আমার বোধ হয়, এই সংসারের বিষয় না শিখিলেও স্বর্গরাজ্যে কিরূপে চলিতে হয়, তাহা আমাদের দুই জনের অপেক্ষা ইবা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছে। স্বর্গরাজ্যে কিরূপে চলিবে, সে তাহা ত জানে, এ সংসারের বিষয় নাই বা শিখিল!

ইবা তখন তাহার পিতার কাণে কাণে বলিল, "বাবা! মাকে ওরূপ বলিও না। মা ইহাতে বড় বিরক্ত হইবেন। মিস্ অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারকে গাড়ির নিকট দেখিয়া বলিলেন, "অগষ্টিন! তুমি গির্জ্জায় যাইবে না?"

সেণ্টক্লেয়ার। আমি গির্জ্জায় যাইব? এ জন্মে ত নয়।

মেরি। আমার ইচ্ছা হয় যে, অগষ্টিনও আমাদের ন্যায় বরাবর গির্জ্জায় যান। কিন্তু কি বলিব? অগষ্টিনের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব একেবারেই নাই।

অগষ্টিনের হৃদয় একেবারেই ধর্ম্মভাব শূন্য। এ বড় ঘৃণার বিষয়! ধর্ম্মশূন্য মানবজীবন কি ঘৃণিত!

সেণ্টক্লেয়ার। আমি জানি, তোমরা কি জন্য গির্জ্জায় যাইয়া থাক। লোকে তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলে, প্রশংসা করে, সেই জন্যই তোমাদের গির্জ্জায় গমন। আমি যদি কখনও কোন গির্জ্জায় যাই, তবে মামী যে গির্জ্জায় যায়, সেই গির্জ্জায় যাইব। অন্ততঃ সেই গির্জ্জায় গেলে কেহ ঘুমাইতে পারে না। সেই গির্জ্জার পাদরির চীৎকারে প্রায় সকলেই জাগ্রত থাকে। কিন্তু তোমাদের গির্জ্জায় বসিলে সহজেই ঘুম আইসে।

মেরি। কি? মামী যে গির্জ্জায় যায়! সে যে মেথডিষ্টদিগের গির্জ্জা। সেখানে ভয়ানক চীৎকার!

সেণ্টক্লেয়ার। কিন্তু তোমাদের এই নিস্তব্ধ মরুভূমি সদৃশ গির্জ্জা হইতে সেই গির্জ্জাই ভাল। (পরে ইবাকে সম্বোধন করিয়া) বুড়ি তুমিও গির্জ্জায় যাইবে? তুমি ঘরে থাক। আমরা দুই জনে খেলা করিব।

ইবা। বাবা! আমি গির্জ্জায় যাইব।

সেণ্টক্লেয়ার। গির্জ্জায় বসিলে বড় ত্যক্ত বোধ হয় না?

ইবা। বাবা! আমার কিছু ত্যক্ত বোধ হয়, এবং সময়ে সময়ে ঘুম পায়। কিন্তু আমি জাগিয়া থাকিতে চেষ্টা করি।

সেণ্টক্লেয়ার। তবে কেন গির্জ্জায় যাইতেছ?

ইবা। বাবা! পিসিমা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। ঈশ্বর আমাদিগকে বড় ভাল বাসেন। ঈশ্বরই আমাদিগকে সকল দিতেছেন। গির্জ্জায় গিয়া যখন ঈশ্বরের বিষয় ভাবি, তখন ত্যক্ত বোধ হয় না। তখন বরং ভাল বোধ হয়। কেবল পাদরি সাহেবের বক্তৃতার সময় ঘুম পায়।

সেণ্টক্লেয়ার কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সরল বিশ্বাস দর্শনে বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন। কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মা! তুমি গির্জ্জায় যাও। আমার নিমিত্তও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে।"

ইবা। বাবা! আমি ত বরাবরই করি। আমি বরাবর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, "বাবাকে ভাল রাখ, বাবাকে সুখে রাখ।"

এই বলিয়া ইবা গাড়িতে উঠিবামাত্র, গাড়ি গির্জ্জার দিকে চলিল। সেণ্টক্লেয়ার সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। আনন্দাশ্রু তাঁহার দুই চক্ষু হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন—"ইবাঞ্জেলিন! তোমার ইবাঞ্জেলিন নাম সার্থক হইয়াছে। তুমি সত্য সত্যই আমার হৃদয়ে একটী ইবাঞ্জেল (অর্থাৎ স্বর্গীয় দুত) স্বরূপ হইয়া রহিয়াছ।"

গাড়ির মধ্যে বসিয়া মেরী আবার ইবাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বারংবার বলিলেন, "ইবা! দাসীর উপর দয়া প্রকাশ করিতে হয় বলিয়াই কি, তাহাদিগকে ভাই ভগিনীর মত দেখিতে হয়? দাসদাসীকে আমাদের সমশ্রেণী লোকের ন্যায় ব্যবহার করা বড় অন্যায়। এই মামীর যদি কোন রোগ হয়, তবে কি মামীকে তোর নিজের বিছানায় শুইতে দিবি?

ইবা। তাহা হইলে ত আরও ভাল হয়। মামীকে আমার নিজের বিছানায় শুইতে দিলে আমি অনায়াসে সময়ে সময়ে উঠিয়া তাহাকে জল দিতে পারিব, ঔষধ দিতে পারিব। আমি অনেকবার তা মনে করিয়াছি। আর আমার বিছানা, মামীর বিছানা হইতে ভাল। আমার বিছানায় শুইলে মামী সহজে ঘুমাইতে পারিবে।

মেরি ইহার এই কথা শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বারংবার শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার পোড়া কপাল!

মেয়েটার কোন প্রকার বোধ নাই। আমি কি বলিলাম, আর ও কি বুঝিল! আমি কোন্ ভাবে কথাটা বলিলাম, তা ও বুঝিল না। অফিলিয়া দিদি! এ মেয়ে নিয়ে আমার কি উপায় হইবে বল দেখি?

অফিলিয়া। (মনোগত ভাব গোপন করিয়া) ইহার আর কোন সদুপায় দেখি না।

ইবা কিছুক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বালক-বালিকা-দিগের মন দীর্ঘকাল এক অবস্থায় থাকে না। গাড়ি চলিয়া যাইবার সময় রাস্তায় দুই পাশে নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাহার মন পরিবর্ত্তন হইল। তাহার সেই সুচারু মুখকমল আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

মেরি, অফিলিয়া এবং ইবা উপাসনালয় হইতে প্রত্যাগত হইলে আহারের ঘণ্টা পড়িল। সেণ্টক্লেয়ার অফিলিয়া ও মেরিকে লইয়া আহার করিতে বসিলেন। এবং ভজনালয়ে কোন্ বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ হইয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মেরি। পাদরি সাহেবের অদ্যকার উপদেশ বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ঠিক আমার মতের সহিত এই উপদেশটি মিলিয়াছে। সেণ্টক্লেয়ার! তুমি গেলে না, আজ গির্জ্জায় গেলে বিশেষ উপকৃত হইতে। তোমার অবিশ্বাসী অন্তরেও বিশ্বাসের সঞ্চার হইত।

সেণ্টক্লেয়ার। তবে অদ্যকার উপদেশ বুঝি বিশেষ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে হইয়াছে।

মেরি। সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার যেরূপ মত, অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা পাদরি সাহেব ঠিক সেইরূপ মত সপ্রমাণ করিয়াছেন।— "ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে সমুদয় পরিপক্ক করেন।"—বাইবেলের এই বচনের ব্যাখ্যা করিলেন। এই বচন ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি স্পষ্টরূপে প্রতি-পাদন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর কোন কোন ব্যক্তিকে দরিদ্র করিয়াছেন;

সুতরাং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যস্থিত বিভিন্নতা ঐশ্বরিক ব্যাপার। সংসারে কোন কোন লোক প্রভু হইয়া প্রভুত্ব করিবে, আর কতক লোক তাহাদের দাস হইয়া তাহাদিগকে সেবা শুশ্রূষা করিবে। যাহারা ক্রীতদাসদিগের ব্যবস্থা ভাল নয় বলিয়া চীৎকার করে, যাহারা দাসত্ব প্রথার বিরোধী, তাহারা যে ঐশ্বরিক শাসনপ্রণালী বুঝিতে পারে না, পাদরি সাহেব ইহা বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে মানবমণ্ডলীর অধিকারের মধ্যে চিরকাল যে বিভিন্নতা থাকিবে, এবং অসিতাঙ্গগণ অম্লানবদনে শ্বেতাঙ্গদিগের সেবা শুশ্রূষা না করিলে যে তাহাদের পাপ সঞ্চার হয়, তাহাও তিনি সুযুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর, যে সময়ে যাহা ভাল, তাহাই করিতেছেন। সুতরাং দাসত্বপ্রথা যে বর্ত্তমান সময়োপযোগী, তিনি তৎসম্বন্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়াছেন। সেণ্টক্লেয়ার! আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, অদ্যকার উপদেশ শুনিলে, তোমার মনের অনেকটা কুসংস্কার দূর হইত। তুমি বিশেষ শান্তিলাভ করিতে পারিতে।

সেণ্টক্লেয়ার। আমার উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ বসিয়া গির্জ্জায় বক্তৃতা শুনিব, সেই সময়ে ঘরে বসিয়া চুরুট টানিলে আমার মনে বিলক্ষণ শান্তি উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ তোমাদের গির্জ্জায় বসিয়া কেহ চুরুট টানিতে পায় না,—ভয়ানক কষ্ট!

মিস্ অফিলিয়া। পাদরি সাহেব বাইবেলের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তোমারও কি এইরূপ মত? দাসত্ব প্রথা বাইবেল অনুমোদিত বলিয়াই কি তুমিও বিশ্বাস কর?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি বিশ্বাস করিব? আমি এদেশের ধর্ম্মের কোন ধার ধারি না। ধর্ম্মের চতুঃসীমার মধ্যেও কখন যাই নাই। এই দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে যদি আমার মত শুনিতে চাও, তবে আমি তোমাকে স্পষ্টরূপে

বলিতেছি, আমাদের লাভ আছে বলিয়া আমরা দাসত্ব প্রথার সমর্থন করি। দাস না থাকিলে আমাদের করবার চলে না, অর্থ সঞ্চয় হয় না, সুতরাং অনায়াসে সমধিক অর্থ সঞ্চয় হয় বলিয়া আমরা দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিতে কখনও ইচ্ছা করি না।

মেরি। অগষ্টিন! তোমার অন্তরে একেবারে ধর্ম্মভাব নাই। তোমার কথা শুনিলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। ছি! ছি! ছি! এরূপ ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত হৃদয় আর কোথায়ও দেখি নাই।

অগষ্টিন। আমার এই সকল কথা শুনিলে ত হৃদয় স্তম্ভিত হয়। কিন্তু আসল কথা যাহা, তাহাই আমি বলিয়াছি। এই ধার্ম্মিক পাদরি সাহেবরা বলিতেছেন যে, দাসত্ব প্রথা ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই এই দাসত্ব প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগতে দাসত্ব প্রথার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাই এই প্রথার সৃষ্টি। কিন্তু আমি যে দিন অধিক রাত্রি জাগিয়া তাস খেলি, সে দিন কিঞ্চিৎ অধিক ব্রাণ্ডি খাইতে হয়। এইরূপ সমধিক সুরাপান কি ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান নহে? অধিক রাত্রি জাগিলে অধিক ব্রাণ্ডির প্রয়োজন হইবেই হইবে। আবার পাদরি সাহেব বলিয়াছেন, সকল বিষয়েরই উপযুক্ত সময় আছে। উপযুক্ত সময়ে সকল বিষয়ই পরিপক্ক হয়। আমার বোধ হয় যে, সন্ধ্যার সময়ই ব্রাণ্ডি পান করিবার উপযুক্ত সময়। সন্ধ্যা ও ব্রাণ্ডি উভয়ই ঈশ্বরসৃষ্ট। উভয়ের মধ্যে যখন মিল রহিয়াছে, তখন আমি আশা করি যে, পাদরি সাহেব সত্বর এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

অফিলিয়া। অগষ্টিন! তোমার এই সকল ধর্ম্মব্যাখ্যা আমি শুনিতে চাই না। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তোমাদের এই দেশ প্রচলিত দাসত্ব-প্রথাকে কি তুমি ভাল মনে কর? বাইবেল অনুমোদিত বলিয়া মনে কর?

অগষ্টিন। দাসত্বপ্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা আমি কিছু বলিব না। আমার মনের কথা বলিলে তোমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। আমি কিরূপ লোক, তাহা শুনিবে? আমি অপরের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে দোষান্বেষণ করি, কিন্তু নিজের মত কাহাকেও বলি না।

মেরি। অগষ্টিন সর্ব্বদাই এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আসল কথা এই যে, অগষ্টিনের মনে কোনরূপ ধর্ম্মভাব নাই। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব থাকিলে কি মানুষ এরূপ কথা মুখে আনে?

অগষ্টিন। ধর্ম্মভাব! তোমরা গির্জ্জায় কি সত্য সত্যই ধর্ম্মের কথা শুন? সমাজ-প্রচলিত স্বার্থপরতা এবং মনুষ্যের অভ্যস্ত পাপের সঙ্গে বাইবেলের সামঞ্জস্য সংস্থাপনের চেষ্টাই আমাদের দেশ-প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্ম্ম। দেশপ্রচলিত কোন অত্যাচার, অন্যায় ব্যবহার বাইবেলের কথার দ্বারা সমর্থন করিতে পারিলেই সেইরূপ অত্যাচার ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া পড়ে। তোমরা মনুষ্যের অভ্যস্ত পাপকে ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা কর; সুতরাং ধর্ম্মকে অবনত করিতেছ। কিন্তু আমি ধর্ম্মকে অভ্যস্ত পাপ হইতে পৃথক করিয়া, ধর্ম্ম যে অতিশয় দুর্লভ, সহজ-লভ্য নহে, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছি। আমার ধর্ম্ম, স্বর্গীয় ভাব। তোমাদের ধর্ম্ম, মনুষ্যের স্বার্থপরতা মিশ্রিত ব্যবহার।

অফিলিয়া। তবে দাসত্ব প্রথা বাইবেল অনুমোদিত বলিয়া তুমি বিশ্বাস কর না?

অগষ্টিন। যে স্নেহময়ী জননীর প্রতিমূর্ত্তি সতত আমার হৃদয়ে বিরাজিত, বাইবেল তাঁহার বড় প্রিয় পুস্তক ছিল। বাইবেলের প্রতি তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস ছিল; বাইবেল দ্বারা তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যখন দাসত্বপ্রথাকে ঘৃণা করিতেন তখন দাসত্বপ্রথা যে বাইবেল অনুমোদিত, ইহা আমি কখনও স্বীকার করি না।

চিন্তা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, কি ইয়ুরোপ, কি আফ্রিকা, সকল দেশের সামাজিক কার্য্যকলাপের মধ্যেই নানাবিধ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল সমাজ-প্রচলিত নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহারকে যাঁহারা বাইবেল অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন, এই সকল সমাজ-প্রচলিত কুপ্রথাকে যাঁহারা ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সত্য সত্যই আপন আপন হৃদয়স্থিত গাঢ় স্বার্থপরতা নিবন্ধন মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়া রহিয়াছেন। দাসত্ব প্রথা না থাকিলে আমাদের সহজে ধন সঞ্চয় হয় না, আমরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারি না, সুতরাং আত্মসুখের নিমিত্ত দাসত্বপ্রথাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রকার প্রকৃত অবস্থা স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা দাসত্বপ্রথা বাইবেল-অনুমোদিত বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা আমার বিবেচনায় সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন।

মেরি। অগষ্টিন! তুমি নাস্তিক হইয়া উঠিলে নাকি?

অগষ্টিন। যদি কার্পাসের রপ্তানি স্থগিত হয় এবং আমাদের দেশের কার্পাসের মূল্য যদি একেবারে কমিয়া যায়, তবে আর দাসত্বপ্রথার আবশ্যকতা হইবে না। তখন বাইবেলের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এখন বাইবেল অনুসারে দাসত্বপ্রথা ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান। কিন্তু কার্পাসের বাজার সস্তা হইলে দাসদাসীদিগকে আফ্রিকায় পুনঃ প্রেরণ করা একমাত্র ঈশ্বরবাক্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। কার্পাসের মূল্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বাইবেলের মতও পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মেরি। আমি দাসত্বপ্রথা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তোমার ন্যায় আমার মনে ঈদৃশ নাস্তিকতা স্থান পাইতে পারে না।

এই সময় ইবা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেণ্টক্লেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি, তুমি বল দেখি, তোমার পিসীমাদের বাড়ীতে যেরূপ দাসী নাই, সেইরূপ দাস দাসা শূন্য গৃহ তোমার ভাল বোধ হয়, না আমাদের বাড়ীতে যেরূপ অসংখ্য দাস-দাসী রহিয়াছে, তাহাই ভাল বোধ হয় ?

ইবা। বাবা! আমাদের বাড়ীই ভাল।

অগষ্টিন। আমাদের বাড়ী কেন ভাল হইল ?

ইবা। আমাদের বাড়ীতে অনেক লোক আছে, তাহারা সকলেই আমাকে ভালবাসে, আমিও তাহাদিগকে ভালবাসি, তাই আমাদের বাড়ী ভাল।

মেরি। ইবার কেবল ভালবাসা। এ ভালবাসার উপাখ্যান আমি অনেক শুনিয়াছি। এমন নির্ব্বোধ মেয়ে আমি আর দেখি নাই। দাসদাসীর সহিত আমার ভালবাসা।

ইবা। বাবা! এই যে ভালবাসার কথা বলিলাম, এ কি মন্দ কথা বলিয়াছি ?

অগষ্টিন। এ সংসারের লোকে মন্দ বিবেচনা করে। এ সংসারে ভালবাসার কোন আদর নাই। এখন বল দেখি বুড়ি! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

ইবা। বাবা! আমি টমের ঘরে বসিয়া তাহার গান শুনিতেছিলাম।

সেণ্টক্লেয়ার। টমের গান শুনিতেছিলে ?

ইবা। সে বড় ভাল গান করে।

সেণ্টক্লেয়ার। অপেরার গান হইতেও টমের গান ভাল লাগে ?

ইবা। হাঁ বাবা! বড় সুন্দর গান। আমাকে সে তাহার গান শিখাইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। (হাসিতে হাসিতে) টম্ তোমাকে গান শিখাইবে? গান শিখিবার নিমিত্ত ত বেশ শিক্ষক পাইয়াছ!

ইবা। হাঁ বাবা! বড় সুন্দর গান। আমি টমের নিকট আবার বাইবেল পাঠ করি এবং টম্ আমাকে বাইবেলের অর্থ বলিয়া দেয়।

মেরি। (হাসিতে হাসিতে) টম্ বাইবেল শিক্ষা দিবে! হাস্যাস্পদ ব্যাপার!

সেণ্টক্লেয়ার। আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে, টম্ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে বিশেষ উপযুক্ত বটে। ধর্ম্মের নিমিত্ত তাহার বিশেষ ব্যাকুলতা দেখা যায়, এবং তাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। গত কল্য প্রত্যূষে আমার ঘোড়ার আবশ্যক হইলে আমি আস্তে আস্তে টমের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, টম্ চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে। টম্ কি বলিয়া আরাধনা করে, তাহা শুনিতে আমায় বিশেষ কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু এরূপ সরল প্রার্থনা আমি আর কখনও শুনি নাই। অতিশয় ব্যাকুলতার সহিত সে ঈশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিল। সে সময়ে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহাকে সত্য সত্যই এক জন মহাত্মা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি অনেক পাদরিকে প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এইরূপ জীবন্ত বিশ্বাস পরিপূর্ণ প্রার্থনা আর কখনও শুনি নাই।

মেরি। বোধ হয়, তোমার টম্ ভণ্ডামি করিয়াছে। তাহার ভণ্ডামির বিষয় আমি পূর্ব্বেও দুই এক বার শুনিয়াছি। পূর্ব্বে টের পাইয়াছে যে, তুমি গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, তোমাকে ভুলাইবার নিমিত্ত ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছে।

সেণ্টক্লেয়ার। আমার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সে কোন কথাই বলে

নাই। সে অকপটে ঈশ্বরের নিকটে আপন মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। আমার মধ্যে নানাবিধ ঘৃণিত পাপ রহিয়াছে, সেই সকল পাপ যাহাতে দূর হয়, তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে। সুতরাং তাহার ঈদৃশ আচরণ কখনই ভণ্ডামি বলা যাইতে পারে না।

অফিলিয়া। অগষ্টিন! টমের প্রার্থনা যাহাতে পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে তুমি মনোযোগ প্রদান করিবে।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি, আমার সম্বন্ধে তোমার ও টমের বোধ হয় এক প্রকার মত। আচ্ছা, আমি আপন চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিব।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচন চেষ্টা

আমরা এইক্ষণ কিছুকালের নিমিত্ত টমের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক ইলাইজা ও জর্জ্জ, জিম ও তাহার বৃদ্ধ জননীর পলায়ন চেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। যেরূপে ইহারা দাসত্বশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত পাঠক ও পাঠিকাগণের স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিতে পারে।

জর্জ্জ, কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ সাইমন হেলিডে সাহেবের গৃহে পৌছিবা মাত্র, স্বীয় প্রাণপ্রিয়া ইলাইজাকে তথায় দেখিতে পাইয়া যে কি অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে

পারে না। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ইহাদের বিপদাশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। ঈদৃশ বিপন্নাবস্থায় সম্মিলন-সম্ভূত আনন্দ হাস্য পরিহাস দ্বারা প্রকাশিত হয় না। ইলাইজা ও জর্জ্জ সমস্ত দিবস দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সম্মিলন-সম্ভূত আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল। এইরূপ দুঃখের সময় সুখ, বিপদের সময় সম্মিলন, ঈদৃশ যুগপৎ হর্ষবিষাদই মানবমনে ধর্ম্মের ভাব, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব আনয়ন করে। দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর দম্পতীর পরস্পর সম্মিলনে শুদ্ধ কেবল হাসির হী হী রব দ্বারা, রসিকতা পরিপূর্ণ ভাব ভঙ্গী দ্বারা যে আনন্দ প্রকাশিত হয়, সে আনন্দের মধ্যে কোন কবিতা নাই; সে কবিতা পরিশূন্য ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। তদ্দ্বারা কেবল মানব মনের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়; সুখোল্লাসে মনুষ্য তখন সহজেই সেই সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যায়! কিন্তু বিপন্ন দম্পতী ঘোর বিপদ্‌কালে পরস্পরের নিকট পরস্পরের সহানুভূতি ও পরস্পরের হৃদয়ের ভাব যে ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করে, সেই ভাষাই জীবন্ত কবিতা; সেই এক মাত্র হৃদয়ের ভাষা।

প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। জর্জ্জ স্বীয় তনয় হ্যারিকে ক্রোড়ে করিয়া ইলাইজার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের উভয়ের চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুবারি নিপতিত হইতেছিল। ইলাইজার কথার প্রত্যুত্তরে জর্জ্জ বলিল—"ইলাইজা, তুমি যাহা কিছু বলিলে সকলই সত্য। কিন্তু এ পাপ মন বুঝিয়া বুঝে না। তোমার হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ, তাই তুমি প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে সেই মঙ্গল স্বরূপ পুরুষের উপর নির্ভর স্থাপন করিতে পারি না। তোমার হৃদয় স্বর্গ, আমার হৃদয় নরক। তোমার প্রভু-পত্নীর সদাচরণ, সদ্ব্যবহার দ্বারা ও স্নেহ দ্বারা তোমার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সুতরাং ঈশ্বরের ছায়া তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে।

কিন্তু আমার সেই দুরাত্মা মনীবের অত্যাচারে স্বচ্ছ পাষাণ হৃদয় সমধিক কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এ হৃদয় সহজে বিগলিত হয় না। এ হৃদয়ে ঈশ্বরের ছায়া নিপতিত হয় না। হৃদয় বিগলিত হইয়া স্বচ্ছ হইলে তন্মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। এ সত্য সত্যই লৌহ বিনির্ম্মিত হৃদয়। অগ্নি সংস্পর্শে যদ্রূপ স্বর্ণ গলিয়া যায়, সেই প্রকার প্রেমাগ্নি দ্বারাই কেবল মানব-হৃদয় বিগলিত হইতে পারে। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতেছি যে, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে আমি তোমার এই সতুপদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইব। তোমার অকৃত্রিম প্রণয়, তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা নিশ্চয় আমাকে পুনর্জীবিত করিবে। তখনই আমি কেবল ঈশার সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিব। তখনই কেবল এই বাইবেলের কথা আমার মনে ভাল লাগিবে। পরমেশ্বর জানেন যে, আমি সর্ব্বদাই স্বীয় হৃদয়ে পবিত্রভাব পোষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যখন ঘোর অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াছি, তখনও কেবল তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছি। কিন্তু সংসারের অবিচার দর্শনে ঈশ্বরের উপর ক্রমেই নির্ভর স্থাপন করিতে পারি না। আমার ঈদৃশ অবিশ্বাসের ভাব দর্শনে তুমি আর অশ্রুবিসর্জ্জন করিও না। আমি নিশ্চয়ই তোমার উপদেশ পালন করিব। যাহাতে তুমি সুখী হইবে, তাহাই করিব।"

ইলাইজা। জর্জ্জ! তুমি মনের সকল আশঙ্কা দূর কর। বিপদ্‌ভঞ্জন পরমেশ্বর আমাদিগকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে একবার কেনেডা যাইতে পারিলে আমাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। আমাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিবে না। আমি তোমার সকল কার্য্যের সহায়তা করিতে পারি। আমি বস্ত্র ধৌত করিতে পারি। সকল প্রকার বস্ত্রাদি সেলাই করিতে পারি। আমরা

উভয়ে পরস্পরের সহায়তা করিয়া অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

জর্জ্জ। ভরণপোষণের নিমিত্ত আমি কিছুই চিন্তা করি না। এই শিশু সন্তান এবং তোমাকে লইয়া যে স্থানে স্বাধীনতা সহকারে বাস করিতে পারিব, সেই স্থানই আমার স্বর্গ। আমি আর কোন সুখ সম্ভোগ চাই না। কেবল ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, আমাকে যেন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না হয়। আমাদের উভয়ের বক্ষ হইতে যেন এই বালককে কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে। দেখ, এই নরপিশাচ সদৃশ দাসব্যবসায়ীগণ একবার ভাবিয়া দেখে না যে, সন্তানকে মাতাপিতার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন দেশে বিক্রয় করিলে, স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, এই হতভাগ্য দাসদাসীগণের মনে কিরূপ কষ্ট উপস্থিত হয়। আমার স্ত্রী-পুত্রকে আমি আমার বলিতে পারি, এইরূপ অবস্থা হইলে, আমার ঈশ্বরের নিকট আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে না। বিগত পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, তৎসমুদায়ই সেই দুরাত্মা মনীবকে দিয়াছি। আমার নিজের একটি পয়সাও নাই। ঘর নাই, বাড়ী নাই; কিন্তু তজ্জন্য আমি কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ বোধ করি না। আমাকে সেই দুরাত্মা মনীব যে মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল, তাহার সহস্র গুণ মূল্য তাহাকে উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছি। আমার এই শরীর দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে আমি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অনায়াসে তোমার মনীবকে, তোমার ও আমাদের এই সন্তানের যে মূল্য হইবে, তাহা প্রদান করিতে পারিব। ইলাইজা! স্বাধীনতা বড় অমূল্য ধন। কিন্তু চির পরাধীন, স্বাধীনতা কি, তাহা বুঝিতে পারে না। মিষ্টান্ন কখনও যাহার রসনা সংযুক্ত হয় নাই, তাহাকে কি মিষ্টান্নের বিষয় নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিলে তাহার আস্বাদ বুঝিতে

পারে? তাই চির পরাধীন আমরা স্বাধীনতা কি অমূল্য রত্ন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই পলায়িত অবস্থায় স্বাধীন ভাবে যে তোমার সহিত কথা বলিতেছি, ইহাতেও আমার হৃদয় আনন্দরসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এই মুহূর্ত্তের স্বাধীনতা আমাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। পরমেশ্বর করুন, যেন জগতে কোন লোক পরাধীন না থাকে। জগতে যেন কোন জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিতে না হয়।

জর্জ্জ এবং ইলাইজা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহার বাহিরে গোলমাল শুনিয়া তাহারা চমকিয়া উঠিল। প্রকোষ্ঠ দ্বারে ঘন ঘন আঘাত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ইলাইজা সত্বর সত্বর দ্বার খুলিবামাত্র সাইমন হেলিডে সাহেব অপর একটী লোককে সঙ্গে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাইমন হেলিডের সঙ্গের এই ব্যক্তির নাম ফিনিয়াস। এ ব্যক্তি সম্প্রতি এই দাসত্ব প্রথা বিরোধী কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ দলে মিশিয়াছে। ইহাকে দেখিলে অতি দীর্ঘকায় পুরুষ, মুখের ভাবভঙ্গীতে বিশেষ কার্য্যদক্ষ, সুচতুর এবং সংগ্রাম-প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। সাইমন হেলিডের ন্যায় ইহার মুখমণ্ডলে কোন প্রশান্ত ভাব পরিলক্ষিত হইল না। সাইমন হেলিডে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক জর্জ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জর্জ্জ, বড় বিপদ্ উপস্থিত! তোমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ধৃতকারী নিযুক্ত হইয়াছে। তোমাদের ধৃতকারীদিগের কোন কোন কথাবার্ত্তা ফিনিয়াস শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন। এই বিষয় সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অতএব ফিনিয়াস যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ কর।" সাইমন হেলিডের বাক্যাবসানে ফিনিয়াস বলিতে লাগিল যে, "গত রাত্রে আমি সুদূরে এক পান্থশালায় শয়ন করিয়াছিলাম। যে প্রকোষ্ঠে আমি

নিদ্রা যাইতেছিলাম, তাহার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কতকগুলি লোক সুরাপান করিতেছিল এবং নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা তোমাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তোমরা যে এই দাসত্ব প্রথাবিরোধী কোয়েকার সম্প্রদায়দিগের পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছ, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পলাতক দাসদাসীগণ সেই কোয়েকারদিগের পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছে। অতএব সত্বর সত্বর তাহাদিগকে ধৃত করিয়া সেই যুবা পুরুষটাকে কেণ্টাকি প্রদেশে তাহার মনীবের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। তাহার মনীব নিশ্চয়ই এবার তাহার প্রাণবধ করিবে। এইরূপ উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিলে ক্রীত দাসদাসীগণ আর পলায়নের চেষ্টা করিবে না। কিন্তু সেই যুবাপুরুষের ছেলেটাকে যে দাস ব্যবসায়ী খরিদ করিয়াছিল, তাহাকে দিলে তাহার প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইতে পারিব এবং সেই যুবকের স্ত্রীকে দক্ষিণ প্রদেশে বিক্রয় করিয়া অনায়াসে ১৬০০ কি ১৭০০ টাকা লাভ করিতে পারিব। সেই স্ত্রীলোকটা বড়ই সুন্দরী। আর জিম এবং তাহার মাতাকে তাহাদের পূর্ব্ব মনীবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলে সে অবশ্যই আমাদিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিবে।' এই ব্যক্তির কথার আভাসে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, দুই জন পুলিস কনষ্টেবল তাহাদিগের সঙ্গে আছে, এবং তোমাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর এক জন দেখিতে খর্ব্বাকৃতি। সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আইন ব্যবসায়ী হইবে। আদালতের কাজ কর্ম্ম বিলক্ষণ জানে। সে স্থির করিয়াছে, আদালতে যাইয়া এইরূপ মিথ্যা জবানবন্দি দিবে যে, ইলাইজা তাহারই ক্রীত দাসী। পরে তাহার এই জবানবন্দি অনুসারে বিচারাদালত ইলাইজাকে তাহার

হস্তে সমর্পণ করিলে, সে দক্ষিণ প্রদেশে ইহাকে বিক্রয় করিবে। পুলিস কনষ্টেবল ভিন্ন তাহাদিগের সঙ্গে অন্যান্য অনেক লোক রহিয়াছে। আমি এক কাণ খোলা রাখিযা শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছি। ইহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অতি দ্রুতবেগে এখানে চলিয়া আসিয়াছি। অতএব আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তোমরা পলায়নের চেষ্টা কর।”

ফিনিয়াসের এই কথা শ্রবণ করিয়া, এই পলাতক দাস-দাসাগণের মনে যে কিরূপ ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহারা যে কিরূপ নিরাশাসাগরে নিমগ্ন হইল, তাহাদের অন্তর যে কিরূপ অস্থির হইয়া পাড়িল, তাহা বাক্যদ্বারা সহজে প্রকাশিত হয় না। কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ সহৃদয়া রমণীগণ এই কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই। সকলে পরস্পরের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। কেহই কোন উপায়ান্তর স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। ইলাইজা ভয় ও ত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে জর্জ্জের স্কন্ধে ভর দিয়া দাড়াইল. এবং স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, “জর্জ্জ! এখন উপায় কি হইবে? একবার সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে স্মরণ কর। তিনিই একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।”

কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্নতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মনে বিপদাশঙ্কা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। যাহারা ভীরু, স্বার্থপরায়ণ এবং নীচাশয়, বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলে তাহারা নিস্তেজ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় অথবা আসামের কুলিদিগের ন্যায় হতাশ্বাস হইয়া পড়ে, বিপদ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে যাহাদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব রহিয়াছে, তেজ আছে, যাহারা অপরের কিংবা আত্মীয় স্বজনের কষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ; বিপদাশঙ্কা তাহাদিগকে সমধিক

নির্ভীক করিয়া তুলে। তখন তাহাদিগের সাহস বীর্য্য সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারা তখন অকুতোভয় হইয়া একমাত্র সাহসকেই জীবনের সম্বল বলিয়া অবলম্বন করে। জর্জ্জ ভীরু কিংবা স্বার্থ পরায়ণ নহে। আসামের কুলিদিগের ন্যায় একবারে নিস্তেজ নহে। সুতরাং বিপদাশঙ্কা তাহাকে ভীত কিংবা হতাশ্বাস করিয়া তুলিল না। সে আরক্ত-লোচন ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পকেট হইতে রিভলবার ও পিস্তল বাহির করিয়া ইলাইজাকে বলিল, "ভয় নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া এখানে বসিয়া থাক। সমুদয় ধৃতকারীদিগকে এই মুহূর্ত্তে যমালয়ে প্রেরণ করিব। এ সবল বাহু খণ্ড খণ্ড না হইলে, দেহ জীবনশূন্য না হইলে, কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ তোমার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া সে বাহিরে আসিবামাত্র সাইমন হেলিডে সাহেব তাহাকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন জর্জ্জ হেলিডে সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনি পিতার ন্যায় দয়া করিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে আপনার গৃহে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, আপনার বাড়ী আসিয়া ধৃতকারীদিগের সহিত কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইবে। আপনাকেও ঘৃণিত দেশ প্রচলিত আইনানুসারে দণ্ডিত হইতে হইবে। সুতরাং আপনার কোন অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্যই আমি স্থানান্তরে যাইয়া ধৃতকারী-দিগের সহিত সম্মিলিত হইব। জিম এবং আমি কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া এই পাষণ্ডদিগকে এই মুহূর্ত্তেই যমালয়ে প্রেরণ করিব। স্বার্থপরায়ণ, অর্থলোলুপ, ন্যায়ান্যায়জ্ঞানপরিশূন্য পশ্বাচারীদিগের রক্তস্রোতে দেশ ভাসাইয়া দিব। আমার স্ত্রী-পুত্রকে আমার সাক্ষাতে লইয়া যাইবে, এইরূপ অত্যাচার কি মানুষ কখন সহ্য করিতে পারে?"

সাইমন হেলিডে জর্জ্জের কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"বাছা! এ পথ অবলম্বন করিও না। আমার বিবেচনায় অবস্থানুসারে উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেই ভাল হয়।"

জর্জ্জ। পিতা! আপনাকে কোন প্রকারে এই দুর্ঘটনার মধ্যে লিপ্ত হইতে না হয়, তজ্জন্যই আমি এই পথ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি।

এই কথা শুনিয়া ফিনিয়াস বলিল, "ভাই জর্জ্জ! তুমি ত রাস্তা চিনিতে পারিবে না। তোমার গাড়ী কে চালাইবে? আমি সে রাস্তা চিনি। আমাকে সঙ্গে করিয়া নিবে না?"

জর্জ্জ। ফিনিয়াস! আপনাকেও আমি এইরূপ দুর্ঘটনার মধ্যে লিপ্ত হইতে পরামর্শ দিতে পারি না। ইহাতে আপনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারেন।

ফিনিয়াস ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিল, "এ সংসারে কি কোথাও বিপদ্ আছে? ভাই! বিপদ্ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না। যখন বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে বলিয়া দিবে যে, বিপদ্ আসিল। কেহ বলে, মৃত্যুই বিপদ্। কেহ বলে কারারুদ্ধাবস্থা বিপদ্। কিন্তু ইহার কোন অবস্থার মধ্যে কিছু বিপদ্ দেখিতে পাই না।"

সাইমন হেলিডে। জর্জ্জ! তুমি আমার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য কর। এই প্রকার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যুবকগণ সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

জর্জ্জ। আমি ধৃতকারীদিগের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিব না। আমি তাহাদিগকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিব যে, স্ত্রী-পুত্র সহ তাহারা আমাকে নির্ব্বিবাদে এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে দিবে কি না? কিন্তু এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কোন বাধা দিতে হইলে আমি তৎক্ষণাৎ এই অস্ত্রাঘাতে তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিব।

তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিলে আমার হৃদয় হইতে মাতা ও ভগিনীর বিচ্ছেদ যাতনা দূর হইবে।

মাতা ও ভগিনীর কথা স্মরণ হইবামাত্র জর্জ্জের দুই চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুবিসর্জ্জন হইতে লাগিল। তখন উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "পিতা সাইমন! দুঃখের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। তাঁহাকে আমার সেই দুরাত্মা মনীব দক্ষিণ প্রদেশে বিক্রয় করিয়াছে। আবার আমার স্ত্রী-পুত্রকে আমার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে বিক্রয় করিতে চাহে। এইরূপ আচরণ কি কখন সহ্য হয়? পরমেশ্বর যখন এই সবল বাহু আমাকে প্রদান করিয়াছেন, তখন এই বাহুদ্বয় স্ত্রী পুত্রের রক্ষার্থে ব্যবহৃত না হইলে বৃথা এ বাহুদ্বয়, বৃথা এ জীবন, বৃথা আমার মানব জন্ম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ জীবন থাকিতে, এ দেহে প্রাণ থাকিতে আমার স্ত্রী-পুত্রকে আমা হইতে কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। পিতা সাইমন! আপনি কি আমার বর্ত্তমান আচরণ দূষণীয় বলিয়া মনে করেন?"

সাইমন হেলিডে বলিলেন, "না, না, জর্জ্জ! আমি কখনও তোমার এইরূপ আচরণ দূষণীয় বলিয়া মনে করি না। নরপিশাচ সদৃশ স্বার্থপরায়ণ শ্বেতাঙ্গভ্রাতৃগণ ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর এমন লোক নাই, যে তোমার আচরণ দূষণীয় বলিয়া মনে করিতে পারে। দুর্ব্বল মানবাত্মা এইরূপ অত্যাচারে নিপীড়িত হইলে, এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলে কি আর সহিষ্ণুতাবলম্বন করিতে পারে; ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে? শুদ্ধ কেবল নিজের উপর অত্যাচার হইলে মানুষ ঈশার ক্রুশের দিক্ চাহিয়া অকাতরে সেই অত্যাচার সহ্য করিতে পারে; কিন্তু আত্মীয় স্বজনের উপর, প্রতিবেশীর উপর ঈদৃশ অত্যাচার দেখিলে সেই শান্ত-

প্রকৃতি মহর্ষি ঈশাও বোধ হয় অস্ত্রধারণ করিতেন। ধিক্ এই পাপ ও অত্যাচার পরিপূর্ণ সংসার! কিন্তু সহস্রবার ধিক্ সেই পাষণ্ডগণকে, যাহাদিগের স্বার্থপরতা ও অর্থতৃষ্ণা নিবন্ধন সংসার পাপ ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।”

ফিনিয়াস এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সাইমন হেলিডে সাহেবের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র সে জাহাজের পালের ন্যায় আপনার সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, “ভাই জর্জ্জ! আমার এই বাহুদ্বয়ও কিঞ্চিৎ সবল বলিয়া বোধ হয়। তোমার সঙ্গে কাহারও বিবাদ হইলে এই বাহুদ্বয় বোধ হয় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিবে না।” সাইমন হেলিডে ফিনিয়াসের কথা শুনিয়া বলিলেন, “ফিনিয়াস! জর্জ্জ যেরূপ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃই তাহার মনে এইরূপ বৈরনির্য্যাতন ভাব সমুপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তুমি বরং ক্ষান্ত থাক। অত্যাচার প্রপীড়িত ভ্রাতা ভগিনীর সাহায্যার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। এবং অত্যাচারের যদি কখন অবরোধ করিতে হয়, তবে এইরূপ অবস্থায় করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়স্থ ধর্ম্মশিক্ষকগণ এই বিষয় সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট মতাবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কোন অবস্থায়ই মনুষ্যের ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা শ্রেয়ঃ নহে। ক্রোধ ও বিদ্বেষের ভাব মানব মনের বিকার বিশেষ। অত্যাচারের অবরোধ করিতে হইলে কখন রিপুপরবশ হইয়া কার্য্য করিবে না। ক্রোধের বশীভূত হইলে মনুষ্য অনেক স্থলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সকল অবস্থায়ই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপনপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে। এইক্ষণ স্থিরচিত্তে চিন্তা কর, কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।”

সাইমন হেলিডের এই উপদেশ শ্রবণে ফিনিয়াসের মন বড় পরিবর্ত্তিত হইল না। কিন্তু তথাচ সে আপন প্রচণ্ড প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফিনিয়াস এক জন ভীম প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক; অতিশয় সংগ্রামপ্রিয়। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে একবার প্রবেশ করিলে সে কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকে। বিপদ্‌ কাহাকে বলে, তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। বস্তুতঃ শরীরে কেবল বল থাকিলেই যে, লোক যুদ্ধ করিতে পারে, তাহা নহে। সংগ্রামক্ষেত্রে মানসিক বলেরই বিশেষ আবশ্যক। যে মৃত্যুকে ভয় করে, সে কখন সংগ্রামক্ষেত্রের উপযুক্ত নহে। সে কখন দেবদুর্ল্লভ বীর নামে পরিচিত হইতে পারে না। ফিনিয়াস মৃত্যুকে কখন ভয় করিত না। কিন্তু সম্প্রতি তাহার সেই পূর্ব্বের দুর্দ্দম ভীম প্রকৃতি কিঞ্চিৎ সাম্যভাবাবলম্বন করিয়াছে। প্রেমাগ্নি সংস্পর্শে লৌহমণ্ডিত কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ কোন একটী সুশিক্ষিতা ও সহৃদয়া যুবতীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হওয়ার পর ফিনিয়াসের হৃদয়-মন প্রশান্ত ভাবাবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এদিকে আবার উপচিকীর্ষাবৃত্তি বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখনও ফিনিয়াস পরোপকারার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিবাদ কলহের মধ্যে প্রবেশ করিত, এইক্ষণ আর তাহার সেইরূপ ভাব নাই। স্বীয় প্রণয়িনীর প্রশান্ত মুখকমল স্মৃতিপথারূঢ় হইলেই ফিনিয়াস আপন দুর্দ্দম প্রকৃতি বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত। সে এইক্ষণ সদুপদেশের নিকট স্বীয় মস্তক অবনত করে। জ্ঞানী ও সাধুদিগের বাক্য শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে। ফিনিয়াসকে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সাইমনের সহধর্ম্মিণী বৃদ্ধা রাচেল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ফিনিয়াসকে তাহার অভিপ্রেত কার্য্য হইতে কি

কেহ বিরত করিতে পারিত? কিন্তু সম্প্রতি তাহার হৃদয় অতি পবিত্র স্থানে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহার দুর্দ্দম মন এইক্ষণ বন্দী স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে।” রাচেলের বাক্যাবসানে জর্জ্জ বলিল, “পিতা সাইমন! যদি ধৃতকারীদিগের নিকট যাইয়া সম্মিলিত হইতে আপনি নিষেধ করেন, তবে এইক্ষণ তো এই স্থান হইতে পলায়ন ভিন্ন আর উপায়ান্তর দেখি না! সত্বর পলায়ন না করিলে আর রক্ষা নাই।”

ফিনিয়াস। জর্জ্জ, তুমি ভালই বলিয়াছ। এইক্ষণ এই স্থান পরিত্যাগ করিলে ধৃতকারিগণ তোমাদিগকে ধরিতে পারিবে না। আমি দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিয়াছি। তাহারা আজ প্রাতে তোমাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে। সুতরাং এই স্থান হইতে এখন পলায়ন করিলে তাহারা আমাদিগের চারি ক্রোশ পথ পশ্চাতে থাকিবে। আমি সত্বর সত্বর মাইকেল ক্রশকে ডাকিয়া আনি। ক্রশকে আমাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে অশ্বারোহণে যাইতে বলিব। সে পশ্চাতে থাকিয়া ধৃতকারীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। আমরা কয়েকজন গাড়ীতে অগ্রে চলিব।

এই বলিয়া ফিনিয়াস মাইকেল ক্রশকে নিয়া আসিবার জন্য চলিয়া গেলে সাইমন হেলিডে সাহেব জর্জ্জকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “জর্জ্জ! ফিনিয়াস এক জন বিলক্ষণ সুচতুর এবং কার্য্যদক্ষ। তুমি ইহারই পরামর্শ অনুসারে চলিবে। ফিনিয়াসের প্রাণ থাকিতে তোমাদিগের কোন বিপদাশঙ্কা নাই।”

জর্জ্জ। পিতা সাইমন! আমার মনে বড় আশঙ্কা হইতেছে যে, আমাদের নিমিত্ত আপনাকে আবার বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

সাইমন বলিলেন, “আমাদের বিপদের জন্য তুমি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও

চিন্তা করিও না। আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে, বিবেকের আদেশানুসারে এইরূপ ব্রতাবলম্বন করিয়াছি। আমাদের এই দেশ-প্রচলিত ঘৃণিত আইনানুসারে পশ্বাচারী শ্বেতাঙ্গ পরিচারকদিগের বিচারে দণ্ডিত হইলেও আমরা কোন লজ্জা বোধ করি না।” সাইমন আবার স্বীয় জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “মা! তুমি সত্বর সত্বর ইহাদের আহারের আয়োজন কর। আমার গৃহ হইতে ইহাদিগকে যেন উপবাসী অবস্থায় যাইতে না হয়।” বৃদ্ধা রাচেল স্বীয় সন্তানগণকে সঙ্গে করিয়া অতি সত্বর সত্বর আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন! এদিকে গাড়ী প্রস্তুত হইতে লাগিল। গৃহ হইতে সকলে চলিয়া গেলে পর জর্জ্জ ইলাইজার গলদেশে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, “ইলাইজা! যাহাদের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, বাড়ী আছে, ঘর আছে, অর্থ আছে, সম্পত্তি আছে, তাহারা হয় ত স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদিগের ন্যায় কষ্ট ভোগ করে না। তাহাদের ভালবাসার অনেক সামগ্রী রহিয়াছে, অনেক বিষয় আছে; কিন্তু তুমি এবং এই সন্তান ভিন্ন আমার এ সংসারে আর কি আছে? তোমাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আমার সেই চির-দুঃখিনী মাতা ও ভগ্নী ভিন্ন এ সংসারে যে আর আমাকে ভালবাসে এমন কেহ ছিল না। কিন্তু তাহাদিগকেও কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইব? যে দিবস প্রাতঃকালে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এমিলিকে দক্ষিণ প্রদেশীয় বণিক্ ক্রয় করিয়া লইয়া গেল, সে দিনের কষ্ট মনে হইলে আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে। আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। আমি সেই দুরাত্মা মনীবের গৃহের অনাবৃত বারান্দায় মাটিতে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন; দিবসে যে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতাম, রাত্রে তাহাই আমার এক মাত্র

শয্যা ছিল। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে জাগ্রত করিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম। তখন তিনি অতি করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'জর্জ্জ! তুমিই আমাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এই বাল্যাবস্থায় তোমাকে সমুদয় আত্মীয় স্বজন বিহীন হইয়া এই নিষ্ঠুর মনীবের গৃহে একাকী অবস্থিতি করিতে হইল। এ সংসারে তোমার আর কোন বন্ধু-বান্ধব রহিল না। আমি যে এত দিন তোমার নিকটে ছিলাম, আমাকেও আজ জন্মের মত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। বাছা! আমাকে দক্ষিণ দেশীয় বণিকের নিকট মনীব বিক্রয় করিয়াছে। জানি না, এ জীবনে আমাদিগকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। এ জীবনে যে আর তোমাকে দেখিতে পাইব, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।' এই বলিয়া এমিলি আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমিও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ইলাইজা! অষ্টাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, এমিলির সেই স্নেহপরিপূর্ণ বাক্যগুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপ স্নেহপরিপূর্ণ বাক্য আর কথনও শুনিতে পাই নাই। ইহার পর মনীবের নিষ্ঠুরাচরণে আমার হৃদয় যেন পরিশুষ্ক হইতে লাগিল। আমি জীবন্মৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলাম। কিন্তু তোমার সম্মিলনে আবার আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছি, তোমার অকৃত্রিম প্রণয়, তোমার পবিত্র সহবাস, আমার মৃত শরীরে জীবন দান করিয়াছে। এখন তোমাকে আবার আমার সঙ্গ ছাড়া করিতে চাহে। তোমাকে আমার সাক্ষাতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে চাহে। এ জীবন থাকিতে তোমাকে কি লইয়া যাইতে দিব? এই শ্বেতাঙ্গদিগের অত্যাচার হইতে যদি স্ত্রীকেই রক্ষা করিতে না পারি, সন্তানকেই রক্ষা করিতে না পারি, তবে এ জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। এ জীবনে কি ফল? কি

জন্য আমি জীবন ধারণ করিতেছি? এইরূপ অত্যাচারনিপীড়িত জীবনে কি কোন সুখ আছে, না কোন শান্তি আছে? প্রাণের ইলাইজা! জন্মের মতন বিদায় দাও। আমি এই দুরাচারদিগের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, ইহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া হৃদয় হইতে মাতৃবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃভগিনীবিচ্ছেদ দুঃখ দূর করি। আর সহ্য হয় না। কত সহ্য করিব? দুঃখের উপর দুঃখ, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। এ জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।"

ইলাইজা জর্জ্জের এই কথা শুনিয়া তাহাকে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া, আপনা আপনি যেমন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে কথা বলে, সেইরূপ বলিয়া উঠিল, "কোথা হে অনাথশরণ দীনবন্ধু! কাঙ্গালের প্রতি দয়া কর! জগদীশ! চিরদুঃখী সন্তানের দুঃখ বিমোচন কর। পিতা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন নির্ব্বিঘ্নে এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারি।"

জর্জ্জ। পরমেশ্বর কি অত্যাচারীর পক্ষ সমর্থন করেন? তিনি একবারও দেখেন না, কিরূপ ঘোর অত্যাচারে আমরা নিপীড়িত হইতেছি; এই অত্যাচারিগণ সর্ব্বদাই বলিতেছে যে, তাহাদের এই নিষ্ঠুরাচরণ বাইবেল-অনুমোদিত এবং ন্যায়সঙ্গত। ঈশ্বর তাহাদিগের দাসত্ব করিবার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্য সত্যই কি ঈশ্বর ইহাদের দাসত্ব করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন? এই স্বার্থপরায়ণ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য শ্বেতাঙ্গগণ ভজনালয়ে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপাসনা করিতেছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে; কিন্তু যে সকল নিরীহ-প্রকৃতি দাস-দাসীগণ সত্য সত্যই ঈশার সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে, যাহারা অসিতাঙ্গ হইলেও স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব, পবিত্রতার ভাব সর্ব্বদা পোষণ করিতেছে, তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতেছে, তাহাদিগকে স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

স্থানে স্থানে বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের ক্রন্দনে গগন পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহাদের অশ্রুজলে দেশ প্লাবিত হইতেছে, অথচ ঈশ্বর ইহার কিছুই বিচার করেন না। এই নিরাশ্রয় দাসদাসীগণের দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন জুটে না, কিন্তু অত্যাচারিগণ নানাবিধ ধনসম্পত্তি ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছে, অট্টালিকায় বাস করিতেছে। ইহা কি ঈশ্বর দেখিয়াও দেখেন না! হা পরমেশ্বর, হা বিধাতা পুরুষ! তুমি কি এ সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছ? তুমি আছ ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলে, একবার তোমাকে দেখিতে পাইলে তোমারই দ্বারে যাইয়া এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম। তোমার দ্বারে এই স্ত্রী-পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়া অত্যাচারের আক্রমণ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতাম।

রন্ধন শালায় বসিয়া সাইমন হেলিডে জর্জ্জের এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট চলিয়া আসিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বাছা জর্জ্জ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমার কথা শোন। ঈশ্বর পরম ন্যায়বান্। সংসারে মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়া আমরা কি ভাল, কি মন্দ, তাহা বুঝিতে পারি না। সংসারে যে সকল ঐশ্বর্য্যশালী লোক ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, বিষয়মদে প্রমত্ত হইয়া, অপরের উপর অন্যায় আচরণ করিতেছে, অথবা প্রভুত্ব সংস্থাপন জন্য নানাবিধ অবৈধ উপায়ালম্বন করিতেছে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। এ সংসারে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। তাহাদের অন্তরাত্মা যেরূপ অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের প্রকৃতাবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহা যদি তুমি দেখিতে পাইতে, তবে আর এবংবিধ ধনসম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত হইতে না। বাছা! হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর করিতে পারিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিতে যে, বিপদ, দুঃখ ও দারিদ্র্যতা সময়ে সময়ে মনুষ্যকে পবিত্র সুখ-শান্তি-সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত করে।

ঐশ্বর্য্যমদে সর্ব্বদাই মনুষ্য গর্ব্বিত হয়, ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায় এবং চরমে দুর্ল্লভ মানব-জীবনের মহত্ব বিনাশ করে। কিন্তু বিপদ্ অনেক স্থলেই ঈশ্বরের দিকে মনুষ্যের চক্ষু উন্মীলিত করে। বৎস! ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, তিনি বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিয়াও অপার সুখ-শান্তি-সম্ভোগ করেন। কিন্তু যেরূপ ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করে, সে ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব কালকূট সদৃশ কার্য্য করিয়া মনুষ্যের জীবনগ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে এবং পরিণামে তাহাদিগকে অকূল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে।"

ভক্তি ও বিশ্বাসের কি চমৎকার শক্তি! সাইমন হেলিডে স্বীয় হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় বিশ্বাস সহকারে জর্জ্জকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তাহার মন ধীরে ধীরে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ উপদেশ জর্জ্জ অন্যান্য খৃষ্টান পাদরিদিগের মুখে অনেক বার শুনিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহার মন কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সে উপদেশ তাহার হৃদয় কখন স্পর্শও করে নাই। বস্তুতঃ উপদেশকের নিজের মনে যদি ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা না থাকে, উপদেশকের প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়স্থিত জীবন্ত বিশ্বাসের ভাব যদি উদ্ভাসিত না হয়, তবে সে উপদেশ কখন কোন কার্য্যকর হয় না। বিশেষতঃ সাইমন হেলিডে এই নিরাশ্রয় দাসদাসীদিগের উপকারার্থ সর্ব্বদা কারাগারে যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। আপন জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও কুণ্ঠিত হয়েন না; সুতরাং এইরূপ ত্যাগস্বীকার, এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহার উপদেশ যে নিশ্চয়ই হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ লোকের উপদেশে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।

ইহার পর রাচেল ইলাইজার হস্তধারণ পূর্ব্বক আহারের প্রকোষ্ঠে

লইয়া গেলেন। সকলে আহার করিতে বসিয়াছেন, এই সময় ইলাইজার পূর্ব্ব পরিচিত রূথ নাম্নী কোয়েকার রমণী দৌড়িয়া আসিয়া ইলাইজার হস্তে কয়েক জোড়া উলের মোজা এবং কতকগুলি আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। এই সহৃদয়া রমণীর সঙ্গে যে ইলাইজার এই স্থানে আসিয়া পরিচয় হইয়াছিল, তাহা এতৎপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রূথ এই সকল জিনিষ ইলাইজার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দিদি! তোমার ছেলের পায়ে মোজা ছিল না দেখিয়া আমি কয়েক দিন হইল এই মোজা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম যে, অদ্যই তোমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে, তাই তাড়াতাড়ি হ্যারির জন্য কয়েকটী পিঠা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। রাস্তায় সময়ে সময়ে ইহাকে কিছু খেতে না দিলে বড় কষ্ট পাইবে।" এই বলিয়া রূথ হ্যারিকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাহার পকেটের মধ্যে কয়েকখানি পিষ্টক রাখিয়া দিলেন। ইলাইজা সজল নয়নে রূথকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ভগিনি! তোমার দয়া ও স্নেহের নিমিত্ত তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম।" আর কোন কথা ইলাইজা বলিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতার আবেগ তাহার কণ্ঠরোধ করিল। রাচেল রূথকে সেই স্থানে বসিয়া একত্রে আহার করিতে বলিলে রূথ অতি ব্যস্ততার সহিত বলিতে লাগিলেন, "মা! এইক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিব না, আমি জনের ক্রোড়ে ছেলে দিয়া এবং উননের উপর ভাত চাপাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আমি বিলম্ব করিলে জনের অনবধানতায় ভাত নষ্ট হইয়া যাইবে। আবার ছেলে কাঁদিলেই জন তাহার মুখে চিনি দিয়া কান্না থামাইতে ঘরের সমুদয় চিনি নষ্ট করিবে।" (জন রূথের স্বামী)। রূথ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ইলাইজা ও তাহার স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

আহারান্তে সকলে গাড়ীতে উঠিল। ইলাইজা এবং জিমের বৃদ্ধা জননী গাড়ীর মধ্যে বসিল। জিম্ ও জর্জ্জ সম্মুখে বসিল। ফিনিয়াস গাড়ীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। জর্জ্জ গাড়ীতে উঠিয়াই জিমের নিকট চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! তোমার বন্দুক তো ঠিক ক'রে রেখেচ। ধৃতকারীদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তখন বন্দুকের আবশ্যক হইবে।" জিম বলিল "সমুদায়ই ঠিক আছে। এ প্রাণ থাকিতে কি আমার বৃদ্ধ মাতাকে নিয়ে যেতে দিব!"

গাড়ী চালাইবার উপক্রম করিলে সাইমন হ্যালিডে বলিলেন, "এখন বিদায় হইলাম। দয়াময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে তোমরা পৌছিতে পারিলেই আমি সুখী হইব। ঈশ্বর তোমাদিগকে নিরাপদে রাখুন।" তখন গাড়ী হইতে ইলাইজা, জিমের মাতা, জিম ও জর্জ্জ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "পিতা সাইমন! পরমেশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন। আপনার মঙ্গল হউক।"

গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া চলিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিয়া কাহারও সহিত কাহারও কথাবার্ত্তা বলিবার বড় সুবিধা ছিল না। গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে কাহারও কথা কেহ সহজে শুনিতে পাইত না। বিশেষতঃ ইহারা অতি নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছিল। হ্যারি ইলাইজার ক্রোড়ে সত্বরই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ইলাইজা ও জিমের মাতার চক্ষে আর নিদ্রা নাই। ভয় ও ত্রাসে তাহারা উভয়েই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু অল্প রাত্রি থাকিতে দেখিতে পাইল যে, গাড়ী প্রায় ৫।৭ ক্রোশ পথ ছাড়াইয়াছে। তখন ক্রমে দুশ্চিন্তা হ্রাস হইতে লাগিল। তখন ইলাইজার একটু নিদ্রার আবেশ হইল। ফিনিয়াস্ সমুদয় রাত্রিই দাঁড়াইয়া রহিল। পথশ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত সে সমস্ত রাত্রি সংগ্রামিক গান গাইতেছিল।

শেষ রাত্রি তিন ঘটিকার সময় পশ্চাৎ হইতে অশ্বের পদ সঞ্চালনের শব্দ জর্জ্জের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিনিয়াসকে এই বিষয় জ্ঞাত করিল। ফিনিয়াস বলিল যে, বোধ হয় মাইকেল ক্রশ অশ্বারোহণে অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে। আবার কিছুকাল থামিয়াই বলিল, "ঠিক ঠিক, মাইকেল ক্রশ। আমি শব্দ শুনিয়াই বুঝিয়াছি যে, ক্রশের ঘোড়ার পায়ের শব্দ। গাড়ী থামাইতে হইবে। দেখি কি খবর নিয়া আসিয়াছে।" তখন জ্যোৎস্না রাত্রি। গাড়ী থামাইলে, দেখিতে পাইল যে এক জন অশ্বারোহী পুরুষ অতি দ্রুতবেগে পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। একটী পাহাড় হইতে নামিয়া সম্মুখস্থ পাহাড়ে উঠিবার সময় সে একবার অদৃশ্য হয়; আবার পাহাড়ের উচ্চ স্থানে উঠিলেই তাহাকে দেখা যায়। অশ্বারোহী নিকটস্থ পাহাড়ে উঠিবামাত্র ফিনিয়াস বলিল, "ভয় নাই, ক্রশই আসিতেছে।" দশ বার মিনিটের মধ্যে ক্রশ গাড়ীর নিকট আসিল। তখন ফিনিয়াস বিশেষ ত্রস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি বল।" ক্রশ বলিল, "ভাই, বড় বিপদ্! প্রায় দশ বার জন লোক সমধিক সুরাপান দ্বারা উন্মত্ত প্রায় হইয়া অশ্বারোহণে বেগে চলিয়া আসিতেছে। ব্যাঘ্রের ন্যায় দন্ত কিড়মিড় করিয়া বলিতেছে যে, আজ নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ধৃত করিব।" ক্রশের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে পশ্চাৎ হইতে অশ্বের পদ সঞ্চালনের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তখন ফিনিয়াস্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার মুখের বল্‌গা ধরিয়া সজোরে গাড়ী টানিতে টানিতে রাস্তা ছাড়াইয়া একটী পাহাড়ের মূলদেশে আনিয়া রাখিল। এই সময়ে ধৃতকারীদিগকে সুস্পষ্টরূপে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতে লাগিল। ইলাইজা চীৎকার পূর্ব্বক স্বীয় সন্তানটীকে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। জিমের বৃদ্ধা জননী

"পরমেশ্বর রক্ষা কর" "ঈশ্বর রক্ষা কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। জর্জ্জ এবং জিম রিভল্‌বার ও পিস্তল হাতে করিয়া নীচে দণ্ডায়মান হইল। ফিনিয়াস ইলাইজার পুত্রকে স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক ইলাইজা ও জিমের বৃদ্ধা জননীর হস্ত ধারণ করিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। এই পাহাড়ের সমুদয় স্থানই ফিনিয়াসের বিশেষ পরিচিত। ইহার শিখর দেশ অতি দুর্গম। সে স্থানে একত্রে অনেক লোক উঠিতে পারে না। এক এক করিয়া উঠিতে হয়। সুতরাং ফিনিয়াস কৌশল করিয়া পূর্ব্বে এই পাহাড়টীর নিকট আনিয়া গাড়ী রাখিয়াছে। স্ত্রীলোক দুইটীকে হাত ধরিয়া পাহাড়ে উঠাইলে পর ফিনিয়াস, জিম ও জর্জ্জকে তাহাদের নিকট আসিতে বলিল, এবং পুনরায় নিজে নীচে যাইয়া ক্রশকে বলিল, "ভাই, তুমি শীঘ্র শীঘ্র গাড়ী লইয়া যাও। নিকটস্থ কোয়েকার পল্লী হইতে আমারিয়া ও তাহার পুত্রগণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।" ক্রশকে এই বলিয়া বিদায় দিয়া নিজে আবার পাহাড়ে উঠিল। জর্জ্জ এবং জিমকে বলিল, "কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছি, এখন বুঝিতে পারিলে তো? এখানে একটী রিভলবার হাতে করিয়া দাঁড়াইলে এক শত লোকের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব। এই শিখর প্রদেশে এক এক করিয়া না উঠিলে অনেক লোক উঠিতে পারিবে না। যে কোন ব্যক্তি উঠিবার চেষ্টা করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার উপর গুলি চালাইয়া দিবে।" জর্জ্জ বলিল, "আপনার সুকৌশল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনি এখন বসুন। আপনার আর এই বিবাদে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কি জানি, যদি এই উপলক্ষে আবার আপনাকেও অনর্থক আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে যে কোন বিপদ্ হয়, তাহা আমি একাকী সহ্য করিব।" ফিনিয়াস হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা

তুমি একাকী যুদ্ধ কর। এখানে দাঁড়াইয়া গুলি চালাইতে পারিলে অধিক লোকের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু ঐ ধৃতকারী লোকেরা কি পরামর্শ করিতেছে। ইহাদিগকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিবে যে, উহারা কি জন্য এখানে আসিয়াছে; এবং কি চাহে। যদি বলে যে, তোমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তবে এই মাত্র বলিবে, যে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। তাহাতে যদি ফিরিয়া যায়, তবে আর বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই।"

ধৃতকারীদিগের মধ্যে পাঠকগণের পূর্ব্ব পরিচিত টম্ লকার ও মার্ক এই দুই জন সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগের পশ্চাতে দুই জন পুলিশ কনষ্টেবল। এতদ্ভিন্ন আর কয়েকটা মাতাল ছিল। তাহাদের মধ্যের একটা মাতাল বলিল, "শালারা বেশ জায়গায় গিয়াছে।"

টম্ লকার। এই পথ দিয়া উঠিয়াছে। আমিও এই পথ দিয়া উঠিব। আজ আর শালারা পলাইতে পারিবে না। লাফ দিয়া নীচে পড়িলে হাড় গুঁড়া গুঁড়া হইবে।

মার্ক। লকার একটু সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে থাক। পাহাড়ের পিছে থেকে বন্দুক ছাড়িলে একেবারে আমাদের প্রাণ বিনাশ করিবে।

টম্ লকার। তুই বেটা কেবল নিজের প্রাণের ভাবনা ভাবিতেছিস্। তোর প্রাণটা ভারি মূল্যবান্! তুই আমার পিছে পিছে আসিতে পারিস্ না! ভয় কি? কালো নিগ্রোগুলি—এই গোলামগুলি আবার গুলি ক'রবে। অসিতাঙ্গ গোলামগুলি কি কখন গুলি চালাইতে পারে, না যুদ্ধ করিতে পারে? এক ধমক দিলে কাঁদিতে কাঁদিতে নামিয়া আসিবে।

মার্ক। না, আমি আমার নিজের প্রাণের চিন্তা করিব না! দুইটা টাকার লোভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব! প্রাণ থাকিলে সকল আছে!

তুমি কালো নিগ্রো ব'লে এত সাহস করিও না। ঐ গোলামের জাতি বন্দুক হাতে পাইলে সময়ে সময়ে যমের ন্যায় যুদ্ধ করে! এক জন কালো গোলাম তিনটা শ্বেতাঙ্গের মাথা ভেঙ্গে দিতে পারে।

এই সময়ে জর্জ্জ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া ধৃতকারিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক অতিশয় ধীরে ও গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আপনারা কে? এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছেন? আমাদিগের নিকট কি চান্?"

লকার। আমরা কয়েক জন পলাতক দাসদাসীকে ধৃত করিতে আসিয়াছি। জর্জ্জ হ্যারিস, ইলাইজা হ্যারিস্ এবং তাহাদের পুত্র; আর জিম সেল্ডন্ ও তাহার মাতা, এই কয়েক জন দাসদাসীকে ধৃত করিব। আমাদের সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা সহিত পুলিশ আসিয়াছে। এখন বুঝিতে পারিলে কি জন্য আসিয়াছি? তুমি না সেই জর্জ্জ হ্যারিস, কেণ্টাকি প্রদেশস্থ শেল্বি পরগণার হ্যারিস্ সাহেবের ক্রীত গোলাম?

জর্জ্জ। আমার নাম জর্জ্জ হ্যারিস। কেণ্টাকি প্রদেশের হ্যারিস নামক এক ব্যক্তি আমাকে তাহার ক্রীতদাস বলিয়া, তাহার সম্পত্তি বলিয়া দাবী করে। কিন্তু আমি কাহারও সম্পত্তি নহি। আমি স্বাধীন, পরমেশ্বরের রাজ্যে স্বাধীনতা সহ বিচরণ করিতেছি। আমার স্ত্রী পুত্রের উপর কাহারও কোন অধিকার নাই। জিম সেল্ডন এবং তাহার মাতা এখানে আছেন। তাঁহাদের উপরও কাহারো কোন অধিকার নাই! আমাদের আত্মরক্ষার্থ ঈশ্বর আমাদিগকে এই সবল বাহু প্রদান করিয়াছেন। তোমরা যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদিগের নিকট আসিতে পার। আমাদিগকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে এই পাহাড়ে উঠিতে উদ্যত হইলে নিশ্চয় তোমাদের প্রাণ বিনাশ করিব।

জর্জ্জের এই কথা শুনিয়া ধৃতকারীদিগের মধ্য হইতে মার্ক বলিল,

"তোমরা সত্বর সত্বর নীচে নেমে এসো। এই দেখ পুলিশ কনষ্টেবল। আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আইনানুসারে আমাদের তোমাদিগকে ধৃত করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। আইনের কাছে এইরূপ কথা খাটে না। অতএব কোন জোর-জবর না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র আমাদের নিকট নেমে এসো।"

জর্জ্জ। তোমরা যে আইনের আশ্রয় নিয়াছ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি ; আইন যে কেবল তোমাদের পক্ষই সমর্থন করে, তাহা অনেক দিন হইতে জানিয়াছি। তোমাদের ইচ্ছা যে, আমার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিয়া নব অর্লিন্সে বিক্রয় করিবে, আমার পুত্রকে নিয়া মেষশাবকের ন্যায় খোঁয়াড়ে রাখিবে, এবং জিম ও তাহার মাতাকে তাহাদের সেই নিষ্ঠুর মনীবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবে, তাহাদের সেই মনীব পদাঘাতে এই বৃদ্ধার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে এবং ইহার সাক্ষাতে ইহার পুত্র জিমের প্রাণবধ করিবে। এই ত তোমাদের অভিপ্রায়! তবে আমার কথা শোন্—তোরা খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছিস্, অথচ তোদের ব্যবহার পিশাচ সদৃশ। ধিক্ তোদের দেশ-প্রচলিত আইন! এইরূপ জঘন্য পক্ষপাতিত্ব পরিপূর্ণ আইন আমি সহস্রবার পদতলে দলন করি। তোদের দেশীয় আইন আমি মানি না। তোদের এ দেশকে আমি নরক বলিয়া মনে করি। তাই তোদের দেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি। তোদের দেশে যাহারা আইন প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে ধিক্! তোদের দেশে যে সকল বিচারক এই আইন অনুসারে বিচার করে, তাহাদিগকে সহস্রবার ধিক্! তোরা নিতান্ত নীচাশয় জাতি। অর্থ লোভে তোরা সকল প্রকার প্রবঞ্চনা প্রতারণা-মূলক কার্য্য, সকল প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিতেছিস্, তোরা অসহায় কাঙ্গাল গরীবদিগের রক্ত শোষণ করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ কৌশল করিয়া নিত্য নিত্য

নূতন আইন জারি করিতেছিস্, তোদের এই আইনের উদ্দেশ্য কি ন্যায়-সঙ্গত বিচার? না দুর্ব্বল ও অসহায় লোকের ধন সম্পত্তি অপহরণ? তুই মনে করিতেছিস্, এইরূপ আইন আমি মান্য করিব। আমি পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে এখানে দাঁড়াইয়াছি। যে পরমেশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিব। হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু, এই আমার জপ মন্ত্র। মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া যে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, ধিক্ তাহার জীবন। আজীবন আমাদিগকে অসিতাঙ্গ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিস্, আমাদিগের প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিস্। আজ তোদের কত বল, কত বীর্য্য দেখিব।

এই সকল কথা যখন জর্জ্জের মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল, তখন তাহার মুখশ্রী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, সেই আরক্ত নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নি-শিখা নির্গত হইতেছিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, এবং দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কথা বলিবার সময় বোধ হইল, যেন দেশ-প্রচলিত অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে পরমেশ্বরের নিকট বিচার প্রার্থী হইয়া সেই রাজাধিরাজের সিংহাসন সমীপে আবেদন করিতেছে, ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

যদি কোন ইংরাজ যুবক ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় পলায়ন কালে এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিত, তবে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহার নাম মুদ্রিত হইত। জর্জ্জ আফ্রিকাবাসিনী ক্রীতা দাসীর গর্ভজাত সন্তান, তাহার বীরত্ব কি শ্বেতাঙ্গ ইতিহাস লেখক স্বীকার করিবেন? জর্জ্জের ঈদৃশ বাক্য ও মুখের ভাব-ভঙ্গী দর্শনে ধৃতকারিগণ ভীত হইল। বস্তুতঃ সৎসাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সময়ে সময়ে অতিশয় বলবানকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। মার্ক

তখন নির্ভীকতা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। জর্জ্জকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রাণবধ করিলেও প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইতে পারিব। ইহার মৃত শরীর ইহার মনীবকে দিলেই তিনি বিজ্ঞাপনের উল্লিখিত পুরস্কার প্রদান করিবেন। বন্দুকের গুলি জর্জ্জের গাত্রস্পর্শ করিল না, তাহার বাম কর্ণের ধার দিয়া চলিয়া গেল। ইলাইজা তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। জর্জ্জ বলিল, "ইলাইজা! ভয় নাই! ভয় নাই!" ফিনিয়াস অগ্রসর হইয়া জর্জ্জকে বলিল, "এইক্ষণে ইলাইজাকে সান্ত্বনা করিবার সময় নহে। দেখিতেছ না যে, ইহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। সত্বর সত্বর পথ বন্ধ কর।"

জর্জ্জ। জিম! তোমার বন্দুক ত সুসজ্জিত আছে? প্রথমে যে ব্যক্তি উঠিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকে আমি গুলি করিব। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তুমি গুলি চালাইবে। এক জনের উপর দুইবার গুলি চালাইব না।

জিম। তোমার বন্দুকের গুলি যদি প্রথম ব্যক্তির গায়ে না লাগে, তবে কি করিবে?

জর্জ্জ। সে জন্য তুমি কিছু চিন্তা করিও না। আমি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুটাইব, তাহার আর নিস্তার নাই। কিন্তু যাহাতে ইহাদের প্রাণ বিনাশ না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে।

ফিনিয়াস মনে মনে বলিতে লাগিল, জর্জ্জের মধ্যে বিশেষ মহৎভাব আছে।

মার্ক জর্জ্জকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলি চালাইতেছিল, তাহা জর্জ্জের গাত্র স্পর্শ করিল না; তদ্দর্শনে ধৃতকারিগণ কি উপায় অবলম্বন করিবে, তাহাই স্থির করিতেছিল। তখন লকার, "আমি কি এই কালো গোলাম

নিগারদিগকে ভয় করি” এই বলিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। অন্যান্য লোক তাহার পাছে চলিল। কিন্তু কতক দূর উঠিবামাত্র জর্জ্জ টম্ লকারকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িল। বন্দুকের গুলি লকারের বাহুর উপর নিপতিত হইল। কিন্তু এইরূপ আহত হইয়াও সে ফিরিল না। ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন ফিনিয়াস সম্মুখে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের নিম্নদেশে পড়িয়া গেল। এই প্রকার উচ্চস্থান হইতে নীচে পড়িবামাত্র লকার একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তাহার শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত-বিক্ষত হইল। তখন মার্ক কনষ্টেবলদ্বয়কে ডাকিয়া বলিল, “ভাই, তোমরা লকারকে লইয়া এই স্থানে থাক, আমি সত্বর সত্বর অশ্বারোহণে গমন করিয়া আর কয়েক জন কনষ্টেবল লইয়া আসি।” এই বলিয়া মার্ক কোন প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বেগে চলিয়া গেল; পুলিস কনেষ্টবলদ্বয়ের মধ্যে একজন লকারের নিকট আসিয়া বলিল, “লকার, আমাদের সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারিবে?”

লকার। ভাই! চলিয়া যাইতে পারিব কি না বলিতে পারি না। আমাকে একবার ধ’রে উঠাও তো দেখি। এই কোয়েকার শালা না হইলে আমি ইহাদিগকে অনায়াসে ধরিতে পারিতাম।

পরে কনষ্টেবল দুই জন ধরাধরি করিয়া লকারকে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইল। কিন্তু অশ্ব চলিতে না চলিতে লকার আবার অশ্ব হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল। তখন পুলিস কনষ্টেবলদ্বয় ভাবিতে লাগিল যে, আমাদের যাহা কিছু কবুল করিয়াছিল, তাহা যখন পূর্ব্বে আদায় করি নাই, তখন যে আর আদায় করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এই আবার ইহাকে নিয়া সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এ কি আপদ্! এই ভাবিয়া পুলিস কনষ্টেবলদ্বয় টম্ লকারকে সেই স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সে তখন মৃতবৎ ভূমিতলে পড়িয়া রহিল।

ধৃতকারী লোকদিগের মধ্যে টম্ লকার ভিন্ন অপরাপর সকলে চলিয়া গেলে জর্জ্জ, জিম, ইলাইজা, ফিনিয়াস প্রভৃতি সকলেই পাহাড় হইতে নীচে আসিল। এদিকে মাইকেল ক্রশ, ষ্টিফেন আমারিয়া ও অপর দুই জন কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ লোক সঙ্গে করিয়া গাড়ী সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ইলাইজা পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াই বলিতে লাগিল, "দেখ ত এই লোকটী একেবারে মারা পড়িয়াছে না কি? পরমেশ্বর করুন, যেন ইহার মৃত্যু না হয়।"

ফিসিয়াস। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) "অসৎ কর্ম্মের উচিত ফল।" কিন্তু ইহার সঙ্গীয় লোক ইহাকে ফেলিয়া গিয়াছে।

ইলাইজা। এই লোকটী যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। ইহার যন্ত্রণা নিবারণার্থ যাহা হয় কিছু করুন।

জর্জ্জ। অবশ্য ইহার প্রাণরক্ষার্থ কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শত্রুর প্রতি দয়া করা যে নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সঙ্গত, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ফিনিয়াস। ইহাকে আমাদের কোন একটী কোয়েকার পরিবারের মধ্যে নিয়া রাখিব। পরে উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ ও সবল করিতে পারিলে ইহার আপন বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব। ইহাকে এইরূপ দুরবস্থায় রেখে চ'লে গেলে, আমার এমিলি নিশ্চয়ই আমার উপর যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইবেন। দেখি ইহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে!

ফিনিয়াসের নিজের হৃদয় অত্যন্ত দয়াপ্রবণ না হইলেও, তাহার ভাবী সহধর্ম্মিণীকে অসন্তুষ্ট করিতে না হয়, তন্নিমিত্ত তাহাকে টম্ লকারের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিতে হইল। ফিনিয়াস লকারের নিকট যাইয়া তাহার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ফিনিয়াস একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিল। আহত স্থান কিরূপে বাঁধিতে হয় কিরূপে

রক্তস্রোত বন্ধ করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানিত। আপন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া লকারের আহত স্থান বাঁধিতে লাগিল। লকার বলিয়া উঠিল, "মার্ক না কি ?" ফিনিয়াস হাস্ত করিয়া বলিল, "মার্ক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কনষ্টেবলগণও চলিয়া গিয়াছে। আমরা এতক্ষণ তোমার শত্রু ছিলাম; এইক্ষণে তোমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব।"

লকার। আমি বোধ হয় আর বাঁচিব না। শালারা আমাকে ফেলিয়া পালাইয়াছে! মার কথা আজ ফলিল। মা আমাকে বরাবর বলিতেন যে, এই সকল লোক বিপদের সময় পরিত্যাগ করিবে।

জিমের মাতা এই কথা শুনিয়া বলিল, "শুনিলে? ইহার নাকি মা আছে। তাহাঁর যে কত কষ্ট হইবে! পরমেশ্বর, তুমি ইহার জীবন দান কর।" ফিনিয়াস লকারের আহত স্থান আপন রুমাল দিয়া বাঁধিল। তখন লকার বলিল, "তুমি আমায় ধাক্কা মেরে নীচে ফেলিয়াছিলে।" ফিনিয়াস বলিল, "তখন ধাক্কা না মারিলে তুমি সকলের প্রাণবধ করিতে। আর তোমাকে ধাক্কা মারিতে হইবে না; এখন তোমার যাহাতে ভাল হয়, তাহাই করিব। তোমাকে কোন এক কোয়েকার পরিবারের মধ্যে নিয়া রাখিব। তাহারা তোমার যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিবে।" লকার শারীরিক কষ্টে আবার অচৈতন্ত হইয়া পড়িল। তখন সকলে তাহাকে ধরিয়া গাড়ীর মধ্যে শোয়াইয়া রাখিল এবং একে একে সকলে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। জিমের মাতা লকারের মস্তক আপন ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক বসিল। জর্জ্জ ফিনিয়াসকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি অনুমান করেন, এই ব্যক্তি বাঁচিবে?" ফিনিয়াস বলিল, "কিছু ভয় নাই। অধিক রক্তপাত হইয়াছে বলিয়া অচৈতন্ত হইয়াছে! সত্বরই ভাল হইবে।" তখন জর্জ্জ বলিল, "ঈশ্বরকে ধন্তবাদ

দেই যে, আমাদের হস্ত ঈদৃশ নরহত্যা পাপে কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কি করিবেন?" ফিনিয়াস বলিল, "আমাদের কোয়েকার সম্প্রদায়স্থ বৃদ্ধা গ্রাণ্ডয়্যাম ষ্টিফেন বড় সহৃদয়া রমণী। তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে ইহাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিবেন।" ইহার পর এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী আসিয়া একটী সুপরিষ্কৃত বাড়ীর সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। লকারকে ধরিয়া সকলে সেই গৃহের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট শয্যার উপর শয়ন করাইয়া রাখিল। তাহার সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটিই হইল না।

ইলাইজা ও জর্জ্জ প্রভৃতি পলাতক দাসদাসীকে এই স্থানে রাখিয়া আবার টমের বিষয় ইহার পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিব।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃত প্রভুভক্তি

সচ্চরিত্রতা, সাধুতা, সদাচরণ সর্ব্বত্রই সমাদৃত। যাহার হৃদয় ধর্ম্মভাব ও সাধুভাবে পরিপূর্ণ, এ সংসারে তাহার কোন অবস্থায় দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, বিপদ নাই, ভয় নাই। সকলেই তাহাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। বস্তুতঃ সদ্ভাব সংস্পর্শে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। দয়া, স্নেহ, সহৃদয়তা, ত্যাগ স্বীকার এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের নিকট বিশ্বজগৎ চিরকালই পরাজিত। সুতরাং কপটতাপরিশূন্য টমের সরল ব্যবহার সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয় ক্রমে বিগলিত করিল; টম যে দিন দিন সেণ্টক্লেয়ারের

ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেণ্টক্লেয়ারের গৃহকার্য্য মধ্যে কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা ছিল না। তিনি নিজে আয় ব্যয়ের কোন হিসাব রাখিতেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তো প্রায়ই শয্যাগত থাকিতেন। আড্লফ্ নামক তাঁহার প্রধান ভৃত্য অত্যন্ত মাতাল। সে আপন ইচ্ছানুরূপ মনীবের টাকা-কড়ি অত্যন্ত অপব্যয় করিত। কিন্তু টম তাঁহার গৃহে আসিলে পর সেণ্টক্লেয়ার কখন কখন তাহাকে কোন কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। সেই সকল কার্য্য সে এইরূপ বিশ্বস্ত ভাবে সম্পাদন করিত যে, সেণ্টক্লেয়ার তাহার সাধুতা ও প্রভুভক্তি দর্শনে সমস্ত আয়-ব্যয়ের ভার টমের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কোন কার্য্যোপলক্ষে টমের হস্তে টাকা প্রদান কালে তাহা গণনাও করিতেন না। টম ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অনেক টাকা আত্মসাৎ করিতে পারিত, কিন্তু প্রতারণা কি মিথ্যা ব্যবহার টম সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করিত।

টম্ সেণ্টক্লেয়ারকে প্রভু বলিয়া সম্মান করিত। কিন্তু এই সম্মানের ভাব অন্যরূপ ধারণ করিল। টম বৃদ্ধ, সেণ্টক্লেয়ার তরুণ যুবক। টম গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সেণ্টক্লেয়ার লঘুস্বভাব বিশিষ্ট। সুতরাং সেণ্টক্লেয়ারের সম্বন্ধে টমের হৃদয়ে পিতৃবৎসলতার সঞ্চার হইল। টম দেখিতে পাইল যে, সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয় অত্যন্ত দয়াপ্রবণ; কিন্তু তিনি কখন বাইবেল পাঠ করেন না, দিনান্তে কি নিশান্তে ভ্রমেও একবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেন না, কখন ভজনালয়ে গমন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদই রত। তিনি সর্ব্বদা নাট্যশালায় গমন করিতেন। কখন সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট লঘুস্বভাব যুবাদিগের সহিত একত্রে সুরা পান করিয়া একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার এই

ভাব দর্শনে টম মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিত। এইরূপ দয়ালু মনীব, এইরূপ সহৃদয় ও সরল প্রকৃতি যুবক, ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে, উপাসনাশূন্য জীবন যাপন করিতেছে, ইহা দেখিয়া টম যার পর নাই দুঃখিত হইত। প্রত্যেক দিবস টম স্বীয় গৃহে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিত, "হে দয়াময়! তুমি এই সহৃদয় যুবকের হৃদয় পরিবর্ত্তন কর। ইহাকে ধর্ম্মের জন্য, তোমার জন্য পিপাসু কর।"

এক দিন সেণ্টক্লেয়ার অপরিমিত সুরাপানে জ্ঞান শূন্য হইয়া অধিক রাত্রে অত্যন্ত মাতলামী করিতে করিতে গৃহে আসিলেন। টম ও আড্লফ্ তাঁহাকে গাড়ী হইতে ধরিয়া শয্যার উপর রাখিল। আড্লফ্ সেণ্টক্লেয়ারের তদবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু টমের মুখে আর কথা নাই, দুই চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। আড্লফ্ আবার টমের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতে লাগিল। টমের আর সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। সে সমস্ত রাত্রি প্রভুর মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রভাতে সেণ্টক্লেয়ার গাত্রোত্থান করিয়া টমকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবেন বলিয়া ডাকিলেন। টম সজল নয়নে আপন প্রভুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সেণ্টক্লেয়ার টমের হাতে কয়েকটী টাকা দিয়া বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইতে বলিলেন। টম দাঁড়াইয়া রহিল। সেণ্টক্লেয়ার ভাবিলেন, টাকা দিতে হয় ত ভুল হইয়াছে। এই ভাবিয়া টমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টম্! সব ঠিক হয় নাই কি?" টমের মুখে বাক্য নাই। সেণ্টক্লেয়ার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "টম! টাকা দিতে কি ভুল হইয়াছে?" টম বলিল, "আমার বলিতে ভয় করে।"

সেণ্টক্লেয়ার। টম্ কি হইয়াছে? তোমার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন কোন ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। বল না কি হইয়াছে!

টম্। প্রভু! আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। আমি আশা করি যে, প্রভু সকলের সহিত সমান সদ্ব্যবহার করিবেন।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি কি কাহারও প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি? আসল কথা কি বল না? তুমি আমার নিকট কোন বিষয়ে কিছু বলিবে বোধ হয়, এবং তাহারই এই ভূমিকা।

টম্। প্রভু! আপনি আমার প্রতি সর্ব্বদাই সদ্ব্যবহার করিতেছেন। আমার প্রতি কখনও অন্যায় আচরণ করেন নাই। কিন্তু এক জনের প্রতি আপনি ভাল ব্যবহার করেন না।

সেণ্টক্লেয়ার। তবে কাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার হইয়াছে? আমি তোমার কথা বুঝিতে পারি না। সকল ভেঙ্গে বল না।

টম্। গত-রাত্রের ঘটনা আমার মনে হইলে বড় দুঃখ হয়! আপনি সকলের প্রতিই দয়া করিতেছেন, কিন্তু আপনার নিজের উপর বড় নির্দ্দয়!

সেণ্টক্লেয়ার এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার এই কথা?" কিন্তু টম্ অধোমুখে অতি বিনম্র ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। সে তখন জানু পাতিয়া প্রভুর পদতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "প্রভু! এই কথা বলিবার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনি আমাকে বড় দয়া করিতেছেন। আপনার দুঃখে আমার দুঃখ, আপনার সুখে আমার সুখ। কিন্তু আপনি এই ভাবে জীবন যাপন করিলে পরকালে যে আপনার কি অবস্থা হইবে, তাহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় শুকাইয়া যায়।"

টমের ক্রন্দন দর্শনে সেণ্টক্লেয়ারের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। হস্ত ধরিয়া টমকে উঠাইয়া বলিলেন, "টম্! তুমি উঠ; তুমি নিতান্ত

নির্ব্বোধ, তাই আমার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ। আমার মত লোকের জন্য কাহারও ক্রন্দন করিতে হয় না।” কিন্তু টম্ উঠিল না। সে আবার বলিতে লাগিল, “প্রভো! গোলামের একটা কথা রাখুন।” *

কোমলহৃদয় সেণ্টক্লেয়ার টমকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “টম্! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আর এরূপ সুরাপান করিব না। আর কখন কুসংসর্গে যোগ দিব না। আমি এইরূপ ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই ঘৃণা করিতাম। আমার নিজের চরিত্রকে আমি ঘৃণা করি। আমার নিজের জীবন আমি পাপজীবন বলিয়া মনে করি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আর কুকার্য্য করিব না।” এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার টমকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। টম সেণ্টক্লেয়ারের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিশেষ শান্তি লাভ করিল এবং চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। টম চলিয়া গেলে পর সেণ্টক্লেয়ার একাকী বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি কখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। বস্তুতঃ সেই হইতে সেণ্টক্লেয়ার আর সুরাপান করিতেন না। সেণ্টক্লেয়ারের মন স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত কিংবা কুপ্রবৃত্তিপরবশ ছিল না। বাল্যাবস্থা হইতে তিনি সচ্চরিত্র বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু সংসারের প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়াছিল, সংসারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তিনি কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না। এই লক্ষ্যশূন্য জীবন ঘটনার স্রোত দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। সুতরাং সময় অতিবাহিত করিবার জন্য যখন যেরূপ সংসর্গ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই মিশিতেন এবং আমোদ প্রমোদ করিতেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইরূপ বিনা কষ্টে চলিয়া যাইত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ

সেণ্টক্লেয়ারের ন্যায় ব্যয়ের ভার টমের হস্তে ন্যস্ত হইলে পর তৎসম্বন্ধে বিশেষ শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু গৃহকার্য্যের সুনিয়ম সংস্থাপনার্থ মিস্ অফিলিয়া নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সেণ্টক্লেয়ারের অসংখ্য দাস-দাসী। কিন্তু যে গৃহের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, সেই গৃহে অসংখ্য দাসদাসী থাকিলেও কোন সুবিধা হয় না। প্রত্যেক গৃহ এক একটী বিদ্যালয় স্বরূপ। গৃহিণীরাই এই বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজের অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী শিক্ষকগণ যেমন কিরূপে বালকের মন গঠন করিতে হইবে, কিরূপে তাহাদিগকে কোন একটী নূতন বিষয় বুঝাইয়া দিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে, তাহা অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, কেবল বেত্রাঘাত দ্বারাই শিক্ষা প্রদান করেন, অনেকানেক গৃহিণী ঠাকুরাণীদেরও কার্য্যপ্রণালী ঠিক তদ্রূপ। তাঁহারা চাকর-চাকরাণীদিগকে কিরূপে চালাইতে হইবে, তাহা একেবারেই জানেন না। কিন্তু সর্ব্বদাই চাকর চাকরাণীদের উপর রুষ্ট। সর্ব্বদাই ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকেন। লাভের মধ্যে এই হয় যে, যে গৃহে গৃহিণী ঠাকুরাণী সদা সর্ব্বদা বিরস বদনে বসিয়া থাকেন, সময়ে সময়ে অভিমানে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, সে গৃহ তাঁহার স্বামীর পক্ষে শ্মশান সদৃশ। গৃহিণীর তদ্রূপ অভিমানভারাক্রান্ত সুচারু বদন তাহার হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে না। সুতরাং যুবক-

গণ ইয়ারদিগকে লইয়া সুরাপান দ্বারা নিজ নিজ ক্লান্ত হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করেন। কেহ কেহ এতদপেক্ষা গুরুতর কুকার্য্যে রত হয়েন—গণিকাদিগের সংসর্গে দিনাতিপাত করিয়া সংসার ক্লান্তি দূব কবিতে চেষ্টা করেন। *

আমেরিকার অন্তর্গত দাসত্বপ্রথা-প্রচলিত প্রদেশ সমূহে যে একেবারে ভাল গৃহিণী দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে না। শেলবী সাহেবের মেম এক জন ভাল গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার দাসীগণ তাঁহার চরিত্রের প্রভাবে, তাঁহার সন্তানবৎসলতা দর্শনে বিশেষ সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইলাইজা ও টমের চরিত্রই তাহা বিশেষ সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের সমধর্ম্মিণী মেরী সেরূপ গৃহিণী নহেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এক জন দুরন্ত গুরুমহাশয়। বেত্রাঘাতই তাঁহার একমাত্র শিক্ষাপ্রণালী ছিল। সুতরাং তাঁহার দাসদাসীগণ যে, গৃহের এক প্রকার যন্ত্রণা বিশেষ হইবে, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। মিস্ অফিলিয়া যে বিশেষ কার্য্যদক্ষ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সেণ্টক্লেয়ারের গৃহ রক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া দাস-দাসীদিগের কার্য্যের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের দাসদাসীগণ তাঁহার এইরূপ সুনিয়ম স্থাপন চেষ্টা ও শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। সেণ্টক্লেয়ারের গৃহে এই সকল দাসদাসীগণের কার্য্যকলাপ কোন দিন কেহ পর্য্যবেক্ষণ করিত না; স্বেচ্ছানুসারে তাহারা মনীবের জিনিষপত্র নষ্ট করিত। হয় ত বাসন পরিষ্কার করিবার জন্য তোয়ালিয়া খুঁজিতে সময় নষ্ট হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি মনীবের একখানি ভাল বস্ত্র দ্বারা বাসন পরিষ্কার করিল। অফিলিয়া এইরূপ অন্যায়াচরণ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দাসদাসীগণ মনে করিতে লাগিল যে, মিস্ অফিলিয়ার শাসনে তাহাদের চিরপ্রচলিত পুরুষানুক্রমিক অধিকার লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অফিলিয়া কোন ক্রমেই এই সকল দাসদাসীদিগের কার্য্যকলাপ মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক দিন সেণ্টক্লেয়ারের নিকট নিরাশ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অগষ্টিন! আমি ত আর কোন প্রকার কার্য্যপ্রণালী সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। তোমার এ গৃহে কার্য্যপ্রণালী সংস্থাপন করা বড় কষ্টকর ব্যাপার। এইরূপ কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, ঈদৃশ অনবধানতা, এই জিনিষপত্র অপব্যয় আর কোথাও দেখি নাই।" অগষ্টিন বলিলেন, "দিদি! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বটে। কিন্তু ইহার উপায়ান্তর নাই। দেখ, যখন আমাদিগের সুবিধার জন্য কতকগুলি মানুষকে পশুর ন্যায় গৃহের মধ্যে রাখিতে হয়, তখন ইহার ভাল মন্দ সকল প্রকার ফলাফল সহ্য করিতে হইবে। যাহারা ঘোর নিষ্ঠুরতার সহিত ইহাদিগকে বেত্রাঘাত করে, ইহারা তাহাদের নিকট বাধ্য থাকে। কিন্তু সেইরূপ নিষ্ঠুরাচরণে যাহারা কুণ্ঠিত হয়, তাহাদের উপর আবার ইহারাই অত্যাচার করে! এই সকল দাস-দাসীরা জানে, আমি ইহাদিগকে বেত্রাঘাত করিব না; সুতরাং ইহারা আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে। আমিও মনে করিয়াছি, ইহাদের যাহা ইচ্ছা করুক, আর কিছুই বলিব না।"

অফিলিয়া। কিন্তু এইরূপে জিনিষপত্র সমুদয় নষ্ট হইতে দিবে?

অগষ্টিন। দিদি! তোমাদের উত্তর প্রদেশীয় লোকেরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানে। আমি চিরকাল অলস; আমার আহারের সময় দুটী অন্ন পাইলেই হয়। এই সকল বিষয়ে নিয়ম স্থাপন করিতে গিয়া তুমি কেবল অনর্থক ত্যক্ত-বিরক্ত হইবে। উহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দাও।

অফিলিয়া। তোমার ক্ষতি ও অপরিমিত অর্থব্যয় দেখিতেছ না।

অগষ্টিন। তুমি যতটা সাবধান হইতে পার হও; ছোট খাটো অপব্যয়ের খোঁজ লইও না। তাতে বড় লাভ নাই।

অফিলিয়া। আমার ভারি কষ্টবোধ হয়। আমি দেখিতেছি, এই দাসদাসীগুলি ঠিক সাধু স্বভাব নহে। তুমি কি ইহাদিগকে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া মনে কর?

অফিলিয়া নিতান্ত চিন্তিত ভাবে এই গম্ভীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ার একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দিদি! এরা ত সাধু হইতে পারে না। ঠিক সাধু নয় বলিতেছ? তা'ত নয়ই। কেনই হইবে, কিরূপেই বা হইবে?"

অফিলিয়া। তুমি কেন ইহাদিগকে সৎশিক্ষা দাও না?

অগষ্টিন। আমি সৎশিক্ষা দিব? আমি কি রকম সৎশিক্ষা দিব মনে করিতেছ? সৎশিক্ষা দানের উপযুক্ত লোকই নির্ব্বাচন করিয়াছ। মেরীর যথেষ্ট শক্তি আছে। তাহার হস্তে দাসদাসীদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইলে সমুদায় দাসদাসীদের রক্তস্রোতে বাড়ী ভাসাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের প্রবঞ্চনা দোষ দূর করিতে পারিবে না।

অফিলিয়া। তবে দাসদাসীদিগের মধ্যে কেহই কি সম্পূর্ণ সাধু হয় না?

অগষ্টিন। কদাচিৎ দুই একটি হইয়া থাকে। সেইরূপ সত্যবাদী লোককে বিধাতা এত সরল ও বিশ্বস্ত স্বভাব করিয়া নির্ম্মাণ করেন যে, শত প্রতিকূল শক্তি তাহাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া অবধি দাসসন্তান দেখিতে পায় যে, চাতুরী প্রতারণা ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই। প্রতি কার্য্যে এই উপায় অবলম্বন করিতে করিতে অবশেষে উহা তাহার একান্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে; এই দোষের জন্য দাসদিগের শাস্তি দেওয়া সঙ্গত নহে। ইহাদিগকে যে অবস্থায় রাখা হয়, তাহাতে মানুষ কখনই সাধুতা শিক্ষা করিতে পারে না। টমের দৃষ্টান্ত আমি নীতিজগতের এক আলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি।

অফিলিয়া। পরকালে এই সকল দাসদাসীর আত্মার কি গতি হইবে?

সেণ্টক্লেয়ার। পরকালে কি হইবে না হইবে, সে সব কথা আমি জানি না বা এখন ভাবিতেছি না। আমি ইহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার কথাই বলিতেছি। মূল কথাটি এই, আমাদের নিজেদের লাভের জন্য এই অসিতাঙ্গ জাতিকে একালে নরকে রাখা হইয়াছে; পরকালে কি হইবে, কে ভাবে?

অফিলিয়া। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এইরূপ আচরণ করিতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না?

সেণ্টক্লেয়ার। বড় বিশেষ লজ্জা হয় বলিয়া ত বোধ হয় না "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ।" পৃথিবী শুদ্ধ লোক যে কাজ করিতেছে, তজ্জন্য বড় লজ্জা হয় না। সকল দেশেই উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগের সুবিধার জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে দেহ মন ক্ষয় করিতে হইতেছে। অথচ সমগ্র সভ্য জগৎ এ দেশের এই দাসত্বপ্রথা দর্শন করিয়া সাধুসুলভ ঘৃণাও প্রকাশ করিতেছে। কেন?—না, অন্যত্র যাহা ঘটিতেছে, এ দেশে তাহাই একটু প্রকারান্তরে ঘটিতেছে। সকল দেশেই নিম্নশ্রেণী পশুর ন্যায় খাটিতেছে। কিন্তু এই পরিশ্রমের ফল ভোগ করে কে?—নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা?—না। তাহাদিগের দিনান্তে একমুষ্টি শাকান্নও জুটিয়া উঠে না। অথচ সমাজে ভদ্রনামধারী শত শত অকর্ম্মণ্য অত্যাচারী বিনা পরিশ্রমে রাজপ্রাসাদে বাস করিতেছে, বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ করিতেছে।

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে আহারের ঘণ্টা পড়িল, তাঁহারা আহার করিতে চলিয়া গেলেন; সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কোন কথা হইল না।

অপরাহ্ণে মিস্ অফিলিয়া রন্ধনশালায় যাইয়া দাসদাসীগণের কার্য্যের

তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, এমন সময়ে ছোট ছোট দাসীসন্তানগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ, ঘেঙ্গাতে ঘেঙ্গাতে প্রু আস্‌চে।" বালক বালিকাগুলির চীৎকার শুনিয়া অফিলিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন, একটী দীর্ঘাকৃতি কৃশা অসিতাঙ্গী নারী এক ঝুড়ি রুটি ও বিস্কুট লইয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ারের পাচিকা ডায়না বলিল, "কিগো! প্রু এসেছিল্?"

প্রুর মুখাকৃতি অতি বিকট, স্বর বিকৃত। সে মাথার ঝুড়ি নামাইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল দুই জানুর উপর ভর করিয়া বলিতে লাগিল, "হা পরমেশ্বর! যদি মরিতে পারিতাম।"

মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "তুমি মরিতে চাও কেন?"

স্ত্রীলোকটা মুখ না তুলিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "মরিলে এ যন্ত্রণার হাত থেকে এড়াব।"

তাহার কথা শুনিয়া পরিচ্ছন্ন-বর্ণনা একটী বর্ণসঙ্কর দাসী কাণের দুল দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "মদ খাস্ কেন লো প্রু? তাই ত শেষে বেত খেতে হয়।"

প্রু তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুকাল পরে বলিল, "তোরও এক দিন আমার মত দশা হ'তে পারে। তা যদি হয়, তাহ'লে আমি খুব খুসি হব—খুব খুসি হব। তখন দেখ্‌বি, মনের দুঃখ যাতে ভুল্‌তে পারিস্, তার জন্যে তুইও মদ খাবি।"

তখন ডায়না বলিল, "আয় প্রু, তোর রুটি বিস্কুট দেখা, অফিলিয়া ঠাকুরাণী দাম দিয়ে নেবেন।"

মিস্ অফিলিয়া দুই ডজন রুটী বিস্কুট রাখিলে পর ডায়না বলিল, "ইহাকে নগদ পয়সা দিতে হইবে না। ইহার মনীবের নিকট হইতে আমরা টিকিট কিনিয়া রাখি, বিস্কুট রাখিতে হইলে সেই টিকিট ফেরত দিতে হয়।"

অফিলিয়া এই কথা শুনিয়া প্রুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তখন সে পূর্ব্ববৎ বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "আমার মনীব টিকিট গুণে টাকা হিসাব করে। রুটির বদলে যদি টিকিট ঠিক না হয়, তা হ'লে আমায় মেরে মেরে আধমরা করে।"

পূর্ব্বোক্ত দাসী জেন বলিল, "বেশ করে ; তুই তাহাদের রুটি বিক্রীর পয়সা দিয়ে মদ খাবি কেন ?" তার পর মিস্ অফিলিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী ! ও এই রকমই ক'রে থাকে।"

প্রু বলিল, "তা আমি ক'রে থাকি, ক'র্‌বও—নইলে আমি বাঁচ্‌তে পারিনে ; মদ খাই, মদ খেয়ে মনের আগুন নিবাই। জানিস্ না, মদ না খেলে এ আগুন নেবে না ?"

অফিলিয়া বলিলেন, "তুমি বড় দুষ্কর্ম্ম কর, বড় নির্ব্বোধের কাজ কর। মনীবের পয়সা চুরি ক'রে তা দিয়ে আপনারই অনিষ্ট কর, আপনাকে নিতান্ত পশুর মত করিয়া রাখ।"

"ঠাকুরাণী যা ব'ল্‌চেন সত্য। কিন্তু আমি মদ ছাড়িব না—কখনই ছাড়িব না। পরমেশ্বর! আমার যদি মরণ হ'ত—যদি মরিতাম হা পরমেশ্বর ! যদি মরিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ যন্ত্রণার শেষ হইত।" এই বলিতে বলিতে রুটির ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া বুড়ী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইতে যাইতে একবার বর্ণসঙ্কর দাসী জেনের দিকে চাহিল। জেন তখন কাণের দুল লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিল, বুড়ী তাহাকে বলিল, "তুই মনে কচ্চিস্ তুই বড়ই রূপসী, তাই এত রকম সকম কচ্চিস্ আর অন্য লোককে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান কচ্চিস্। আচ্ছা দেখা যাবে। তুইও হয় ত এককালে আমার মত দুঃখে পুড়ে মর্‌বি, বুড়ো হবি, বেত খাবি। পরমেশ্বর করুন, যেন তোর আমার মত দশা হয়। তখন দেখ্‌ব, তুই মদ খাস্ কি না—মদ খেয়ে খেয়ে শান্তি পাস্ কি

না। শাস্তি পাবি— বেশ হবে—উপযুক্ত ফল পাবি।" বলিতে বলিতে ঈর্ষ্যাভরে এক বিকট গর্জ্জন করিয়া বুড়ী চলিয়া গেল।

বুড়ী চলিয়া গেলে আড্‌লফ্‌ বলিল, "এ বুড় পশুটাকে দেখ্‌লে ঘৃণা হয়। আমি যদি মাগীর মনীব হইতাম, ও যে মার খায়, তার চেয়ে বেশী মারিতাম, মেরে মেরে পিঠ কেটে দিতাম।"

ডায়না বলিল, "বেশী আর কি ক'রে মার্‌তে, ওর পিঠে এমন একটু জায়গা নাই, যেখানে বেতের ঘা নাই।"

জেন বলিল, "এমন ছোট লোকদের কখন ভদ্র লোকের বাড়ীতে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। কি বল মেস্তর সেণ্টক্লেয়ার?"

আড্‌লফ্‌ যে কেবল তাহার প্রভুর বস্ত্রাদিই নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিত, তাহা নহে। সে মনীবের নামটী পর্য্যন্ত ধারণ করিত। অন্যান্য দাসদাসী তাহাকে মেস্তর সেণ্টক্লেয়ার বলিয়া ডাকিত। জেন নাম্নী এই দাসী সেণ্টক্লেয়ারের শ্বশুরালয় হইতে তাহার পত্নীর সহিত আসিয়াছিল। এ জন্য তাহাকে সকলে মিস্‌ বেনয়ার বলিয়া ডাকিত। কারণ সেণ্টক্লেয়ারের শ্বশুরকুলের উপাধি বেনয়ার।

জেনের কথার প্রত্যুত্তরে আড্‌লফ্‌ বলিল, "মিস্‌ বেনয়ার! তুমি সত্যই বলিয়াছ, এই স্ত্রীলোকটাকে ভদ্র লোকের বাড়ীতে আসিতে দেওয়া উচিত নহে।"

যখন রন্ধনশালায় প্রুর সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন টমও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বিস্কুটের ঝুড়ি মস্তকে তুলিয়া চলিয়া গেলে টমও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বৃদ্ধা ক্ষণে ক্ষণে অস্পষ্ট আর্ত্তরব করিতেছিল। কিছু দূর গিয়া একটা গৃহের দ্বারভাগে ঝুড়ি নামাইয়া জীর্ণ ছিন্ন গাত্রবস্ত্রখানি খুলিয়া গায়ে দিতে লাগিল, তাহাতে তাহার পৃষ্ঠদেশও সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইল না। টমের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার

হইল, তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমি তোমার ঝুড়ি তোমার সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া লইয়া যাইব, আমার হাতে তোমার ঝুড়ি দাও।"

প্রু। তুমি কেন আমার ঝুড়ি বহিবে? আমি কাহারও সাহায্য চাই না।

টম। তোমায় দেখে বোধ হয় যেন তোমার কোন পীড়া আছে বা মনে কোন কষ্ট আছে কিম্বা অন্য এমন একটা কিছু হয়েছে।

প্রু। আমার কোন ব্যারাম নাই।

টম। আমি তোমার মদ খাওয়া ছাড়াইতে চাই। তুমি জান না, মদে শরীর ও আত্মা দুই নষ্ট হচ্ছে।

প্রু। আমি জানি, আমি নরকে যাব। তা আর তোমায় ব'লে দিতে হবে না। আমি কুৎসিত, আমি পাপী, আমি বরাবর নরকেই গিয়ে পড়িব। ঈশ্বর আমাকে এত দিনে সেখানে নিলেই ভাল হইত।

যেরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রু এই সকল কথা বলিল, যেরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে সে বারংবার মৃত্যু কামনা করিল, তাহাতে টম অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। ভাবিল, ইহার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। টমের করুণ-হৃদয় বিগলিত হইল, চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল। মনে মনে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, জগদীশ! ইহার প্রতি দয়া কর। কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাকে বলিল, "বাছা, তুমি যীশু-খ্রীষ্টের নাম শুনিয়াছ?"

প্রু। যীশু-খ্রীষ্ট কে?

টম। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু।

প্রু। বোধ হয় তাঁর নাম শুনেছি। পরকালের বিচার আর নরক ভোগের কথাও শুনে থাকব।

টম। যীশু যে দুঃখী পাপীদের ভাল বাসিতেন,—আমাদের জন্য যে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন।

প্রু। ও সব কথা জানি না। আমার স্বামী মরার পর আর আমার এমন কেহ নাই যে আমায় ভালবাসে।

টম। তুমি পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?

টমের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রু তাহার আত্মবিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল। বলিতে বলিতে এক এক বার শোকে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠাবরোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বের কথা মনে পড়ায় এক এক বার সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে সে এইরূপে আত্মবিবরণ বিবৃত করিল।

"আমি কেণ্টাকি প্রদেশে ছিলাম। সেখানে এক জন ইংরাজ আমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তাদের বাজারে বেচে টাকা পাবে ব'লে আমাকে খরিদ করে। সেই পাপিষ্ঠের ঔরসে আমার অনেকগুলি সন্তান জন্মিল। দুরাত্মা তাদের কোনটিকে আট বছরে, কোনটীকে পাঁচ বছরের সময় বিক্রী করিতে লাগিল। একটী একটী ক'রে আমার কোল একেবারে শূন্য ক'রে নিলে। বিক্রীর সময় বাছারা আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে যখন কাঁদ্‌ত, ক্রেতা যখন তাদের জোর ক'রে কোল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেত, তখন আমার বুক ফেটে যেত। তখন মৃত্যুকামনা করিতাম। কিন্তু নিষ্ঠুর যম আমাকে দেখা দিত না। এ পোড়া প্রাণ বাহির হইত না। এ পাপ শরীর ক্ষয় হবে না, চিরকাল মনের আগুনে পুড়ব ব'লে বিধাতা আমায় সৃষ্টি ক'রেছেন।

"এই রকম হ'তে হ'তে আমার আট নয়টী সন্তান নানা দেশে বিক্রী হ'ল। তার পর আমার কোলে একটী মাত্র ছয় মাসের শিশু ছিল। আর আমার ছেলে হবার সম্ভাবনা নাই দেখে পাপিষ্ঠ আমায় এক দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী ক'রে ফেল্লে। দাস-ব্যবসায়ী আমাকে এই

দক্ষিণ দেশে এনে আমার এই মনীবের কাছে বেচ্‌লে। এখানে যখন প্রথম এলাম, তখন আমার ছেলেটী বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল, কখন কাঁদ্‌ত না, যেখানে বসিয়ে দিতাম সেইখানেই ব'সে থাক্‌ত। কিন্তু এই মনীবের ঘরে আসার কিছু দিন পরেই গিন্নীর সংক্রামক জ্বর হ'ল। আমি দিন রাত তাঁর সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাক্‌তাম। তাঁর আপনার লোক পর্য্যন্ত তাঁর বিছানার পাশে যেত না। তাঁর ব্যায়রাম সেরে গেলে, আমার সেই জ্বর হ'ল। দশ বার দিন পরে আমিও ভাল হ'লাম। কিন্তু আমার স্তনের দুগ্ধ একবারে শুকাইয়া গেল। দুধ না পেয়ে ছেলে আমার দিন দিন দুর্ব্বল হ'তে লাগ্‌ল। কদিনের মধ্যেই তার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হ'ল। তখন সে দিন-রাত কাঁদ্‌ত। আমি কর্ত্রীকে কিছু কিছু দুধ কিনে দিতে বলিলাম। তিনি একটী পয়সাও দিতে স্বীকৃত হ'লেন না, রাগ ক'রে বলিলেন, "দাসীর ছেলেকে আবার দুধ কিনে দিতে হবে!" আমি আর কথা বলিলাম না। রাত্রে তাঁর সেবার জন্য তাঁর ঘরে আমাকে থাক্‌তে হ'ত। কিন্তু ছেলে কাঁদে ব'লে আমাকে ছেলে নিয়ে শুতে দিতেন না। ছেলে নীচে রেখে তাঁর ঘরে যেতাম। বাছা আমার সারা রাত নীচে প'ড়ে কাঁদ্‌ত, সে কান্না শুনে আমার বুক ফেটে যেত। পরমেশ্বর জানেন, আমি কি যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি—" বলিতে বলিতে প্রু সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "এখনও আমার কাণের মধ্যে সেই কান্নার শব্দ যাচ্চে। ঐ শোন—শোন আমার ছেলে কাঁদে!" একটু সুস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিল, "তিন চার রাত্রি কেবলই সারারাত বাছার কান্না শুনিতাম। এক দিন ভোরে তার বিছানার কাছে গিয়া দেখি, সে কেঁদে কেঁদে ম'রে রয়েছে। তার পর যখন যেখানে যেতাম, সর্ব্বত্র সেই কান্না শুন্‌তে পেতাম। আমি পাগলের মত হয়ে পড়্‌লাম। উঠ্‌তে বস্‌তে, খেতে শুতে, কাণে সেই

কান্না লেগেই আছে। প্রাণ দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। অবশেষে মনে করিলাম, সকল শোক—সকল দুঃখ ডুবিয়ে দেব। এই ভেবে মদ খেতে আরম্ভ করিলাম। যখন মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে থাক্‌তাম তখন আর সে কান্না শুন্‌তাম না। আমি মদ খাব না? অবিশ্যি খাব। মদ খেলে যদি নরকে যেতে হয়, তা যাব। কিন্তু মদ ছাড়্‌ব না। মনীব এক দিন আমায় বল্লেন যে, আমাকে নরকে জ্বলে মর্‌তে হবে। আমি তাঁকে ব'লেছি যে, আমি এখনই নরকে জ্বলে পুড়ে মর্‌চি।"

টম্‌ এই স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল, "বাছা, তুমি কি কখন শুন নাই যে, এ সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা সকলই দূর হইবে? যীশু খ্রীষ্টের কৃপায় তুমি আবার মৃত সন্তানের সহিত মিলিত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবে। স্বর্গ রাজ্যের দ্বার যে তোমার জন্য উন্মুখ রয়েছে, তা কি তুমি জান না?"

প্রু তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "আমি স্বর্গে যাব? স্বর্গ ত যেখানে শ্বেতাঙ্গেরা যায়? সেখানে ওরা যদি আবার আমায় ধরিতে পায়, তখন কি হবে?—আমি নরকে গিয়া শাস্তি পাই সেও ভাল, তবু যেখানে আমার মনীব আর ঠাকুরাণী যাবেন, সেখানে যাব না। নরকই ভাল।" এই বলিয়া ক্ষিপ্তের মত প্রু ঝুড়ি মাথায় করিয়া গোঙাতে গোঙাতে চলিয়া গেল।

টম্‌ কিছুকাল পরে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ইবা টমকে দেখিবামাত্র বলিল, "টমকাকা! তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে খুঁজ্‌ছিলাম। বাবা আমাকে গাড়ী চ'ড়ে বেড়াতে ব'লেছেন। টমকাকা! তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? টমকাকা! কি হয়েছে বল না?"

টম্। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি দাঁড়াও, গাড়ী নিয়া আসিতেছি।

ইবা। টম্‌কাকা! কেন তোমার ভাল লাগ্‌ছে না? বল না কি হয়েছে? আমি দেখিয়াছি, তুমি বুড় প্রুর সঙ্গে কি কথা বলিতেছিলে।

ইবা বারংবার আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলে টম্ প্রুর বৃত্তান্ত কিছু কিছু বাদ দিয়া, অতি সংক্ষেপে তাহার নিকট বলিল। বলিবার সময় নিজে কোন প্রকার করুণ-রসোদ্দীপক ভাষা বা ভাব ব্যবহার করিল না। তাহার কথা শুনিবার সময় ইবাও কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ করিল না, বা কাঁদিয়া ফেলিল না। কিন্তু তাহার কপোলদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষু নিষ্প্রভ হইল। বালিকা দুইখানি হস্তে বক্ষ চাপিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বহুক্ষণ পরে ইবা বলিল, "টম্! তুমি ঘোড়া আনিতে যাইও না। আমি বেড়াইতে যাইব না।"

টম্ বলিল, "কেন মিস্ ইবা, কেন যাইবে না?"

ইবা মৃদু কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমার প্রাণে বড় লেগেছে। এ সকল কথা শুনিলে আমার প্রাণে বড়ই লাগে। আমি বেড়াতে যাব না" এই বলিয়া বালিকা ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল।

আজ যে তীক্ষ্ণশর ইবার সুকুমার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল, উহাই ইবার মৃত্যুশরে পরিণত হইল। পরের দুঃখে ইবার কোমল প্রাণ নিতান্ত ব্যথিত হইত। অত্যাচার-শোকতাপপূর্ণ এ মর্ত্ত্যভূমি ইবার মত দেববালার বাসভূমি নহে। উদ্যান থাকিতে কেই বা কুসুমলতিকা কণ্টকবনে রাখিয়া নষ্ট করে?—পৃথিবীর প্রতিকূল মৃত্তিকায় যে ফুল ফুটিতে না পায়, পরম কারুণিক পরমেশ্বর সে ফুল স্বর্গোদ্যানে ফুটাইয়া রাখেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দাসত্বপ্রথা বিশ্বব্যাপী

এক দিন অপরাহ্ণে মিস্ অফিলিয়া রন্ধনশালায় গিয়া, দাসদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, কাহারও কোন ত্রুটি হইলে মৃদু মধুর বাক্যে তাহাকে তাহার ভ্রম বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় প্রুর পরিবর্ত্তে অন্য একটী স্ত্রীলোক রুটির ঝুড়ি মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। ডায়না তাহাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁলা! তুই যে রুটি নিয়ে এলি? তোদের প্রু কোথা? প্রুর কি হয়েছে?"

স্ত্রীলোকটী ডায়নার কথা শুনিয়া একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল, "প্রু আর আস্‌বে না।"

ডায়না। কেন? সে কি মরেছে?

স্ত্রীলোক। তা আমরা ঠিক জানি না। (অফিলিয়ার দিকে চাহিয়া) নীচের গুদামে ত ছিল।

মিস্ অফিলিয়া স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে রুটি রাখিলে পর ডায়না তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দরজা পর্য্যন্ত গেল এবং তাহার কাণে কাণে বলিল, "আলো! বল্ না প্রুর কি হয়েছে?" স্ত্রীলোকটীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রুর সম্বন্ধে গুপ্ত কথা বলিবার তাহার বেশ ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভয়ে কিছু বলিতে চাহিতেছে না। সে অবশেষে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, "দেখো, কাহারও কাছে বলিও না। প্রু এক দিন মদ খেয়ে এসেছিল, সে দিন থেকে মনীব তাকে নীচের ঘরে বন্ধ ক'রে

রেখেছেন; কিন্তু শুন্‌তে পাই, সে ম’রে রয়েছে; তার গায়ে সব মাছি বোস্‌চে।”

ডায়না এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হস্তোত্তোলন করিল। তখনই একটু পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে যে, ইবাঞ্জেলিন তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে যে, তাহার চক্ষু স্থির, তাহার মুখ পরিশুষ্ক হইয়াছে, কপোল ও ওষ্ঠ রক্তশূন্য হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ডায়না ভীত হইয়া বলিল, “ওমা! কি সর্ব্বনাশ! মিস্ ইবার মূর্চ্ছা হচ্ছে, আমাদের কি কথা হয়েছিল, এঁকে এ সব কথা শুন্‌তে দিয়েছি! কর্ত্তা টের পেলে ক্ষেপে উঠ্‌বেন।”

তখন ইবাঞ্জেলিন স্থির কণ্ঠে বলিল, “ডায়না, আমার মূর্চ্ছা হইবে না, তোমার ভয় নাই। আমি এ সব কথা কেন শুন্‌ব না? প্রু যে কষ্টে ভুগেছে, তার কথা শুন্‌তে কি আমার তার চেয়ে বেশী কষ্ট হবে?”

ডায়না। তোমার মত দয়ালু কচি মেয়ের এ সব কথা শুন্‌তে নাই। লোকের একটু কষ্ট দেখ্‌লেই তোমার চক্ষে জল পড়ে।

ইবা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি বিষণ্ণ চিত্তে ধীর পাদক্ষেপে দ্বিতল গৃহে চলিয়া গেল। ইবা চলিয়া গেলে পর মিস্ অফিলিয়া বিশেষ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ডায়নার নিকট প্রুর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ডায়না যাহা শুনিয়াছিল, তৎসঙ্গে দুই একটী নূতন কথা গাঁথিয়া দিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় অফিলিয়ার নিকট বলিল। টমও তৎপূর্ব্ব দিবস যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা বলিল। মিস্ অফিলিয়া ইহাদিগের কথা শুনিয়া ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, “কি বীভৎস কাণ্ড! কি জঘন্য ব্যাপার! এ দেশের লোক কি মানুষ, না পশু! ইহারা আবার খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দেয়।” এই বলিতে বলিতে সেণ্টক্লেয়ার যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন।

অফিলিয়ার কথা শুনিয়াই সেণ্টক্লেয়ার হস্তস্থিত সংবাদপত্রখানি পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন, "কি দিদি! আজ আবার কি অখ্রীষ্টানী কাণ্ড উপস্থিত?"

অফিলিয়া। তুমি হাসিতেছ! আমি এমন ব্যাপারের কথা আর কোথাও শুনি নাই। সেই প্রু দাসীকে তার মনীব মারিয়া ফেলিয়াছে। বেত মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া শেষে একটী ঘরে বন্ধ করিয়া অনাহারে মারিয়াছে!

সেণ্টক্লেয়ার। প্রুর যে এইরূপ মৃত্যু হইবে, আমি তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম।

অফিলিয়া। তুমি জানিতে? জানিয়াও ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলে না! তোমাদের দেশে কি দশ জন ভদ্র লোক নাই, যাঁরা এই সকল নিষ্ঠুরতা নিবারণের চেষ্টা করেন?

সেণ্টক্লেয়ার। যে দাসদাসীর প্রাণ নষ্ট করে, সে আপনারই সম্পত্তি নাশ করে; সুতরাং এ বিষয়ে অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আর আপনার লাভালাভ সকলেই বুঝে, দাসদাসীর প্রাণ বধ করিয়া প্রায় কেহই আপনার ক্ষতি করিতে চাহেন না। তবে প্রু পয়সা চুরি করিত, তাহাতে তাহার মনীবের বিশেষ লোকসান হইত, তাই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

অফিলিয়া। অগষ্টিন! এ যে অতি ভয়ঙ্কর, অতি জঘন্য ব্যাপার! এর প্রতিফল তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভুগিতে হইবে। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ইহার প্রতিফল দিবেন।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! আমি নিজে ত আর এরূপ করি নাই। আর এরূপ আচরণ আমি নিবারণ করিতে পারি না; যদি পারিতাম, তাহা হইলে করিতাম। আমাদের দেশের নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিরা যদি এইরূপ

আচরণ করে, তজ্জন্য আমি কি করিতে পারি? আইন অনুসারে প্রত্যেকেরই আপনাপন দাসদাসীর উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব রহিয়াছে। দাসদাসীর প্রাণবধ করিলেও কেহ দণ্ডনীয় হয় না। দেশ-প্রচলিত আইন অনুসারে যখন তাহাদের এইরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন আমরা কি করিতে পারি? এইরূপ অবস্থায় এ সকল দেখিয়াও দেখিতে নাই, শুনিয়াও শুনিতে নাই—সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাই ভাল।

অফিলিয়া। বিলক্ষণ! এ সকল বিষয় দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না? কি করিয়া এরূপ আচরণ উপেক্ষা করিবে?

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! তুমি দাসদাসীদিগের অবস্থা দেখিতেছ না? এই অশিক্ষিত, অলস, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, চিরপরাধীন এক শ্রেণীস্থ লোক অতিশয় স্বার্থপরায়ণ, অর্থলোলুপ অন্য এক শ্রেণীস্থ লোকের হস্তে নিপতিত রহিয়াছে। এই সকল স্বার্থপরায়ণ লোকের হস্তে যখন এরূপ অপরিমিত প্রভুত্ব অর্পিত হইয়াছে, তখন এইরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণ অবশ্যই ঘটিবে। এরূপ সমাজে যদি কেহ ভদ্র বা দয়ালু থাকে, তবে সে আর কি করিতে পারে? আমি ত আর দেশ শুদ্ধ লোকের দাসদাসী কিনিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিতে পারি না।

এই কথা বলিতে বলিতে সেণ্টক্লেয়ারের চির হাস্যময় মুখকান্তি কিছু ক্ষণের জন্য বিষণ্নভাব ধারণ করিল। বোধ হইল, যেন তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ মানসিক ভাব গোপন করিয়া সহাস্য মুখে বলিয়া উঠিলেন, "দিদি, তুমি যমের মার মত মুখ করে ওখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? এদিকে এস। তুমি কি-ই বা দেখেছ! এ সংসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কত নিষ্ঠুরতা, কত অত্যাচার, কত কৃতঘ্নতা, কত পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে,—যদি দিন দিন চিন্তা করিতে যাই, তবে সংসারে কিছুই ভাল লাগিবে না।"

মিস্ অফিলিয়া এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ মুখে বসিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন। হস্ত চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার মনের আগুন নিবিল না; সুতরাং কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন,—

"অগষ্টিন! তোমাদের মত এই সকল বিষয় সহজে উপেক্ষা করিতে পারি না। তুমি এই জঘন্য দাসত্ব প্রথা কি সমর্থন কর?"

সেণ্টক্লেয়ার। কি দিদি! আবার সেই কথা?

অফিলিয়া। আমি বলিতেছি, তুমি এই জঘন্য প্রথা সমর্থন করিয়া আপনাকে ঘৃণাস্পদ করিতেছ।

সেণ্টক্লেয়ার। কি! আমি এই প্রথা সমর্থন করি? কে বলিতে পারে যে, আমি এই প্রথা সমর্থন করি?

অফিলিয়া। তুমি নিশ্চয়ই সমর্থন কর। নহিলে তুমি দাস রাখ কেন?

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি, তুমি মনে কর যে কোন কার্য্য অন্যায় বলিয়া জানিলে এ সংসারে কেহই তাহা করে না? তোমার জীবনে কি তুমি কখন এমন কাজ কর নাই, যাহা তুমি অন্যায় বলিয়া বিবেচনা কর?

অফিলিয়া। যদি কখন একটি অন্যায় কাজ করি, তজ্জন্য আবার অনুতাপ করিয়া থাকি।

সেণ্টক্লেয়ার (একটা কমলা লেবু ছাড়াইতে ছাড়াইতে) বলিলেন, "আমিও অনুতাপ করি। আজীবন অনুতাপ করিতেছি।"

অফিলিয়া। অনুতাপ করিয়া আবার সে কাজ কর কেন?

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি একবার অনুতাপ করিয়া কি আর কখন সে কাজ কর না?

অফিলিয়া। যদি নিতান্ত প্রলুব্ধ হই, তবে করিতে পারি।

সেণ্টক্লেয়ার। মনে কর, আমিও প্রলুব্ধ হইয়াছি।

অফিলিয়া। কিন্তু আমি বার বার সেই দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করি।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি ত এই গত দশ বৎসর চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সকল দোষ ত্যাগ করিতে পারি নাই। দিদি! তুমি তোমার সকল দোষ দূর করিতে পারিয়াছ?

এইবার মিস্ অফিলিয়া হাতের সেলাই রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "অগষ্টিন! আমার মধ্যে অনেক দোষ আছে, তজ্জন্য তুমি আমাকে ভৎ'সনা করিতে পার। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। আমার নিজের দুর্ব্বলতা আমি যত দেখিতে পাই, তত কিছু অন্য কেহই জানে না। কিন্তু আমি তোমাকে একটী কথা বলিতেছি যে, আমি আমার এই দক্ষিণ হস্তখানি কাটিয়া ফেলিতে পারি, তথাপি নিজের কোন দোষকে উপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝি, দিন দিন সে কাজ কখন করিতে পারি না।"

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! তুমি আমার কথায় রাগ করিলে? তুমি জান না, আমি কি দুষ্ট ছিলাম? তোমাকে কেবলই বিরক্ত করিতাম। তোমাকে ক্ষেপাইতে ভালবাসি। তোমার স্বভাব যে কতদূর পবিত্র, তাহা কি আমি জানি না? দিদি! তুমি যে কিরূপ সহৃদয়া, তাহা কি আমি ভুলিয়াছি? তুমি একটু বেশী ভাল—এত ভাল যে, তজ্জন্য আমার সময়ে সময়ে কষ্ট হয়।

অফিলিয়া। অগষ্ট! এই সকল গম্ভীর বিষয় নিয়া কি হাস্য পরিহাস করিতে হয়?

সেণ্টক্লেয়ার। কিন্তু দিদি, এত গ্রীষ্মের মধ্যে আমি ত গম্ভীর হইতে পারি না। একে গ্রীষ্ম, তাতে মশা, এর মধ্যে মানুষ এমন উচ্চ নৈতিক আলোচনায় প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এখন আমি বুঝিতেছি, তোমাদের

দেশের লোক এত ধার্ম্মিক হয় কেন। এত দিনে নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইল। আমাদের দেশের মত সে দেশে এত গ্রীষ্ম নাই।

অফিলিয়া। অগষ্ট! তুমি একটী আস্ত পাগল।

সেণ্টক্লেয়ার। তাই না কি?—তবে তাই হবে। কিন্তু এবার আমি গম্ভীর হচ্ছি, তুমি ঐ কমলা লেবুর ডালাটা আমার কাছে দাও। দুটা কমলা খেয়ে দেখি, একবার গম্ভীর হ'তে পারি কি না।

এই সমাজের মধ্যে যদি কাহাকেও বিশ চাল্লিশটী দাসদাসী রাখিতে হয়, তাহা হইলে লোকের মতামতের উপর দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

অফিলিয়া। তুমি ত এখনও গম্ভীর হইলে না?

সেণ্টক্লেয়ার। এই হচ্চি দেখ না!

এই কথা বলিবার পর সত্য সত্যই অগষ্টিনের মুখশ্রী গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—

"দিদি, এই দাসত্ব প্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে নিতান্ত অন্যায়, তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতেই পারে না। তবে আমাদের দেশীয় অর্থলোভী শ্বেতাঙ্গ ক্ষেত্রস্বামিগণ স্বার্থের অনুরোধে দাসত্ব প্রথাকে ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারেন, ইহাদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী পাদ্রী ও ধর্ম্মযাজকগণ ইহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ এই দাসত্ব প্রথাকে ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন; ব্যবহারবিদ্ ও নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ আত্মপ্রয়োজন সাধনের জন্য অপূর্ব্ব কৌশলময় বাক্জাল বিস্তার করিয়া এই জঘন্য রীতিকে সমর্থন করিতে পারেন। এতদুদ্দেশে ইহারা ভাষা, নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র নানা অর্থে প্রয়োগ করিতেছেন; ইহাতে তাঁহাদের বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে যত যুক্তিই প্রদর্শিত হউক না কেন, বক্তা বা শ্রোতা কাহারই সে সকল যুক্তিতে বিন্দুমাত্র আস্থা

নাই ; ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা নিতান্তই নরকের প্রথা এবং নরক হইতে উদ্ভূত।”

অগষ্টিন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছিলেন। মিস্ অফিলিয়া তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে হস্তস্থিত শিল্পকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিস্মিত ভাবে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অগষ্টিন তাঁহাকে বিস্মিতা দেখিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “তুমি আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছ। আমি এ সম্বন্ধে কখনও বাঙ্নিষ্পত্তি করি নাই ; কিন্তু আজ যখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সব কথাই বলিতেছি।”

“সর্ব্বজন ঘৃণিত এই যে দাসত্ব প্রথা—এ প্রথাটা ইহার মূল কারণ কি—ইহার সমগ্র আবরণ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক একটু একটু করিয়া যদি ইহার আদি অন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, কি দেখিতে পাও ? আর কি দেখিতে পাইবে ?—আমিও মানুষ, কোয়াষিও মানুষ ; কিন্তু কোয়াষি মূর্খ ও হীনবল, আমি বুদ্ধিমান্ ও পরাক্রান্ত ; আমি বলে ও বুদ্ধিকৌশলে কোয়াষির যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহা সম্ভোগ করিতেছি, এবং তাহা হইতে, আমার যতটুকু ইচ্ছা, কেবল ততটুকু তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। যাহা আমার পক্ষে কষ্টকর, ঘৃণাকর এবং অপ্রিয়, তাহা কোয়াষিকে দিয়া করাইয়া লইতেছি। আমি পরিশ্রম করিতে ভালবাসি না, অতএব কোয়াষি আমার জন্য পরিশ্রম করিবে। আমার যত্নরক্ষিত সুকোমল শরীরে রৌদ্রতাপ সহ্য হয় না ; সুতরাং কোয়াষি রৌদ্রে পুড়িয়া আমার কার্য্য করিবে। কোয়াষি অর্থ সঞ্চয় করিবে, আমি সেই অর্থ ব্যয় করিব। আমার পাদুকায় যাহাতে একটু কাদার দাগ না লাগে, তজ্জন্য কর্দ্দমময় পথে কোয়াষি বক্ষ পাতিয়া দিবে, আমি তাহার বুকে পা দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইব। এ জীবনে ত কোয়াষি তাহার নিজের ইচ্ছা

বিসর্জ্জন দিয়া আমার ইচ্ছা মত চলিবেই ; পরকালে সে কোন্ স্থান লাভ করিবে, তাহার নির্ণয়ের ভারও আমার। তাহাকে নরকে যাইতে হইলে যদি আমার কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে নরকে পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। আমাদের দেশের আইনের মর্ম্ম এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা দাসত্ব প্রথার অপব্যবহার বলিয়া মিথ্যা গোলমাল কর। এমন কুপ্রথার আবার কি অপব্যবহার হইতে পারে? এই ঘৃণিত প্রথার প্রবর্ত্তনই মনুষ্য-শক্তির ঘোরতর অপব্যবহার। এই দুষ্কৃতির ভারে এদেশ যে আজিও রসাতলে যায় নাই, তাহার কারণ এই যে, এই দাসত্ব প্রথা দাসস্বামিগণের হস্তে যে অপরিসীম শক্তি প্রদান করিয়াছে, সেই শক্তির কথঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। আমাদের হৃদয়ে নাকি দয়া নামে একটা পদার্থ আছে, আমাদেরও মনে নাকি লজ্জা আছে, আমরা নাকি সত্য সত্যই বন্য পশু নহি, আমরা নাকি রমণী-জঠর-জাত মনুষ্যাত্মাবিশিষ্ট নর, তাই আমাদের মধ্যে অনেকেই দেশ প্রচলিত আইনলব্ধ অনির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা সর্ব্বাংশে পরিচালন করেন না,—বা করিতে সাহস করেন না,—অধিকন্তু এতদূর পাশব বল প্রয়োগ করিতে ঘৃণা বোধ করেন। এ দেশের নৃশংসতম দাসস্বামী যতই অত্যাচার, যতই ক্রুরতার অনুষ্ঠান করুক না কেন, সে যে তাহার অপরিমিত ক্ষমতার কেবল পরিমিত ব্যবহার করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।”

এই সকল কথা বলিতে বলিতে সেণ্টক্লেয়ার মনের আবেগে উঠিয়া দ্রুত পাদক্ষেপে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। ভাবের উত্তেজনা বশতঃ তাঁহার অনিন্দ্য বদন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার বিশাল সুনীল নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতেছিল। মিস্ অফিলিয়া ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহার এরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করেন নাই ; অতএব বিস্মিত নেত্রে নিঃশব্দে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেণ্টক্লেয়ার সহসা

তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ সম্বন্ধে বলিয়া বা ভাবিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু তোমাকে বলিতেছি, এমন এক সময় ছিল, যখন ভাবিতাম,—এই দেশ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যদি এই ভীষণ অবিচাররাশি চিরান্ধকারে ঢাকিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র দেশ ভূগর্ভে প্রবেশ করুক, আমি প্রফুল্লচিত্তে উহার সহিত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইব।"

"নৌকা পথে ভ্রমণ কালে যখন দেখিয়াছি, শত শত নীচাশয় নিষ্ঠুর পশুপ্রকৃতি শ্বেতাঙ্গ দুষ্ক্রিয়ালব্ধ ধনদ্বারা অসংখ্য অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকা ক্রয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, সময়ে সময়ে তাহাদের উপর ঘোরতর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইত; আমি মনে মনে তখন এই দেশকে অভিসম্পাত করিয়াছি—সমগ্র মানব জাতিকে অভিসম্পাত করিয়াছি।"

অফিলিয়া বলিলেন, "অগষ্টিন, যথেষ্ট বলিয়াছ। আমি উত্তর প্রদেশেও দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে এমন জ্বলন্ত ঘৃণাপূর্ণ বাক্য কাহারও মুখে শুনি নাই।"

অফিলিয়ার এই কথা শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ারের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি চিরাভ্যস্ত ব্যঙ্গ সহকারে বলিলেন, "তোমাদের উত্তর প্রদেশে—তোমাদের উত্তর প্রদেশের লোকের শোণিত বড় শীতল—কোন বিষয়ে তাহারা বিশেষ উত্তেজিত হয় না। তাহারা সকল বিষয়ে হিসাব করিয়া চলে। হৃদয়াবেগ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে আকাশ পাতাল নিনাদিত করিয়া চীৎকার করিতে পারে না। তোমাদের উত্তর প্রদেশেও কি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি আছে?

পাঠকগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, দাসত্ব প্রথা জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই,

এমন কোন জাতি নাই, যাহাদিগের মধ্যে কোন না কোন প্রকারে এই ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত নাই। এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজের কার্য্যকলাপ এবং জগদ্বাসী প্রত্যেক নরনারীর মানসিক ভাব তর তর করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? অপরের উপর প্রভুত্ব করিব, অন্যকে বশীভূত রাখিব, ইহাই মানব মনের এক সার্ব্বভৌমিক ভাব। সুতরাং দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার, জ্ঞানহীনের উপর জ্ঞানীর প্রভুত্ব, সমাজে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডের অভিজাতগণ ও মহাজনেরা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, তাহাদের ঈদৃশ অত্যাচার নিবন্ধন এই সকল লোক অতি কষ্টের সহিত দিনাতিপাত করিতেছে। আমাদের ভারতবর্ষে স্বার্থপরায়ণ ভূম্যধিকারিগণ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, সকল প্রকার অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে, তাহাদিগের মঙ্গলার্থে কোন এক ব্যক্তি কথা বলিলে শত শত দেশহিতৈষী খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন।

অফিলিয়া উত্তর প্রদেশের কথা শুনিয়া বলিলেন, "এখানে একটী প্রশ্নের উদয় হইতেছে।" তখন অগষ্টিন আবার অতিশয় উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। এই ত তোমার প্রশ্ন যে, আমি দাসত্ব প্রথা যদি অনুমোদন না করি, তবে নিজের ঘরে এত দাসদাসী রাখিয়াছি কেন?"

"দিদি! তোমার মনে নাই? তুমি বাল্যকালে আমাকে বাইবেল শিখাইবার সময় বলিতে যে, আমাদের পাপ পুরুষপরম্পরায় আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি, আমিও বংশানুক্রমে এই সকল দাসদাসীর প্রভু হইয়াছি। এই সকল দাসদাসী আমার পিতারই—শুদ্ধ পিতারই নয়, আমার মাতারও ছিল। তুমি ত

জানই, আমার পিতা নিউ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া এ স্থানে উপনিবিষ্ট হন। আমার পিতার প্রকৃতি তোমার পিতারই অনুরূপ ছিল। তিনি সর্ব্বাংশে প্রাচীন রোমদিগের মত ন্যায়বান্, তেজীয়ান, মহানুভব এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তোমার পিতা নিউ ইংলণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক গিরিপ্রস্তরময়ী ভূমির উপর শাসন বিস্তার করিয়া ভূমি হইতে জীবনোপায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। আমার পিতা লুসিয়ানায় আসিয়া অসংখ্য নরনারীর উপর রাজত্ব বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগেরই পরিশ্রমে আত্মজীবিকা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার মাতা"—বলিতে বলিতে সেণ্টক্লেয়ার উঠিয়া গিয়া গৃহের অপর প্রান্তলম্বিত একখানি আলেখ্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; গভীর ভক্তির সহিত নির্নিমেষ নেত্রে আলেখ্যের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ইনি দেবতা ছিলেন।—আমি কি বলিতেছি, বুঝিতেছ না?—আমার মা মনুষ্যরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, তাঁহার মধ্যে মানবের দুর্ব্বলতা ও ভ্রম কিছুই ছিল না। কি আত্মীয়-স্বজন, কি অসম্পর্কিত লোক, কি দাসদাসী, যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, সকলেই তাঁহাকে ঐরূপ দেবপ্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করে। দিদি! এই মাতাই ঘোরতর নাস্তিকতার হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমার মাতা একখানি জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ছিলেন। এ শাস্ত্রে ত অবিশ্বাস করিতে পারি না—।" বলিতে বলিতে সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয় একেবারে উথলিয়া উঠিল, অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক নিতান্ত আত্মবিস্মৃতের মত মাতার প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া ডাকিতে লাগিলেন "মা! মা! ওমা-মা!" সহসা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ অবরোধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অফিলিয়ার নিকট একখানি আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আমি ও আমার ভ্রাতা যমজ ভাই। লোকে বলে, যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে খুব সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু আমরা দুই ভাই সর্ব্বাংশে পরস্পরের অনুরূপ ছিলাম না, আমার ভ্রাতার দেহাকার রোমানদিগের মত দৃঢ়গঠন, চক্ষুর্দ্বয় কৃষ্ণ ও তেজঃপূর্ণ, শরীরের বর্ণ গৌর। আমার চক্ষু নীল, চুল স্বর্ণাভ, দেহগঠন গ্রীকদিগের ন্যায়, বর্ণ শ্বেত। আলফ্রেড বিষয়দর্শী ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিল; আমি ভাবুক ও বিষয় কর্ম্মে নিতান্ত উদাসীন ছিলাম। আলফ্রেড বন্ধুবান্ধব ও সমশ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিত; কিন্তু নিম্নস্থ লোকদিগের সহিত ব্যবহারকালে তাহার গর্ব্ব ও প্রভুত্বপ্রিয়তা প্রকাশ পাইত। যে কেহ তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিত, তাহার উপর সে বিন্দুমাত্র দয়া প্রকাশ করিত না। আমরা উভয়েই সত্যবাদী ছিলাম; কিন্তু তাহার সত্যপ্রিয়তা সাহসও অহঙ্কার-সম্ভূত, আমার সত্যনিষ্ঠা ভাবুকতা-প্রণোদিত। যাহা হউক আমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। আলফ্রেড পিতার আদরের ছিল; আমি জননীর প্রিয় ছিলাম।

"আমি নিতান্তই ভাবপ্রবণ ছিলাম। সকল বিষয়েই আমার সূক্ষ্ম অনুভাবনী শক্তি ছিল; অতি সহজেই মর্ম্মাহত হইতাম। আমার এই ভাবের সহিত আলফ্রেডের বা পিতৃদেবের বিন্দু মাত্র সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু মাতা আমার হৃদয় বুঝিতেন এবং সর্ব্বদা আমার প্রতি সহানুভূতি করিতেন। সুতরাং আলফ্রেডের সহিত ঝগড়া হইলে পিতা যখন বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, তখন আমি জননীর প্রকোষ্ঠে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। মার তখন করুণ দৃষ্টি সেই আয়ত স্নেহপূর্ণ চক্ষের সুগভীর দৃষ্টি, সেই পাণ্ডুবর্ণ কপোলদ্বয়, এখনও মনে পড়ে। মা সর্ব্বদা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতেন। আমি যখনই বাইবেলের "রেভেলেসন" নামক অংশে অমল শুভ্র বসন পরিহিত দেবতাদিগের বর্ণনা পাঠ

করিতাম, তখনই মাকে মনে পড়িত। অনেক বিষয়ে মার বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। মা যখন অর্গান যন্ত্রে মধুর গম্ভীর বাদ্যালাপ করিতেন, তাহারই সহিত তাঁহার সেই দেবকণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেন, আমি তখন তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কত অশ্রুপাত করিতাম, কত কি স্বপ্ন দেখিতাম, আর মনে কত কি-ই না অনুভব করিতাম; কিন্তু তাহা ভাষায় প্রকাশিত করিতে পারিতাম না। এখনও পারি না।

"সে কালে দাসত্ব-প্রথা লইয়া এমন তর্ক-বিতর্ক হইত না; দাসত্ব প্রথার মধ্যে যে কোন দোষ আছে, তাহা স্বপ্নেও কাহার মনে হইত না।

"আমার পিতার হৃদয় আজন্ম জাত্যভিমানে পরিপূর্ণ ছিল। আমার বোধ হয়, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পিতা অধ্যাত্ম-জগতের কোন উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সেই স্থান হইতেই আপনার কুলমর্য্যাদা ও অহঙ্কার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; নহিলে ধনীর গৃহে বা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও তাঁহার ঐরূপ অস্থিমজ্জাগত কুলাভিমান প্রাক্তন সংস্কার বই আর কিসে হইতে পারে? আমার ভ্রাতার প্রকৃতি পিতার স্বভাবের প্রতিকৃতিস্বরূপ গঠিত হইয়াছে।

"জাতি-কুলাভিমানীদিগের হৃদয়ে সার্ব্বভৌমিক প্রেম স্থান পায় না, তাহাদিগের সহানুভূতি সমাজস্থ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ইংলণ্ডে এই সীমা-রেখা এক স্থানে, ব্রহ্ম দেশে অন্য স্থানে, আমেরিকায় অপরতম স্থানে; কিন্তু কোন দেশেই অভিজাতগণ এই সীমা-রেখা অতিক্রম করেন না। যাঁহারা এই নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্ভূত, তাঁহাদিগের সম-শ্রেণীস্থগণই তাঁহাদিগের সীমাবদ্ধ সহানুভূতির পাত্র। তাঁহাদের মধ্যে স্বশ্রেণীস্থগণের পক্ষে যাহা অত্যাচার, যন্ত্রণা, অবিচার, অপর শ্রেণীর পক্ষে তাহা কিছুই নহে। আমার পিতার নিকট 'বর্ণ' সীমা নির্দ্দেশক

ছিল। শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহার সমশ্রেণীস্থ। ইহাদিগের সহিত তাঁহার আচরণ সম্যক্ ন্যায়ানুগত ও আদর্শ স্থানীয় ছিল। কিন্তু এই নিরাশ্রয় দাসদিগকে তিনি মনুষ্য ভাবিতেন না, কেবল মনুষ্য ও পশু এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীস্থ জীব বলিয়া মনে করিতেন। আমি বোধ করি যে, যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, এই গোলামদিগের আত্মা আছে কি না, তবে তিনি তদুত্তরে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। আমার পিতা আধ্যাত্মিক আলোচনার কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহার বড় একটা ধর্ম্মভাব ছিল না। তিনি জানিতেন, এক জন ঈশ্বর আছেন; কিন্তু সে ঈশ্বরকে কেবল উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগেরই রক্ষক ও অধিনেতা বলিয়া জানিতেন।

"আমার পিতার কার্পাস ক্ষেত্রে অন্যূন পাঁচশত ক্রীতদাস খাটিত। ইহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ষ্টার নামে তোমাদের বারমণ্ট দেশের একটা নরপিশাচ নিযুক্ত হইয়াছিল। দাসদিগকে ষ্টাব অহর্নিশ ভয়ানক যন্ত্রণা দিত। মাতৃদেবীর ও আমার এ লোকটাকে একটুও ভাল লাগিত না, কিন্তু পিতা তাহাকে বিশ্বাস করিতেন আর ভালবাসিতেন; সুতরাং দাসদিগের উপর তাহার অত্যাচার ও যথেচ্ছ ব্যবহারের সীমা পরিসীমা ছিল না।

"আমি তখন শিশু ছিলাম, কিন্তু সেই সময় হইতেই মানব সাধারণের উপর আমার গভীর প্রবল ভালবাসার সঞ্চার হয়। আমি সর্ব্বদাই গৃহস্থিত ও ক্ষেত্রস্থ দাসদিগের কুটীরে যাতায়াত করিতাম, সুতরাং দাসদাসীরাও আমাকে ভালবাসিত এবং আমার নিকট তাহাদের দুঃখ ও অত্যাচারের কাহিনী সকল প্রকাশ করিত। আমি যাহা শুনিতাম, সকলই গৃহে আসিয়া জননীর নিকট বিবৃত করিতাম। তখন আমরা মাতাপুত্রে একত্র হইয়া কিরূপে ইহাদিগের দুঃখ দূর করা যায়, তাহার

উপায় করিতাম। আমাদিগের চেষ্টায় দাসদাসীদিগের প্রতি অত্যাচার অনেকাংশে নিবারিত হইতে লাগিল। যখন আমরা কোন প্রকারে দাসদাসীদিগের যন্ত্রণা একটু হ্রাস করিতে সমর্থ হইতাম, তখন আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না। এদিকে ক্ষেত্রের কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ষ্টাব আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয় আমাকে জবাব দিউন, আমি গোলামদিগের দ্বারা কাজ করাইতে পারিতেছি না।" আমার মাতার প্রতি পিতার যথেষ্ট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু পিতা যাহা আবশ্যক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না; অতএব সম্মানসূচক অথচ সুস্পষ্ট বাক্যে আমার জননীকে বলিলেন যে, গৃহের দাসদাসীদিগের উপর তুমি সম্পূর্ণ আধিপত্য কর; কিন্তু ক্ষেত্রের দাসদিগের সম্বন্ধে তোমার কোন প্রকার কর্তৃত্ব খাটিবে না। স্বয়ং খৃষ্টমাতা মেরী তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইলে তিনি তাঁহাকেও স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিতেন।

"ইহার পরও সময়ে সময়ে মাতৃদেবী অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার নিকট ষ্টাবের অত্যাচারের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেন। পিতা অবিচলিত চিত্তে মাতার কাতরোক্তি শ্রবণ করিতেন, এবং মাতার বাক্য শেষ হইলে বলিতেন যে, ষ্টাবকে তিনি ছাড়াইয়া দিতে পারেন না, ষ্টাবের মত কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী আর পাওয়া যাইবে না। ষ্টাব এমন বেশী নিষ্ঠুরও নয়, তবে সময়ে সময়ে দুই একটি নিষ্ঠুরতার কাজ যদি করে তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; শাসন না থাকিলে কার্য্যে বড় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; সর্ব্বপ্রকার শাসনপ্রণালীর মধ্যেই এক আধটুকু নিষ্ঠুরতা দেখা যায়; আদর্শ শাসনপ্রণালী পৃথিবীতে নাই। আমার মাতৃদেবীর মত যাঁহাদিগের কোমল মমতায় মহৎ প্রকৃতি, তাঁহারা চারিদিকের অত্যাচার অবিচার ও দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া, যদি তাহার প্রতিকার করিতে

না পারেন, তাহা হইলে যে কি মর্ম্মান্তিক পীড়ায় জীবন যাপন করেন, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ জানিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না। তাঁহারা যাহাকে অন্যায় বলিয়া বুঝিতেছেন, অন্য কেহ তাহাকে অন্যায় বলে না; তাঁহারা যাহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা বলিয়া বুঝিতেছেন, আর দশ জনে তাহা নিষ্ঠুরতা বলিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া আজীবন তাঁহাদিগকে নীরবে মনের দুঃখ একাকী বহন করিতে হয়। এই পাপ সন্তাপ কলুষিত পৃথিবীতে তাঁহাদের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আধার স্বরূপ হয়। আমার জননী যখন দেখিলেন, নিজে কোন প্রকারে দুঃখী দাসদিগের দুঃখমোচন করিতে পারিবেন না, তখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন; পিতাকে আর এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেন না। কিন্তু যাহাতে আমরা কালে নিষ্ঠুর না হই, এই জন্য আমাদিগের দুই ভাইকে তাঁহার নিজের মত সকল শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে যাহাই বল না কেন, আমার বোধ হয় যে, মনুষ্য জন্ম নিবন্ধন যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। শৈশবাবস্থা হইতেই আলফ্রেড প্রভুত্বপ্রিয় ও জাত্যভিমানী। মাতার উপদেশ ও অনুরোধের কিছু ফল লাভ হইত না, সংস্কার বশতঃই যেন আলফ্রেডের যুক্তি তর্কের অন্যতর পক্ষ সমর্থন করিত। কিন্তু মাতার বাক্য আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস, তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার প্রত্যেক উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন, "মনুষ্য উচ্চ পদস্থ হউক কিম্বা দীন দরিদ্র হউক, মানবাত্মার মহত্ত্ব তদ্দারা হ্রাস কিম্বা বিনষ্ট হয় না।" একদা আকাশের তারকা দেখাইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, বৎস অগষ্টিন! এই যে লক্ষ লক্ষ তারকা দেখিতেছ, এই সমুদয় নক্ষত্রমণ্ডল হয় তো কোন এক সময়ে অন্তর্হিত হইতে পারে, একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে, সমুদয়

বিশ্বসংসার বিনষ্ট হইতে পারে, সূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু একটী দীন দরিদ্র মানবাত্মা কখন বিনষ্ট হইবে না। দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, সকলেই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অমৃত ক্রোড়ে চির সুখ শান্তি সম্ভোগ করিবে। প্রত্যেক দীন দরিদ্রের নিমিত্ত তাঁহার অমৃত-ক্রোড় চির প্রসারিত।

"জননীর শয়ন-প্রকোষ্ঠে অনেক আলেখ্য ছিল। তন্মধ্যে যিশুখ্রীষ্ট অন্ধকে চক্ষুদান করিতেছেন, সেই ঘটনার আলেখ্যটী দেখাইয়া মা বলিতেন, বাছা অগষ্টিন! দেখ, পরম ধার্ম্মিক যিশুখ্রীষ্টের কাঙ্গালের প্রতি কত দয়া। তিনি স্বহস্তে চিরদুঃখী অন্ধের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। অন্ধকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি দীর্ঘকাল আমি ঈদৃশ সহৃদয়া স্নেহময়ী জননীর সহবাসে জীবন যাপন করিতে পারিতাম, যদি অন্ততঃ যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহার সদুপদেশ শ্রবণ করিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই সাধু জীবন লাভ করিতাম, সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইতাম, এবং পরিণত বয়সে ধর্ম্মের নিমিত্ত, এই দাসদাসীদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত অনায়াসে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম, দেবদুর্ল্লভ জীবন লাভ করিয়া দেশ সংস্কারকের ব্রতাবলম্বন করিতাম। কিন্তু ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় আমাকে উত্তর প্রদেশে যাইতে হইল, স্নেহময়ী জননীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হইল; সুতরাং আশানুরূপ জীবন লাভ করিতে পারিলাম না।"

এই কথা বলিতে বলিতে সেণ্টক্লেয়ারের মুখমণ্ডল আবার বিষণ্ণ হইল। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংবরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এই সংসারের কার্য্যকলাপ মধ্যে কি কোন প্রকৃত ধর্ম্মভাব, ন্যায়ানুগত আচরণ, নিঃস্বার্থ প্রেম পরিলক্ষিত হয়? মানবমণ্ডলীর পারস্পরিক ব্যবহার মধ্যে কি কোন নির্দ্দিষ্ট অবিচলিত ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই? বাল্যকালে ভূগোলে পাঠ করিয়াছি যে, এক এক

দেশের জলবায়ু এক এক প্রকার ; সুতরাং ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। মানবমণ্ডলীর মতামত ও আচরণ ঠিক তদনুরূপই বটে। এক একটী দেশপ্রচলিত আচার, ব্যবহার এবং সামাজিক অবস্থানুসারে সেই দেশীয় লোকের চরিত্র গঠিত হয়। আমাদের দেশে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে! সুতরাং আমাদের দেশীয় লোক দাসত্ব প্রথার নিষ্ঠুরাচরণ মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পায় না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোক এই প্রথার নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই বিশ্ব সংসারে কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, অধিকাংশ লোকেরই কোন স্বতন্ত্র মতামত নাই। তাঁহারা ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছে। দেশ-প্রচলিত অবস্থা তাহাদিগকে যেদিকে পরিচালন করিতেছে, অজ্ঞাতসারে তাহারা সেই দিকেই পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভাল মন্দ নিরূপণ করিবার ক্ষমতা নাই। তোমার পিতা উত্তর দেশীয় দাসত্বপ্রথা বিরোধী সম্প্রদায়ের সংসর্গে বাস করিতেছিলেন বলিয়া তিনিও দাসত্বপ্রথা বিরোধী হইয়া উঠিলেন। আর আমার পিতা এইদেশে অবস্থিতি নিবন্ধন দাসত্ব প্রথাকে প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। এইরূপ দেশভেদ নিবন্ধন পার্থক্য ভিন্ন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্য কোনরূপ বিভিন্নতা ছিল না। তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বাংশে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোক ছিলেন। উভয়ের মধ্যেই জাত্যভিমান, প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত।”

অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারের এই কথার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে সেণ্টক্লেয়ার তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন, “দিদি! তুমি যাহা বলিবে, তাহা বুঝিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে. তোমার পিতার কার্য্যকলাপ ও আচরণ আমার পিতার কার্য্যকলাপ ও আচরণ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু উভয়েই যে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন, তাহার কোন

সন্দেহ নাই। এই সংসারে যে সকল লোক বৃথা অভিমানে স্ফীত হইয়া, বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, লোকের সঙ্গে কোন কথা বলেন না, মনুষ্যকে মানুষ বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা যদ্রূপ আত্মাভিমানী, আবার যাঁহারা আত্মাভিমান বড় দোষ, এই বলিয়া সর্ব্বদা চীৎকার করেন, নিজের মধ্যে কোন প্রকার আত্মাভিমান নাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সকলের সঙ্গেই আলাপ করেন, ছোট বড় সকলকেই আদরের সহিত গ্রহণ করেন, সকলের নিকটেই আত্মাভিমানীদিগকে নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ আত্মাভিমানী। প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ লোক স্পষ্টরূপে অপরকে ঘৃণা করিয়া আপন হৃদয়স্থিত অভিমানকে তৃপ্ত করে। শেষোক্ত শ্রেণীস্থ লোক এইরূপ প্রণালীতে আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ না পাইয়া আপন আপন হৃদয়স্থিত অভিমান পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করে। এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যেরূপ বিভিন্নতা, তোমার পিতা ও আমার পিতার আচরণের মধ্যে ঠিক সেইরূপ বিভিন্নতা ছিল। তোমার পিতা জাত্যভিমানের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় হৃদয়স্থিত মহৎ ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন। আমার পিতা সহস্র সহস্র লোকের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতেন। ইহাঁরা উভয়েই যদি লুসিয়ানা প্রদেশে ক্ষেত্রাধিকারী হইতেন, তবে ইহাঁদের কার্য্যকলাপ মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইত না।

অফিলিয়া। অগষ্টিন! পিতৃনিন্দা বড় অনুচিত কার্য্য। তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।

অগষ্টিন। আমি পিতা ও পিতৃব্যকে নিন্দা করি না। কিন্তু আমি কাহারও প্রতি অযথোচিত ভক্তি স্থাপন করিতে পারি না। বিশেষতঃ আমার নিজের জীবনের ঘটনাবলী তোমাকে বলিতে হইল বলিয়া এই বিষয় উল্লেখ করিলাম। অতএব এক্ষণে দাসত্ব-প্রথা সম্বন্ধে আমি কিরূপ

আচরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি, "পিতার মৃত্যুর পর আমি এবং আলফ্রেড সমুদায় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলাম। তিনি জীবিত থাকিতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমার ক্ষেত্রাধিকারীর কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। সুতরাং আলফ্রেডের উপর সমুদায় ক্ষেত্রের ভার প্রদান করিলেন। কিন্তু আলফ্রেডের ন্যায় দয়াপ্রবণ লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সমশ্রেণীস্থ লোকের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, তিনি কখন অন্যায় ব্যবহার করেন না; বরং নিজে ত্যাগস্বীকার করিয়া তাহাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং তিনি আমাকে ক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহার অনুরোধে আমি কিছুকাল তাঁহার সহিত একত্রে ক্ষেত্রের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। অনতিবিলম্বে আলফ্রেড ক্ষেত্রাধিকারীর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ক্রমে এক জন সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ ক্ষেত্রাধিকারী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আমি কাজকর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার সহায়তা করিতে পারিলাম না। তিনি অম্লানবদনে আমার সর্ব্ব প্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করিতেন। এক দিনও তিনি আমার প্রতি কোনরূপ অন্যায়াচরণ করেন নাই। ক্রমে আমার ক্ষেত্রের কার্য্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় ঘৃণার উদ্রেক হইতে লাগিল। অন্যূন সাত শত কুলি আমাদিগের ক্ষেত্রে কার্য্য করিত। ইহাদের প্রত্যেকের উপর যে কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিব, প্রত্যেকের উপর যে একটু দয়া প্রকাশ করিব, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সকলকে চিনিতাম না। বিশেষতঃ অহর্নিশ ইহাদিগকে পশুর ন্যায় খাটান, সর্ব্বদাই ইহাদিগকে বেত্রাঘাত করা, ইহাদের কার্য্য পরিদশনার্থ অতি নৃশংস প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগকে পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিয়া ইহাদিগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা, আমার নিকট বড় ঘৃণিত আচরণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঈদৃশ পৈশাচিক ব্যবহার আমার অসহ্য হইয়া উঠিল।

দিন দিন সেই স্নেহময়ী জননীর কথা মনে হইতে লাগিল। তিনি অনেক-বার আমার নিকট বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এই অসিতাঙ্গ দীন দুঃখী দাসদাসীগণ আমাদের ন্যায় অন্তরাত্মা লাভ করিয়াছে, আমাদের ন্যায় এক প্রকার রক্তমাংসে বিনির্ম্মিত, আমাদের ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। মাতার এই সকল কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলেই এই ক্রীত দাসদাসীর যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হইত। এই পাপ ও অত্যাচার পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর সত্বর যাহাতে জননীর সহিত সম্মিলিত হইতে পারি, তাহারই জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম। এইরূপ মানসিক অবস্থায় কি কেহ কখন কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে? ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, এই সকল ক্রীত দাসদাসীদিগকে আমরাই বিনাশ করিতেছি। ঈশ্বর ইহাদিগকে মানবাত্মা প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা ইহাদিগকে পশু করিয়া রাখিয়াছি। বস্তুতঃ এইরূপ পরাধীন অবস্থায় মানুষ কি কখন মনুষ্যত্ব বিহীন হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্ষেত্রের ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

অফিলিয়া। অগষ্টিন! আমি সর্ব্বদাই মনে করিতাম যে, তোমরা দাসত্বপ্রথা বাইবেল অনুমোদিত বলিয়া মনে কর; তোমাদের নিকট এ দাসত্বপ্রথা ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান; কিন্তু আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইল।

অগষ্টিন। আমি এখন পর্য্যন্তও এতদূর মনুষ্যত্ব বিহীন হই নাই, আমার অন্তরাত্মা এতদূর অবনত হয় নাই যে, দাসত্ব প্রথা বাইবেল অনুমোদিত বলিয়া মনে করিব। আলফ্রেড যে দাসদাসীদিগের উপর অত্যন্ত প্রভুত্ব করেন, তাহারা অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রাণবিনাশ করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট বোধ করেন না, দাসদাসীদিগের কোন প্রকার মনুষ্যের

অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু তিনিও দাসত্ব প্রথা বাইবেল অনুমোদিত কিম্বা ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান বলিয়া মনে করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, জগতের এক শ্রেণীস্থ লোক আত্মাবিহীন হইয়া পশুর ন্যায় না খাটিলে মানব-সমাজ সমুন্নত হয় না; জগতের সভ্যতা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয় না। তিনি বলেন যে, মনুষ্যসমাজকে উন্নতি হইতে সমধিক উন্নতির সোপানে সমুত্থিত করিবার নিমিত্ত বলবান্ ও বুদ্ধিমান লোক দুর্ব্বল ও হীন বুদ্ধির উপর চিরকাল প্রভুত্ব করিবে। বলবান্ ও বুদ্ধিমানের শাসনাধীনে থাকিয়া এই দুর্ব্বল ও হীনবুদ্ধিদিগকে পশুজীবন যাপন করিতে হইবে। তাঁহার ঈদৃশ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত আল্‌ফ্রেড সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, দাসত্ব-প্রথা বিশ্বব্যাপী। আমেরিকার ক্ষেত্রাধিকারিগণ ক্রীতদাসদিগের প্রতি যদ্রূপ ব্যবহার করেন, ইংলণ্ডের অভিজাতগণ এবং মহাজনেরা প্রকারান্তরে তাঁহাদের দেশীয় শ্রমোপজীবী-দিগের প্রতি ঠিক সেই প্রকার আচরণই করিতেছেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের অভিজাতগণ এবং মহাজনদিগের আচরণও দূষণীয় বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন যে, মানবসমাজের গঠন-প্রণালী বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এক শ্রেণীস্থ লোক অপর শ্রেণীর দাসত্ব না করিলে কোন প্রকার সমাজিক উন্নতি এবং সভ্যতার বৃদ্ধির নিমিত্ত দুর্ব্বল ও হীনবুদ্ধিদিগকে চিরকাল বলবান্ ও বুদ্ধিমানের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; আজীবন তাহাদিগকে পশুবৎ কার্য্য করিতে হইবে, এবং আপন আপন আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত বলবান্ ও বুদ্ধিমান্‌দিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু আলক্রেডের ঈদৃশ যুক্তি আমি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। স্বার্থপরায়ণ লোকেরাই কেবল ঈদৃশ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আপন আপন বিবেককে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে।

অফিলিয়া অগষ্টিনের পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অগষ্টিন, ইংলণ্ডের শ্রমোপজীবীদিগের অবস্থার সহিত তোমাদের দেশের ক্রীত দাসদিগের অবস্থার তুলনা হইতে পারে না। ইংলণ্ডের শ্রমোপজীবীদিগকে কেহ বেত্রাঘাত করিতে পারে না, তাহাদের সন্তান-সন্ততি পিতা মাতার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেহ স্থানে স্থানে বিক্রয় করিতে পারে না ; দেশ প্রচলিত আইনানুসারে তাহাদিগের মনুষ্যের অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু তোমাদের দেশে দাসদাসীগণকে তোমরা মনুষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। ইহাদিগের প্রাণবধ করিলেও তোমাদিগকে আইনতঃ দণ্ডিত হইতে হয় না।"

অগষ্টিন। দিদি! আমরা এখানে বেত্রাঘাত করিয়া ক্রীত দাসদাসী-দিগের প্রাণবধ করি। কিন্তু ইংলণ্ডের মহাজনগণ এবং অভিজাতগণ শ্রমোপজীবীদিগের সমুদয় অর্থ শোষণ পূর্ব্বক অনাহারে তাহাদিগের প্রাণবিনাশ করিতেছে। আমরা এখানে ক্রীতদাসদিগের সন্তানসন্ততি-দিগকে তাহাদের পিতা-মাতার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্থানে স্থানে বিক্রয় করিতেছি ; কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রমোপজীবীদিগের সন্তানসন্ততি অর্থাভাবে অনাহারে মরিতেছে। তবে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে এই সকল দুর্ব্বলদিগের কেহ প্রাণবধ করিলে, আইনতঃ তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গগণ অনায়াসে এই অসিতাঙ্গ দাসদাসীর প্রাণবধ করিলে দেশ প্রচলিত আইনানুসারে তাহাদিগকে তজ্জন্য প্রায় কোন দণ্ড ভোগ করিতে হয় না।

অফিলিয়া অগষ্টিনের এই শেষোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি তোমার এই যুক্তি স্বীকার করি না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া কি তোমাদের দেশপ্রচলিত এই দাসত্বপ্রথা সমর্থন করা যাইতে পারে?"

অগষ্টিন। আমি কি দাসত্বপ্রথা সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে এই বিশ্ব-ব্যাপী অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছি? আলফ্রেড যে যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দাসত্বপ্রথা সমর্থন করেন, তাহাই বলিলাম। আমাদের দেশপ্রচলিত দাসত্ব প্রথা যে যারপরনাই ঘৃণিত, তাহার কি আর কোন সন্দেহ আছে? অন্যান্য দেশে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের উপর যেরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে গুরুতর অত্যাচার, ঘোর উৎপীড়ন আমাদের দেশীয় ক্রীতদাসদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে! আমাদের দেশীয় শ্বেতাঙ্গগণ এই অসিতাঙ্গদিগকে একেবারে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, ক্রীত-দাসীগণের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া গোবৎসের ন্যায় সেই সন্তান সন্ততিগণ বিক্রয় করিতেছে। এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। অন্যান্য দেশে নানাবিধ কৌশল সহকারে বলবান্ এবং ধনিগণ দুর্ব্বল ও দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতেছে। এদেশে আর কোন কৌশলের আবশ্যক হয় না। ইচ্ছা করিলেই আমরা দুর্ব্বলের প্রাণবিনাশ করিতে পারি।

অফিলিয়া। অগষ্টিন! তোমার অদ্যকার এই সকল কথা শুনিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিলাম। আমি এই দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে এইভাবে কখন চিন্তা করি নাই।

অগষ্টিন। আমি ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাহাদের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিগলিত হয়। আলফ্রেড বিশেষ অহঙ্কারের সহিত সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার ক্রীতদাসগণ ইংলণ্ডের শ্রমোপজীবীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুখভোগ করিতেছে। বস্তুতঃ আলফ্রেড তাঁহার দাসদাসীদিগকে আহার ও পরিধানে কখন কষ্ট প্রদান করেন না। আলফ্রেড যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, তাহা নহে। দাসদাসীগণ তাঁহার

অবাধ্য না হইলে, তিনি কখন তাহাদিগকে প্রহার করেন না। কিন্তু একটু অবাধ্য হইলে, কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট বোধ না করিয়া, তিনি অনায়াসে তাহাদিগের প্রাণবধ করিতে পারেন। যখন আমরা দুই ভাই একত্রে ক্ষেত্রের কার্য্য করিতাম, সেই সময়ে আমি বারম্বার আলফ্রেডকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, এই ক্রীতদাসীগণের শিক্ষার্থ একজন পাদ্রী নিযুক্ত কর। আলফ্রেড মনে মনে বুঝিতেন যে, তাহার অশ্ব কিম্বা কুকুরের নিমিত্ত পাদ্রী নিযুক্ত করিলে যে ফল হইবে, এই ক্রীতদাসদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষক নিযুক্ত করিলেও সেই প্রকার ফল হইবে। কিন্তু তথাচ আমার মনোরঞ্জনার্থ তিনি আমাদের ক্ষেত্রের দাসদাসীদিগের শিক্ষার্থ একজন পাদ্রী নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক রবিবার পাদ্রী আসিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু এই দাসদাসীগণের অন্তরাত্মা একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে। চির পরাধীনতা নিবন্ধন ইহারা একেবারে পশু-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা দ্বারা ইহাদের সেই জড়বৎ মৃত অন্তরে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয় না।

এই ক্রীত দাসদাসীগণের শিক্ষা সম্বন্ধে অগষ্টিন আবার অফিলিয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দিদি! তুমি সময়ে সময়ে আমায় ইহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে বল। কিন্তু ইহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা প্রদান না করিলে এইরূপ অবস্থায় ইহাদের জীবনে শিক্ষার কোন ফল হইবে না। ইহাদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের ভাব সতেজ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ঈদৃশ ধর্ম্মভাব মধ্যে কোন প্রকার বীরত্ব কিম্বা নির্ভীকতার ভাব নাই। এ কেবল চিরভীতি নিবন্ধন ধর্ম্মভাব।

অফিলিয়া। তুমি ক্ষেত্রাধিকারীর কার্য্য ছাড়িয়া দিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে বলিয়াছ, কিন্তু কখন ক্ষেত্রাধিকারীর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছিলে, তাহা ত বলিলে না।

অগষ্টিন। আমি আলফ্রেডের সঙ্গে একত্রে প্রায় দুই বৎসর কাল ক্ষেত্রাধিকারের কার্য্য করিলাম। কিন্তু আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে, এ কার্য্য আমার পক্ষে বড় দুষ্কর; এবং আলফ্রেডও দেখিতে লাগিলেন যে, আমার দ্বারা কোন প্রকারেই কার্য্য চলে না। আমাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আলফ্রেড কুলিদিগের নানা প্রকার সুবিধা করিয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠিল না। আসল কথা এই যে, আমি যে ভাবে কুলিদিগের সহিত ব্যবহার করিতে বলিতাম, সেই প্রকার করিলে ক্ষেত্রের কার্য্যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কুলিদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতে আমার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। মানবাত্মাকে পশুবৎ করিয়া অর্থ সঞ্চয় চেষ্টা আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ আমি নিজে অত্যন্ত অলস, সুতরাং অলস কুলিদিগের প্রতিও আমার স্বভাবতঃই দয়ার সঞ্চার হইত। অলসতার নিমিত্ত তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতে দিতে আমার কথনই ইচ্ছা হইত না। এইরূপ অবস্থায় আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমার দ্বারা কেবল আলফ্রেডের কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে; সুতরাং ক্ষেত্রাধিকারীর কার্য্য একেবারেই ছাড়িয়া দিলাম। আলফ্রেড সমুদয় ক্ষেত্রের অধিকারী হইলেন। আমি পিতার বাড়ী এবং নগদ সম্পত্তি গ্রহণ করিলাম।

অফিলিয়া। তবে ক্ষেত্রাধিকারীর কার্য্য ছাড়িয়া দিলে পর তোমার পৈতৃক দাসদাসীগণকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিলে না কেন?

অগষ্টিন। আমার মন ততদূর উন্নত ছিল না। আমি মনে করিলাম যে, ইহাদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করিয়া অর্থ সঞ্চয় না করিলেই হইল। গৃহে রাখিয়া ইহাদিগকে ভরণপোষণ করিলে কোন দোষ হইবে না। বিশেষতঃ ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমার পুরাতন চাকর। তাহাদিগকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, তাহারাও আমাকে ভাল বাসিত। যে

সকল নূতন লোক দেখিতেছ, ইহারা সকলেই আমার সেই সকল পুরাতন দাসদাসীদিগের বংশোদ্ভব। ইহারা কোন ক্রমেই আমার ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না। আমার গৃহে ইহারা জন্মিয়াছে, এখানেই বড় হইয়াছে; সুতরাং আমার নিমিত্ত ইহাদের বিশেষ মমতা হইয়াছে। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে কখন কখন আমি মনে করিতাম যে, এই সংসাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে আশ্রয়শূন্য তৃণের ন্যায় এ জীবন ঘটনার স্রোতে ভাসাইব না। জীবনের কোন একটী লক্ষ্য সাধন করিব। দেশ সংস্কারক হইয়া জন্মভূমি হইতে দাসত্ব প্রথা স্বরূপ কলঙ্ক দূর করিব। কিন্তু বোধ হয়, সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সকলেই এইরূপ আশা করিয়া থাকে। পরে সংসারে প্রবেশ করিবামাত্র প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইয়া য়ৌবনের সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করে। সংসারের অন্যান্য লোক যেরূপে দিনপাত করে, সেই প্রকারেই কালযাপন করিতে থাকে।

অফিলিয়া। তুমি জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিলে কেন? জীবনের সেই লক্ষ্য সাধনার্থ এখনও যত্ন করিতে পার।

অগষ্টিন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যৌবনের প্রারম্ভেই আশালতা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আশানুরূপ জীবন লাভ করিতে পারিলাম না; সুতরাং সকল বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি; এখন কেবল সংসারের ঘটনাস্রোতে ভাসিতেছি—সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস হইয়া পড়িয়াছি; সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা, বর্ত্তমান ঘটনা যে দিকে ভাসাইয়া দিতেছে, সেই দিকেই চলিয়া যাইতেছি। আলফ্রেড বরং আমার অপেক্ষা শত গুণে ভাল আছেন। অর্থ সম্পত্তি সঞ্চয় চেষ্টাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি মনে করেন, সুতরাং আপন বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। আমি বৃথা এ জীবন ধারণ করিতেছি। এ জীবনের কোন লক্ষ্য নাই।

অফিলিয়া। ঈদৃশ লক্ষ্যশূন্য জীবন যাপন করিয়া কি তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতে পার?

অগষ্টিন। দিদি! আমি কি সন্তুষ্ট চিত্তে দিনপাত করি? আমার এ পাপ জীবন আমি নিজেই ঘৃণা করি। আমার নিজের ব্যবহার, নিজের আচরণ আমি কখন অনুমোদন করি না। ঈশ্বর করুন, সত্বর সত্বর আমি সেই পরলোকগতা স্নেহময়ী জননীর সম্মিলন লাভ করিতে পারি। এই দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে আমি কখন কোন কথা বলি না। তবে অদ্য তুমি অত্যন্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে বারম্বার আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে সেই জন্যই আমার মনের কথা তোমার নিকট বলিলাম। এই দেশে অনেকানেক লোক আছেন, যাঁহারা আমার ন্যায় এই দাসত্বপ্রথাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। এই দাসত্ব প্রথা নিবন্ধন সমুদয় দেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নানাপ্রকার পাপ ও ব্যভিচার আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে। নৈতিক বায়ু দূষিত হইয়া নানাবিধ মানসিক রোগ সমুৎপন্ন করিতেছে। এই ঘৃণিত প্রথা নিবন্ধন যে কেবল ক্রীত দাসদাসীগণেরই অনিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। বরং যাহারা স্বীয় স্বীয় গৃহে দাসদাসী রাখিতেছেন, এবং ইহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই অপেক্ষাকৃত অধিক অনিষ্ট হইতেছে। মানসিক রোগ শারীরিক রোগের ন্যায় সংক্রামক। এই দাসদাসীদিগের মানসিক অবনতাবস্থা সংক্রামক রোগের ন্যায় আমাদের ভদ্রসমাজ দূষিত করিতেছে। যে কোন দেশে, কিম্বা কোন জাতীয় লোকের মধ্যে কোন এক শ্রেণীস্থ লোক নিতান্ত অবনতাবস্থায় জীবন যাপন করে, সেই দেশীয় কিংবা সেই জাতীয় সমুদায় লোকের অন্তরাত্মাই সেই অবনতাবস্থাপন্ন শ্রেণীস্থ লোকের সংস্পর্শে ক্রমে কলুষিত হইতে থাকে। সমাজের মধ্যে, এক শ্রেণীস্থ লোকের অবনতাবস্থা অপরাপর শ্রেণীস্থ লোকদিগকেও অবনতির দিকে

আকর্ষণ করে। কিন্তু এই ক্রীতদাসদিগের অবনতাবস্থা আমাদের দেশীয় ভদ্র শ্রেণীস্থ লোকের জীবন যে পরিমাণে কলুষিত করিতেছে, অবনত করিতেছে, অন্যান্য দেশের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের অবনতাবস্থা, সেই সকল দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অন্তরাত্মা ততদূর কলুষিত করে না। আমাদের দেশে এই ক্রীতদাসদিগকে গৃহে রাখিতে হয়, সুতরাং আমরা সর্ব্বদাই ইহাদের সংসর্গে কালযাপন করি। কিন্তু ইংলণ্ডের অভিজাতদিগকে কিম্বা মহাজনদিগকে অত্যাচার নিপীড়িত শ্রমোপজীবীদিগের সহিত সর্ব্বদা একত্রে বাস করিতে হয় না। এই ক্রীত দাসদাসীগণ সর্ব্বদা আমাদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার জীবনের অসদ্দৃষ্টান্ত, ইহাদের প্রতি মনীবদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অন্যায়াচরণ দিন দিন আমাদের সন্তান সন্ততিগণ অবলোকন করিতেছে। সুতরাং এই অসদ্দৃষ্টান্তের অনিবার্য্য ফল সর্ব্বদা তাহাদের জীবন স্পর্শ করিতেছে, তাহাদের চরিত্র গঠন করিতেছে, তাহাদের মন কলুষিত করিতেছে। আমাদের ইবাঞ্জেলিন যদি জন্ম হইতে স্বভাবতঃই দেববালার ন্যায় অতি নির্ম্মল প্রকৃতি লাভ না করিত, তবে নিশ্চয়ই এই সকল দাসদাসীর সংস্পর্শে পশুপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইত, মনুষ্যাত্মা-বিহীন হইত, তাহার নৈতিক জীবন সমূলে বিনষ্ট হইত। বসন্ত রোগাক্রান্ত লোককে গৃহে রাখিলে যেরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, মনুষ্যাত্মাবিশিষ্ট পশুতুল্য এই ক্রীতদাসদাসীদিগকে গৃহে রাখিয়া আমরা নিজেরই কেবল সেইরূপ অনিষ্ট করিতেছি। আমাদের দেশীয় রাজপুরুষগণ ইহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই ইহাদিগের চক্ষু ফুটিবে এবং অনতিবিলম্বে ইহারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে যে বিদ্রোহী হইবে, আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া

শিক্ষা প্রদান না করিলে যে, ইহাদিগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করেন না। বস্তুতঃ ব্যবস্থাবিদ্‌গণ এবং আইন ব্যবসায়ীদিগের কার্য্য কলাপ দ্বারা মনুষ্য সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে, এইরূপ আর কোন শ্রেণীস্থ লোকের আচরণ দ্বারাই হয় না।

অফিলিয়া। এই দাসত্ব প্রথার চরম ফল কি হইবে? সংসারে কি চিরকালই এই প্রকার এক শ্রেণীস্থ লোক অপর শ্রেণীস্থ লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে?

অগষ্টিন। এ অতি গুরুতর প্রশ্ন। ইহার মীমাংসা বড় সহজ নহে? কিন্তু এই চির-অত্যাচার-নিপীড়িত নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের স্বাধীনতার প্রতি যে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি পড়িতেছে, দিন দিন যে তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অনতিবিলম্বে যে সামাজিক বিপ্লব সমুত্থিত হইবে, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপে বোধ হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার দেখিতে পাই। আমার জননী সময়ে সময়ে বলিতেন যে, জগতে সত্বরই স্বর্গরাজ্য সমাগত হইবে; তখন ঈশা রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এই সংসারে রাজত্ব করিবেন; তখন সংসারে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা কিছুই থাকিবে না। তখন পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। তিনি আমাকে যে প্রার্থনা করিতে বলিতেন, সেই প্রার্থনার মধ্যেও এইরূপ বাক্য ছিল "হে পিতঃ তোমার স্বর্গরাজ্য সমাগত হউক।" কখন কখন এই দুর্ব্বল ক্রীতদাসদিগের দীর্ঘনিঃশ্বাস, আর্ত্তনাদ ও উত্তেজিত ভাব দেখিয়া মনে হয়, বুঝি সেই স্বর্গরাজ্য অতি সত্বরই সমাগত হইবে। বিগত ফরাসি বিপ্লব বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, জগতে অনতিবিলম্বেই তুল্যাধিকার সংস্থাপিত হইবে।

অফিলিয়া হস্তস্থিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অগষ্টিন! তুমি যেরূপ সহৃদয় লোক, তাহাতে আমার বিশ্বাস, তুমি স্বর্গরাজ্যেই অবস্থিতি করিতেছ।"

অগষ্টিন। দিদি! আমার কথা শুনিলে বোধ হইবে, আমি স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছি; কিন্তু আমার কার্য্য দেখিলে বুঝিবে, আমি ঘোর নরকে পড়িয়া রহিয়াছি।

অফিলিয়া। তোমার এই সকল কথা শুনিয়া অতি সৎশিক্ষা পাইলাম। আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আলফ্রেড বলিয়াছেন যে, এই মনুষ্য সমাজের এক শ্রেণীর লোক পশুবৎ পরিশ্রম করিয়া মনুষ্যত্ব বিহীন না হইলে, অপর শ্রেণীস্থ লোক সমুন্নত হয় না। সুতরাং মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্য, জগতের সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য, সমাজের অধিকাংশ লোককে পশুবৎ জীবন যাপন করিতে হইবে। তুমি বলিলে, এইরূপ যুক্তি দৃষ্টতঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভ্রমাত্মক। এই মতের মধ্যে কিরূপ ভ্রম রহিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বল দেখি?

অগষ্টিন। এই মতের ভ্রম দেখাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। কিন্তু আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ের দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকেই কি ন্যায়, কি অন্যায়, তাহা অবধারণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের বহুকালের নিমিত্ত বহুল পরিমাণে সুখ হয়, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত। এই মত অবলম্বন করিয়াই ব্যবস্থাবিদ্ পণ্ডিতগণ নানাবিধ নূতন নূতন বিধান প্রণয়ন করেন। কিন্তু ইহাদিগের মত সত্য হইলে, বিশ্বসংসার যে কোন মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের সুখ হয়, তাহাই ন্যায়সঙ্গত, এই কথা না বলিয়া, যাহা কিছু ন্যায়-সঙ্গত, তদ্দ্বারাই সমুদয় জগতের সুখ শান্তি হইবে বলাই প্রকৃত কথা বলা

যায়। যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের সুখশান্তি হয়, তাহাই ন্যায় সঙ্গত, এই কথা বলিলে, বোধ হয় যে, এমন কোন কার্য্যপ্রণালী নাই, যাহা অবলম্বন করিলে পৃথিবীর সমুদয় লোকের সুখ শান্তি হইতে পারে। কিন্তু পরমেশ্বর মঙ্গলময়; তিনি সকলকেই সুখভোগে সমর্থ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় হইতেই পারে না যে, বহুসংখ্যক লোকের সুখের জন্য কতকগুলি লোককে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে! ঈশার কথা কি তোমার স্মরণ নাই? ঈশা বলিয়াছেন "একটী ক্ষুদ্র আত্মাকে পরমেশ্বর বিনষ্ট হইতে দিবেন না।" সুতরাং ঈশ্বর এক শ্রেণীস্থ লোকের সুখ শান্তির নিমিত্ত যে অপর শ্রেণীকে বিনষ্ট হইতে দিতেছেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। মনুষ্য আপনার স্বার্থপরতা বশতঃ এরূপ ভ্রমাত্মক মত পোষণ করিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে যুগপৎ দোষ গুণ রহিয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে সমগ্র মানবমণ্ডলীর তুল্যাধিকার সংস্থাপিত হইতে পারে, সমুদয় মানবের সুখ শান্তি হইতে পারে, সেই পথই একমাত্র নৈতিক পথ। সে পথ অবলম্বন না করিলে সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি কখনও হইবে না। আলফ্রেড যাহাকে সভ্যতার উন্নতি বলেন, আমি তাহাকে বিলাসের উন্নতি, প্রতারণার উন্নতি বলিয়া মনে করি। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার নূতন নূতন পাপ, প্রতারণা ও বিলাস-প্রিয়তার বৃদ্ধি হইতেছে? বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রতারণামূলক উপায় অবলম্বিত হইতেছে। ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ানুগত বিচার নাই। আইন ব্যবসায়িগণ বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। ব্যবস্থাবিদ্ পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার আইন প্রস্তুত করিয়া ন্যায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। আইন ব্যবসায়ী ও ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্যদিগের দ্বারা জগতের যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে, বোধ হয়, সমাজস্থ চোর ও

দস্যুদিগের দ্বারাও সেই প্রকার অনিষ্ট হয় না। মানবপ্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মের অনুগত। সুতরাং কোন আইন প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র সমুন্নত করা যায় না। যাঁহারা নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় অদূরদর্শী লোক জগতে আর নাই!

অগষ্টিনের এই সকল কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আহারের ঘণ্টা পড়িল। তখন তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া আহার করিতে গেলেন।

আহারের সময় মেরী সেণ্টক্লেয়ার প্রুর মৃত্যু ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "অফিলিয়া দিদি! তুমি বুঝি আমাদিগকে একেবারে বন্য পশু বলিয়া মনে কর?"

অফিলিয়া। আমি তোমাদের দেশের সকল লোককেই পশুর ন্যায় মনে করি না; কিন্তু প্রুর প্রতি যেরূপ ব্যবহারের কথা শুনিলাম, তাহা নিশ্চয় পশুবৎ ব্যবহার বলিয়া বোধ হয়।

মেরী। অফিলিয়া দিদি! তুমি জান না, এই গোলাম জাতির মধ্যে এক একটা এমন দুষ্ট যে, তাহাদিগকে কোনমতেই বশীভূত করা যায় না। এ রকম বদ্‌লোক মরিলেই ভাল। আমার ত ইহাদের জন্য একবিন্দুও দয়া হয় না। ইহারা যদি ভাল হইবার চেষ্টা করে, ভাল ব্যবহার করে, মনীব যেরূপ চলিতে বলেন সেইরূপই চলে, তাহা হইলে আর মার খাইয়া মরিতে হয় না।

এই কথা শুনিয়া ইবা বলিল, "মা! তুমি জান না, প্রু শোক দুঃখে বড় কষ্ট পাইতেছিল, তাই মনের দুঃখ ভুলিবার জন্য মদ খাইত।"

মেরী। তুই রেখে দে ও সব মনের দুঃখ। দাসদাসীর আবার মনের দুঃখ! এ সকল কথা আমার কাছে ভাল লাগে না। আমি যে শারীরিক অসুস্থতায় কত দুঃখ ভোগ করি। প্রুর বা কি কষ্ট ছিল!

আমি প্রতিদিন তার চেয়ে সহস্রগুণ কষ্ট পাই। আমায় ত মদ খাইতে হয় না। আসল কথা গোলামের জাত বড় খারাপ। ইহাদের দু-এক-টাকে শত বেত মারিলেও সৎপথে আনা যায় না। আমার বাবার একটা গোলাম ছিল, সে বড় অলস। কাজ এড়াইবার জন্য সে পলাইয়া গিয়া জলা ভূমির মধ্যে পড়িয়া থাকিত, চুরি করিত, আরও কত কুকার্য্য করিত। সেই লোকটা কত বার বেত খাইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার স্বভাব সংশোধিত হইল না। অবশেষে এক দিন বেত্রাঘাতে সে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িল, তবুও হামাগুঁড়ি দিয়া সেই জলাজঙ্গলে চলিয়া গেল এবং সেইখানেই মরিয়া রহিল। বাবা ত দাসদাসীদের প্রতি সর্ব্বদাই দয়া করেন, তবুও ত এরূপ ঘটিয়াছিল।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি একবার একটা অবাধ্য লোককে বশ করিয়াছিলাম। কত কত মনীব, ক্ষেত্রের পরিদর্শক, কেহই তাহাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া হার মানিয়াছিল। আমি অতি সহজেই তাহাকে বশীভূত করিয়াছিলাম।

মেরী। তুমি আবার এ জন্মে অবাধ্য দাসদাসী বশীভূত করিয়াছিলে? যাহা হউক, তুমি যে একটা কাজ করিয়াছিলে, শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। বল দেখি, কবে করিয়াছিলে?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি যে লোকটাকে বশীভূত করিয়াছিলাম, সে অত্যন্ত বলবান্ ছিল। দেখিতে ঠিক একটা দৈত্যের মত। লোকটা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, আর তেজীয়ান্ ছিল। কাহারও নিকট অবনত হইত না। ঠিক যেন একটা আফ্রিকার সিংহ। ইহাকে সকলে সিপিও বলিয়া ডাকিত। ক্রমান্বয়ে ইহাকে যে কয়েক জন ক্রয় করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই ইহাকে দুরন্ত করিতে পারে নাই। অনেকানেক ক্ষেত্রের পরিদর্শক ইহার পদাঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অবশেষে আলফ্রেড

ইহাকে ক্রয় করিলেন। আলফ্রেডের বিশ্বাস ছিল, তিনি ইহাকে দুরস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু এক দিন সিপিও পরিদর্শককে আহত করিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। সেই সময় আমি আলফ্রেডের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আমি ক্ষেত্রের অংশ ছাড়িয়া দিবার পর এই ঘটনা উপস্থিত হয়। এই ঘটনায় আলফ্রেড অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তোমার নিজের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে; আমি ইহাকে সহজে বশ করিতে পারি। এই বিষয়ে আলফ্রেডের সঙ্গে বাজি রাখিলাম। স্থিরীকৃত হইল যে, ইহাকে ধরিতে পারিলে বশীকরণের জন্য আলফ্রেড ইহাকে আমার হস্তে অর্পণ করিবেন। ইহাকে ধরিবার জন্য ছয় সাত জন লোক শিকারী কুকুর সঙ্গে লইয়া চলিল। মৃগ-শিকার উপলক্ষে মানুষ যেরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়ে, মনুষ্য শিকার প্রচলিত থাকিলে তদুপলক্ষেও সেইরূপ উত্তেজনার ভাব উপস্থিত হয়। আমি নিজেও এই উপলক্ষে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, ধরিতে পারিলে শিকারীদের হস্ত হইতে ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া ইহাকে বশীভূত করিব। আমরা এই প্রকারে কুকুর ও বন্দুক সঙ্গে লইয়া, ইহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কি বলিব, এ ব্যক্তি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক শূন্য হস্তে ছয় সাত জন লোকের সহিত যুদ্ধ করিল এবং কেবল ঘুসি দিয়া তিনটা কুকুরকে মারিয়া ফেলিল। অবশেষে আমাদের সঙ্গী তাহার উপর বন্দুক ছুঁড়িল। বন্দুকের গুলি খাইয়া সে আমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। তাহার শরীর হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সে আমার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিয়াছিল। সে চক্ষে বীরত্বের জ্যোতিঃ ও নিরাশার অন্ধকার যুগপৎ দেখা যাইতেছিল। আমি আলফ্রেডের লোকদিগকে ইহার প্রাণ বিনাশ করিতে নিষেধ করিলাম এবং পরে আলফ্রেডের নিকট

হইতে উহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিলাম। কিন্তু পনর দিন যাইতে না যাইতে লোকটা আমার এত বাধ্য হইয়া পড়িল যে, আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

মেরী। কি করিয়াছিলে যে, সে এত সহজে তোমার বশীভূত হইল ?

সেণ্টক্লেয়ার। আমাকে অধিক কিছুই করিতে হয় নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আমার নিজের প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলাম, একটি উত্তম শয্যায় তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলাম, তাহার শরীরেব আহত স্থানগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলাম এবং আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত নিজে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। যখন সে আরোগ্য লাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিল, তখন আমি তাহার হস্তে দাসত্ব মুক্তির পত্র দিয়া বলিলাম যে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।

অফিলিয়া। মুক্তি পাইয়া কি সে চলিয়া গেল ?

সেণ্টক্লেয়ার। না, সে গেল না! সে তৎক্ষণাৎ কাগজ খানা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং আমাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিল। এমন সাহসী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য আমি আর দেখি নাই। ইহার সত্যপ্রিয়তা ও চরিত্রের দৃঢ়তা কিছুতেই বিচলিত হইত না। কিছু দিন পরে এ ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহার প্রত্যেক কার্য্যে বালসুলভ বিনীত ভাব পরিলক্ষিত হইত।

একবার আমাদের এখানে ভয়ানক অতিসারের প্রাদুর্ভাব হইল। আমিও কিছুদিনের মধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত হইলাম। আমার জীবনের আশা নাই দেখিয়া আত্মীয় স্বজন দাসদাসী সকলেই ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু সিপিও অকুতোভয়ে আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহারই যত্ন ও পরিচর্য্যাগুণে আমি পুনর্জ্জীবিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য

বশতঃ আমার আরোগ্য লাভের কিছু দিন পরেই সিপিওর অতিসার হইল, কিছুতেই তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। ইহার মৃত্যুতে আমি যেরূপ শোক পাইয়াছিলাম, এমন আর কখনও পাই নাই।

সেণ্টক্লেয়ার যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, ইবা তখন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে একাগ্র মনে পিতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সেণ্টক্লেয়ারের কথা শেষ হইবামাত্র সে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে এইরূপ কাঁদিতে দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "ইবা! লক্ষ্মী আমার! কি হয়েছে?" এবং তখনই অফিলিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইবার সাক্ষাতে এ সকল কথা বলা ভাল হয় নাই—ইবা বড় ভয় পায়।"

তখন ইবা কথঞ্চিৎ আত্মসংযম পূর্ব্বক বলিল, "না বাবা, আমি ভয় পাই নাই; কিন্তু এ সকল কথা আমার হৃদয়ে যেন বিঁধিয়া যায়, আমার প্রাণে বড়ই লাগে।"

সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "ইবা! তুমি কি বলিতেছ?"

"কি বলিতেছি, তোমাকে বুঝাইয়া দিতে পারি না বাবা। আমি অনেক কথা ভাবি। হয় ত এর পর কোন দিন তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব।"

"বাছা যত ইচ্ছা ভাব; কিন্তু কাঁদিয়া তোমার বাবাকে কষ্ট দিও না। এই দেখ, তোমার জন্য কেমন সুন্দর পিচ ফল আনিয়াছি।"

ইবা পিতার হস্ত হইতে পিচ্ ফল লইয়া ঈষৎ হাস্য করিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত কাঁপিতেছিল। সেণ্টক্লেয়ার তাহার হস্ত ধরিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন এবং নানা জিনিস দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ের হাস্যের রব শুনা যাইতে লাগিল।

বড় লোকদিগের কথা বলিতে বলিতে আমার গরীব টমকে ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু পাঠক যদি আমাদিগের সহিত ঐ আস্তাবলের উপরিস্থ কুঠরীতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে টমের খবর কিছু কিছু জানিতে পারিবেন। টমের এই কুঠরীটি বেশ পরিষ্কৃত। তাহার মধ্যে একখানি শয্যা, একটা কেদারা এবং একটা ছোট টেবিল, তদুপরি একখানি বাইবেল ও একখানি সঙ্গীত পুস্তক। টম এই খানে বসিয়া একখানি শ্লেট সম্মুখে রাখিয়া কি এক গুরুতর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগের জন্য টমের প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে তাহাদের সংবাদ জানিতে পারে, তজ্জন্য ইবার নিকট একখানি চিঠির কাগজ চাহিয়া সে পত্র-লিখন-রূপ দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রভুতনয় জর্জ্জের নিকট টম অল্প লিখিতে শিখিয়াছিল; কিন্তু সকল অক্ষর তাহার মনে নাই, যেগুলি মনে আছে, তাহাদের কোন গুলি কোথায় বসাইতে হইবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। টম অতিকষ্টে শ্লেটের উপর পত্র রচনা করিতেছে, এমন সময় ইবা তাহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাহার কেদারার পশ্চাতে দাঁড়াইল, এবং স্কন্ধের উপর দিয়া উঁকি মারিয়া বলিতে লাগিল, "টম কাকা, তুমি ওগুলি কি লিখিতেছ?"

টম বলিল, "মিস্ ইবা, আমি আমার স্ত্রী আর ছেলেদের কাছে এক খানা চিঠি লিখ্‌তে চাই; কিন্তু আমার বোধ হচ্চে, আমি পেরে উঠ্‌ব না।"

ইবা বলিল, "আমি যদি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বেশ হইত; আমি সব অক্ষর লিখিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বোধ হয়, আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

তার পর দুই জনে পাশাপাশি বসিয়া এক মনে পত্র রচনায় নিযুক্ত

হইল। দুই জনেরই সমান বিদ্যা। কত চিন্তা, কত পরামর্শের পর এক একটী শব্দ রচিত হইতে লাগিল।

অবশেষে ইবা উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "টম কাকা, সুন্দর চিঠি লেখা হইয়াছে। তোমার স্ত্রী ও ছেলেরা এ চিঠি পেয়ে কত খুসি হবে। কি অন্যায়, তোমাকে এদের ছেড়ে আস্তে হয়েছে! আমি নিশ্চয়ই এক সময়ে বাবাকে ব'ল্‌ব, যেন তোমাকে তাহাদের কাছে ফিরে যেতে দেন।"

টম বলিল, "আমার প্রভুপত্নী ব'লেছেন, টাকা জমাইতে পারিলেই আমাকে আবার কিনিয়া লইবেন; প্রভুপুত্র জর্জ্জ ব'লেছেন, আমাকে নিজে এসে নিয়ে যাবেন। এই দেখ, তিনি আমাকে স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ এই মুদ্রাটী দিয়াছেন।" এই বলিয়া টম বস্ত্রের ভিতর হইতে মুদ্রাটী বাহির করিয়া দেখাইল।

ইবা মুদ্রা দেখিয়া বলিল, "তবে তিনি এসে নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমার বড় আহ্লাদ হচ্চে!"

"তাই আমি এই পত্রখানা লিখে জানাতে চাই, আমি কোথা আছি। আর ক্লোকে বলিতে চাই যে, আমি বেশ সুখে আছি। বেচারী আমার আসিবার সময় কত ভেবেছে, কত কেঁদেছে।"

এইরূপ কত কথা-বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সেণ্টক্লেয়ার দ্বারদেশে আসিয়া বলিলেন, "বলি টম!—"

টম ও ইবা উভয়েই চমকিয়া উঠিল। সেণ্টক্লেয়ার ঘরের ভিতরে আসিয়া শ্লেটখানি দেখিয়া বলিলেন, "এতে কি লেখা হচ্চে?"

ইবা বলিল,—"ও টমের চিঠি। আমি টমকে একটু একটু সাহায্য করিতেছি। বেশ চিঠি লেখা হয় নাই?"

সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "হাঁ তা হয়েছে এক রকম। কিন্তু টম, আমাকে

চিঠি খানা লিখিতে দিলেই ভাল হয় না?—আমি বেড়াইয়া আসিয়া লিখিয়া দিব।"

ইবা বলিল, "বাবা, টমের ভারি দরকারি চিঠি। টম আমাকে এখনই ব'ল্লে, যে, টমের কর্ত্রী ঠাকুরাণী টমকে উদ্ধার করিয়া লইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন।"

সেণ্টক্লেয়ার মনে মনে ভাবিবেন যে, এ কেবল ভুলান কথা। যাহাদের মনে একটু মায়া আছে, তাহারা বিক্রয়ের সময়ে দাসদিগকে এই বলিয়া মিথ্যা প্রবোধ দিয়া থাকে। যাহা হউক, প্রকাশ্যে তিনি কিছু বলিলেন না। বিকাল বেলা বেড়াইয়া আসিয়া টমের চিঠি লিখিয়া দিলেন। চিঠি তৎক্ষণাৎ ডাক ঘরে গেল।

এদিকে মিস্ অফিলিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত রহিলেন। ডায়না হইতে ক্ষুদ্র দাসশিশু পর্য্যন্ত সকলেই বলিল যে, মিস্ অফিলিয়া 'কি রকমের লোক!' অর্থাৎ তাহার সহিত বনে না।

উচ্চশ্রেণীর দাস-দাসী অর্থাৎ আড্‌লফ্, জেন ও রোজা বলিত যে, মিস্ অফিলিয়া ভদ্র মহিলাই নহেন; কারণ, বড়লোকের ভাব-ভঙ্গী তাঁহার মধ্যে কিছুই নাই। মিস অফিলিয়া যে, সেণ্টক্লেয়ারের জ্ঞাতিকন্যা, ইহা ভাবিয়া তাহারা বড়ই আশ্চর্য্য হইত। মেরী বলিতেন যে, অফিলিয়া দিদি দিবা-রাত্রি যেরূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহা দেখিলেও লোকের ক্লান্তি বোধ হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

টপ্সী

এক দিবস প্রাতে মিস্ অফিলিয়া নানাবিধ গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় সেণ্টক্লেয়ার বড় আগ্রহাতিশয় সহকারে সিঁড়ির নীচ হইতে বারংবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, একবার নীচে এসো, তোমাকে একটী নূতন জিনিষ দেখাইব।"

মিস্ অফিলিয়া নীচে আসিয়া বলিলেন, "কি জিনিষ দেখাইবে?"

"এই দেখ, তোমার জন্য এই একটী নূতন জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া অগষ্টিন একটী অষ্টম বৎসর বয়স্কা নিগ্রো বালিকাকে ধরিয়া উঠাইলেন। বালিকাটী অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। সে সেণ্টক্লেয়ারের ঘরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ গৃহসামগ্রী দর্শনে চমৎকৃত হইল, চঞ্চলনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। অত্যাচার নিপীড়িত অন্তরস্থিত নীচাশয়তা ও দুষ্টবুদ্ধি যদ্রূপ বাহ্য গম্ভীরভাবের আবরণ দ্বারা সমাবৃত থাকে, ঠিক সেই রূপ বাহ্য গম্ভীর ভাব ও বাহ্য বিনয় ইহার মুখমণ্ডলে মুদ্রিত ছিল। ইহার পরিধানে অতিশয় মলিন জীর্ণ-বস্ত্র। শরীর জীর্ণ শীর্ণ। মিস্ অফিলিয়া ইহাকে দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "অগষ্টিন! ইহাকে আবার কি নিমিত্ত ক্রয় করিয়া আনিলে?"

"তুমি ইহাকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া সচ্চরিত্র করিবে, সেই জন্যই আনিয়াছি। ইহার নাম টপ্‌সী। বেশ নাচিতে গাইতে জানে।" এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার আবার বালিকাটীকে মিস্ অফিলিয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, "টপ্‌সী, ইনি তোমার নূতন কর্ত্রী ঠাকুরাণী। আমি ইহার হস্তে

তোমাকে অর্পণ করিতেছি। দেখ, ইঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।" টপ্সী দুষ্টবুদ্ধি-সমাচ্ছাদিত গাম্ভীর্য্যের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বলিল, "যে আজ্ঞা।" সেণ্টক্লেয়ার আবার বলিলেন, "তোমাকে সচ্চরিত্র হইতে হইবে।" টপ্সী বলিল, "যে আজ্ঞা।"

মিস্ অফিলিয়া এই সকল কথা বার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "অগষ্টিন্! তোমার গৃহ দাসদাসী এবং তাহাদের বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন কালে দুই একটার মাথার উপর পা দিয়া যাইতে হয়। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে দেখিতে পাই, কোনটা দরজার পার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে। দুই একটা টেবিলের নীচ হইতে মাথা বাহির করিতেছে। কোনটা সিঁড়ির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। এত দাস-দাসী ও বালক-বালিকা ঘরে থাকিতে আবার ইহাকে আনিলে কেন?"

অগষ্টিন্। দিদি! তুমি ইহাকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া সচ্চরিত্র করিবে বলিয়া আনিয়াছি। প্রতিদিন তুমি আমাকে সৎশিক্ষা প্রদান করিতে বল, তাই নূতন একটি বালিকা আনিয়া তোমাকে সৎশিক্ষা প্রদানের সুযোগ করিয়া দিলাম।

অফিলিয়া। আমি ইহাকে চাই না। এখন আমার এত কাজ আছে যে, অন্য কোন বিষয় দেখিবারও অবকাশ নাই।

অগষ্টিন। দিদি! এই বুঝি তোমাদের জীবন্ত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম। তোমরা ধর্ম্ম প্রচারার্থ কেবল একটী একটী সভা সংস্থাপন কর। পরে সেই সকল সভা দুই এক বেচারা গরীবের ছেলেকে (যাহারা অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে না) পাদ্রী নিযুক্ত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করেন। এই সকল গরীবদিগকে আজীবন দূরদেশে অবস্থিতি করিয়া চেঁচাইয়া মরিতে হয়। তোমরা নিজে দুই এক জনকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কর দেখি; তবে বুঝিতে পারি, যে তোমাদের জীবন্ত ধর্ম্মভাব

আছে। কিন্তু তাহা তোমরা করিবে না। নিজে পরিশ্রম করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত।

অফিলিয়া। আমি সে ভাবে কিছু বলি নাই। অবশ্য ইহাকে সৎশিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে সত্য সত্যই প্রচারকের কর্ত্তব্য পালন করা হয়। কিন্তু তোমাদের ঘরে এত অসংখ্য বালক-বালিকা রহিয়াছে যে, সৎশিক্ষা প্রদান করিতে নূতন একটী ক্রয় করিয়া আনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি, তোমাকে একটু ঠাণ্ডা করিলাম। তুমি সৎশিক্ষা প্রদান করিবে বলিয়াই কেবল ইহাকে ক্রয় করি নাই। আমাদের প্রতিবেশী একটি সাহেব আছে। তাহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ঘোর মাতাল। তাহাদের ঘরেই এই বালিকাটী ছিল। অহর্নিশ তাহারা ইহাকে বেত্রাঘাত করিত; আর বালিকাটী চেঁচাইত। কোন স্থানে যাতায়াত করিতে গেলেই রাস্তা হইতে ইহার চীৎকার শুনিতাম, তাই বালিকাটিকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। বালিকাটীকে দেখিলে, একটু বুদ্ধি আছে বলিয়া বোধ হয়। দেখ, তুমি ইহাকে সৎশিক্ষা দিয়া মানুষ করিতে পার কি না। আমি ইহাকে একেবারে তোমার সম্পত্তি করিয়া দিব। তুমি তোমাদের উত্তর দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান কর। আমার ত শিক্ষা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি চেষ্টা করিয়া যদি কিছু করিতে পার।

অফিলিয়া। আচ্ছা আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

কোন দুর্গন্ধময় পচা জিনিস ধরিতে যেরূপ অনিচ্ছা পূর্ব্বক লোকে অগ্রসর হয়, মিস্ অফিলিয়া সেই ভাবে বালিকার নিকট যাইয়া বলিলেন, "এর গায়ে কি ময়লা! শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ একেবারে অনাবৃত। ইহাকে নীচে নিয়া স্নান করাইয়া ও কাপড় পরাইয়া আনিতে হইবে।" মিস্ অফিলিয়া বালিকাটাকে রন্ধনশালার নিকট লইয়া গেলে ডায়না বলিল,

"কি জন্য যে মেস্তর সেণ্টক্লেয়ার এ মেয়েটাকে কিনিলেন তা বুঝ্‌তে পারি না। আমার কাছে আমি একে থাক্‌তে দেব না!" জেন এবং রোজা অতিশয় বিরক্ত প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "আমাদের কাছে এখনও একে আস্‌তে দেব না। আর একটা নিগ্রো কিন্‌বার কি দরকার বুঝতে পারি না।" রোজা ইংরেজের ঔরসে নিগ্রো স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মিয়াছিল। সে দেখিতে কাল নহে। কিন্তু ডায়না কাল। সুতরাং রোজা "নিগ্রো" বলিয়া এই বালিকাকে অভিহিত করিবামাত্র ডায়না ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, "তুই শ্বেতাঙ্গিনী না কি? তুই না কাল, না সাফ। আমি বরং কাল থাক্‌ব, তবুও না-কাল না-সাদা হ'তে চাই না।"

মিস্ অফিলিয়া দেখিলেন, কেহই বালিকার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিতে চাহে না। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুরোধে অগত্যা নিজেই বাধ্য হইয়া তাহার শরীর ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় জেন তাঁহার এই কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিল।

চির অত্যাচার-নিপীড়িত, ঘোর অযত্নে ও অনাদরে প্রতিপালিত নিগ্রো সন্তানের শরীর যখন কেহ প্রথমতঃ যত্নের সহিত ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, তখন যে তাহার শরীরের নান স্থান হইতে কত প্রকার ময়লা বাহির হয়, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিতে হইলে, সভ্যতা ও সুরুচির সীমা নিশ্চয়ই লঙ্ঘন করিতে হইবে। বস্তুতঃ এ সংসারে শত শত নর নারীকে ঈদৃশ মলিনতার মধ্যে অবস্থিতি করিতে হয়, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত শরীর এরূপ মলিনতা পরিপূর্ণ থাকে যে, অন্যান্য লোক তাহা শ্রবণ করিলে ঘৃণা বোধ করেন।

পাঠক ও পাঠিকাগণ হয় ত অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, মিস্ অফিলিয়া কিরূপে ভদ্রবংশজাতা হইয়া ঈদৃশ মলিনতা পরিপূর্ণ শরীর স্বহস্তে পরিষ্কার করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিস্ অফিলিয়া অত্যন্ত

কর্ত্তব্যপরায়ণা। বিবেকের আদেশ তিনি কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে এবং বিবেকের অনুরোধে তিনি অনায়াসে মান, অভিমান, ঘৃণা সকলই বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ এই বালিকার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠদেশে শত শত বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইয়াছিল।

জেন নাম্নী দাসী ইহাকে ধৌত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "এই দেখুন, এর পিঠে কত বেত্রাঘাত চিহ্ন। একে নিয়া আবার কি যন্ত্রণাই ভোগ কত্তে হবে। আমি নিগ্রো ছেলেটাকে এই জন্যই ঘৃণা করি। বুঝ্‌তে পাচ্চি না, মনীব কেন একে আন্‌লেন।"

মিস্ অফিলিয়া বালিকার শরীর পরিষ্কার করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিলেন। বালিকা নববেশে সুসজ্জিত হইলে অফিলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখন ইহাকে অন্ততঃ একটু একটু খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান বলিয়া বোধ হয়! পরে তাহার শিক্ষাপ্রণালী অবধারণ পূর্ব্বক অফিলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "টপ্‌সী, তোমার কত বৎসর বয়স হয়েছে?"

টপ্‌সী। জানি না।

অফিলিয়া। তোমার বয়স কত হইয়াছে জান না? কেহ তোমাকে তোমার বয়সের কথা বলে নাই? মা তোমার কোথায়?

টপ্‌সী। আমার মা কখন ছিল না।

অফিলিয়া। মা ছিল না, সে কি কথা? তুমি কোথায় জন্মিয়াছ?

টপ্‌সী। আমার কখন জন্ম হয় নাই।

অফিলিয়া। তুমি আমার কথায় এরূপ উত্তর দিতেছ কেন? আমি কি তোমার সহিত খেলা করিতেছি? বল তুমি কোথায় জন্মিয়াছ এবং তোমার পিতা-মাতা কে?

টপ্‌সী। আমার কখনও জন্ম হয় নাই, আমার পিতা কি মাতা ছিল না। এক দাসব্যবসায়ী আর কতকগুলি ছেলের সঙ্গে আমাকে পুষেছে। বুড়ী স্যু-মাসী আমাদিগকে পালন করিত।

এই সময় জেন হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "অফিলিয়া ঠাকুরুণ, আপনি জানেন না, ছাগলের বাচ্ছার মত দাসব্যবসায়ীরা একেবারে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কিনে আনে, তার পর কিছু দিন তাদের পোষে। একটু বড় হ'লে, বাজারে বিক্রী করে। হয় ত একে দুই তিন বৎসরের সময় কিনেছে, তাই এ বাপ-মায়ের কথা কিছুই জানে না।"

অফিলিয়া। তোমার পূর্ব্ব মনীবের ঘরে কত দিন ছিলে?

টপ্‌সী। জানি না।

অফিলিয়া। এক বৎসর, না দুই বৎসর?

টপ্‌সী। তা জানি না।

জেন। এরা ত গুণতে জানে না। বৎসর কাকে বলে বোঝে না। আপনার বয়স ব'ল্‌তে পারে না।

অফিলিয়া। তুমি ঈশ্বরের নাম কখন শুনেছ?

টপ্‌সী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল ও পূর্ব্বের ন্যায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

অফিলিয়া। তুমি জান, কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

টপ্‌সী। কেহই সৃষ্টি করে নাই। আমার বোধ হয়, আমি আপনা আপনিই বড় হয়েছি।

অফিলিয়া। তুমি সেলাই করিতে জান? তোমার পূর্ব্ব মনীবের ঘরে কি কার্য্য করিতে?

টপ্‌সী। জল আন্‌তাম, বাসন মাজ্‌তাম, ছুরী কাঁটা পরিষ্কার কোত্তাম।

অফিলিয়া। তোমায় মনীব আর মনীবের স্ত্রী ভাল লোক ছিলেন?

টপ্সী। (অফিলিয়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া) বোধ হয় ভাল ছিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এই সময়ে সেণ্টক্লেয়ার অফিলিয়ার পশ্চাতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দিদি! ইহাকে শিক্ষা দিতে বেশ সুবিধা হইবে, ইহার মনে কোন প্রকার পূর্ব্ব সংস্কার নাই; ইহার মন একেবারে সাদা কাগজের মতন। তোমায় কোন বদ্ধমূল সংস্কার দূর করিতে হইবে না।"

মিস্ অফিলিয়ার শিক্ষাপ্রণালী তাঁহার কার্য্য প্রণালীর ন্যায় একেবারে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবদ্ধ। প্রায় একশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, নিউইংলণ্ডে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী পাঁচটি নিয়মে সংবদ্ধ। (১) ছাত্রকে যাহা বলা যায়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে শিখাইতে হইবে; (২) প্রশ্নোত্তরে ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পালন করিতেছেন, তাহা শিখাইতে হইবে; (৩) পুস্তক পাঠ; (৪) সেলাই করিতে শিখাইতে হইবে; (৫) এবং মিথ্যা কথা বলিলে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। মিস্ অফিলিয়া টপ্সীকে এই পাঁচ নিয়মানুসারে শিক্ষাপ্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সেণ্টক্লেয়ার পরিবার মধ্যে সকলেই টপ্সীকে মিস্ অফিলিয়ার বালিকা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু অত্যাচার নিপীড়িত জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি থাকে না; সুতরাং সেণ্টক্লেয়ার গৃহস্থিত অন্যান্য দাস-দাসীর মধ্যে টপ্সীকে কেহ স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিত না, বরং এ এক নূতন উৎপাত বলিয়া মনে করিত। এই নিমিত্ত মিস্ অফিলিয়া তাহাকে স্বীয় শয়ন প্রকোষ্ঠে রাখিতেন ও তাহাকে শয্যা প্রস্তুত কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। কিন্তু টপ্সীকে নিয়া মিস্ অফিলিয়া দিন দিন যে কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্বন্ধে তিনি কতদূর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কত ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে

পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণা।

প্রথম দিন মিস্ অফিলিয়া টপ্‌সীকে কিরূপে বিছানা পরিষ্কার করিতে হয়, এই বিষয় সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শিখাইতে লাগিলেন।

মিস্ অফিলিয়া। টপ্‌সী কিরূপে সুন্দর বিছানা করিতে হয়, তাহাই আজ তোমাকে শিখাইব। তোমাকে যেরূপ বিছানা করিতে বলিব, সেইরূপ করিবে!

টপ্‌সী। (অতিশয় উৎসাহের সহিত) যে আজ্ঞা।

অফিলিয়া। টপ্‌সী, দেখ, বিছানার চাদরের এই পিঠের দিক্, এই উপরের দিক্; তোমার মনে থাকিবে ত? উল্টা ক'রে পেতো না।

টপ্‌সী। (অত্যন্ত মনোযোগের সহিত) যে আজ্ঞা।

অফিলিয়া যখন শয্যা প্রস্তুত সম্বন্ধে টপ্‌সীকে এইরূপ শিক্ষা দিতেছিলেন, টপ্‌সী তখন ধীরে ধীরে, তাঁহার ফিতা ও দস্তনা চুরী করিয়া আপনার জামার হাতার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। পরে অফিলিয়া টপ্‌সীকে বলিলেন, "এখন তুমি বিছানা পাড় দেখি।" টপ্‌সী বিশেষ চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল। অফিলিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে টপ্‌সীর জামার হাতার মধ্য দিয়া হঠাৎ ফিতা বাহির হইয়া পড়িল। অফিলিয়া তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! তুমি বড় দুষ্ট, তুমি চুরী করিতে শিখিয়াছ?" তৎক্ষণাৎ ফিতা তাহার হাতার মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু টপ্‌সী একটুও অপ্রস্তুত হইল না। বিলক্ষণ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়া অম্লান বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। এবং কিছু কাল পরে, যেন কিছুই বুঝে না, এইরূপ ভাবে বলিল, "মেম সাহেবের ফিতা আমার হাতার মধ্যে কেমন ক'রে এল?"

অফিলিয়া। টপ্‌সী মিথ্যা কথা কহিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই ফিতা চুরী করিয়াছিলে।

টপ্‌সী। আজ্ঞে! আমি এর আগে কখনও এ ফিতা দেখি নাই, আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি।

অফিলিয়া। টপ্‌সী! তুমি জান না, মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ।

টপ্‌সী। মেম সাহেব! আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না। আমি সত্যই ব'লছি।

অফিলিয়া। টপ্‌সী! তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, আমি তোমাকে বেত মারিব।

টপ্‌সী। সমস্ত দিন বেত মারিলেও আর কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ব না। আমি এ ফিতা আর কখনও দেখি নাই। আপনি হয় ত বিছানার উপর রেখেছিলেন' তাই আমার হাতার মধ্যে ঢুকে গেছে।

টপ্‌সী এইরূপ বারংবার মিথ্যা কথা বলিলে, অফিলিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "আমার নিকট আর কখন এইরূপ মিথ্যা কথা বলিবে না।" বালিকার হাত ধরিবামাত্র তাহার জামার অপর হাতার মধ্য হইতে দস্তানা বাহির হইয়া পড়িল। দস্তানা বাহির হইবামাত্র অফিলিয়া বলিলেন, "এখনও বলিবে যে চুরী কর নাই? ওই যে, আবার দস্তানাও চুরী করিয়াছ।" তখন টপ্‌সী দস্তানা চুরী করা স্বীকার করিল। কিন্তু ফিতা যে চুরী করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিল না। তাহাতে মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "টপ্‌সী! সমুদয় স্বীকার কর, তাহা হইলে আর এবার বেত্রাঘাত করিব না।" ইহাতে টপ্‌সী দস্তানা ও ফিতা দুই জিনিস চুরী করাই স্বীকার করিল, এবং বিশেষ অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল। মিস অফিলিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, তুমি ঘরের অন্যান্য জিনিসও চুরী করিয়া থাকিবে। গত কল্য তোমাকে আমি বারবার ঘরের এদিকে

ওদিকে যাইতে দেখিয়াছি। বল, আর কিছু চুরী করিয়াছ না কি? সত্য কথা বলিলে আমি বেত্রাঘাত করিব না।"

টপ্‌সী। মেম সাহেব! আমি ইবার গলার হার নিয়াছি।

অফিলিয়া। আঃ দুষ্ট! আর কি নিয়াছ?

টপ্‌সী। আমি রোজার কাণের ইয়ারিং নিয়াছি।

অফিলিয়া। তবে যাও, যাহা যাহা নিয়াছ, সব আমার নিকট আন।

টপ্‌সী। তা আর আন্‌ব কি ক'রে, সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

অফিলিয়া। পোড়াইয়া ফেলিয়াছ? সে কি? এ সব মিথ্যা কথা। যাও, সে সকল নিয়া আইস; না হইলে তোমাকে বেত মারিব।

টপ্‌সী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, সে সমুদয় পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, এখন কি করিয়া আন্‌বো?

অফিলিয়া। সে সকল পোড়াইয়া ফেলিলে কেন?

টপ্‌সী। আমি বড় দুষ্ট, তাই এমন ক'রেছি।

এই সময় ইবা অকস্মাৎ সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হার তাহার গলায় রহিয়াছে। মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "ইবা! তোমার হার কোথায় পাইলে?"

ইবা বলিল, "সে কি? এ হার বরাবরই আমার গলায় আছে।"

অফিলিয়া। কাল' তোমার হার গলায় ছিল?

ইবা। হাঁ পিসিমা? সমস্ত রাত্রিই আমার হার গলায় ছিল। আমি শুইতে যাইবার সময় খুলে রাখিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এই কথা শুনিয়া মিস্ অফিলিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ সেই মুহূর্ত্তে রোজা স্বীয় ইয়ারিং পরিধান করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, এবং নিরাশা প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগি-

লেন, "এ মেয়েটাকে নিয়া আমি কি করিব?" টপ্সীকে তখন আবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টপ্সী! তুমি যে জিনিস চুরী কর নাই, তাহা চুরী করিয়াছ বলিলে কেন?"

টপ্সী। আপনি যে আমাকে স্বীকার ক'ত্তে ব'ল্লেন, তাই আমি ক'রেছি।

অফিলিয়া। কিন্তু তুমি যে অপরাধ কর নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে বলি নাই। এরূপ করিলেও মিথ্যা বলা হয়।

টপ্সী। (অত্যন্ত সরল ভাব ধারণ করিয়া) তাই না কি?

রোজা তখন তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল, "এরা কি সত্যি কথা বোল্তে জানে? আমি এটার মনীব হ'লে বেত মেরে মেরে এটার রক্তপাত কোত্তাম।"

এই কথা শুনিয়া ইবা গম্ভীরভাবে বলিল, "রোজা, তুমি অমন ক'রো না। এরূপ ব্যবহার আমি দেখিতে পারি না।" রোজা বলিল, "মিস্ ইবা! তুমি বড় দয়ালু। নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার ক'ত্তে হয়, তা তুমি জান না। এদের দুরস্ত ক'ত্তে হ'লে কেবল বেত মাত্তে হয়।"

ইবা রাগান্বিত হইয়া আরক্ত লোচনে বলিল, "রোজা, চুপ কর। আর কখনও এমন কথা মুখে আনিও না।"

তখন রোজা অত্যন্ত জড়সড় হইয়া পড়িল, এবং "মিস্ ইবা তাহার পিতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে," এইরূপ বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। ইবা টপ্সীর সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। এই দুইটী বালিকা পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলে তাহাদের উভয়ের ভাব-ভঙ্গী এবং মুখশ্রী দর্শনে মানব-জীবনের চির-অধীনতা ও চির-স্বাধীনতার ফলাফল সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। পাঠক একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কর। ঐ দেখ, চির-স্বাধীনতা সহকারে ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে পালিত ইবাঞ্জেলিন

হৃদয়াবেগ দ্বারা উচ্ছ্বসিত হইয়া সরলভাবে ও সস্নেহে টপ্‌সীকে উপদেশ দিতেছে। আর টপ্‌সী শুষ্ক হৃদয়ে কাল্পনিক বিনয়াবনত ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সন্নিবিষ্টচিত্তে তাহার কথা শুনিতেছে। ইবা বলিতেছে, "টপ্‌সী! তুমি আর কখনও চুরী করিও না, পিসিমা যত্নের সহিত তোমায় প্রতিপালন করিবেন, আর আমার যে সকল জিনিস আছে, তৎসমুদায় আমি তোমাকে দিব; কিন্তু তুমি কখন আর চুরী করিও না।" ইহার পূর্ব্বে আর কখন কেহ টপ্‌সীকে এইরূপ স্নেহ পরিপূর্ণ বাক্যে সম্ভাষণ করে নাই। এ জীবনে স্নেহ পরিপূর্ণ ভাষা আর কখন টপ্‌সীর কর্ণকুহরের প্রবেশ করে নাই। এইরূপ সস্নেহে সম্ভাষিত হইবামাত্র তাহার হৃদয় বিগলিত হইতে লাগিল, নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জিত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই হৃদয়স্থিত পূর্ব্বতম কঠিন ভাব আবার সমুপস্থিত হইল। সে ইবার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। ভাবিল, ইবা কি সত্য সত্য তাহাকে আপনার সমুদয় জিনিস দিবে? কখন না।

পাঠক! টপ্‌সীর মনে স্বভাবতঃই এই ভাব উপস্থিত হইতে পারে, এ জীবনে টপ্‌সী পরের দয়া, পরের ভালবাসা কখন সম্ভোগ করে নাই। অপরের নিকট হইতে বেত্রাঘাত ও তিরস্কার ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ইবার স্নেহপূর্ণ সরল ভাষা কি সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারে? সে ভাবিতে লাগিল, ইবা হয় ত ঠাট্টা করিতেছে।

কিন্তু মিস্ অফিলিয়া দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে টপ্‌সীকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। কোন প্রকার শিক্ষায়ই কিছু ফল দর্শিল না। টপ্‌সীর অত্যন্ত দুর্নীতি, দুর্ব্ব্যবহার কিছুতেই বিদূরিত হয় না। এক দিন মিস্ অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারের নিকটে বলিতে লাগিলেন যে, টপ্‌সীকে কিরূপে শিক্ষা প্রদান করিব, কিছুই বুঝিতে পারি না।

সেণ্টক্লেয়ার। আমার বোধ হয়, ইহাকে বেত্রাঘাত করিতে পার। টপ্‌সীর উপর তোমাকে আমি সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা দিতেছি।

অফিলিয়া। হাঁ, বেত্রাঘাত না করিলে কি কেহ সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারে?

সেণ্টক্লেয়ার। তবে বেত্রাঘাত করিলেই পার। যাহা তোমার ভাল বোধ হয়, তাহা কর। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, ইহার পূর্ব্ব মনীব সময়ে সময়ে লৌহ শলাকা দগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ইহাকে আঘাত করিত। চিমটা পোড়াইয়া ইহার গায়ে দিত। এই শাস্তি ভোগ করিয়াও স্বভাবের বড় উন্নতি হয় নাই। অতএব ইহাকে বেত্রাঘাত করিতে হইলে সমধিক বলের আবশ্যক। দুই একটা বেত্রাঘাতে কিছু হইবে না।

অফিলিয়া। তবে ইহাকে নিয়া কি করিব বল দেখি?

সেণ্টক্লেয়ার। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা বড় কঠিন। এ সম্বন্ধে তুমি নিজে যাহা হয় একটা উপায় অবলম্বন কর। যাহাদিগকে সর্ব্বদা বেত্রাঘাত করা যায় এবং বেত্রাঘাতেও যাহারা ভাল হয় না, তাহাদিগকে কিরূপে সমুন্নত করা যায়, তাহা ত আমি জানি না।

অফিলিয়া। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না।

সেণ্টক্লেয়ার। কেন, তুমি বরাবর আমাকে তিরস্কার করিতেছ যে, আমি সেই ক্রীত দাসদাসীদিগকে শিক্ষা প্রদান করি না। এতগুলি আত্মা একেবারে বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া আমাকে মন্দ বলিতেছ। এখন তুমি একটী ছোট খাট আত্মাকেও উদ্ধার করিতে পারিলে না! বেত্রাঘাত প্রয়োগ ঠিক লডেনাম্ প্রয়োগের ন্যায় হইয়া উঠে। দিন দিন মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। অবশেষে কি পর্য্যন্ত যে পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার সীমা পরিসীমা থাকে না। প্রুর মৃত্যু হইল কেন? প্রত্যেক দিন তাহার মনীবকে বেত্রাঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইত। এইরূপ বৃদ্ধি করিতে

করিতে অবশেষে বেত্রাঘাত করিয়া প্রুর প্রাণবধ করিয়াছে। আমি এই নিমিত্ত কখন আমার গৃহস্থিত দাসদাসীদিগকে বেত্রাঘাত করি না। আমার গৃহস্থিত দাসদাসীগণ খারাপ বটে, কিন্তু বেত্রাঘাত করি না। তাহারা কখন ভাল হইবে না। লাভের মধ্যে আমার নিজের প্রকৃতি পশুবৎ হইয়া উঠিবে।

অফিলিয়া। তোমাদের দেশীয় দাসত্ব প্রথাই ইহাদিগকে খারাপ করিয়াছে।

সেণ্টক্রেয়ার। তা তো আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু দাসত্ব প্রথার কুফল ইহাদের জীবনে ফলিয়াছে; এখন আর কি করা যাইতে পারে?

অফিলিয়া। এখন কি করিলে ভাল হয়, তাহা বলিতে পারি না। আমি যখন ইহাদের চরিত্র সংশোধন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তখন টপ্‌সীর সম্বন্ধে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

এই সময় হইতে মিস্ অফিলিয়া টপ্‌সীর শিক্ষার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে কোন কষ্টকেই কষ্ট বোধ করিতেন না। টপ্‌সী সত্বরই পুস্তক পাঠ করিতে শিখিল, কিন্তু তাহার দুষ্টামী কিছুতেই হ্রাস হইল না। সেলাই শিখাইবার সময় কখন সে ছুঁচ ভাঙ্গিত, সূতা নষ্ট করিত, বানরের ন্যায় সময় সময় গাছে উঠিয়া বসিত। মিস্ অফিলিয়া তদ্দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন, পাছে টপ্‌সীর কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ইবার কোন অনিষ্ট হয়। এই মনে করিয়া এক দিন সেণ্টক্রেয়ারকে বলিলেন, যে, টপ্‌সীকে ঘরে রাখিলে ইবার অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সেণ্টক্রেয়ার এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, ইবার চরিত্র কোন অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা দুষিত হইবে না। পদ্মপত্রে জল যেরূপ তিষ্ঠিতে পারে না, ইবার হৃদয়ে কুদৃষ্টান্ত সেইরূপ সংবদ্ধ হয় না। গৃহস্থিত দাসদাসীগণ পূর্ব্বে টপ্‌সীকে ঘৃণা করিত, সে তাদের কাছে যাইতে

পারিত না। কিন্তু এখন সকলেই তাহাকে ভয় করিতে লাগিল। টপ্‌সী অত্যন্ত ধূর্ত্ত, যে কেহ তাহার সহিত ঝগড়া করিত, তাহাকে বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইত। টপসী হয় তো গোপনে তাহার বস্ত্রখানি ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে, নতুবা বস্ত্রে কালী ঢালিয়া রাখিয়াছে, কিম্বা তাহার জিনিষ চুরী করিয়াছে। সকলেই জানিত যে, এই সকল টপ্‌সীর কার্য্য। কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে পারিত না; কারণ, তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ নাই। মিস্ অফিলিয়া ইংরাজের কন্যা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কখন কাহাকেও দণ্ড প্রদান করিতেন না। এক দিন মিস্ অফিলিয়া ভুলক্রমে নিজের কাপড়ের বাক্সের চাবী ফেলিয়া বাহিরে গিয়াছেন। টপ্‌সী বাক্স হইতে তাঁহার শাল খুলিয়া মাথায় বান্ধিয়া, আয়নার ধারে বসিয়া আপনার মুখ দেখিতেছে। মিস অফিলিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক টপ্‌সীকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "টপ্‌সী! কি করিতেছ?"

টপ্‌সী। আমি কিছু জানি না। আমি বড় ধূর্ত্ত।

অফিলিয়া। তোমাকে নিয়া যে কি করিব, বুঝিতে পারি না।

টপসী। আমার আগেকার মনীব আমাকে বেত মারিতেন, আপনিও বেত মারুন।

অফিলিয়া। টপ্‌সী! আমি কেন তোমাকে বেত্রাঘাত করিব? তুমি ইচ্ছা করিলেই ভাল হইতে পার। এইরূপ দুষ্টামি পরিত্যাগ কর না কেন?

টপ্‌সী। আমাকে বরাবর বেত মারতেন, বেতই আমার পক্ষে ভাল হইবে।

মিস্ অফিলিয়া কখন কখন টপ্‌সীকে বেত্রাঘাত করিতেন। বেত্রাঘাত করিবার সময় সে অত্যন্ত চীৎকার করিত এবং নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী করিত। কিন্তু ছাড়িয়া দিবামাত্র ছুটিয়া যাইয়া অন্যান্য বালক বালিকার

নিকট সহাস্য মুখে বলিত, "মিস্‌অফিলিয়ার বেতের ঘা পিঠে লাগেও না। আমার আগেকার মনীব একেবারে পিঠ কেটে দিত। সে মনীব বেশ মার্‌তে জান্‌ত।" মিস্ অফিলিয়া প্রত্যেক রবিবারে টপ্‌সীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। টপ্‌সীর স্মরণশক্তি বিলক্ষণ প্রখর ছিল। সে অনায়াসে সে সকল মুখস্থ করিত। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার এক দিন অফিলিয়াকে বলিলেন, "দিদি! এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা কি ফল হয়।"

অফিলিয়া। ইহা দ্বারা বালক-বালিকার ধর্ম্মে মতি হয়।

সেণ্টক্লেয়ার। ইহারা কি ধর্ম্মের কিছু বুঝিতে পারে? কথাগুলি না বুঝিলে কি উপকার হয়?

অফিলিয়া। এখন কথাগুলি বুঝিবে না। কিন্তু বড় হইলে যখন বুঝিবে, তখন বিশেষ উপকার হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! ছেলে বেলা আমাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলে। আমি তো এখন বড় হইয়াছি; কিন্তু ইহাতে এখন পর্য্যন্ত আমার কোন উপকার হয় নাই।

অফিলিয়া। তুমি ছেলে বেলা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক এই সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছ। তাতেই তুমি ভাল হইয়াছ।

সেণ্টক্লেয়ার। আচ্ছা তবে তোমার নিজের মতানুযায়ী কার্য্য কর।

অফিলিয়ার সম্মুখে টপ্‌সী দাঁড়াইয়া তাহার ধর্ম্মপাঠ মুখস্থ বলিতে লাগিল।—"আমাদের প্রথম পিতা মাতা আদম এবং ইব পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে উচ্চ প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন; পরে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন নিবন্ধন সেই প্রদেশ হইতে পতিত হইলেন।" এই বলিয়া টপ্‌সী কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অফিলিয়া। ওকি টপ্‌সী? কি চাও?

টপ্‌সী। মেম সাহেব! তাঁরা কি কেণ্টাকি প্রদেশে ছিলেন?

অফিলিয়া। কেণ্টাকিতে ছিলেন? সে কি?

টপ্‌সী। আজ্ঞে আমাদের প্রথম পিতা মাতা কি কেণ্টাকি প্রদেশ থেকে পতিত হইয়াছিলেন? আমার আগেকার মনীব ব'লেছেন যে, আমাদের কেণ্টাকি থেকে কিনে এনেছেন।

সেণ্টক্লেয়ার হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দিদি! যাহা ইহাদিগকে পড়াইবে, তাহার অর্থ বুঝাইয়া না দিলে ইহারা নিজে নিজে এই প্রকার অর্থ করিয়া লইবে।"

অফিলিয়া। (বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন) "অগষ্টিন! তুমি চুপ কর। তুমি এইরূপ হাসিলে আমি পড়াইতে পারিব না।"

"আমি আর হাসিয়া তোমাদিগকে ত্যক্ত করিব না" এই বলিয়া অগষ্টিন সংবাদ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিস্ অফিলিয়ার ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী ঈদৃশ কৌতুকাবহ যে, অগষ্টিন মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠিতে লাগিলেন। সুতরাং অফিলিয়া তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

টপ্‌সী অফিলিয়ার অধীনে এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র লেখা পড়া শিখিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চরিত্র কিছুমাত্র সংশোধিত হইল না। অন্যান্য দাস-দাসী সকলেই তাহার উপর বিরক্ত ছিল। কেহ তাহাকে কখন মারিতে আসিলে, সে সেণ্টক্লেয়ারের কেদারার নীচে আসিয়া লুকাইত। দয়ার্দ্র-চিত্ত সেণ্টক্লেয়ার কাহাকেও তাহাকে মারিতে দিতেন না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শেলবির গৃহ

টম শেলবি সাহেবের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হইলে পর, তাহার স্ত্রী-পুত্রগণ কিরূপ দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত পাঠকদিগের বিশেষ কৌতূহল হইতে পারে। অতএব পাঠকদিগের সে কৌতূহল তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এই স্থলে সংক্ষেপে শেলবি সাহেবের বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থা উল্লিখিত হইতেছে।

গ্রীষ্মকাল, শেলবি সাহেব অপরাহ্ণে গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত গৃহের সমুদয় দ্বার খুলিয়া গৃহ মধ্যে বসিয়া চুরুট টানিতেছেন। তাঁহার মেম নিকটে বসিয়া সেলাই করিতেছেন। কিন্তু মেম সাহেব যেরূপ উৎসুক নয়নে শেল্‌বির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন তিনি স্বামীর নিকটে কোন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেখিতেছেন। কিছু কাল পরে মেম বলিলেন, "তুমি শুনিয়াছ যে, ক্লো টমের এক পত্র পাইয়াছে।"

শেলবি। হাঁ, ক্লো টমের পত্র পাইয়াছে; তবে বোধ হয়, টমের দুই একটী বন্ধু-বান্ধব মিলিয়াছে। টম কেমন আছে?

মেম। আমার বোধ হয়, কোন এক দয়ালু পরিবার টমকে ক্রয় করিয়াছে। তাহারা বোধ হয়, টমকে ভালবাসে। শুনিয়াছি, টমের সেখানে বড় পরিশ্রম করিতে হয় না।

শেলবি। সুখের বিষয়! কিন্তু টম্ বোধ হয় আর দেশে আসিবে না, দক্ষিণ দেশেই থাকিবে।

মেম। দক্ষিণ দেশে থাকিবে? সে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে যে, তাহাকে পুনরায় ক্রয় করিবার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে কি না।

শেলবি। টাকা যে সংগ্রহ হইবে, এমন বোধ হয় না। একবার দেনা হইয়া পড়িলে, তাহা আর পরিশোধ করা যায় না। একজনের নিকট ধার করিয়া অপরের ঋণ শোধ করি, আবার অন্যত্র ধার করিয়া তাহার ঋণ শোধ করি; বড় গোলযোগেই পড়িয়াছি।

মেম। আমাদের ক্ষেত্রের কতক অংশ বিক্রয় করিলে কি এ ধার শোধ হয় না? আমার বোধ হয়, ঋণ পরিশোধের এইরূপ একটা সুবিধা হইতে পারে।

শেলবি। এমিলি! সে বড় লজ্জার বিষয় হইবে। আমাদের প্রদেশে তোমার ন্যায় সহৃদয়া রমণী অতি অল্পই আছে; কিন্তু তুমি বিষয়কর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পার না। স্ত্রীলোকে কি কখন বিষয়-কর্ম্ম বুঝে?

মেম। কিন্তু আমি বুঝি না বুঝি, কি পরিমাণ তোমার ঋণ হয়েছে, তাই বল না। আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, ইহার কোন সদুপায় হইতে পারে কি না।

শেলবি। এমিলি! আমাকে ত্যক্ত ক'রো না। তুমি এ সব বিষয়কর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

মেম স্বামীর এই কথা শুনিয়া আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু শেলবি সাহেব যদি তাঁহার স্ত্রীর পরামর্শানুসারে চলিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও মিতব্যয়ী ছিলেন; স্ত্রীর হস্তে সমুদয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে তাঁহার আর এ দুর্দ্দশা হইত না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, স্ত্রীলোকেরা বিষয় কর্ম্মের কিছুই বুঝে না।

মেম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি টম্‌কে পুনঃ ক্রয় করিয়া আনিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। এখন কিরূপেই বা এই প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইব। মনুষ্যাত্মা থাকিতে কি কেহ অনাথ নিরাশ্রয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আবার স্বামীকে বলিলেন, "আর্থার! অনাথা দুঃখিনী ক্লো স্বামীর শোকে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। তাহার দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হয়। বল দেখি, কোন প্রকারে এই টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে কি না।"

শেলবি। তোমার এরূপ কষ্ট দেখিয়া আমার দুঃখ হয় বটে; কিন্তু আমাদের এরূপ অঙ্গীকার করাই অন্যায় হইয়াছে। তুমি ক্লোকে বল যে, টম দক্ষিণ দেশে হয় ত দুই এক বৎসরের মধ্যেই নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবে, ক্লোও এখানে এক নূতন স্বামী গ্রহণ করুক।

মেম। (রাগান্বিত হইয়া) মেস্তর শেলবি! এরূপ কথা কখন তুমি মুখে আনিও না। আমি নিজে এই দাস-দাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছি যে, সতীত্ব ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। আমি বারম্বার ইহাদিগকে বলিয়াছি, যে, পবিত্র বিবাহ বন্ধন কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয় না। এখন কিরূপে ক্লোকে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে বলিব? এরূপ পরামর্শ আমি কখন দিতে পারিব না।

শেলবি। প্রিয়ে! তুমি ইহাদিগের অবস্থার অনুপযোগী নীতি শিক্ষা দিয়াছ। যাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাকে সেই ভাবে থাকিতে হইবে। ইহারা কি এইরূপ উচ্চনৈতিক জীবন যাপন করিতে পারে?

মেম। (ক্রোধভরে মুখ ভার করিয়া) আমি ধর্ম্ম শাস্ত্রের নীতি শিক্ষা দিয়াছি, আমি বাইবেলের নীতি শিক্ষা দিয়াছি। ধর্ম্মের চক্ষে, ঈশ্বরের চক্ষে, দুঃখী ধনী, ইহাদের কোন ইতর বিশেষ নাই।

শেলবি। এমিলি! তোমার ধর্ম্মের মতামত নিয়া আমি তর্ক করিতে চাই না। আমি এইমাত্র বলি যে, ইহাদিগের ন্যায় দুরবস্থাপন্ন ক্রীত দাসদাসীদিগের পক্ষে এরূপ নৈতিক জীবন সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

মেম। ইহাদিগের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়াই আমি দাসত্ব প্রথাকে ঘৃণা করি; কিন্তু আমি তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি, এরূপ দুরবস্থাপন্ন, এরূপ নিরাশ্রয় লোকের নিকট অঙ্গীকার করিয়া যে, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব, তাহা কখনই হইবে না। আমি বালক বালিকাদিগকে সঙ্গীত শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক টাকা সঞ্চয় করিব, এবং সেই টাকা দিয়া টমকে পুনরুদ্ধার করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।

শেলবি। তুমি এই প্রকার নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজে আমাকে অবনত করিতে চাও? আমি ইহাতে কখন মত দিতে পারি না।

মেম। অবনত! প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে ইহা অপেক্ষা শতগুণে অবনত হইবে না?

শেলবি। তোমার ও সব স্বর্গীয় নৈতিক ভাব ছাড়িয়া দাও!

শেলবি ও তাঁহার স্ত্রীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এই সময়ে ক্লো আসিয়া বলিল, "মেম সাহেব! একবার এদিকে আসুন ত।" মেম বাহিরে যাইয়া বলিলেন, "ক্লো! কি চাও?" ক্লো হংস প্রভৃতি পক্ষীকে পক্ষ্য বলিত। সে মেমকে বলিল, "দেখুন ত! ঐ পক্ষ্যগুলি কেমন দেখা যায়। ইহার একটা পক্ষ্য কেটে আপনাকে ঝোল রেঁধে দেব?" মেম বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা রাঁধিতে পার, আমার একটা কিছু হইলেই চলিবে।"

ক্লো মেমের কাছে স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থ কোন কথা বলিতে আসিলে, প্রথমতঃ মেমের মনস্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত এই প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতের কথা বলিয়া ভূমিকা করিত। সুতরাং অদ্যও মনোগত ভাব ব্যক্ত

করিবার পূর্ব্বে এইরূপ ভূমিকা করিতে লাগিল। অবশেষে হাসিতে হাসিতে বলিল, "মেম সাহেব! আপনি টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবেন কেন? ইহাতে সাহেবের অপমান হবে। কত লোক দাসদাসীদিগকে ভাড়া দিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। এতগুলি দাস-দাসীকে ঘরে রেখে খেতে দিলে কি হবে?"

মেম। ক্লো! তুমি কাহাকে ভাড়া দিতে বল?

ক্লো। আমি অন্য কাউকেও ভাড়া দিতে বলি না। সাম ব'লেছে যে, লুভিল নগরে এক মেঠাইওয়ালা, মিঠাই তয়ের ক'ত্তে ভাল লোক তালাস কোচ্চে। আমি সেখানে গেলে সে প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা ক'রে দিবে। আমাদের বাড়ীর কাজ এখন স্যালি একাও চালাতে পারে, স্যালি সব রকম রান্না আমার কাছে শিখেছে।

মেম। তোমার সন্তান সন্ততিদিগকে ছেড়ে সেখানে যাবে?

ক্লো। ছেলে দুটী ত বড় হয়েছে! তবে খুকিকে স্যালি পালন ক'র্‌বে।

মেম। লুভিল নগর অনেক দূরে।

ক্লো। লুভিল নগরের কাছেই না কি আমার বুড়ো আছে!

মেম। না ক্লো! টম্ লুভিল নগর হইতে অনেক দূরে—প্রায় দুই তিন শত ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। কিন্তু তুমি সেখানে যাইতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাইতে পার। আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি সে মিঠাইওয়ালার নিকট যে কিছু বেতন পাইবে, সে সমুদয়ই তোমার স্বামীকে পুনরায় ক্রয় করিবার নিমিত্ত রাখিবে, তাহার একটী পয়সাও আমি ব্যয় করিতে দিব না।

ক্লো। মেম সাহেব! আপনার গুণের কথা আর কি বোল্‌ব। আমি তাই মনে ক'রেছি যে, সব টাকা আমানত রাখ্‌ব। এক এক সপ্তাহে চার চার টাকা পাব। বছরে মেম সাহেব, কটা সপ্তাহ আছে?

মেম। এক বৎসরে বায়ান্ন সপ্তাহ।

ক্লো। তবে বছরে আমার কত টাকা হবে?

মেম। ২০৮ দুই শত আট টাকা।

ক্লো। তবে ক বছর কাজ ক'র্‌লে বুড়োর মূল্য দিতে পার্‌ব?

মেম। চারি পাঁচ বৎসর। কিন্তু চারি পাঁচ বৎসর কাজ ক'র্‌তে হইবে না। আমিও কতক টাকা দিব।

ক্লো। তবে আমার হাত পা থাক্‌তে আপনি টাকার জন্যে গান শেখাতে যাবেন কেন?

মেম। তুমি কবে যাইতে চাও?

ক্লো। কা'ল সাম্ সে দিকে যাবে, আমি তারই সঙ্গে যাব ব'লে মনে কচ্চি; আপনি যদি অনুমতি পত্র লিখে দেন, তবেই যেতে পারি।

মেম বলিলেন যে, আমি এখনই অনুমতি পত্র লিখিয়া দিব, বলিয়া তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। পরে স্বামীর মত গ্রহণ পূর্ব্বক স্বহস্তে অনুমতি পত্র লিখিয়া ক্লোকে দিলেন। ক্লো অতিশয় আনন্দিত হইয়া আপনার জিনিষ-পত্র বাঁধিতে লাগিল এবং সেই স্থানে শেলবির পুত্রকে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাষ্টার জর্জ্জ! আমি লুভিল নগরে চোল্লাম। সেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা কোরে পাব। সে সব টাকা তোমার মা আমার বুড়োকে খালাস ক'রে আন্‌বার জন্য আমানত কোরে রাখ্‌বেন।"

জর্জ্জ বলিল, "কবে যাইবে?"

ক্লো। সামের সঙ্গে কা'ল যাব। মাষ্টার জর্জ্জ! তুমি এখনি বুড়োর কাছে একখানা পত্র লেখ। তাতে এ সব কথা ভেঙ্গে লিখে দিও।

জর্জ্জ। আমি এই লিখিতে চলিলাম। আমাদের নূতন ঘোড়া যে কিনিয়াছি, তাহাও লিখিব।

ক্লো। তা লিখিবে বৈ কি! তুমি যাও, আমি তোমার জন্য কিছু খাবার জিনিষ আন্‌চি। আবার কত দিন পরে যে তোমাকে খাবার জিনিষ কোরে দেব, তা জানি না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পুষ্প শুষ্ক হইতে লাগিল

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, অতিবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। এই দুই বৎসর যাবৎ টম্ সেণ্টক্লেয়ারের গৃহেই অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে টমের পত্রের প্রত্যুত্তরে জর্জ্জের পত্র আসিয়া পৌছিল। এই পত্র পাইয়া টম্ যারপরনাই আনন্দ লাভ করিল। ক্লো যে তাহার উদ্ধারার্থ টাকা সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত লুভিল নগরে গিয়াছে, তাহাও এ পত্রে লেখা ছিল। তাহার পুত্রদ্বয় মোজ ও পিঠ যে নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছে, ক্রমেই বড় হইতেছে, তাহার ছোট কন্যার পালনের ভার যে স্যালির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে, এই সমুদয়ই লেখা হইয়াছিল। এই পত্র প্রাপ্তির পর, যখন টমের হাতে আর কোন কাজ থাকিত না, তখনই সে পত্রখানি খুলিয়া তাহা সতৃষ্ণ নয়নে পাঠ করিতে চেষ্টা করিত। এই পত্রখানির চতুর্দ্দিকে কাঠের ফ্রেম লাগাইয়া টমের গৃহ দ্বারে রাখিলে ভাল হয় কি না, এই বিষয়ে ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে টম্ ও ইবা অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর

অবশেষে উভয়েই দেখিতে পাইল যে, এরূপ করিলে পত্রের দুই দিক দেখা যাইবে না, সুতরাং কাঠের ফ্রেম আর পত্রে লাগান হইল না।

ইবা এবং টমের সৌহার্দ্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। টম ইবাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাহার মনোরঞ্জনার্থ বাজারে যখন যে ভাল জিনিষ পাইত, তাহাই ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকে দিত। কখন একটী ফুলের তোড়া, কখনও বা একটী কমলালেবু আনিয়া ইবার হস্তে প্রদান করিত। আবার ইবা যখন টমের পার্শ্বে বসিয়া বাইবেল পাঠ করিত, ধর্ম্মালাপ করিত, তখন টম তাহাকে মানুষ মনে করিত না, দেববালা মনে করিয়া মনে মনে তাহার অর্চ্চনা করিত।

গ্রীষ্মকাল সমাগত হইল। তখন গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত সেণ্টক্লেয়ার সপরিবারে তাঁহার সহরস্থিত বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহর হইতে অনতিদূরে একটি হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহার উদ্যানগৃহে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে টম্ এবং ইবা অপরাহ্ণে সর্ব্বদা সেই হ্রদের পার্শ্বে বসিয়া বাইবেল পাঠ করিত।

এক দিন ইবা বাইবেল পাঠ করিতে করিতে "স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে" এই কথাটী পাঠ করিয়া হঠাৎ বলিল, "টমকাকা আমি শীঘ্রই স্বর্গে যাইব, ওই যে আমি স্বর্গ দেখিতেছি।"

টম্। কোথায় স্বর্গ?

ইবা। (আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ স্বর্গ। আমি শীঘ্রই ঐ স্থানে যাইব।

এই কথা শুনিয়া টমের মন চমকিয়া উঠিল। ইবার শরীর যে দিন দিন কৃশ হইতেছে, তদ্দর্শনে টমের অন্তর চিন্তাকুল থাকিত। বিশেষতঃ মিস্ অফিলিয়া সর্ব্বদা বলিতেন যে, এইরূপ কাসির ব্যারাম কোন ঔষধেই আরাম হয় না; সে কথাও তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। ইবাকে টম্

দেববালা বলিয়া মনে করিত। তাহার মুখ হইতে কখন কোন বৃথা বাক্য নির্গত হয় না ; সুতরাং অন্যকার কথা শুনিয়া টমের যে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ইবার মত বালক বালিকা কি আর কখন কোন গৃহে জন্মে নাই ; —জন্মিয়াছে বই কি ; কিন্তু তাহাদের নাম সমাধিপ্রস্তরেই খোদিত দেখা যায় ; তাহাদের সুমধুর হাস্য, তাহাদের স্বর্গের সুধাবর্ষি নেত্র, তাহাদিগের বালসাধারণের অসুলভ বাক্য ও আচরণ গুপ্ত ধনের মত কেবল স্নেহময়, ব্যাকুলপ্রাণ আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিমন্দিরে গোপনে রক্ষিত হইয়া থাকে। কত গৃহে এ কথা শুনা যায় যে, যে একটী শিশু সে গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্বভাবের মধুর সৌন্দর্য্যের তুলনায় বর্ত্তমান শিশু গুলির রূপ গুণ কিছুই নহে। বোধ হয়, যেন মানবের পাপ-হৃদয় স্বর্গের দিকে ফিরাইবার জন্য বিধাতা স্বর্গে বিশেষ এক দল দেবদূত রাখিয়াছেন। তাহারা কিছু কালের জন্য মানব শিশুরূপে মর্ত্ত্য ভূমিতে আগমন করে, এবং স্বদেশে ফিরিবার সময় যাহাতে চারি দিকের বিপথগামী হৃদয়গুলিকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গের দিকে উড্ডীন হইতে পারে, সেই জন্যই তাহাদিগকে দুশ্ছেদ্য স্নেহ পাশে বাঁধিয়া লয়। যখন শিশুর চক্ষে ঐ গভীর আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দর্শন করিবে, শিশুকে যখন শিশুসাধারণ হইতে মধুরতর, বিজ্ঞতর কথা কহিতে শুনিবে, তখন শিশুকে বহুদিন এ পৃথিবীতে রাখিবার আশা করিও না ; কারণ, উহার ললাটে বিধাতার স্বাক্ষর, উহার চক্ষে অমৃতের কিরণ।

তাই ত ইবা ! স্নেহের ধন ! গৃহের একমাত্র উজ্জ্বল তারকা। তুমিও গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছ ; কিন্তু যাহারা তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তাঁহারা এ কথা জানেন না।

অফিলিয়া হঠাৎ হ্রদের পার্শ্বে আসিয়া ইবাকে ডাকিবামাত্র টমের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা ভঙ্গ হইল। তাহারা উভয়ে

উঠিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল। অফিলিয়া ইবাকে বলিলেন, "বাছা! বড় শিশির পড়িতেছে, তুমি এখন ঘরে এসো।"

বালক-বালিকাদের প্রতিপালন সম্বন্ধে মিস্ অফিলিয়া বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাহাদের শরীরে কোন রোগ হইলে তিনি সহজেই তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন। ইবার একটু একটু কাসি দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল। এইরূপ রোগে তিনি অনেকানেক বালক বালিকার জীবন নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন। সুতরাং তিনি কখন কখন এই বিষয় সেণ্টক্লেয়ারকে বলিতেন। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না; বরং সময় সময় অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেন, "দিদি! তোমার এ সকল বুড়ামী ভাল লাগে না; একটু কিছু দেখিলেই তোমাদের বিপদাশঙ্কা হয়। ইবা একটু লম্বা হইতেছে, তাহাতেই এইরূপ কৃশ দেখা যায়।" কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারের এইরূপ রুষ্ট বাক্য শুনিয়া অফিলিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি আবার বলিলেন, "অগষ্টিন! ইবার কাসি দেখিতে পাও না? এই রোগে জেন, এলেন, স্যাণ্ডার তিনটিকে আমি মরিতে দেখিয়াছি।" সেণ্টক্লেয়ার রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোমার ঐ সকল ভূতের গল্প রেখে দাও। তুমি ওকে রাত্রে বড় বাহির হইতে দিও না; তবেই উহার শরীর ভাল হইবে।"

কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার ইবার শরীরে কোন রোগ হইয়াছে বলিয়া মনে না করিলেও যখন তাহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন গভীর বিষয়ের কথা বলিতে শুনিতেন, যখন পরদুঃখে তাহাকে অত্যন্ত কাতর হইতে দেখিতেন, তখন তাঁহার মনে নানা রূপ আশঙ্কার উদয় হইত। তিনি মনে মনে ভাবিতেন, এইরূপ অল্প বয়স্কা বালিকা নিজের খেলা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে; কিন্তু ইবার হৃদয় এখনই পরদুঃখে একেবারে বিদীর্ণ হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন ইবা কাতরকণ্ঠে সংসার প্রচলিত অত্যাচার ও উৎপীড়নের

কথা মনে করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিত, তখনই সেণ্টক্লেয়ার তাহাকে স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিতেন। বোধ হয়, তিনি মনে করিতেন যে, বক্ষ হইতে তাহাকে কখন ছাড়িয়া দিবেন না। বক্ষে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলেই তাহাকে এ সংসারে রাখিতে পারিবেন।

আ, সেণ্টক্লেয়ার! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ! এই পাপ ও অত্যাচার পরিপূর্ণ সংসার,—যে স্থলে দ্বেষ, হিংসা ও স্বার্থপরতাদি সর্ব্বদা বিরাজিত, এই বিবাদ ও কলহ পরিপূর্ণ কার্য্যক্ষেত্র,—যেস্থানে মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে,—যেখানে নিঃস্বার্থপ্রেম ও অকৃত্রিম প্রণয় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই স্থানে ইবার ন্যায় কোমল হৃদয়া, পরদুঃখ কাতরা, দেব-বালার পক্ষে নরক সদৃশ ; সেই স্থান কখনই ইবার বাসোপযোগী নহে। তুমি কি সজোরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে এ সংসারে রাখিতে পারিবে? মঙ্গলময় পিতার অমৃত ক্রোড় তাহার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। সেই অমৃত ক্রোড়ই তাহার একমাত্র বাসস্থান। তুমি কখন তাহাকে এখানে রাখিতে পারিবে না। কখন না।

এক দিন ইবা তাহার জননীর নিকট বলিল, "মা এই দাসদাসীদিগকে পুস্তক পড়িতে শিখাও না কেন?"

মেরী। দাসদাসীদিগকে আর কে পড়িতে শিখায়?

ইবা। কেন লোকে ইহাদিগকে শিখায় না?

মেরী। লেখাপড়া শিখাইলে ইহাদের কি হইবে? লেখা পড়া শিখিলে কি ইহারা অধিক কাজ করিতে পারিবে?

ইবা। তাহা হইলে ইহারা বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক পাঠ করিতে পারিবে। বোধ হয়, বাইবেল কি অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তক সকলেরই পাঠ করিতে শিক্ষা করা উচিত।

মেরী। ইবা! তুই এক আজ্‌গবী মেয়ে।

ইবা। টপ্‌সীকে বাইবেল পাঠ করিতে শিখাইয়াছেন।

মেরী। টপ্‌সী বাইবেল পাঠ করিয়া কি বড় সচ্চরিত্র হইয়াছে? টপসীর ন্যায় দুষ্ট বালিকা এ ঘরে আর নাই।

ইবা। মামী বাইবেল পাঠ করিতে ভালবাসে, আমি তাহার নিকট বাইবেল পাঠ করি। কিন্তু আমি যখন তাহার নিকট পড়িতে পারিব না, তখন সে কি করিবে?

ইবা যখন তাহার মাতার সঙ্গে এইরূপ কথা বলিতেছিল, তখন তাহার মাতা তাঁহার বাক্স খুলিয়া গহনা-পত্র সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। ইবার কথা সমাপ্ত হইলে পর মেরী বলিলেন, "ইবা! ও সকল কথা ছেড়ে দে, তোকে চিরকাল ত আর চাকরের কাছে বাইবেল পাঠ করিতে হইবে না। যখন বড় হইবে, তখন বেশ-বিন্যাস করিয়া সর্ব্বদা ভদ্র সমাজে গমনাগমন করিতে হইবে। তখন আর বাইবেল পাঠ করিবার সময় পাইবে না। আমিও ছেলেবেলা চাকর চাকরাণীদের নিকট বাইবেল পড়িতাম। এই যে হীরাময় চীক দেখিতেছ, তুমি বড় হইলে আমি তোমাকে এই চীক দিব। আমি প্রথম যে দিন এই চীক পরিধান করিয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সে দিন সকল লোক চমৎকৃত হইয়া আমার দিকে তাকাইতে লাগিল। কত কত যুবক আমার সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইবা চীকছঁড়া হাতে লইল এবং তাহার মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "মা! এই চীকের কি অনেক দাম?"

মেরী। এই চীকের দাম! আমার বাবা ফরাসী দেশ হইতে এই চীক আনাইয়াছিলেন। ইহার মূল্য একজন গৃহস্থের সমুদয় সম্পত্তিতেও কুলায় না।

ইবা। যদি এই চীক দ্বারা আমার যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে দেও, তাহা হইলে আমি ইহা নিব।

মেরী। তুমি এ চীক দ্বারা কি করিতে চাও?

ইবা। আমি এই চীক বিক্রয় করিয়া ইহার মূল্য দ্বারা দাসত্ব প্রথা যে দেশে নাই, সেই দেশে জমি ক্রয় করিব। পরে সেখানে সমুদয় দাস দাসীকে নিয়া রাখিব। ইহাদের শিক্ষার্থ বোডিং স্কুল স্থাপন করিব।

মেরী। (হাস্য করিয়া) বোডিং স্কুল স্থাপন করিবে? পিয়ানো বাজাইতে শিখাইবে না?

ইবা। আমি ইহাদিগকে বাইবেল পাঠ করিতে শিখাইব; আত্মীয়-স্বজনের নিকট পত্র লিখিতে এবং তাহাদের পত্র পাঠ করিতে শিখাইব। মা! ইহারা যে আপন আত্মীয়-স্বজনের নিকট পত্র লিখিতে পারে না, তাহাদের পত্র পাইলে যে পড়িতে পারে না, তাহাতে ইহাদের মনে বড় কষ্ট হয়। টম্, মামী, সকলেই ইহাতে বড় কষ্ট বোধ করে।

মেরী। এখন চুপ কর্। তোর ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না। আমার বড় মাথা ধরিয়াছে।

মেরী যেরূপ কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন না, সেইরূপ কথা বার্ত্তা কেহ বলিতে আরম্ভ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা ধরিত। সুতরাং তাঁহার সাক্ষাতে তদ্রূপ কথা কেহই বলিতে পারিত না। ইবাও চুপ করিয়া রহিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

হেন্‌রিক্

যে সময়ে অগষ্টিন্ সেণ্টক্লেয়ার সপরিবারে হ্রদের পার্শ্বস্থিত উদ্যান গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলফ্রেড সেণ্টক্লেয়ার স্বীয় তনয় হেন্‌রিক্‌কে সঙ্গে করিয়া অগষ্টিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুই যমজ ভ্রাতার মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য ছিল না। কি অঙ্গ গঠন, কি মানসিক ভাব, সকল বিষয়েই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ বৈষম্য থাকিলেও তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। দুই ভাই পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন; পরস্পর পরস্পরের মতামত সম্বন্ধে উপহাস করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অন্তরস্থ ভালবাসা কিছুতেই হ্রাস হইত না। আলফ্রেডের পুত্র হেন্‌রিক্‌কে বিশেষ তেজস্বী বালক বলিয়া বোধ হইত। কোমল হৃদয়া ইবাঞ্জেলিনকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি তাহার প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসার উদ্রেক হইল। অপরাহ্ণে টম্ ইবার নিমিত্ত তাহার ছোট অশ্ব আনিয়া বারাণ্ডার নিকট দাঁড় করাইল। এদিকে ডডো নামক একটি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বালক হেন্‌রিকের নিমিত্ত অশ্ব লইয়া সেই স্থানে আসিল। হেন্‌রিক্ অশ্ব পৃষ্ঠে উঠিবার সময় আরক্ত লোচনে ডডোর দিকে চাহিয়া বলিল, "হারামজাদা, গাধা! তুমি সকালে ঘোড়ার গায়ের ধূলো

ঝাড়িয়া রাখ নাই। ঘোড়ার গায়ে এত ধূলো রহিয়াছে কেন?” ডডো এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া অতিশয় বিনীত ভাবে বলিল, “হুজুর ধূলো ঝেড়েছিলাম, আবার ধূলো লেগেছে।” এই কথা শ্রবণমাত্র হেন্‌রিক্ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ডডোকে “শালা, পাজী! আমার সাক্ষাতে আবার কথা বল? এত সাহস, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছ!” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চাবুক তুলিয়া ডডোর মুখের উপর প্রায় দশ বারটা চাবুকের আঘাত করিল। বালক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “হুজুর প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,” কিন্তু হেন্‌রিক্ তাহাকে অবিশ্রান্ত চাবুকাঘাত করিতে লাগিল। যখন বালক মৃতের ন্যায় হইয়া পড়িল, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “আর আমার সম্মুখে কথা বোল্‌বি? যা, ফের ঐ ঘোড়া সাফ করিয়া দিয়া আয়।”

টম্ সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। সে হেন্‌রিক্‌কে বলিল, “হুজুর! আপনার ঘোড়া ও সকালে সাফ করিয়াছিল। পরে ঘোড়া মাটিতে শুয়ে পড়েছিল, তাতেই ধূলো লেগেছে। ডডো আপনাকে তাই বোল্‌তে চেয়েছিল।”

হেন্‌রিক্ টম্‌কে বলিল, “তুই চুপ কর্। তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।” এই বলিয়া হেন্‌রিক্ ইবার নিকট যাইয়া বলিল, “প্রিয় ভগ্নি! আমাকে ক্ষমা কর। আমার নিমিত্ত তোমাকেও বিলম্ব করিতে হইতেছে। এই বেটা বজ্জাত ঘোড়া সাফ করে নাই, তাই বিলম্ব হইল। এসো, আমরা ঘোড়া নিয়া আসা পর্য্যন্ত এখানে বসি। ও কি! তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন?”

ইবা। তুমি ডডোর প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে! তুমি এত নিষ্ঠুর, এত দুষ্ট!

হেন্‌রিক্। আমি নিষ্ঠুর! আমি দুষ্ট! সে কি? ইবা, লক্ষ্মীমণি! তুমি কি বলিতেছ?

ইবা। তুমি আমাকে লক্ষ্মীমণি ব'লে ডেকো না, তুমি এমন নিষ্ঠুরাচরণ কর!

হেন্‌রিক্। ইবা! তুমি ডডোকে জান না। এইরূপ শাস্তি না দিলে ডডোকে দুরন্ত করা যায় না। শালা কেবল মিথ্যা কথা বলে। ইহাদিগকে দুরন্ত রাখিতে হইলে এইরূপ করিতে হয়। বাবা এইরূপে এই নিগ্রো গোলামদিগকে দুরন্ত রাখিয়াছেন।

ইবা। কেন, টম্‌কাকা বলিল যে, ঘোড়া সাফ ক'রেছিল, পরে ধূলো লেগেছে। টম্‌কাকা ত কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

হেন্‌রিক্। তোমাদের টম্ তবে নিগ্রো গোলামদের মধ্যে একটা অসাধারণ লোক হইবে। কিন্তু ডডো সর্ব্বদা মিথ্যা বলে।

ইবা। তোমরা এইরূপ প্রহার করিলে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে মিথ্যা কথা বলিতে শিখিবে।

হেন্‌রিক্। ইবা, তুমি যে ডডোর প্রতি এত সুপ্রসন্ন হইলে! আমার চেয়ে ডডোকে ভালবাস না কি?

ইবা। দেখ, তুমি উহাকে বিনা অপরাধে এইরূপ প্রহার করিয়াছ বলিয়া উহার নিমিত্ত আমার বড় দুঃখ বোধ হ'চ্ছে।

হেন্‌রিক্। আচ্ছা, আর তোমার সাক্ষাতে উহাকে প্রহার করিব না। আমি জানিতাম না যে, কাল গোলামদিগকে প্রহার করিতে দেখিলেও তোমার মনে এইরূপ কষ্ট হয়।

ডডো শীঘ্রই অশ্ব লইয়া আসিল। হেন্‌রিক্ ডডোকে ইবার অশ্ব ধরিতে বলিল এবং সে নিজে ইবাকে ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইল। হেন্‌রিক্ সমশ্রেণীস্থ লোকের প্রতি যারপরনাই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিত। ইবা অশ্বারোহণকালে দেখিতে পাইল যে, বালকটি তখন অঙ্গবেদনায় কাঁদিতেছে, চক্ষু হইতে অশ্রুজল পতিত হইতেছে। তখন সে

বালকের দিকে ফিরিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিল ; কিন্তু হেন্‌রিক্‌কে কোন প্রকার ধন্যবাদ করিল না।

যখন হেন্‌রিক্‌ ডডোকে প্রহার করিতেছিল, তখন অগষ্টিন এবং তাঁহার অগ্রজ আলফ্রেড উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই উদ্যান হইতে ডডোকে এইরূপ প্রহৃত হইতে দেখিলেন। অগষ্টিনের মুখমণ্ডল তদ্দর্শনে আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি আলফ্রেডকে সম্বোধন করিয়া তীব্র বিদ্রূপপরিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "দাদা! তোমার ছেলেকে বুঝি আমাদের দেশীয় সাধারণতন্ত্র প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষপ্রদান করিতেছ? এই বুঝি সমুদয় মানবমণ্ডলীর তুল্যাধিকার সংস্থাপনের প্রথম শিক্ষা!"

আলফ্রেড। ভাই! হেন্‌রিকের রাগ হইলে সে বন্য পশুর ন্যায় হইয়া উঠে। আমি এ সকল কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি না। আমি কি আমার স্ত্রী, আমরা উভয়েই এখন আর এ সম্বন্ধে কিছুই বলি না। কিন্তু ঐ ডডো ছোঁড়াটাও বড় বানর। সহস্র বেত্রাঘাত করিলেও কেহ তাহাকে পথে আনিতে পারে না।

অগষ্টিন। আমাদের দেশপ্রচলিত সাধারণতন্ত্র প্রণালী সম্বন্ধে বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার্থ যে প্রশ্নোত্তর পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথম প্রশ্নোত্তরেই না এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"দুঃখী ধনী সকলের সমান অধিকার।"

আলফ্রেড। ঐ সকল কথা কোন কাজের নহে। ফরাসী দেশে একবার এইরূপ হুজুক উঠেছিল। জনবিশেষের তুল্যাধিকার কেবল শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যেই সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে কি কখন সেইরূপ সমান অধিকার দেওয়া যাইতে পারে?

অগষ্টিন। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইলে

তাহারাও তুল্যাধিকার সঞ্চালনের প্রয়াসী হয়। ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ কি? এই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে যদি চিরকাল অজ্ঞান অন্ধকারে রাখিতে পার, তবেই তোমাদের সেই প্রভুত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে।

আলফ্রেড। (সজোরে পদাঘাত পূর্ব্বক) অবশ্য এই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে অবনতাবস্থায় রাখিতে হইবে।

যেরূপ সজোরে আলফ্রেড পদাঘাত করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যে, তিনি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মস্তকের উপর সজোরে পদক্ষেপ করিতেছেন।

অগষ্টিন। ভাই এই অত্যাচার নিপীড়িত নিম্নশ্রেণীস্থ লোক যখন উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তখন দেশ ছারখার করিবে। অভিজাতগণ ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রভুত্ব সমূলে বিনষ্ট হইবে। তোমার কি মনে নাই, সেণ্ট ডোমিঙ্গো দ্বীপে কি ভয়ানক কাণ্ড সমুপস্থিত হইয়াছিল?

আলফ্রেড। রেখে দেও তোমার সেণ্টডোমিঙ্গো দ্বীপ। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে শিক্ষা না দিলেই হইল। বর্ত্তমান সময়ে যে "জন সাধারণের শিক্ষা"—"শ্রমজীবীদের শিক্ষা" এইরূপ চীৎকার স্থানে স্থানে হইতেছে, এই সকল বিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্রয় না দিলে বিপ্লবের কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

অগষ্টিন। সে দিন গিয়াছে। শিক্ষার স্রোত এখন কোন প্রকারেই অবরোধ করিতে পারিবে না। তোমাদের এখন উচিত, এই শিক্ষা দ্বারা যাহাতে তাহারা উচ্চ নৈতিক জীবন লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা।

আলফ্রেড। রেখে দেও তোমার নৈতিক জীবন। ছোট লোক চিরকালই এই অবস্থায় থাকিবে।

অগষ্টিন। এ অবস্থায় থাকিবে বটে, কিন্তু সৎশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে

ইহারা সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া অত্যাচারী উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগের রক্তে দেশ ভাসাইয়া দিবে। ষোড়শ লুইর হত্যার পর ফরাসী দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কি মনে নাই? আলফ্রেড! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, অনতিবিলম্বেই এই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক সমুত্থিত হইয়া বিশ্বসংসার অরাজকতায় পরিপূর্ণ করিবে, অভিজাতগণ ও উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগকে স্বীয় রক্ত দ্বারা জগৎ প্রচলিত অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

আলফ্রেড। (হাসিতে হাসিতে) ভাই! তুমি যে একজন বড় বক্তা হইয়া পড়িলে। তুমি এক কাজ কর, স্থানে স্থানে এ বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ কর। লোকে তোমাকে একটা পয়গম্বর কিম্বা নবী বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তোমার এইরূপ মনঃকল্পিত স্বর্গরাজ্য সমাগত হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় আমি মরিব। আমাকে এ সব দেখিতে হইবে না।

অগষ্টিন। ফরাসী দেশীয় অভিজাতগণ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে ঘৃণা করিত। কিন্তু পরিণামে সেই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সে দিন হেইতি দ্বীপে কি ভয়ানক কাণ্ড হইল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ না?

আলফ্রেড। তুমি হেইতি দ্বীপবাসীদিগের কথা বলিতেছ। হেইতি দ্বীপবাসী লোক কি ইংরাজ! তাহারা ইংরাজ হইলে কি আর তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইত! পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইরোজেরা প্রভুত্ব করিবে। ইংরাজগণ সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, চিরকাল প্রভুত্ব করিবে। আমাদের (ইংরাজদের) সহিত কি কোন জাতির তুলনা হইতে পারে?

অগষ্টিন। ভাই! ইংরাজ ইংরাজ করিয়া এরূপ আস্ফালন করিও

না। একবার এই অসিতাঙ্গদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইলেই তোমাদিগকে এই ঘোর অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া তোমাদিগকে পলায়ন করিতে হইবে। এ দেশে মস্তক রাখিবার স্থান পাইবে না।

আলফ্রেড। তোমার এই সকল কথা পাগলের উক্তি বলিয়া বোধ হয়।

অগষ্টিন। পাগলের উক্তি! ভাই বাইবেলের কথা কি স্মরণ নাই? —"মনুষ্য স্বপ্নেও বিপদের বিষয় ভাবিত না। **পরে অকস্মাৎ জলপ্লাবন হইয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া দিল। তাহারা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল।"** আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, সর্ব্বদা বাইবেলের কথাটি মনে রাখিও।

আলফ্রেড। (হাসিতে হাসিতে) অগষ্টিন, তুমি একটা পয়গম্বরের পোষাক নিয়া স্থানে স্থানে বক্তৃতা কর। আমাদের নিমিত্ত তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না! আমাদের যথেষ্ট বল আছে। অনায়াসে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব। এই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক চিরকালই অবনতাবস্থায় থাকিবে। ইহাদিগকে আমরা চিরকালেই পদতলে রাখিব। আমাদের বারুদ গোলাও যথেষ্ট আছে।

অগষ্টিন। হাঁ! তোমার ছেলে হেন্‌রিক্ যে ভাবে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সহজেই বারুদের গুদামে আগুন লাগাইতে পারিবে।

আলফ্রেড। আমি স্বীকার করি যে, আমাদের দেশ-প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী কিছু নিন্দনীয়। আমাদের সন্তানাদি বাল্যকাল হইতেই এই অসিতাঙ্গ দাসদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে শিক্ষা করে! অপরের যে কোন প্রকার অধিকার আছে, তাহা তাহাদের বুঝিবার সুযোগ হয় না।

আমি মনে করিয়াছি, হেন্‌রিক্‌কে শিক্ষার্থ উত্তর প্রবেশে প্রেরণ করিব। কিন্তু আমাদের দেশে কোন কোন বিষয়ে ভাল শিক্ষা হয়। বালকগণ বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ সাহসী ও তেজস্বী হইয়া উঠে। তোষামোদ প্রভৃতি যে সকল দোষ এই ক্রীতদাসদাসীদিগের জীবনে পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমাদের অনেক বালকবালিকার জীবন স্পর্শ করিতে পারে না। হৃদয়স্থিত প্রভুত্বের ভাব এই সকল দোষকে নিরাকরণ করে।

অগষ্টিন। (ব্যঙ্গোক্তির ভাবে) এইরূপ প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা কি খৃষ্টধর্ম্ম সম্মত?

আলফ্রেড। খৃষ্টধর্ম্ম সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু আমাদের দেশীয় সামাজিক অবস্থা যে লোকদিগকে তেজস্বী ও সাহসী করিয়া তুলে, তাহার সন্দেহ নাই।

অগষ্টিন। তাহা হইতে পারে।

আলফ্রেড। আর এই সকল বিষয় নিয়া তর্ক করিলে কি হইবে? তোমার সঙ্গে অন্যূন পাঁচ শতবার এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। চল যাই, এখন আমরা দাবা খেলি।

দুই ভাই একত্র হইয়া দাবা খেলিতে আরম্ভ করিলেন। খেলিবার সময় আলফ্রেড বলিলেন, "অগষ্টিন! আমি তোমার মতাবলম্বী হইলে কেবল মুখে তর্ক করিতাম না। নিজের বিশ্বাস প্রচারার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিতাম।"

অগষ্টিন। তাহা তুমি করিতে বটে। তুমি যে একজন কাজের লোক। কিন্তু আমি—

আলফ্রেড। (ব্যঙ্গ করিয়া) তোমার নিজের দাসদাসীর অবস্থা সমুন্নত কর না।

অগষ্টিন। তাই কি কখন সম্ভবপর হয়? হিমালয় পর্ব্বত ইহাদের

মস্তকে স্থাপন করিলে যদি ইহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তথাচ আমাদের সমাজ-প্রচলিত কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত, অসদাচরণ ও অত্যাচারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ইহারা কখন ভাল হইতে পারে না। সমাজ-প্রচলিত পাপ ও কুশিক্ষা দ্বারা নৈতিক বায়ু দূষিত হয়। সুতরাং নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ না হইলে জনবিশেষের চেষ্টা দ্বারা লোককে সৎপথে পরিচালন করা যায় না। কত কত পরাজিত জাতি মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সেই উচ্চ শিক্ষা দ্বারা কি কোন পরাজিত জাতি কখন সমুন্নত হইতে পারে ?

আলফ্রেড। তবে তুমি দেশ সংস্কারের ব্রতাবলম্বন কর।

ইহার পর উভয়েই খেলাতে একেবারে নিমগ্ন হইলেন। কিছুকাল পরে হেন্‌রিক্ এবং ইবা অশ্বারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল্ল। দ্রুতবেগে আসিয়াছিল বলিয়া ইবা কিছু ক্লান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই ক্লান্তি-চিহ্নমণ্ডিত মুখকমলে অতি অপরূপ সৌন্দর্য্যের ভাব বিকসিত হইয়াছিল। এক একটী ঋতু পরিবর্ত্তনে প্রকৃতি যদ্রূপ নব নব বেশে সুসজ্জিত হইয়া মানবহৃদয়ে নব নব ভাব আনয়ন করে, সেইরূপ রাগ, দ্বেষ, হিংসা পরিশূন্য ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা পরিপূর্ণ নির্ম্মলচরিত্র রমণীকুলের মুখকমল হইতে এক এক অবস্থায় এক এক প্রকার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের ভাব বিকসিত হয়। ইবার এই ক্লান্তিচিহ্নমণ্ডিত মুখকমল হইতে শান্তি ও প্রেমের ভাব বিকীর্ণ হইতেছিল। আলফ্রেড তদ্দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিলেন, "কি অপরূপ রূপের মাধুরী! অগষ্টিন, তোমার ইবার রূপের মাধুরীতে জগৎ বিমোহিত হইবে।" কিন্তু অগষ্টিন নিরাশ বদনে বলিলেন, "ইবা সর্ব্বসুলক্ষণা বটে, কিন্তু ঈশ্বরের মনে কি আছে, কে জানে!" এই বলিতে বলিতে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া ইবাকে ক্রোড়ে করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইলেন এবং সমধিক ক্লান্ত দেখিয়া

গৃহের মধ্যে একখানি কৌচের উপর বসাইয়া রাখিলেন। ইবাকে ক্লান্তি নিবন্ধন ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এত শীঘ্র ঘোড়া চালাইয়াছিলে কেন? তুমি জান না যে, ইহাতে শরীর অসুস্থ হয়?"

এই সময় হেন্‌রিক্ আসিয়া ইবার নিকট বসিল এবং তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন অগষ্টিন পুনরায় তাঁহার ভ্রাতার সহিত খেলা করিতে বসিলেন।

ইবার অশ্বারোহণক্লান্তি দূর হইলে পর হেন্‌রিক্ তাহাকে বলিল, "ভগিনি! আমার বড় দুঃখ হইতেছে যে, আমরা শীঘ্রই এস্থান হইতে যাইব। আবার কবে তোমাকে দেখিব, জানি না। আমি তোমাদের এখানে থাকিলে তোমার সাক্ষাতে আর ডডোকে মারিতাম না। আমি ডডোর প্রতি বেশী নিষ্ঠুর ব্যবহার করি না। তাহাকে ভাল কাপড় দিই এবং ভাল খাইতে দিই, সে আমাদের বাড়ীতে বেশ সুখে আছে?"

ইবা। কেবল খাইতে পরিতে পাইলে কি লোক সুখী হয়? তোমাকে যদি কেহ ভাল না বাসে, তবে কি তুমি খাইতে পরিতে পারিলে সুখী হইতে পার?

হেন্‌রিক। তা কেমন করিয়া পারি?

ইবা। তবে দেখ দেখি ডডোকে পিতা, মাতা বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছ, তাহাকে ভালবাসে এমন লোক নাই। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া কি মানুষ ভাল হইতে পারে?

হেন্‌রিক্। এ বিষয়ে আমরা কি করিতে পারি? তার মা বাপ সকলকে ত আর কিনিয়া আনিতে পারি না। আর আমি নিজে ত তাহাকে ভালবাসিতে পারি না।

ইবা। কেন তুমি তাহাকে ভালবাসিতে পার না?

হেনরিক্। (হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে) তুমি কি আমায় ডডোকে ভাল বাসিতে বল? আমি তার প্রতি একটু দয়া করিতে পারি। তুমি তোমার দাসদাসীদিগকে ভালবাস?

ইবা। আমি তাহাদিগকে ভালবাসি।

হেন্‌রিক্। সে কি ইবা?

ইবা। বাইবেলে কি লিখিত আছে? বাইবেল আমাদিগকে সকলকে ভালবাসিতে বলে না?

হেন্‌রিক্। বাইবেলে ত কত উপদেশই আছে; তাই কি কেহ মান্য করে, বা করিতে চেষ্টা করে?

ইবা আর কিছু বলিল না। স্থির নেত্রে গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; পরে কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "প্রিয় হেন্‌রিক! আমার একটী কথা, তুমি ডডোকে মারিও না, তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিও না, তাহাকে একটু ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দয়া করিও।" ইহার কথার প্রত্যুত্তরে হেন্‌রিক বলিল, "প্রিয় ভগিনি, তোমার অনুরোধে আমি সকলই করিতে পারি। তোমার ন্যায় এইরূপ শান্ত সুমধুর প্রকৃতির বালিকা আর আমি কোথাও দেখি নাই। আমি ভবিষ্যতে আর ডডোকে মারিব না।"

ইহার পর আহারের ঘণ্টা পড়িল, সকলে আহার করিতে চলিয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ

অগষ্টিন সেণ্টক্লেয়ারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলফ্রেড তনয় সহ স্বীয় ভবনে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার অবস্থানকালে অগষ্টিনের গৃহস্থিত সকলেই নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। সুতরাং ইবাঞ্জেলিনের শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে কেহই মনোযোগ প্রদান করেন নাই। কিন্তু এখন ইবাঞ্জেলিনের শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, তাহার আর শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি রহিল না। এত দিন পর্য্যন্ত অগষ্টিন অফিলিয়ার কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু এখন সত্বর সত্বর চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অন্তরেও নানাবিধ আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল! তাঁহার সহধর্ম্মিণী মেরী ভ্রমেও স্বীয় তনয়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কখন কিছু অনুসন্ধান করিতেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকের মুখে দুই তিন প্রকার নূতন রোগের গল্প শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল নূতন রোগের সমুদয় লক্ষণ আপনার শরীরে দেখিতে পাইলেন। সুতরাং নিজের সেই সকল মনঃকল্পিত রোগ লইয়াই বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কিরূপে সেই সকল নূতন নূতন দুর্ব্বিসহ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন, দিবা-রাত্রি কেবল তাহাই চিন্তা করিতেন। কন্যার তত্ত্ব লইবার তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্রও অবকাশ ছিল না। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, রোগ এ সংসারে কেবল তাঁহারই হইতে পারে, অন্য কাহারও শরীরে কখন রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। অন্য কাহারও কোন রোগ হইয়াছে, এ কথা তিনি কখন বিশ্বাস

করিতেন না। অন্যের রোগ কেবল অলসতা নিবন্ধন, কাজ এড়াইবার ছলনা। তাঁহার নিজের মনঃকল্পিত রোগগুলিই প্রকৃত রোগ।

মিস্ অফিলিয়া ইবাঞ্জেলিনকে প্রাণাপেক্ষাও সমধিক স্নেহ করিতেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যখন দেখিতে পাইলেন যে, ইবাঞ্জেলিনের রোগের কথা অগষ্টিন বিশ্বাস করিতেছেন না,—অগষ্টিনের নিকট রোগের বিষয় বলিলেই তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দেন,—তাঁহার কথায় একেবারে কর্ণপাত করেন না, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেই সকল কথা মেরীর নিকট বারংবার বলিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে, মেরী অন্ততঃ সন্তান-বৎসলতা নিবন্ধন তাঁহার কথা শুনিয়া অবশ্যই ইবার চিকিৎসার নিমিত্ত সদুপায় অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশাও নিষ্ফল হইল। যতবার অফিলিয়া ইবাঞ্জেলিনের অসুস্থতার বিষয় মেরীর নিকট বলিতেন, মেরী প্রত্যেক বারেই বলিয়া উঠিতেন, "ইবার কি হইয়াছে? সে হাঁটে, চলে, খেলা করে; ব্যারাম হইলে আর কি হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারিত?" অফিলিয়া বলিতেন, "তুমি তাহার কাসি দেখিতেছ না?" প্রত্যুত্তরে মেরী বলিতেন, "ওরূপ কাসি আমারও ছেলেবেলা ছিল।" অফিলিয়া বলিতেন, "দেখিতেছে না ইবা কিরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে?" প্রত্যুত্তরে মেরী বলিতেন, "আমি প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর এইরূপ দুর্ব্বল ছিলাম।" অফিলিয়া আবার বলিতেন,—"প্রত্যেক রাত্রেই ইবার শরীর উষ্ণ হয়, প্রত্যেক রাত্রেই ইবার জ্বর হয়।" প্রত্যুত্তরে মেরী বলিতেন,—"ওরূপ জ্বর আমার এক ক্রমে দশ বৎসর ছিল, উহাতে কিছু না; আমার যেরূপ জ্বর ছিল, সেইরূপ ইবার হইলে তুমি আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে।"

মিস্ অফিলিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মেরীও ইবার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন সদুপায় অবলম্বন করিলেন না; সুতরাং অগত্যা তিনি নীরবে

রহিলেন। কিন্তু এখন ইবা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, শয্যা হইতে উঠিবারও শক্তি নাই। সেণ্টক্লেয়ার তাহার নিমিত্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন; সুতরাং মেরীরও সন্তানবাৎসল্য সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এখন মেরী বলিতে লাগিলেন যে, "সেণ্টক্লেয়ার সকল বিষয়ে যেরূপ উদাসীন, তাহাতে আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাকে সন্তানশোক সহ্য করিতে হইবে। আমি নিজে অসুস্থতা নিবন্ধন নানা কষ্ট ভোগ করিতেছি, সেই কষ্টের উপর আবার সন্তানশোক! ইহা অপেক্ষা মানুষের আর অধিক কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে। সাত না, পাঁচ না, আমার একটী মেয়ে; তাহার আবার এইরূপ হইল!" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি দাসদাসীগণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইবার প্রতিপালনে তাচ্ছল্য হইয়াছে বলিয়া মামীকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। অভিমানে মুখ ভার করিয়া সেণ্টক্লেয়ারের সম্মুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সেণ্টক্লেয়ার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "মেরী! তুমি এত নিরাশ্বাস হইও না। ইবা অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিবে।"

মেরী। সেণ্টক্লেয়ার! মাতৃস্নেহ কি, তাহা তুমি বুঝিতে পার না; মার মন যে সন্তানের নিমিত্ত কিরূপ করে, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার?

সেণ্টক্লেয়ার। কিন্তু তুমি এত উতলা হইও না। এইরূপ অস্থির হইবার কোন কারণ নাই।

মেরী। আমি কি আর এরূপ দেখে শুনে স্থির থাকিতে পারি। তুমি যেমন সকল বিষয়েই বুকে পাষাণ বেঁধেছ, আমার ত আর সেরূপ পাষাণহৃদয় নয়! সন্তানের মধ্যে এই একমাত্র মেয়ে, এর ব্যারাম দেখে কি আমি স্থির থাকিতে পারি?

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি স্থির হও। গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্তই ইবার এইরূপ হইয়াছে। ইহাতে কোন ভয় নাই।

মেরী। আমাদের এ পোড়া প্রাণ বুঝিয়াও বুঝে না। তোমাদের ন্যায় স্থির থাকিতে পারিলে ত ভালই হইত।

দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ইবা কিঞ্চিৎ অরোগ্য লাভ করিল। আবার সে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখন কখন পূর্ব্বের ন্যায় টমের সঙ্গে উদ্যানে যাইয়া বসিত! তাহার পিতা তদ্দর্শনে যারপরনাই আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু মিস অফিলিয়া এবং চিকিৎসক উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, আরোগ্যলাভ কিছুই নহে। ইবা নিজেও মনে মনে বুঝিতে পারিল যে, এ পাপ ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ সংসার তাহাকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কে মানব হৃদয়ে এ মৃত্যু সংবাদ আনয়ন করে? মুমূর্ষু ব্যক্তির কাণে কাণে কে বলে যে, তাহার এ সংসারের দিন শেষ হইয়াছে? কে ইবাকে বলিয়া দিল যে, তাহাকে সত্বরই এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বল যে, মানব হৃদয়স্থিত সেই অনন্ত সুখাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরের সহবাসে প্রয়াসী, অমৃতের অধিকারী, অবিনাশী আত্মা মৃত্যুর সমাগম পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে, তবে সংসারের সকলে তাহা বুঝিতে পারে না কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে—বিষয় বিমোহিত সংসারাসক্ত জীবগণের কর্ণ বিষয়-কোলাহলে বধির হইয়া পড়ে, তাহাদের চক্ষু মোহান্ধকারনিবন্ধন কিছুই দেখিতে পায় না, এই পাপ পরিপূর্ণ সংসারে থাকিবার প্রগাঢ় ইচ্ছা মৃত্যুচিন্তাকে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না; সুতরাং সেই সকল বিষয়াসক্ত লোক মৃত্যু সমাগম পূর্ব্বে কখন বুঝিতে পারে না, মৃত্যুর আগমন ধ্বনি তাহারা কখন শুনিতে পায় না; কিন্তু পরদুঃখ-প্রপীড়িতা পবিত্র-হৃদয়া ইবাঞ্জেলিন বালিকা

হইলেও, সংসার কোলাহলে তাহার কর্ণ বধির হইত না। আত্ম-সুখেচ্ছা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এ সংসার তাহার নিকট দুঃখের স্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে তাহার দুঃখ নিবারণার্থ তাহাতে অমৃতধামে যাইতে আহ্বান করিতেছেন, তাহা সে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল। এ সংসার পরিত্যাগ করিবে বলিয়া সে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখিত হইল না। কেবল যে স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার মৃত্যুতে পিতা শোকে বিহ্বল হইবেন, এই ভাবনায় তাহার হৃদয় সময় সময় ব্যথিত হইত।

এক দিন টমের নিকট বাইবেল পাঠ করিতে করিতে ইবা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "টম্‌কাকা! আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি, যীশুখৃষ্ট কেন সমুদায় লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।"

টম। তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে—

ইবা। তাঁহার যেরূপ ভাব হইয়াছিল, আমার মনেও সেই ভাবের উদয় হইয়াছে।

টম্। সে কি ভাব মিস্ ইবা! আমি ত তোমার কথা কিছু বুঝিতে পারি না।

ইবা। টম্‌কাকা! আমি তোমাকে ভাল ক'রে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। কিন্তু আমি যখন তোমাকে ও অন্যান্য শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদাসী-গণকে জাহাজের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, তখন আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। তোমাদের মধ্যে তখন কেহ কেহ আপনার সন্তান সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদিতেছিল, কেহ কেহ স্ত্রীর নিমিত্ত কাঁদিতেছিল, কেহ স্বামিশোকে কাঁদিতেছিল; আবার সেই একটি বালক মা মা বলিয়া কাঁদিতেছিল। ইহার পর সে দিন তোমার নিকট প্রুর কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। টম্-

কাকা! এই সকল বিষয় ভাবিলে মন অস্থির হয়, আমার মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হয়। এই জন্যই আমি সর্ব্বদা ভাবি যে, আমি মরিলেও যদি ইহাদের উদ্ধার হয়, ইহাদের সুখ হয়, তবে আমার মৃত্যুই ভাল। যীশুখৃষ্ট বড় দয়ালু ছিলেন; সুতরাং এই পৃথিবীতে লোকের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া আপনি প্রাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাদিগের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিলেন। টম্‌কাকা! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, আমি মরিলে যদি ইহাদের কষ্ট নিবারণ হয়," তবে আমার মৃত্যুই ভাল।

টম অত্যন্ত বিস্মিত চিত্তে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু ইবা তখন তাহার পিতার সাড়া পাইয়া বারাণ্ডায় চলিয়া গেল। টমের দুই চক্ষু হইতে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল! সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মামীর নিকট গিয়া বলিল,—"মামী! মিস্ ইবাকে আর এ সংসারে রাখিতে পারিবে না। তাহার ললাটে ঈশ্বরের স্বাক্ষর রহিয়াছে।"

মামী। তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছি। এমন দয়ালু মেয়ে কি কখন বাঁচে! বাছা আমাদের সকলকেই অনাথা করিয়া চলিয়া যাইবে।

ইবা তাহার পিতার নিকট আসিল। তাহার পিতা সস্নেহে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এখন আর তুমি কোন কষ্ট বোধ কর না?" ইবা বলিল, "বাবা! আমি অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি, তোমার নিকট একটী কথা বলিব, তাই আমার শরীর এতদপেক্ষা দুর্ব্বল হওয়ার পূর্ব্বেই বলিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ইবা তখন পিতার ক্রোড়ে বসিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! আমাকে শীঘ্রই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও।" বলিতে বলিতে ইবা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল, কিন্তু মুখে কিছু

প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া দাও। এই দেখ, তোমার জন্য কেমন সুন্দর ছবি আনিয়াছি।"

ইবা ছবিখানি ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটে রাখিয়া দিল এবং কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বাবা, তুমি কেন আর বৃথা আশার দ্বারা প্রতারিত হইতেছ? আমি নিশ্চয় জানি, আমার শরীর আর ভাল হইবে না, অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। বাবা, এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে আমার একটু অনিচ্ছা নাই, কেবল তোমার ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য কষ্ট হয়। আমি অনেক দিন হইতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

সেণ্টক্লেয়ার ইবাকে সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমার মনে কিসের এত দুঃখ? সুখ-শান্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, আমার ঘরে ত সকলই আছে। তুমি যখন যাহা চাহিতেছ, আমি ত তখনই তোমাকে তাহা দিতেছি।"

ইবা। বাবা! এ সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করে। কেবল তোমার জন্য আমার প্রাণ পুড়িতেছে। এ সংসারের লোকের কষ্ট যন্ত্রণা দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু ভাবিতেছি, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া যাইব? তোমাকে ছাড়িতে বড় কষ্ট হইতেছে!"

সেণ্টক্লেয়ার। ইবা! সংসারে কি অত্যাচার? কিসে তোমাকে এত অসুখী করিয়াছে?

ইবা। বাবা! প্রতিদিন কত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, দেখিতেছ না কি? আমাদের নিজেদের দাসদাসীর জন্য বড় কষ্ট হয়। ইহারা আমাকে বড় ভালবাসে; আমার ইচ্ছা, ইহারা স্বাধীন হয়। ইহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেই ভাল হয়।

সেণ্টক্লেয়ার। ইবা, আমাদের দাসদাসীরা কি কষ্টে আছে ?

ইবা। বাবা! এখন তাহাদের কোন কষ্ট নাই; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তোমার মৃত্যু হইলে ইহাদের কি দশা হইবে। সকল মনীব ত তোমার মত নহে। আলফ্রেড জ্যাঠা তোমার মতন নহেন; মা তোমার মত নহেন। তার পর দেখ, প্রুর মনীব কেমন ছিল। আর আর মনীবেরা দাসদাসীর প্রতি সর্ব্বদা ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণ করে। এই কথা বলিতে বলিতে ইবা কাঁদিয়া উঠিল।

সেণ্টক্লেয়ার। ইবা, পরের দুঃখ দেখিলে তুমি সহজেই মর্ম্মাহত হইয়া পড়। তোমার মন অল্পেই বিগলিত হয়। তোমাকে এ সকল বিষয় শুনিতে দিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি।

ইবা। বাবা! তোমার মুখে একথা শুনিলে আমার আরও কষ্ট হয়। সংসারের কত লোক কত কষ্ট ভোগ করিতেছে, কত দুঃখ সহ্য করিতেছে, তজ্জন্য তোমার কষ্ট হয় না; কিন্তু তাহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া যে আমি একটু দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহাতে তোমার কষ্ট হইল! তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত হইতেছ, কিন্তু তাহাদের দুঃখের বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখ না। বাবা! ইহার মধ্যে স্বার্থপরতা রহিয়াছে। কেন আমি এ সকল হতভাগ্যের কথা শুনিব না? আমার উচিত যে, ইহাদের কথা শুনিয়া ইহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করি। ইহাদের দুঃখের কথা শুনিলে আমার প্রাণে যেন শেল বিদ্ধ হয়। বাবা! এই দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিয়া দাসদাসীদিগের উদ্ধার করিবার কি কোন উপায় নাই?

সেণ্টক্লেয়ার। বাছা! সে বড় গুরুতর ব্যাপার। দাসত্ব প্রথা যে অতি দূষণীয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেকেই এইরূপ মনে করেন এবং আমি নিজেও ইহাকে দূষণীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু এ প্রথা উঠাইয়া দিবার কোন উপায় দেখি না।

ইবা। বাবা! তুমি ত অত্যন্ত দয়ালু, সকলের প্রতি দয়া কর, সকলকেই ভালবাস, তুমি লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকলকে এই দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিতে বলিতে পার না? আমি মরিলে পর তুমি নিশ্চয়ই আমার শোকে দুঃখিত হইয়া, এই দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য সকলকে বলিবে।

ইবার এই কথা শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ারের চক্ষু স্থির হইল, সজোরে ইবাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "ইবা! কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ? তুমি মরিবে? এ সংসারে তুমি বিনা আর আমার কি আছে? আমি কাহার জন্য এ পাপ জীবন ধারণ করিতেছি? তোমাকে ছাড়িয়া আমি ত এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বাছা! আর এমন কথা বলিও না।"

ইবা। বাবা! সেই দুঃখিনী প্রুর ছোট ছেলেটী বই তাহার আর এ সংসারে কে ছিল? সে তো সেই সন্তানের শোকে পাগল হইয়াছিল। সন্তানটী মরিলে পরও সে কেবল তাহার কান্না শুনিত। বাবা! তুমি আমাকে যেমন ভালবাস, প্রুও তাহার সন্তানকে এমনি ভাল বাসিত।"

এই কথা বলিতে বলিতে ইবার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিতে লাগিল, "বাবা! ইহাদের উদ্ধারের চেষ্টা কর। আমাদের মামী তাহার সন্তানদিগকে দেখিতে না পাইয়া সর্ব্বদাই কাঁদে, টম্ তাহার সন্তানদিগের জন্য সর্ব্বদা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে;—বাবা! এ সকল আমার সহ্য হয় না।"

ইবাকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাছা! তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর শরীর ক্ষয়

করিও না ; এরূপ মৃত্যুর অকাঙ্ক্ষা করিও না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার কথা প্রতিপালন করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

সেণ্টক্লেয়ারের কথা শুনিয়া ইবা তৎক্ষণাৎ বলিল, "বাবা ! তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, টম্‌কে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবে ; যে মুহূর্ত্তে আমার"—কিছুকাল থামিয়া আবার বলিল, "যে মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই মুক্ত করিয়া দিবে।"

সেণ্ট। বাছা ! তুমি শান্ত হও। তুমি যাহা চাও, তাহাই করিব।

ইবা তাহার সেই স্নেহবিস্ফারিত মুখকমল তাহার পিতার মুখের উপর রাখিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা ! তুমি আমি এক সঙ্গে যাইতে পারিলেই ভাল ছিল। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমরা একত্রে যাই।"

সেণ্টক্লেয়ার। বাছা ! কোথায় যাইব ?

ইবা। সেই অমৃতধামে, সেই স্বর্গ-রাজ্যে। বাবা ! সেখানে রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা কিছুই নাই ; সেখানে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করে না, সকলেই সকলকে ভালবাসে।

ইবা এই স্বর্গ-রাজ্যের কথা এরূপ সরল বিশ্বাসের সহিত বলিতেছিল যে, তাহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে, সে অনেকবার সে স্থানে গিয়াছে, সে স্থান তাহার নিকট চিরপরিচিত। সে আবার বলিল, "বাবা। তুমি সেখানে যাইবে না ?"

সেণ্টক্লেয়ার তখন ইবাকে বুকের মধ্যে টানিতে লাগিলেন এবং নীরব হইয়া রহিলেন। ইবা অতিশয় দৃঢ়তা সহকারে আবার বলিল,—"বাবা ! তুমি নিশ্চয়ই আমার নিকটে যাইবে।"

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি গেলে আমি নিশ্চয়ই যাইব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি এখানে থাকিব না। আমি কখনও তোমাকে ভুলিব না।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর সেণ্টক্লেয়ার সেই স্নেহময়ীমূর্ত্তি বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া ইবার প্রশান্তমূর্ত্তি এবং বিশাল নেত্র সমাবৃত করিল। সুতরাং ইবার স্নেহমূর্ত্তি তাহার পিতার চক্ষুর অন্তরাল হইল। কিন্তু তাহার মধুর স্বর দেববাণীর ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার গত জীবন তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল, তাঁহার মাতার প্রার্থনা মনে পড়িল। তাঁহার বাল্যজীবনের আশাভরসা এবং জগতের হিতসাধনের অভিলাষ কিরূপে সংসারে প্রবিষ্ট হইলে পর সমূলে উৎপাটিত হইল, কিরূপে নাস্তিকতা হৃদয় মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিল, সেই সকল এক এক করিয়া তাঁহার অন্তরে উদয় হইতে লাগিল। অনেক বিষয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কথা নাই।

অবশেষে যখন অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল একবারে সমাচ্ছন্ন হইল, তখন ইবাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার শয্যাপ্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন এবং দাসদাসী-দিগকে বিদায় দিয়া নিজেই ইবাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিলেন এবং যাহাতে ইবার নিদ্রা হয়, তজ্জন্য নিদ্রাসঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমাগ্নি সংস্পর্শে পাষাণ গলে

রবিবারে অপরাহ্নে সেণ্টক্লেয়ার স্বীয় গৃহের বারাণ্ডায় একটি কোচের উপর শুইয়া চুরুট টানিতেছেন। বারাণ্ডার সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে তাঁহার স্ত্রী

মেরী একটী সোফার উপর বসিয়া আছেন। মেরীর হস্তে একখানি অতি সুন্দর বাঁধান প্রার্থনা-পুস্তক রহিয়াছে। অদ্য রবিবার, সুতরাং ধর্ম্ম পুস্তক অন্ততঃ হাতেও রাখিতে হইবে। খোলা পুস্তক সম্মুখে রহিয়াছে। মেরী সময়ে সময়ে দুই এক বার পুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মিস্ অফিলিয়া ইবাকে সঙ্গে করিয়া মেথোডিষ্টদিগের কোন এক গির্জ্জায় গিয়াছেন। সুতরাং গৃহে অগষ্টিন এবং তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। কিছু কাল পরে মেরী বলিলেন—

"অগষ্টিন! আমার বোধ হয়, আমার হৃৎপিণ্ডের রোগ হইয়া থাকিবে। আমাদের সেই পুরাতন ডাক্তার পোসি সাহেবকে আনিতে হইবে।"

সেণ্টক্লেয়ার। ডাক্তার পোসিকে আনিবার কোন প্রয়োজন দেখি-না। ইবাকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছে, তাহাকে ত ভাল ডাক্তার বলিয়া বোধ হয়।

মেরী। এইরূপ কঠিন রোগে আমি নূতন ডাক্তারের উপর নির্ভর করিতে পারি না। আমার বোধ হয়, আমার হৃৎপিণ্ডের রোগ কিছু বেশী হইয়াছে। শরীর সর্ব্বদা বেদনা করে, কিছুই ভাল লাগে না।

সেণ্টক্লেয়ার। তোমার হৃৎপিণ্ডের যে কোন রোগ হইয়াছে, আমার বোধ হয় না।

মেরী। তোমার যে তাহা বোধ হইবে না, আমি পূর্ব্বেই জানি। ইবার একটু মাথা ধরিলে তুমি সশঙ্কিত হইয়া পড়; কিন্তু আমার কোন সঙ্কটাপন্ন রোগ হইলেও, তুমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি সাধ ক'রে হৃৎপিণ্ডের রোগ আকাঙ্ক্ষা করিলে আমি তাহাতে কোন বাধা দিব না। তোমার নিকট হৃৎপিণ্ডের রোগ যদি বড়ই সাধের জিনিস বোধ হয়, তবে হউক না, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?

মেরী। তুমি বিশ্বাস কর, আর না কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, এই কয়েক দিন ইবাকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আমার হৃৎপিণ্ডের রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেণ্টক্লেয়ার প্রকাশ্যে আর কিছুই বলিলেন না। মুখ ফিরাইয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন যে,—ইবাকে নিয়া তুমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত ছিলে,—একবার ভ্রমেও তাহার তত্ত্ব কর নাই!

ইহার কিছুকাল পরে মিস্ অফিলিয়া ইবাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মিস্ অফিলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই স্বীয় প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। ইবা পিতার নিকট গিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া, গির্জ্জায় কি বিষয়ে উপদেশ হইয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মিস্ অফিলিয়ার প্রকোষ্ঠ হইতে তর্জ্জন-গর্জ্জনের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সেণ্টক্লেয়ার বলিয়া উঠিলেন, "না জানি টপ্‌সী কি কুকার্য্য করিয়াছে। দিদি দেখিতেছি বড় ক্ষেপিয়াছে।" কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে অফিলিয়া টপ্‌সীর ঘাড় ধরিয়া সেণ্টক্লেয়ারের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "কি, ব্যাপারটা কি?"

অফিলিয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা এই যে, আমি আর এ আপদ্‌টাকে নিয়া জ্বালাতন হইতে চাই না। আমার ধৈর্য্য শেষ হইয়াছে। রক্ত মাংসের শরীরে আর কতই সয়? আমি ইহার হাতে একখানি সঙ্গীত পুস্তক দিয়া তাহা পাঠ করিতে বলিয়াছিলাম। পাছে পুস্তক ফেলিয়া খেলা করিতে যায়, এই জন্য ঘরের দরজায় কুলুপ দিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু কি দুষ্ট মেয়ে! আমি গেলে পর, আমার চাবি বাহির করিয়া বাক্স খুলিয়াছে, আর আমার রেশমী কাপড় কেটে কুটে পুতুলের জামা সেলাই করিয়াছে। আমি এমন কাণ্ড জীবনে দেখি নাই।" তাঁহার কথা

শুনিয়া মেরী বলিয়া উঠিলেন, "দিদি! আমি ত পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, কঠিন শাসন ভিন্ন ইহাদিগকে ভাল করা যায় না।" তখনই সেণ্টক্লেয়ারের প্রতি তিরস্কারবর্ষি কটাক্ষপাত করিয়া আবার বলিলেন, "আমার নিজের ইচ্ছা যদি খাটিত, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই ইহাকে দণ্ডগৃহে পাঠাইয়া দিতাম; বেত খেয়ে খেয়ে যখন আর দাঁড়াইতে না পারিত, তখন বেত মারা ক্ষান্ত দিতে বলিতাম।"

সেণ্টক্লেয়ার। তোমার ইচ্ছা খাটিলে যে তাহা করিতে, তাহাতে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকের শাসন বড়ই মৃদুল, বড়ই মধুর। আমি আমাদের এদেশে এমন দশটী স্ত্রীলোকও দেখি না, যাহারা আপনাদের মত ও প্রণালী অবাধে খাটাইতে পারিলে দুই চারিটা ঘোড়া আর গোলাম মারিয়া আধ মরা না করে;—পুরুষের কথা আর কি বলিব ?—

মেরী। সেণ্টক্লেয়ার! তোমার অনির্দ্দিষ্ট প্রণালী মত চাকরকে শিক্ষা দিলে কোন ফল হইবে না। অফিলিয়া দিদির বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে, ইনি এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি যাহা বলি তাহা ঠিক কি না।

অন্যান্য গৃহিণীদিগের মত, মিস্ অফিলিয়ারও সময়ে সময়ে ক্রোধের উদ্রেক হইত। বিশেষতঃ টপ্‌সী তাঁহাকে যেরূপ যন্ত্রণা দিত, তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই রাগ হইতে পারে। কিন্তু মেরী যখন তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিল, তখন তিনি লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার ক্রোধাগ্নি ক্রমে নির্ব্বাপিত হইল। তিনি বলিলেন,—

"ছিঃ! ইহাকে দণ্ডগৃহে পাঠাইতে আমার কোন কালেও প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু অগষ্টিন! আমি ইহাকে লইয়া কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। আমি ইহাকে কত পড়াইতেছি, কত উপদেশ

দিতেছি, ইহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে আমার প্রাণ শেষ হইল। কত প্রকার শাস্তিও দিয়াছি; কিন্তু যেমন দুষ্ট, তেমনি দুষ্টই রহিয়া গেল।”

সেণ্টক্লেয়ার বালিকাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “কি গো টপ্‌স্‌ বাঁদর! এদিকে এস।”

টপ্‌সী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কাল চক্ষে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিল, চাহনিতে একটু একটু ভয় ধূর্ত্ততার সহিত জড়িত। সেণ্টক্লেয়ার তাহাকে বলিলেন,—

“টপ্‌সী! তুমি দুষ্টমি কর কেন?”

টপ্‌সী। বোধ হয় আমার মন বড় খারাপ; মিস্‌ ফিলি তো তাই বল্‌ছিলেন।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি দেখিতেছ না, মিস্‌ অফিলিয়া তোমার জন্য কত করিতেছেন। উনি বলিতেছেন যে, উঁহার যথাসাধ্য সকলি করিয়া দেখিয়াছেন।

টপ্‌সী। আজ্ঞে তাই তো! আগেকার সে মনীব ঠাকরুণও তাই ব'ল্‌তেন। তিনি আমাকে এখানকার চেয়ে ঢের ঢের বেশী চাব্‌কাতেন, আমার চুল টেনে ছিঁড়্‌তেন, দরজার গায়ে আমার মাথা ঠুকে দিতেন, কিন্তু তত ক'রে কিছুই লাভ হ'ল না। আমার যদি সমস্ত চুল টেনে ছেঁড়েন, তা হ'লেও বোধ হয় কিছুই হবে না। বাবা! মুই যে দুষ্ট! মুই কালো নিগ্রো বই ত আর কিছু না।

অফিলিয়া। আমি ইহাকে ভাল করিবার আশা ছাড়িয়া দিতেছি। আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।

সেণ্টক্লেয়ার। আচ্ছা, আমি কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—

অফিলিয়া। কি কথা ?

সেণ্টক্লেয়ার। এই যে, তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা যদি গৃহস্থিত স্বরক্ষণাধীনা একটী অজ্ঞানান্ধ বালিকাকে উদ্ধার করিতে না পার, তাহা হইলে এমন সহস্র সহস্র অজ্ঞানদিগের উদ্ধারের জন্য দুই একটী গরীব পাদ্রী পাঠাইয়া লাভ কি ? এই বালিকাটী অজ্ঞান উপধর্ম্মীদের একটী দিব্য নমুনা নয় কি ?

মিস্ অফিলিয়া এ কথার উপর তৎক্ষণাৎ আর কোন কথা বলিলেন না। ইবা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ইহাদের প্রত্যেকের কথা বার্ত্তা শুনিতে-ছিল ; সে এই কথার পর হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া টপ্সীকে আপনার অনুগমন করিতে বলিয়া নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

ইবা ও টপ্সী অদৃশ্য হইলে সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "ইবা কি করিতেছে, একবার দেখিতে চাই।" এই বলিয়া নিঃশব্দে দ্বারের নিকট গেলেন এবং আস্তে আস্তে পরদা তুলিয়া শার্সির ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিলেন দেখিয়াই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা মিস্ অফিলিয়াকে সেই স্থানে আসিতে বলিলেন। মিস্ অফিলিয়া ও সেণ্টক্লেয়ার দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, ইবা টপ্সীকে আপনার সম্মুখে বসাইয়াছে। টপ্সীর মুখে তাহার স্বাভাবিক চিন্তাশূন্য অন্যমনস্ক অক্ষুব্ধের ভাব, কিন্তু ইবার মুখ স্নেহ ও আগ্রহে উদ্ভাসিত, তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী জলে পরিপূর্ণ।

ইবা বলিতেছিল, "টপ্সী! কিসে তোমার স্বভাব খারাপ হইল ? তুমি ভাল হইতে চেষ্টা কর না কেন ? টপ্সী! তুমি কাহাকেও ভাল বাস না কি ?"

টপ্সী। ভালবাসার কথা, কই কিছু জানি না তো ; মিশ্রী ভাল-বাসি, আর অম্নি মিষ্টি জিনিস ভালবাসি—এইতো !

ইবা। তুমি তোমার মা বাপকে ভালবাস ?

টপ্‌সী। আপনি ত জান, মোর বাপ মা ছিল না। মুই ত আপনাকে এক দিন ব'লেছি।

ইবা। হাঁ, হাঁ, তুমি ব'লেছিলে বটে। তোমার কি ভাই, কি বোন্ কিম্বা মাসী কি—

টপ্‌সী। কিছু নাই, কোন কালে মা বাপ কি আর কেউ হয় নাই।

ইবা। কিন্তু টপ্‌সী, তুমি যদি ভাল মেয়ে হও, তা হ'লে—

টপ্‌সী। কিছুতেই নিগার বই আর কিছু হ'তে পার্‌ব না—তা এখন যতই ভাল হই না কেন। যদি আমার কাল চামড়া সাদা হ'ত, তা হ'লে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তাম।

ইবা। কাল হ'লে ত, টপ্‌সী, তোমাকে লোকে ভালবাস্‌তে পারে। তুমি যদি ভাল হও, তা হ'লে মিস্ অফিলিয়া তোমাকে ভাল বাস্‌বেন।

মিস্ অফিলিয়া তাহাকে ভাল বাসিবেন, এই কথা শুনিয়া টপ্‌সী হাসিয়া উঠিল ; সে হাসির অর্থ এই যে, "তোমার এ কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে।"

ইবা। টপ্‌সী! তুমি হাসিলে কেন? তুমি কি মনে কর যে, ভাল হলেও মিস্ অফিলিয়া তোমাকে ভাল বাসিবেন না ?

টপ্‌সী। না আমি নিগার, আমাকে দেখ্‌লেও তাঁর ঘেন্না হয়। একটা ব্যাঙ্ তাঁর গায়ে পোড়্‌লে যেমন হয়, আমি তাঁকে ছুঁলেও তেমনি হয়। কেউ নিগারদের ভালবাস্‌তে পারে না, আর নিগারগুলোও কিছু কোত্তে পারে না। তার জন্য আমার দুঃখ হয় না।—

টপ্‌সী এই বলিয়া শিস্ দিতে আরম্ভ করিল। ইবার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, শীর্ণ শুভ্র হস্তখানি টপ্‌সীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিল,—

"টপ্সী, দুঃখিনী টপ্সী। আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমার মা বাপ্ নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি,—তুমি দুঃখ অত্যাচার সহ্য করেছ, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি! আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি যাতে ভাল হও তাই আমি চাই। তুমি দেখিতেছ, আমার শরীর বড় অসুস্থ; টপ্সী আমি আর অনেক দিন বাঁচিব না। তোমার স্বভাবের দোষ দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। শুদ্ধ আমার অনুরোধে তুমি ভাল হইতে চেষ্টা কর; আমি আর অতি অল্প দিনই তোমাদের কাছে থাকিব।"

কৃষ্ণাঙ্গী বালিকার চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া আসিল, একটী একটী করিয়া অশ্রুবিন্দু অপর বালিকার তুষার-শুভ্র ক্ষুদ্র হস্ত খানিতে আসিয়া পড়িতে লাগিল; সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বাসের একটী কিরণ-রেখা, স্বর্গীয় প্রেমালোকের একটী কণিকা, সেই অজ্ঞানান্ধ অবিশ্বাসপূর্ণ আত্মার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। টপ্সী দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতেছে, আর সেই লাবণ্যময়ী বালিকা একটু নুইয়া স্নেহের চক্ষে চাহিয়া রহিয়াছে;—কোন জ্যোতির্ম্ময় দেবদূত নুইয়া একটী পাপাত্মাকে পাপপঙ্ক হইতে তুলিবার জন্য যত্ন করিতেছেন—এ যেন তাহারই একখানি জীবন্ত আলেখ্য!

ইবা বলিতে লাগিল, "দুঃখিনী টপ্সী, তুমি কি জান না, ঈশ্বর আমাদের সকলকেই ভালবাসেন? আমার মত তিনিও তোমাকে ভালবাসেন, কিন্তু তিনি তোমাকে আরও বেশী ভালবাসেন; কারণ, তিনি আমার চেয়ে ভাল। ভাল হইতে তিনিই তোমাকে সাহায্য করিবেন, তার পর তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে, স্বর্গে চিরকাল ঈশ্বরের দূত হইয়া থাকিবে। তোমার কৃষ্ণ চর্ম্মের জন্য কিছুই আসিবে যাইবে না। এই সকল কথা একবার ভাবিয়া দেখ টপ্সী, টমকাকা যে সকল

জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় আত্মার বিষয়ে গান গাইয়া থাকে, তুমিও সেই সকল আত্মার মত হইতে পারিবে।

মিস ইবা গো—মিস্ ইবা—আমি চেষ্টা করিব—আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব! আমি অগ্রে এ সকল কথা একটুও ভাবি নাই।" এই বলিয়া টপ্সী কাঁদিতে লাগিল।

এই সময়ে সেণ্টক্লেয়ার পরদা ছাড়িয়া দিয়া মিস্ অফিলিয়াকে বলিলেন, "এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মাতৃদেবীকে মনে পড়িতেছে। মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; আমরা যদি অন্ধদিগকে চক্ষু দিতে চাই, তাহা হইলে খ্রীষ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহাই করিতে হইবে,—অন্ধদিগকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদিগের অঙ্গে আপনার হস্ত অর্পণ করিতে হইবে।"

মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "নিগ্রোদের উপর আমার কেমন ঘৃণা আছে। সত্য সত্যই আমি এই বালিকাকে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতে পারি না ; কিন্তু ও যে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা আমি জানি না।"

সেণ্টক্লেয়ার। শিশুরা এ সকল সহজেই বুঝিতে পারে। ইহাদের নিকট হইতে এ সকল ভাব লুকান যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কোন শিশুকে যদি তুমি মনে মনে ঘৃণা কর, তাহা হইলে তাহার উপকারের জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন, প্রকৃত পক্ষে তাহার যতই মঙ্গল সাধন কর না কেন, যত দিন তোমার মনে তাহার প্রতি স্নেহ ভাব না থাকে, তত দিন তোমার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে না। এটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য।

অফিলিয়া। আমি কি ক'রে এ ভাব দূর করিব জানি না। নিগ্রোদের

আমার ভাল লাগে না—বিশেষতঃ এই বালিকাকে। এ ঘৃণার ভাব আমি কি ক'রে দূর করিব ?

সেণ্টক্লেয়ার। ইবা ত দূর ক'রেছে।

অফিলিয়া। ইবা স্নেহময়ী ! ইবা খ্রীষ্টের প্রকৃতি অনুকরণ করিয়াছে, আমি যদি ইবার মত হইতে পারিতাম ! ইবার নিকটও আমার শিখিবার বিষয় আছে।

সেণ্টক্লেয়ার। তাহা হইলেও ক্ষুদ্র শিশুর নিকট বৃদ্ধের শিষ্যত্বের এই কিছু প্রথম দৃষ্টান্ত নহে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

এ সংসারে প্রকৃত বীর কে ? যিনি স্বীয় বাহুবলে রাজ্য রাজ্যান্তর পরাজয় করিয়াছেন, সহস্র সহস্র নরনারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই কি প্রকৃত বীর ? যাঁহার ভয়ে দুর্ব্বল মনুষ্যগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে, যাঁহার নিষ্ঠুরাচরণ স্মৃতিপথারূঢ় হইলে হৃদয় বিকম্পিত হয়, তিনিই কি প্রকৃত বীর ? না, কখনই না। মৃত্যু যাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না, যিনি সহাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন ; জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত, জনসাধারণের হিতের জন্য, যিনি জীবন বিসর্জ্জন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্টবোধ করেন না, যিনি প্রেমরাজ্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের অদম্য হৃদয়কে বশীভূত করিতে পারেন,

তিনিই একমাত্র বীরনামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। তিনিই সত্য সত্য বীরত্ব-সৌন্দর্য্যে সমলঙ্কৃত!

এই যে ক্ষুদ্র বালিকা রোগশয্যায় পতিত রহিয়াছে, দুর্বিষহ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও অন্যের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, পরের দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে নিজের কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছে, ইহার জীবনে কি প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না?

পাঠক! ইবাঞ্জেলিনের শয়ন-প্রকোষ্ঠে গমন কর; ইবাঞ্জেলিন কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে দেখ; প্রকৃত বীরত্ব কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে।

দিন দিন ইবাঞ্জেলিনের শরীর অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, এই দুর্ব্বল শরীর লইয়া ইবা শয়ন প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় হাঁটিয়া বেড়ায়; কিন্তু এখন আর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাঁটিতে পারে না, দুই একবার চলিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

আজ ইবা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আজ আর বারাণ্ডায় একবারও হাঁটিয়া বেড়াইবার সাধ নাই। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, নিজের ক্ষুদ্র বাইবেল খানি এক একবার খুলিতেছে, আবার বন্ধ করিতেছে, আবার একটু একটু পড়িতেছে, এমন সময় হঠাৎ মাতার কণ্ঠশব্দ শুনিয়া ইবা বইখানি একেবারে বন্ধ করিল। সে তখন শুনিতে পাইল যে, তাহার মাতা কর্কশ স্বরে বলিতেছেন—

"কি রে! এখানে আবার কি দুষ্টামি করিতেছিস্? ফুল ছিঁড়িয়াছিস্ কেন?"

এই কথার পরই চপেটাঘাতের শব্দ শুনা গেল। তখন আর একটী স্বর শুনা গেল, সে টপ্সীর স্বর। টপ্সী বলিল, "আজ্ঞে এ গুলো নিস্ ইবার জন্য—"

"বটে! মিস্ ইবার জন্য তুই এ ফুল ছিঁড়েছিস্? দোষ এড়াবার আচ্ছা ফন্দি! তুই ভাব্‌ছিস্, মিস্ ইবা তোর কাছে ফুল চায়? যা! হতভাগা নিগার, এখান থেকে চ'লে যা।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে ইবা শয্যা হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিল; শরীরে বল নাই, উত্থানশক্তি রহিত প্রায়, তথাপি অতি কষ্টে উঠিয়া আসিয়া সজল নয়নে মাতাকে বলিল,—

"মা! ওকে তাড়াইয়া দিও না, ঐ ফুল গুলো আমার নিতে ইচ্ছা করিতেছে, ফুলগুলি আমাকে দাও, আমি চাই।" তাহার মাতা বলিলেন, "কেন ইবা, তোমার ঘরে ত কত ফুল রহিয়াছে।"

ইবা বলিল, "আমি আরও চাই—টপ্‌সী ফুলগুলি নিয়ে এস।"

টপ্‌সী এতক্ষণ রাগ ও অভিমান ভরে দাঁড়াইয়াছিল, ইবার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে সলজ্জ ভাবে গিয়া ফুলগুলি তাহার হাতে দিল। পূর্ব্বের সেই নিঃসঙ্কোচ নির্ভীক ভাব আর তাহার মুখে লক্ষিত হইতেছে না।

ইবা ফুলগুলি হাতে লইয়া বলিল, "বড় সুন্দর তোড়াটি বাঁধিয়াছ!"

টপ্‌সী বাস্তবিকই অতি যত্নের সহিত ফুল বাছিয়া পাতা সাজাইয়া তোড়া বাঁধিয়াছিল। ইবার কথা শুনিয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ইবা বলিল, "টপ্‌সী! তুমি বড় সুন্দর করিয়া ফুল সাজাইতে জান। আমার একটী ফুলদান আছে, তাহাতে ফুল নাই; তুমি এই ফুলদানে রোজ ফুল সাজাইয়া রাখিও!"

মেরী বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ওকে দিয়া ফুল সাজাইয়া কি হইবে?"

ইবা বলিল, "মা! টপ্‌সী ফুল সাজাইলে তোমার ক্ষতি কি? তুমি টপ্‌সীকে সাজাইতে দাও।"

মেরী বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" পরে টপ্‌সীকে বলিলেন, "তোকে মিস্ ইবা যাহা বলে, মন দিয়া করিস।"

টপ্‌সী বিনীত ভাবে মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া আদেশ গ্রহণ করিল, যাইবার সময় ইবা দেখিল, তাহার কৃষ্ণগণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে!

তখনই ইবা বলিল, "মা আমি জানিতাম যে, টপ্‌সী আমার জন্য একটা কিছু করিতে চায়।"

মেরী। সে সব কিছু নয়—ও কেবল দুষ্টামি করিতে চায়। ও জানে, ফুল ছিঁড়িতে নিষেধ আছে, তাই ও ছেঁড়ে। কিন্তু ফুল ছিঁড়িলে তোমার যদি ভাল লাগে, তাহা হইলে ছিঁড়ুক না কেন।

ইবা। মা! আমার বোধ হয়, টপ্‌সী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে, ভাল মেয়ে হইবার জন্য খুবই চেষ্টা করিতেছে।

মেরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "টপ্‌সীর ভাল হ'তে এখনও বিলম্ব আছে। চেষ্টা করিলে যদি ভাল হওয়া যায়, তাহা হইলে এখন আরও অনেক কাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।"

ইবা। কিন্তু মা! তুমি ত জান, টপ্‌সীর অবস্থা ভাল হইবার পক্ষে কেমন প্রতিকূল ছিল।

মেরী। আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহার অবস্থা ত যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছে। এখানে কত সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কত ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছে; মানুষ যতদূর করিতে পারে, ওর ভাল যাতে হয়, তার জন্য সকলই করা হইয়াছে; তবু সেই পূর্ব্বেরই মত কুস্বভাব রহিয়াছে, চিরকালই এই রকম থাকিবে, ওকে কিছুতেই কিছু করা যাইবে না।

ইবা। মা! আমরা অতিশয় স্নেহের সহিত, যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতেছি; আমাদের পিতা মাতা, বন্ধুবান্ধব সকলেই আমাদিগকে

ভাল বাসিতেছেন, সুতরাং আমাদের ভাল হইবার সুযোগ রহিয়াছে ; কিন্তু বাল্যাবস্থা হইতে টপ্‌সীকে কেহ ভালবাসে, কেহ স্নেহ করে, এমন লোক ছিল না। তবে ও কেমন করিয়া ভাল হইবে ?

মেরী। (কর্কশ স্বরে) তাই হবে! থাক্, এ সব কথায় কাজ নাই। আজ বড় গ্রীষ্ম।

ইবা। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, টপ্‌সীও ভাল হইতে পারে ; স্বর্গীয় প্রকৃতি লাভ করিতে পারে ?

মেরী। (হো হো করিয়া হাসিয়া) টপ্‌সী স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে! কি অদ্ভুত কথাই তোমার মুখে শুনিলাম। টপ্‌সী যে ভাল হইবে, তা তুমি ভিন্ন আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

ইবা। মা! টপ্‌সীকে কি পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন নাই ? আমরা যেরূপ ঈশ্বরের সন্তান, টপ্‌সী কি সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান নয় ?

মেরী। তা হ'তে পারে, যে টপ্‌সী ঈশ্বরের সন্তান। থাক্, এ সব কথায় আর কাজ নাই। আমার নাসদানী কোথায় ? বড় মাথা ধরেছে।

মাতার মুখে এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পরদুঃখ-প্রপীড়িতা কোমলহৃদয়া ইবাঞ্জেলিন আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "হা পরমেশ্বর! কি আক্ষেপের বিষয়।"

তখন মেরী বলিলেন, "আক্ষেপের বিষয় আবার কি হইল ?"

ইবা। মা! দেখিতেছেন না যে, এই সকল নিগ্রো দাসদাসীগণ সৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, সস্নেহে ব্যবহৃত হইলে, অন্যান্য লোকের ন্যায় স্বর্গীয় প্রকৃতি লাভ করিতে পারিত ; কিন্তু ইহারা সবংশে নরকের দিকে গমন করিতেছে, অধঃপাতে যাইতেছে, দেশে এমন লোক নাই যে, ইহাদিগকে সাহায্য করে।

মেরী। তা ইহারা নরকে গেলে আমরা কি করিব ? এ সব চিন্তা

করিয়া ত্যক্ত-বিরক্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা যে নিজেরা সুখী, তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইব। নিজে সুখে আছি বলিয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি করিব।

ইবা। আমাদের নিজের সুখ-সম্পত্তি আছে বলিয়া, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। এই সকল দীন দুঃখী দাসদাসীর দুঃখ দেখিয়া আমি বড় কষ্ট অনুভব করি।

মেরী। এ তোমার এক অদ্ভুত কষ্ট। এ ত কষ্ট নয় রোগ বিশেষ। এ রোগের কোন ঔষধ নাই। আমাদের খৃষ্ট ধর্ম্মের মতে নিজের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য থাকিলেই ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে, সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি করিতে হইবে।

পাঠক! মেরী সেণ্টক্লেয়ার বোধ হয়, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সংহিতা হইতে খৃষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং বাইবেলের দশ আজ্ঞা (Ten commandments) বাইবেল হইতে একেবারে খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

ইবা মাতার কথা শুনিয়া মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল, "মা, আমার মাথার কতকগুলি চুল কাটিতে চাই।"

মেরী বলিলেন, "চুল কাটিয়া কি হইবে?"

ইবা বলিল, "আমি নিজের হাতে চুল আমার আপনার লোকদের দিয়া যাইতে চাই, তুমি পিসিমাকে ডাকিয়া আমার চুল কাটিয়া দিতে বল না।"

মেরী অফিলিয়াকে ডাকিলেন। অফিলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, ইবা আপনার কুঞ্চিত চিকুর দাম হাতে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "পিসিমা, মেষের রোম ছেদন করিয়া দাও।"

এই সময়ে সেণ্টক্লেয়ার ইবার জন্য কতকগুলি ফল লইয়া অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, "এ কি হইতেছে?"

ইবা বলিল, "বাবা আমার অনেক চুল হয়েছে, গ্রীষ্মের সময় বড় গরম বোধ হয়; তা ছাড়া আমি কতকটা ক'রে চুল লোককে দিয়া যাইতে চাই, সেই জন্য পিসিমাকে কতকগুলি চুল কাটিয়া দিতে বলিতেছি।"

মিস্ অফিলিয়া কাঁচি হাতে করিয়া চুল কাটিতে গেলে সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "সাবধান নীচের চুল কাট, উপরের চুল কাটিয়া শোভা নষ্ট করিও না। ইবার চাঁচর চুলগুলি আমার অহঙ্কারের জিনিষ।"

ইবা দুঃখিত স্বরে বলিল, "সে কি বাবা!"

সেণ্টক্লেয়ার। হাঁ, আমি তোমাকে নিয়া তোমার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে হেন্‌রিক্‌কে দেখিতে যাইব,—সে সময় তোমার চুলগুলি সুন্দর দেখান চাই।

ইবা। সেখানে আমাকে যাইতে হইবে না, আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রদেশে যাইব। বাবা, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, তুমি কি দেখিতেছ না যে, আমি দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি?

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি জোর ক'রে আমায় এ সকল ভয়ানক কথা বিশ্বাস করাইতে চাও কেন? এমন নিষ্ঠুর কথা বলিয়া কেন আমার হৃদয় বিদ্ধ কর?

ইবা। বাবা, যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। তুমি যদি এখন হইতে এ কথা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি, তুমিও সেই ভাবে গ্রহণ করিবে।

সেণ্টক্লেয়ার নির্ব্বাক্ হইয়া ব্যথিত প্রাণে ছিন্ন দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইবা এক এক গোছা চুল ধরিয়া উৎসুক নেত্রে সে গুলি দেখিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সে গুলি অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে

জড়াইতে লাগিল এবং এক এক বার শঙ্কিতভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

মেরী বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাহা শঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। যে ভাবনায় দিন দিন আমার শরীর ক্ষয় হইয়াছে, আমার আয়ু নষ্ট হইয়াছে, তাহাই ঘটিল। সেণ্টক্লেয়ার! তুমি কিছু দিনের মধ্যে দেখিতে পাইবে যে, আমার আশঙ্কাই ঠিক।"

সেণ্টক্লেয়ার রুক্ষ তীব্র স্বরে বলিলেন, "আমি যখন দেখিব, তোমার আশঙ্কা ঠিক, তখন তুমি বিশেষ শান্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই।"

মেরী সেণ্টক্লেয়ারের রুষ্ট বাক্য শ্রবণে দুঃখে রুমালে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন। ইবার উজ্জ্বল নীল চক্ষু দুটী একবার মাতার দিকে আবার পিতার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এ দৃষ্টি শান্ত দৃষ্টি, জীবন্মুক্ত আত্মার গূঢ়দর্শী দৃষ্টি।

ইবা এখন পিতা মাতার প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখিতে পাইয়াছে, সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে কিছুকাল পরে অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্ব্বক পিতাকে সম্মুখে আহ্বান করিল। সেণ্টক্লেয়ার তাহার নিকট আসিয়া বসিলেন। ইবা বলিল—"বাবা, দিন দিন আমার বল ফুরাইতেছে, আমি জানি, আমাকে শীঘ্রই এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আমার তোমাকে বলিবার কয়েকটী কথা আছে, আর আমার দুই একটী কাজও করিবার আছে; কিন্তু তুমি আমাকে আমার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে দিতে চাও না। বাবা, এ সকল কথা আমি না বলিয়া থাকিতে পারিব না। আমাকে বলিবার অনুমতি দাও।"

সেণ্টক্লেয়ার এক হস্তে ইবার হস্ত ধরিয়া অপর হস্তে অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বল বাছা, তোমার বলিবার যা আছে বল, আমি আর তোমাকে বাধা দিব না।"

ইবা বলিল, "বাবা, তবে আমাদের বাড়ীর সকল দাসদাসীকে এখানে আসিতে বল, আমি সকলকে দেখিতে চাই। তাহাদিগের নিকট আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে।"

মিস্ অফিলিয়া দাসদাসীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত দাসদাসী সেই গৃহে একত্র হইল।

ইবার শীর্ণ দেহ শায়িত রহিয়াছে, আলুলায়িত কেশরাশি মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কপোলদ্বয় ঈষৎ আরক্তিম হওয়াতে শীর্ণ শরীরের শুভ্রবর্ণ আরও শুভ্র দেখাইতেছে, চক্ষু হইতে যেন আত্মার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিস্ফূরিত হইতেছে। যেমন দাসদাসীগুলি গৃহে প্রবেশ করিতেছে, অমনি বালিকা একাগ্রচিত্তে প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে।

দাসদাসীদিগের প্রাণ সহসা উথলিয়া উঠিল। আধ্যাত্মিক কান্তিপূর্ণ সেই মুখখানি, পার্শ্বস্থিত কর্ত্তিত সেই দীর্ঘ কেশরাশি, সেণ্টক্লেয়ারের দুর্ব্বিষহ শোক-সন্তপ্ত মুখ, মেরী, ক্রন্দন, এই সকল তাহাদিগের কোমল হৃদয় স্পর্শ করিল; সকলেই গভীর বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহখানি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ রহিল।

ইবা ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেরই মুখে বিষাদ ও ভয়ের চিহ্ন। দাসীরা বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ইবা বলিতে লাগিল, "বন্ধুগণ, আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, তাই তোমাদের ডাকাইয়া আনিয়াছি। আমি তোমাদের সকলকেই প্রাণের সহিত ভালবাসি। তোমাদের কাছে আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে, তোমরা সেগুলি মনে রাখিও—এই আমার অনুরোধ। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি। আর কয়েক দিন পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে না—"

এই কথা বলিবামাত্র ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে গৃহ পূর্ণ হইল, সে ধ্বনির মধ্যে বালিকার ক্ষীণ স্বর শ্রুত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। সুতরাং তাহাকে কিছুকাল নীরব থাকিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে ইবা আবার স্থির কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলে, সে স্বর শুনিয়া সকলে আবার নীরব হইল। ইবা বলিতে লাগিল ;—

"তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে এখন আমার কথা বলিবার ব্যাঘাত করিও না। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতে চাই—শোন ; তোমাদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত চিন্তাশূন্য হইয়া জীবন কাটাইতেছ। তোমরা কেবল এ সংসারের চিন্তা নিয়াই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছ। আমি চাই যে, তোমরা পরকালের কথা স্মরণ কর। এ জগৎ হইতে একটী সুন্দরতর জগৎ আছে, সেখানে সাধু-মহাত্মারা অবস্থিতি করেন। আমি সেই স্থানে যাইতেছি ; তোমাদের সেই স্থানে যাইবার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে সচ্চরিত্র হইতে হইবে, সাধুজীবন লাভ করিতে হইবে ; অলস, প্রমত্ত এবং নিতান্ত চিন্তাহীন হইয়া জীবন যাপন করিলে চলিবে না। তোমরা ইচ্ছা করিলে সকলেই সাধুজীবন লাভ করিতে পার। সৎকার্য্যে, সদনুষ্ঠানে ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন। তোমরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করিবে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে—"

এই বলিতে বলিতে বালিকা থামিল, করুণ দৃষ্টিতে তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া দুঃখার্দ্র কণ্ঠে আবার বলিতে লাগিল,—

"হায়! তোমরা পড়িতে জান না—তোমাদের কি দুঃখ!" এই বলিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিল। যাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ইবা এই সকল কথা বলিতেছিল, তাহারও চারিদিকে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদিগের অবরুদ্ধ ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া ইবা আত্মসংবরণ পূর্ব্বক অশ্রুময় মুখখানি তুলিয়া উজ্জ্বল মৃদুল হাসি হাসিয়া, বলিল, "তা

হউক; আমি তোমাদের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়াছি, আমি জানি, তোমরা পড়িতে না জানিলেও ঈশ্বর তোমাদিগকে সাধুজীবন লাভ করিতে সাহায্য করিবেন। যথাসাধ্য আপনার উন্নতির চেষ্টা করিও, প্রত্যহ প্রার্থনা করিও—ঈশ্বরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিও, যখন সুবিধা হয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাইয়া শুনিও; তাহা হইলে কিছুকাল পরে আমি তোমাদের সকলকেই স্বর্গরাজ্যে দেখিতে পাইব।"

ইবার কথা শেষ হইবামাত্র টম্, মামী ও আর দুইটী প্রাচীন ভৃত্য ধীরে ধীরে বলিল, "পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ইহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক এবং চিন্তাহীন ছিল, তাহাদের হৃদয়ও তৎকালে গভীরভাবে আন্দোলিত হইল।

ইবা পুনরায় বলিল, "আমি জানি, তোমরা আমাকে ভালবাস—"

অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ হইতে লাগিল, "তোমাকে ভালবাসি না? প্রাণের ধন! ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।"

বালিকা বলিল, "হাঁ, আমি জানি তোমরা সকলেই আমাকে ভালবাস। তোমাদের মধ্যে একজনও একটী দিনের জন্য আমাকে একটী দুর্ব্বাক্য বল নাই। আমি স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তোমাদের প্রত্যেককে আমার মাথার এক গোছা চুল দিতেছি। যখন এই চুল দেখিবে, তখন মনে করিও, আমি তোমাদিগকে কত ভাল বাসিয়াছি, মনে করিও আমি স্বর্গে আছি এবং তোমাদেরও সেখানে দেখিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছি।"

যখন রোরুদ্যমান দাসদাসীগণ ক্ষুদ্র বালিকাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া একে একে তাহার হস্ত হইতে ভালবাসার সেই অন্তিম চিহ্ন গ্রহণ করিতেছিল, তখনকার দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কেহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভূমিতলে বসিয়া পড়িতেছিল; কেহ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পরমেশ্বরের নিকট বালিকার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল; কেহ বা তাহার

বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিতেছিল; প্রাচীনপ্রাচীনাগণ আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা মিশ্রিত শত স্নেহময় বাক্যে তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছিল।

রুগ্ন বালিকার পক্ষে উত্তেজনা অহিতকর জানিয়া চুল দেওয়া হইলে পর, মিস্ অফিলিয়া একে একে দাসদাসীদিগকে গৃহ হইতে ধীরে ধীরে বাহির করিয়া দিলেন; কেবল টম্ ও মামী সেখানে বসিয়া রহিল। ইবা এক গোছা চুল টমের হাতে দিয়া বলিল, "টম্ কাকা! এই তোমার জন্য সুন্দর এক গোছা চুল রাখিয়াছি। টম কাকা, তোমাকে আমি স্বর্গে দেখিতে পাইব ভাবিয়া কত সুখ হইতেছে। তোমাকে আমি নিশ্চয় স্বর্গে দেখিতে পাইব।" পরে সস্নেহে বৃদ্ধা ধাত্রীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মামী! তুমি বড় ভাল, বড় দয়ালু, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। মামী, আমি জানি, তুমিও স্বর্গে যাইবে।"

মামী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাছা। আমি তোমায় না দেখে কি ক'রে বাঁচ্‌ব? প্রাণের ধন! আমি তোমায় বুকে ক'রে সন্তানের দুঃখ ভুলেছিলাম। তুমি সকল অন্ধকার করিয়া চলিলে।"

মামী এইরূপ কাঁদিতে আরম্ভ করিলে মিস্ অফিলিয়া টমকে ও তাহাকে ধীরে ধীরে টানিয়া গৃহের বাহিরে আনিলেন। তিনি ভাবিলেন, বুঝি সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, টপ্‌সী গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিলে?" টপ্‌সী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমি এই খানেই ছিলাম,—আমি সর্ব্বদা অন্যায় কাজ করিয়াছি,—মিস্ ইবা আমাকে এক গোছা চুল দিবে না কি?"

ইবা বলিল, "দিব বৈ কি টপ্‌সী!—এই নাও। যখন এই চুল দেখিবে, তখনই মনে করিও যে, আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম এবং তুমি ভাল মেয়ে হও, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা ছিল।"

টপ্সী অকপট চিত্তে কাতর ভাবে বলিল, "মিস্ ইবা, আমি ভাল হবার জন্যে ত কত চেষ্টা কচ্ছি—কিন্তু ভাল হওয়া বড় কষ্ট। আমার মনে হয় যেন ভাল হওয়া আমার অভ্যেস নেই!"

ইবা বলিল "ঈশ্বর তোমার অবস্থা জানেন, তিনি তোমাকে ভাল বাসেন, তিনি তোমায় ভাল হইতে সহায়তা করিবেন।"

টপ্সী কাঁদিতে কাঁদিতে, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে চলিয়া গেল; যাইবার সময় চুলের গোছা অতি যত্নে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিল।

সকলে চলিয়া গেলে পর মিস্ অফিলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ইবার পূর্ব্বোক্ত কথা-বার্ত্তার সময় অফিলিয়ার চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু নিপতিত হইতেছিল; কিন্তু এই বুদ্ধিমতী রমণী নিজের শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক কেবল রোগীর কিসে ভাল হইবে, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। চারিদিকের গোলমালে পাছে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে নিজে নীরব ছিলেন। সেণ্টক্লেয়ারও পূর্ব্বাবধি এক হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া কন্যার পার্শ্বে নিশ্চল ভাবে বসিয়াছিলেন। সকলে চলিয়া গেলে পরও তিনি তদ্বৎ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইবা পিতার হস্তের উপর আপনার হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা।"

সেণ্টক্লেয়ার সহসা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না!

ইবা আবার ডাকিল, "বাবা!—ও বাবা!"

সেণ্টক্লেয়ার তীব্র যন্ত্রণা নিপীড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার আর সহ্য হয় না—বিধাতা আমার প্রতি বড়ই নির্দ্দয়!"

অফিলিয়া কহিলেন, "অগষ্টিন! ঈশ্বর তাঁহার নিজের বস্তু নিয়া যাহা ভাল বোধ করিবেন, তাহাই করিবেন। তাঁহার নিজের বস্তুর উপর কি তাঁহার অধিকার নাই?"

"তা হয় ত আছে—তাই বলিয়া মানুষের পক্ষে এ কষ্ট সহ্য করা সহজ হয় না।" অতি শুষ্ক কঠিন স্বরে, শুষ্ক নয়নে এই কথা গুলি বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

ইবা উঠিয়া পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, "বাবা! তোমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিও না।"

ইবাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া, সকলেরই অত্যন্ত ভয় হইল, তাহার পিতার চিন্তাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। সেণ্টক্লেয়ার অমনি ইবাকে বলিলেন, "প্রাণের ধন আমার, চুপ কর! আমি ভ্রান্ত হইয়া ছিলাম, আমি অন্যায় করিয়াছি। তুমি যেরূপ ভাবিতে বল, আমি সেইরূপ ভাবিব, তুমি যাহা বল তাহাই করিব—তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইও না, তুমি কাঁদিও না। আমি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিব। ঈশ্বরে দোষারোপ করিয়া অন্যায় করিয়াছি, আর এমন কথা মুখে আনিব না।"

ইবা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পিতার ক্রোড়ে শুইয়া রহিল। সেণ্টক্লেয়ার স্নেহময় সাদর বচনে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মেরী সে গৃহ হইতে উঠিয়া নিজের শয়ন গৃহে গেলেন, তথায় গিয়া তাঁহার বারংবার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সেণ্টক্লেয়ার বিষাদময় হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ইবা! তুমি আমাকে-ত তোমার এক গোছা চুল দিলে না?"

ইবা মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবা, এ মাথার সমস্ত চুলই তোমার—তোমার আর মার। পিসিমা যত গোছা চাহেন, তোমরা তাঁকে দিবে। আমি নিজে কেবল এই দুঃখী দাস-দাসীকে দিয়া গেলাম; কারণ, আমি মরিয়া গেলে, হয় ত কেহ ইহাদিগকে দিত না; আর আমি ভাবিলাম,

যে, এই চুল দেখিলে ইহাদের আমাকে স্মরণ থাকিবে—বাবা, তুমি কি খৃষ্টান নও বাবা ?”

সেণ্টক্লেয়ার। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে ?

ইবা। আমি জানি না। তুমি এমন ভাল লোক, তুমি যে খৃষ্টান নও, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

সেণ্টক্লেয়ার। খৃষ্টান কাহাকে বলে ইবা ?

ইবা। যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরকে ভালবাসে।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরকে ভালবাস ?

ইবা। বাসি বই কি !

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি ত তাঁহাকে কখন দেখ নাই ?

ইবা। না দেখিয়াছি তাহাতে কি ? আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করি ; অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

এই কথা বলিতে বলিতে ইবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেণ্টক্লেয়ার আর কোন কথা বলিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার মাতার মধ্যে এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের হৃদয়ে ইহার অনুরূপ কোন ভাব অনুভব করিলেন না।

ইহার পর ইবার রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; আর তাহার জীবনের কোন আশাই রহিল না। মিস্ অফিলিয়া দিবারাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময়ে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য, শুশ্রূষাতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, কেহই তাঁহাকে মনে মনে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিল না। যথাসময়ে যথানিয়মে ঔষধ পথ্য প্রদানে, রোগীর গৃহে প্রফুল্লতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে, তাঁহার আশ্চর্য্য পারদর্শিতা ছিল। ধন্য শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ইঁহাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। যাহারা

পূর্ব্বে মিস্ অফিলিয়াকে ভাল বাসিত না, তাহারা এখন বলিতে লাগিল যে, মিস্ অফিলিয়া ঘরে না থাকিলে ইবার সেবা শুশ্রূষা এক দিনও চলিত না। টম্ কাকা প্রায়ই ইবার শয়ন প্রকোষ্ঠে থাকিত, সময় সময় ইবাকে ক্রোড়ে করিয়া বারণ্ডায় হাঁটিয়া বেড়াইত, কখন সুশীতল প্রভাত সমীরণ সেবন করাইবার জন্য বাগানে লইয়া যাইত, কখন পূর্ব্বের মত বৃক্ষতলস্থিত আসনে বসিয়া ইবাকে গান শুনাইত। ইবার পিতাও প্রায় ইবাকে লইয়া এইরূপ বেড়াইতেন; কিন্তু তাঁহার শরীর বিশেষ সবল ছিল না। তিনি ক্লান্ত হইলেই ইবা বলিত, "বাবা, আমাকে টমের কোলে দাও। টম্ আমাকে কোলে করিতে ভালবাসে, আমার জন্য কিছু করিতে পারিলে তার বড়ই আনন্দ হয়।" বাবা, তুমি ত আমার জন্য সকলই করিতেছ, আমি ত তোমারই। তুমি আমার কাছে ব'সে পড়, সারা রাত্রি আমার বিছানার কাছে ব'সে থাক। গরীব টম্ কেবল আমাকে একটু কোলে ক'রে বেড়াতে পায়, আর গান গাইতে পায়। আর বাবা, আমাকে নিয়া বেড়াইতে টমের একটুও কষ্ট হয় না, কিন্তু তোমার কষ্ট হয়।"—

ইবার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য যে কেবল টমই ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহা নহে। গৃহস্থিত সমুদায় দাস-দাসীই ইবার একটু সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ পাইলে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিত। মামী ইহাকে জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়াছে, সুতরাং রোগশয্যায় ইবার পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাহার প্রাণ বড়ই আকুল হইত। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা অহোরাত্রের মধ্যে সে ইবার কাছে থাকিবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র অবকাশ পাইত না। মেরী দিবারাত্রি তাহাকে আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রাখিতেন। মেরী বলিতেন, কন্যার পীড়ায় তাঁহার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। কাজে কাজেই তাঁহার যন্ত্রণায় কেহই স্থির থাকিতে পারিত না। রাত্রে অন্ততঃ কুড়িবার মেরী মামীকে জাগাইয়া কখন পা টিপিতে, কখন

মাথায় জল ঢালিতে, কখন রুমাল খুঁজিয়া দিতে বলিতেন; কখন ইবার ঘরে কিসের গোলমাল হইতেছে তাহা দেখিয়া আসিতে বলিতেন, কখনও বলিতেন, ঘরে আলো আসিতেছে, পরদা ফেলিয়া দাও; কখন বলিতেন, বড় অন্ধকার, পরদা তুলিয়া রাখ। দিনের বেলাও মামীকে ইবার গৃহ ছাড়া বাড়ীর সর্ব্বত্র যাতায়াতে ব্যস্ত রাখিতেন, সুতরাং মামী লুকাইয়া ইবাকে এক এক বার মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের দেখা দেখিয়া আসিত।

এক দিন মেরী বলিলেন,—"আমার নিজের শরীরের বিষয়ে এখন বিশেষ সাবধান থাকা আমার একটী কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। একে আমার দুর্ব্বল শরীর, তাহাতে ইবার শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার সমস্ত ভার আমার উপর।"—

সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "সে কি! আমি ত জানিতাম যে, দিদি তোমাকে সে ভার হইতে মুক্ত রাখেন।"

মেরী আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "সেণ্টক্লেয়ার! তুমি পুরুষ— পুরুষের মত কথা বল। সন্তানের পীড়ায় মার মন যে কিরূপ হয়, তাহা তুমি কি বুঝিবে?—মার ভাবনা হইতে কি কেহ তাহাকে কখনও মুক্ত করিতে পারে? হায়! আমার মনের অবস্থা কেহ বোঝে না। সেণ্টক্লেয়ার! আমি তোমার মত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না।

সেণ্টক্লেয়ার মেরীর এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। সেণ্টক্লেয়ার তখনও হাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া যেন কেহ তাঁহাকে নির্দ্দয় মনে না করেন। সেণ্টক্লেয়ার যে তখনও হাসিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ ছিল। এমন উজ্জ্বল শান্তির হিল্লোলে সেই ক্ষুদ্র আত্মার পরযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, এমন মধুর সুরভি সমীরে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষুদ্র জীবন-তরী খানি স্বর্গতীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল যে, বালিকার আসন্ন মৃত্যুকে তাঁহার মৃত্যু বলিয়াই ধারণা হয় নাই। বালিকা বিশেষ কোন

শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করিত না; অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, অজ্ঞাতসারে, তাহার দুর্ব্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। শান্তি ও পবিত্রতার এক মধুর হিল্লোলে বালিকার চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত ছিল; তাহার মুখের সেই সাত্ত্বিক লাবণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়ের সেই গভীর স্নেহরাশি, আত্মার সেই জীবন্ত বিশ্বাস, প্রাণের সেই স্থির প্রফুল্লতা দর্শন করিয়া কাহারও হৃদয়ে অশান্তি স্থান পাইত না। সেণ্টক্লেয়ার প্রাণের মধ্যে এক আশ্চর্য্য এবং অভিনব শান্তির ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। এ শান্তি ঈশ্বর নির্ভরের ভাব হইতে সঞ্জাত নহে; তবে এ কি আশা?—অসম্ভব; এ কেবল ভূত ভবিষ্যৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বর্ত্তমানের একটী শান্তিময়ী অবস্থা। এ শান্তি সেণ্টক্লেয়ারের প্রাণে এমন সুন্দর, এমন মধুর বোধ হইতেছিল যে, তাঁহার আর ভবিষ্যৎ ভাবিবার ইচ্ছা হইত না।

আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে ইবা নিজের অন্তরে যে সকল পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিশ্বাসী পরিচারক টম্ ভিন্ন সে সকল আর কেহ জানিত না। পাছে পিতার হৃদয় অশান্তি পূর্ণ হয়, এই আশঙ্কায় ইবা পিতার নিকট মনের সে সমুদয় অবস্থা গোপন করিত। কিন্তু টমের নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইত না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শরীর হইতে আত্মার বন্ধন যখন শিথিল হইতে থাকে, হৃদয় তখন মৃত্যুর আগমন বার্ত্তা স্বতঃই অবগত হয়। ইবা যখন বুঝিল, তাহার মৃত্যু অতি নিকট, তখন টমের নিকট সে কথা প্রকাশ করিল। টম্ সেই দিন হইতে আর নিজের কুঠরীতে শয়ন করিতে যাইত না, ডাকিবামাত্র যাহাতে ইবার গৃহে উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্য সারা রাত্রি বারাণ্ডায় শুইয়া থাকিত।

মিস্ অফিলিয়া তাহাকে বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"টম! তুমি কুকুরের মত যেখানে সেখানে পড়িয়া থাক কেন?—আমি তোমাকে এত দিন শান্ত শিষ্ট, ভদ্র স্বভাবের লোক বলিয়া জানিতাম

ভাবিতাম বুঝি মাতালের মত যেখানে সেখানে গড়াগড়ি না যাইয়া নিজের ঘরেই শুইয়া থাক।"

টম্ বলিল—"মিস্, ফিলি, নিজের ঘরে থাকাই আমার অভ্যাস, কিন্তু এখন—"

অফিলিয়া। এখন কি?

টম্। আজ্ঞে, আস্তে কথা বলুন, নইলে সেণ্টক্লেয়ার শুনতে পাবেন—মিস্ ফিলি, বর কখন আস্‌বেন দেখ্‌বার জন্য এক জনকে সজাগ থাক্‌তে হবে।

অফিলিয়া। সে কি, টম্?

টম্। আজ্ঞে, বাইবেলে লিখিত আছে, "রজনীর মধ্যভাগে ঘোর কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। ঐ দেখ বর আগত প্রায়!"—আমি প্রতিরাত্রে সেই বরের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। মিস্ ফিলি, কোন মতেই দূরে গিয়া ঘুমাইতে পারি না।

অফিলিয়া। টম্! তুমি কেন এরূপ ভাবিতেছ?

টম্। মিস্ ইবা আমার কাছে অনেক কথা বলেন। পরমেশ্বর আত্মার নিকট তাঁর দূত প্রেরণ করেন। মিস্ ফিলি, এই পবিত্র বালিকা যখন স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন স্বর্গের দ্বার সম্যক্ উন্মুক্ত হইবে, আমরা সকলেই স্বর্গের সমুজ্জ্বল প্রভা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। মিস্ ফিলি, সেই সময়ে আমি নিকটে থাকিতে চাই।

অফিলিয়া। টম্, মিস্ ইবা কি তোমাকে বলিয়াছে যে, অন্যান্য দিন হইতে আজ রাত্রে তার অসুখ বৃদ্ধি হইয়াছে?

টম্। না; কিন্তু আজ প্রভাতে তিনি আমায় বলিতেছিলেন যে আমি—পরলোকের অতি নিকটতর হইতেছি—মিস্ ফিলি, বালিকার নিকট সমাচার আসিয়াছে, দেবদূতগণ বালিকাকে এই বার্ত্তা শুনাইয়া

গিয়াছেন, ইবার কর্ণে তূরী বাজিয়াছে—"এই তূরী ঊষারে জাগায়।"

রাত্রি ১১ টা কি ১২ টার সময় বাহিরের দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া মিস্ অফিলিয়া টম্‌কে বারাণ্ডায় শয়িত দেখেন, এবং তৎপরে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথোপকথন হয়। মিস্ অফিলিয়া অল্পে শঙ্কিত হইবার লোক ছিলেন না, সহজে তাঁহার মন চঞ্চল হইত না। কিন্তু টমের সেই গভীর বিশ্বাস পূর্ণ কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। সেই দিন বিকাল বেলাই ইবাকে অন্যান্য দিন হইতে অনেক সুস্থ এবং অধিক প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। ইবা বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, আপনার গহনা ও অন্যান্য সখের জিনিস গুলি কাহাকে কি দিয়া যাইবে, তাহাই ঠিক করিতেছিল। অনেক দিনের পর সেই দিনই ইবার শরীরে একটু বল দেখা গিয়াছিল। এই দিন সায়ংকালে সেণ্টক্লেয়ার ইবার শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সবল দেখিয়া বলিলেন, "ইবাকে আজ বড় সুস্থ দেখা যাইতেছে। ইবার ব্যারাম হইবার পর আর এইরূপ সুস্থ কখনও দেখা যায় নাই।" পরে নিজের শয়নাগারে যাইবার সময় অফিলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি! ঈশ্বরেচ্ছায় ইবা বোধ হয় আরোগ্য লাভ করিবে। আজ ইবাকে বড়ই সুস্থ বোধ হইতেছে।" এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার বিশেষ প্রফুল্ল অন্তরে সে রাত্রে শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরা যামিনী সমুপস্থিত হইল। গৃহে সকলেই নিদ্রা যাইতেছিল। কিন্তু মিস্ অফিলিয়ার চক্ষে নিদ্রা নাই। অতিশয় একাগ্রতার সহিত ইবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কোন্ সময় তাহার কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। চন্দ্রমা অদৃশ্য হইবামাত্র চারিদিক অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। এদিকে সেণ্ট-

ক্লেয়ার-গৃহের চন্দ্রমা, তাঁহার হৃদয়-ধন, তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব—ইবাঞ্জে-লিনের সংসার পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মৃত্যু গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

মিস্ অফিলিয়া ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন দর্শন মাত্র তৎক্ষণাৎ গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। টম্ বাহিরে বসিয়াই রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিদ্রা যায় নাই। অফিলিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "টম্! শীঘ্র ডাক্তার লইয়া আইস। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না।" টম্ তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিতে চলিয়া গেল। অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারের শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেণ্ট-ক্লেয়ার জাগরিত হইলে বিশেষ ত্রস্ততার সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "অগ-ষ্টিন! শীঘ্র বাহিরে আইস।" মিস্ অফিলিয়া এইরূপ ত্রস্ততা সহকারে তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তাঁহার জীবনধন, তাঁহার স্নেহের ইবাঞ্জেলিন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ইবাঞ্জেলিনের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

বালিকার মুখে তখন কোন কষ্টচিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। এখনও সেই পূর্ব্বের একাগ্রতার ভাব, স্নেহের ভাব মুখকমলে মুদ্রিত হইয়া রহি-য়াছে। তবে কিরূপে সেণ্টক্লেয়ার বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ইবাঞ্জেলিন তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ নিবন্ধন মুখমণ্ডল কিঞ্চিন্মাত্রও বিকৃত হয় নাই। টম্ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তার সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ডাক্তার অস্ফুট স্বরে অফিলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতক্ষণ হইতে এইরূপ অবস্থা হইয়াছে?" অফি-

লিয়া বলিলেন—"দু প্রহর রাত্রের সময়ই অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিলে লোকের গোলযোগ শুনিয়া মেরী জাগরিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইবার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "অগষ্টিন! কি হইয়াছে? অফিলিয়া দিদি! কি হইয়াছে।"

সেণ্টক্লেয়ার অবরুদ্ধ ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "চুপ কর; আর কি হইবে? ইবা চলিয়া যাইতেছে।" মামী সেণ্টক্লেয়ারের এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদয় দাসদাসীদিগকে জাগরিত করিল। গৃহের সমুদায় লোক জাগিয়া উঠিল। সকলেই আসিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইল। গৃহ মধ্যে কেবল পদ সঞ্চারের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার নিঃশব্দে নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। গৃহের মধ্যস্থিত কোন শব্দ যে তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে এরূপ বোধ হইল না।" কিছুকাল পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর একবার যদি বাছা জাগিয়া উঠিত! যদি এই মুখের আর একটি কথা শুনিতে পাইতাম! আর এ মুখের কথা শুনিব না।" এই বলিয়া তিনি ইবার কাণের কাছে বলিলেন, "ইবা" "প্রাণের ইবা" "আমার হৃদয়ধন!" ডাক শুনিয়া সেই সুধাবর্ষি সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। সেই হৃদয়প্রফুল্লকর মুখকমলে সুমধুর হাস্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। ইবাঞ্জেলিন মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক কথা বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শরীরে একেবারেই বল নাই।

তাহার পিতা আবার বলিলেন—"ইবা, প্রাণের ইবা! আমাকে চিনিতে পার?" বালিকা অস্ফুট স্বরে বলিল, "বাবা!" এবং অতি কষ্টে ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক পিতার গলদেশে সংস্থাপন করিল। কিন্তু দেখিতে না দেখিতে, সে হাত দুখানি পড়িয়া গেল।

এই সময়ে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইল। এই সেই অন্তিম কাল উপস্থিত। আত্মা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইয়াছে। ইবার মুখকমলে এই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ার অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কষ্টের সহিত শ্বাস ফেলিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও টম্! এ আমি সহ্য করিতে পারি না। ইহার কোন কষ্টই আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমার প্রাণ গেল, তুমি প্রার্থনা কর যেন এ কষ্ট শীঘ্রই নিঃশেষ হয়।"

টমের চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু নিপতিত হইতেছিল। সে স্বীয় প্রভুকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। বিশ্বাস ও ভক্তির কি চমৎকার শক্তি! টমের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ইবার সে যন্ত্রণা দূর হইল। টম্ তখন বলিয়া উঠিল "ধন্য ঈশ্বর! ধন্য মঙ্গলময় পিতা! সকল যন্ত্রণা শেষ হইয়াছে! বালিকার সেই সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় স্বর্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই আয়ত স্থির দৃষ্টি সুস্পষ্টরূপে বলিতেছে—সংসারের সকল কষ্ট যন্ত্রণা বিদূরিত হইল।

সেণ্টক্লেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইবা!"—বালিকা শুনিতে পাইল না।

সেণ্টক্লেয়ার আবার বলিলেন, "ইবা! তুমি কি দেখিতেছ?" সেই মুখকমল আবার সমধুর হাস্যে অনুরঞ্জিত হইল, বালিকা অস্ফুটস্বরে বলিল, "আহা! প্রেম—আনন্দ—শান্তি।" তৎক্ষণাৎ দেহ জীবনশূন্য হইল। আত্মা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করিল। নির্ম্মল প্রকৃতি দেববালা ইবাঞ্জেলিন পাপ ও অত্যাচার পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অমৃতময়ের অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় লইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পর

ইবাঞ্জেলিনের নির্ম্মল আত্মা মঙ্গলালয়ের মঙ্গলধামে চলিয়া গিয়াছে; জীবনশূন্য অনিত্য দেহ গৃহে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার শয়ন প্রকোষ্ঠের প্রস্তর মূর্ত্তি ও আলেখ্য সকল শ্বেত বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, গৃহে গভীর নিস্তব্ধতা, কেবল মধ্যে ধীরপদসঞ্চারণের ঈষৎ শব্দ শুনা যাইতেছে। অবরুদ্ধ গবাক্ষমুখ দিয়া অল্প অল্প আলোকের রেখা গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

গৃহের শয্যাখানি শ্বেত বস্ত্রে আবৃত, সেই শয্যায় ক্ষুদ্র নিদ্রিত বালিকাদেহখানি শায়িত রহিয়াছে। কিন্তু বালিকার এ নিদ্রার আর জাগরণ নাই।

বালিকার দেহলতিকা পূর্ব্বের মত শ্বেত বস্ত্র পরিহিত হইয়া রহিয়াছে; উষার কিরণ যবনিকা ভেদ করিয়া মৃত্যুর ছায়াবৃত তুষারশীতল দেহখানির উপর ঈষদুজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিতেছে—যেন ঘন পদ্মরাশি অতি মৃদুভাবে সুকোমল গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতেছে; মস্তকটি একপার্শ্বে একটু বাঁকিয়া রহিয়াছে—যেন বালিকা সত্য সত্যই নিদ্রা যাইতেছে;—কেবল সমগ্র আনন পরিব্যাপিনী সেই স্বর্গীয় শোভা, আনন্দ ও শান্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন-শ্রী দেখিয়া মনে হইতেছে যে, এ নিদ্রা ক্ষণিক নিদ্রা নহে, এ নিদ্রা আত্মার অনন্ত পবিত্র বিশ্রাম।

ইবা! তোমার মত যাঁহারা, তাঁহাদের জীবনে মৃত্যু নাই, মৃত্যুর ছায়া নাই, অন্ধকার নাই; উষার স্বর্ণালোকে শুকতারা যেমন অন্তর্হিত

হয়, তুমিও সেইরূপ লোক-নয়ন হইতে কেবল অদৃশ্য হইয়াছ। বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, নির্ব্বিরোধে তুমি রাজমুকুট গ্রহণ করিলে।

সেণ্টক্লেয়ার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, যেন কি ভাবিতেছেন। তিনি কি ভাবিতেছেন কে বলিবে? "মৃত্যু হইয়াছে" এই কয়টি শব্দ যে মুহূর্ত্তে বালিকার গৃহে মুখে মুখে ধ্বনিত হইল, তদবধি সেণ্টক্লেয়ারের নিকট সকলই কুজ্ঝটিকাবৃত, সকলই ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সকলে কথা কহিতেছে, তাহার শব্দ মাত্র তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অন্য মনে তাহার উত্তর দিতেছেন। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কখন এবং কোথায় ইবার দেহ সমাহিত হইবে?' তখন বিরক্তির সহিত বলিলেন, "জানি না—যখন যেখানে হয় হউক।"

আড্লফ্ এবং রোজা মৃত বালিকার গৃহ ও শয্যা নানাবিধ পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত করিতেছে, ইহাদের চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু নিপতিত হইতেছে; লঘুস্বভাব হইলেও ইহাদের হৃদয় কোমলতাময়।

গৃহে এখনও পূর্ব্ব দিবসের ফুলগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। শুভ্র কোমল সুগন্ধ কুসুম গুলি আনত পল্লবরাশির উপর শোভা পাইতেছে। ইবার শুভ্র আস্তরণাবৃত টেবিলের উপর তাহার যত্নরক্ষিত পুষ্পাধার, তাহাতে একটি মাত্র গোলাপকলিকা রহিয়াছে। আড্লফ্ ও রোজা আপনাদিগের জাতিগত আশ্চর্য্য শোভানুভাবকতার সহিত গৃহ-সজ্জা সম্পন্ন করিতেছে। সেণ্টক্লেয়ার চিন্তিতমনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে রোজা এক ডালা শুভ্র ফুল লইয়া ইবার গৃহে প্রবেশ করিল, এবং সেণ্টক্লেয়ারকে সম্মুখে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু পশ্চাৎ সরিয়া গেল; কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না দেখিয়া ইবার মৃত দেহের

চতুর্দ্দিকে ফুলগুলি সুরুচিসহকারে সাজাইয়া রাখিল, আর একটী সুন্দর ফুল বালিকার ক্ষুদ্র শুভ্র হস্তে দিয়া চলিয়া গেল ; সেণ্টক্লেয়ার স্বপ্নাভিভূতের মত চাহিয়া রহিলেন।

তখনই টপ্‌সী অঞ্চলে একটী ফুল ঢাকিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। রোজা তাহাকে দেখিয়াই বিরক্তির সহিত চুপি চুপি বলিল, "চ'লে যা, তোর এখানে কি দরকার ?"

টপ্‌সী অঞ্চল হইতে একটি অর্দ্ধ বিকসিত গোলাপ লইয়া কাতর স্বরে বলিল, "আমি এই ফুলটি দেব, দেখ কেমন সুন্দর ফুল !—আমি এই ফুলটি ঐখানে দিয়ে যাব, আমাকে যেতে দাও।"

রোজা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, তুই আস্‌তে পারবিনে, চ'লে যা।"

সহসা সেণ্টক্লেয়ার ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন— "ওকে এখানে থাক্‌তে দাও, ও কেন আস্‌তে পাবে না ?"

রোজা পশ্চাতে সরিয়া গেল। টপ্‌সী ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে আসিয়া ফুলটি মৃতের পদতলে রাখিয়া এবং তখনই ভূতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল।

মিস্ অফিলিয়া দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে তুলিয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার ক্রন্দন থামাইতে পারিলেন না। টপ্‌সী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "মিস্ ইবা গো ! মিস্ ইবা গো ! আমি কেন ম'লাম না। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই—আমিও যেতে চাই—"

বালিকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন রব শুনিয়া সেণ্টক্লেয়ারের শ্বেতপ্রস্তরীভূত আনন সহসা রক্তময় হইল, ইবার মৃত্যুর পর এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইল।

মিস্ অফিলিয়া স্নেহময় মৃদুস্বরে বলিলেন, "টপ্‌সী কাঁদিও না। মিস্ ইবা স্বর্গে গিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া দেবতা হইয়াছেন।"

টপ্‌সী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি তো তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্চি না—আর তো আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাব না!"

মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই নীরবে রহিল। তখন টপ্‌সী আবার বলিল, "মিস্ ইবা আমাকে ভালবাস্‌তেন, মিস্ ইবা নিজে ব'লেছিলেন যে, উনি আমাকে ভালবাসেন। হায়! আর তো আমার কেউ নাই—আর আমায় কে ভালবাস্‌বে?"

তখন সেণ্টক্লেয়ার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অফিলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি! টপ্‌সীকে সত্য সত্যই ইবা ভালবাসিত। তুমি দেখ, এই চিরদুঃখিনী বালিকাকে সান্ত্বনা করিতে পার কি না।"

মিস্ অফিলিয়া সজলনয়নে টপ্‌সীকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "টপ্‌সী চিরদুঃখিনী! আমি তোমাকে ভালবাসিব। ইবাঞ্জেলিন আমাকে ভালবাসা শিক্ষা দিয়াছেন। আমি তাঁহার ন্যায় কোমলহৃদয়া না হইলেও তোমাকে ভালবাসিব, তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিব, সৎশিক্ষা প্রদান করিব এবং সৎপথে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিব।" মিস্ অফিলিয়া অতি সরলভাবে ও সস্নেহে টপ্‌সীকে এই প্রকার বলিবামাত্র আজ টপ্‌সীর হৃদয় অফিলিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইল। বস্তুতঃ সরল স্নেহ কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। অপকট প্রেমে এবং অকৃত্রিম স্নেহের প্রভাবে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।

টপ্‌সীর পরিবর্ত্তন দর্শনে সেণ্টক্লেয়ার আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হা আমার ইবাঞ্জেলিন! প্রাণের ইবাঞ্জেলিন! অল্প কয়েক দিন তুমি এ সংসারে থাকিয়া এত সৎকার্য্য করিলে, এতগুলি পাষাণ হৃদয়

বিগলিত করিলে; কিন্তু আমি এই দীর্ঘকাল এ সংসারে থাকিয়া কিছুই করিলাম না; জীবনের এইরূপ অপব্যবহারের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর প্রদান করিব?"

দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে আত্মীয়, স্বজন ও প্রতিবেশিগণ আসিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিল। মধুর প্রতিমা ইবাঞ্জেলিনের দেহ 'কফিন' মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার মুখ বন্ধ করা হইল। উদ্যানের যে স্থানে বসিয়া টম্ এবং ইবাঞ্জেলিন বাইবেল পাঠ করিত, সেই স্থানে এই ক্ষুদ্র কফিন সংস্থাপিত হইল। সেণ্টক্লেয়ার দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন, ভাবিলেন—এ কি স্বপ্ন, না প্রকৃত ঘটনা! সত্য সত্যই কি আমার প্রাণের ইবা ভূগর্ভে সংস্থাপিত হইল?—না, সেণ্টক্লেয়ার! তোমার ইবাঞ্জেলিন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহা কেবল সেই অনিত্য দেহ—পুরাতন বস্ত্র। আজ ইবাঞ্জেলিন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববেশে সুসজ্জিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। কে তাঁহার অমরত্ব বিনাশ করিতে পারে? ইবার কি মৃত্যু আছে? সংসারের পাপাসক্ত লোকের নিকট যাহা মৃত্যু, ইবার নিকট তাহা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। প্রত্যেকেই পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুসরণে প্রবৃত্ত হইল। ভুলিয়া গেল যে, এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ইবার জননী মেরী তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক নানা প্রকার বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এই বিলাপ ও আর্ত্তনাদের সময় সমস্ত দাস-দাসীকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইবার মৃত্যুতে সমস্ত দাস-দাসীই শোকাকুল হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের শোক প্রকাশ করিবার অবকাশ রহিল না, মেরী সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বোধ হয়, মেরী ভাবিতেন যে, এ সংসারে শোক, দুঃখ, ভালবাসা

অন্য কাহারও হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এ কেবল তাঁহারই সম্পত্তি। সময়ে সময়ে মেরী বলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর চক্ষু হইতে এক বিন্দুও জল বিনির্গত হইল না, তাঁহার স্বামী একবারও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিলেন না; একটিও সান্ত্বনা-সূচক বাক্য বলিলেন না; তাঁহার স্বামীর ন্যায় নিষ্ঠুর লোক আর পৃথিবীতে নাই।

চক্ষু কর্ণ দ্বারা লোক অনেক সময় প্রতারিত হয়। এই দুইটি বহিরিন্দ্রিয় কেবল বাহ্য বিষয়ই দেখিতে পায়, অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশের ভাব কখন পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না। এই জন্য যাঁহারা বাহিরের বিষয় দেখিয়াই ভাল-মন্দ বিচার করেন, তাঁহারা যে সহজেই প্রতারিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। টম্ ও মিস্ অফিলিয়া ব্যতীত মেরীর এইরূপ বাহ্য আর্ত্তনাদ শ্রবণে সেণ্টক্লেয়ারের গৃহস্থিত অনেক দাসদাসী মনে করিত যে, ইবার মৃত্যুতে মেরীই অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়াছেন। মেরীও অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঔষধ পত্র যোগাইতে এবং শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত দাস-দাসীগণ এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা ইবাকে স্মরণ করিবার জন্য একবার অবকাশও পাইত না।

কিন্তু ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মে যাঁহার মতি, তিনি সহজেই জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা মানব-হৃদয়স্থিত নিগূঢ় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। তিনি কখন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রতারিত হন না, তিনি দিব্য চক্ষে সকলই দেখিতে পান। টম্ সেণ্টক্লেয়ার হৃদয়স্থিত গভীর শোক সহজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং ইবার মৃত্যুর পর সে কখন স্বীয় প্রভুর সঙ্গ ছাড়া হইত না। যে সময় সেণ্টক্লেয়ার অতি বিমর্ষ মুখে ইবার প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র বাইবেল খানি হাতে ধরিতেন, বাইবেল খানি একবার খুলিতেন, আবার বন্ধ করিতেন, তখন যে কি দুর্বিষহ শোক-যন্ত্রণা তাঁহার

হৃদয় বিদ্ধ করিত, তাহা টম্ ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিত না। এইরূপ নিঃশব্দে শোক-যন্ত্রণায় হৃদয় যদ্রূপ সন্তপ্ত হয়, মেরীর বাহ্য আর্ত্তনাদ সেরূপ কখনই হইতে পারে না।

কিছুদিন পরে সেণ্টক্লেয়ার সপরিবারে সেই উদ্যানস্থিত বাটী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহরস্থ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বীয় হৃদয়স্থিত দুর্বিষহ শোক-যন্ত্রণা পরিহারার্থ সর্ব্বদা নানাকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বের ন্যায় সকলের সহিত সহাস্যমুখে কথা বলিতেন ও তর্ক-বিতর্ক করিতেন। তাঁহার কাল পোষাক না থাকিলে কেহ বুঝিতেও পারিত না যে, তাঁহার সন্তান বিয়োগ হইয়াছে।

এক দিন মিস্ অফিলিয়ার নিকট মেরী বলিলেন, "অফিলিয়া দিদি! সেণ্টক্লেয়ার যে কি রকম লোক, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত দিন আমি মনে করিতাম যে, সেণ্টক্লেয়ার ইবাকে বড় ভালবাসেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তাও নয়। সেণ্টক্লেয়ার এ পৃথিবীতে কাহাকেও ভালবাসেন না। ভালবাসিলে কি আর এত সহজে ইবাকে ভুলিতে পারিতেন? একবার ভ্রমেও ইবার নাম মুখে আনেন না। পুরুষের মন কি সত্য সত্যই এই রকম দয়ামায়া বিবর্জ্জিত?"

অফিলিয়া বলিলেন, "ওগো! তুমি বুঝিতে পার না। স্থির জল-রাশির স্রোত গভীরতম প্রদেশেই প্রবল বেগে বহিতে থাকে।"

মেরী। দিদি! আমি এ সব কথা বিশ্বাস করি না। মানুষের মনে স্নেহ কি দয়া থাকিলে তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। দয়া মায়া কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু দয়া মায়া স্নেহ মানুষের না থাকিলেই ভাল। আমি যদি সেণ্টক্লেয়ারের ন্যায় নির্দ্দয় হইতে পারিতাম, তবে ত আর এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। একটু অধিক দয়া-মায়া আছে বলিয়াই ত এইরূপ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।

এই কথা শুনিয়া মামী বলিল, “মেম সাহেব, আপনি বলেন সাহেবের মনে দয়া নাই ; সাহেবের বড় দয়া। দিন দিন তিনি শুকাইয়া যাইতেছেন। ইবার মৃত্যুর পর এক দিনও আহার করিতে পারেন নাই। সাহেব এখন কিছুই আহার করেন না।” এই বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সে বারংবার বলিতে লাগিল, “বাছা, ইবা, যত্নের ধন! তোমাকে যে দেখিয়াছে, সে কি আর তোমাকে ভুলিতে পারিবে ?”

মামীর কথা শুনিয়া মেরী বলিলেন, “সাহেবের মনে দয়া থাকিলেও আমার নিমিত্ত তিনি কিঞ্চিৎমাত্র কষ্টানুভব করেন না। এক দিনও আমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন না।”

অফিলিয়া। কাহার হৃদয়ে কিরূপ কষ্ট, তাহা অন্যে কি বুঝিতে পারে ? প্রত্যেকেই আপন আপন অন্তরে স্বীয় কষ্ট ভোগ করে।

মেরী। সে ঠিক কথা। আমি যে কত কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা কি অন্যে বুঝিতে পারিবে ? তবে ইবা কতকটা বুঝিত, কিন্তু সে চলিয়া গিয়াছে।

যে সময় অফিলিয়ার সঙ্গে মেরীর এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন গৃহের অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া সেণ্টক্লেয়ার এবং টম্ কি বলিতেছেন শোন।

এতৎপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইবার মৃত্যুর পর টম সর্ব্বদাই তাহার প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আজ সেণ্টক্লেয়ার, গৃহের যে প্রকোষ্ঠে তাঁহার পুস্তক থাকিত, সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। টম্ মনে করিয়াছিল যে, তিনি সত্বরই বাহিরে আসিবেন। এই ভাবিয়া সে বারাণ্ডায় বসিয়া প্রভুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার বাহিরে আসিলেন না। টম তখন আস্তে আস্তে সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল,

তাহার প্রভু ইবার ক্ষুদ্র বাইবেলখানি বুকের উপর রাখিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। সে নিঃশব্দে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। সেণ্টক্লেয়ার তাহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয় বড়ই বিগলিত হইল। সেই সরলতা ও সাধুতা পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল প্রভুর দুঃখে একেবারে মলিন হইয়া রহিয়াছে। সে মুখে কোন কথা নাই, কিন্তু মুখের কাতরতা ও কারুণ্যের ভাব প্রভুর দুঃখে সুস্পষ্টরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

কিছুকাল পরে সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "টম্, এ পৃথিবীতে সকলই অসার!"

টম্। প্রভু! এ সংসার যে অসার, তাহা আমি জানি; কিন্তু স্বর্গের দিকে—যেখানে আমাদের ইবা এখন আছেন,—ঈশ্বরের দিকে,—যাঁহার অমৃতক্রোড়ে তিনি বিরাজ করিতেছেন,—প্রভুর দৃষ্টি পড়িলেই ভাল হইত।

সেণ্টক্লেয়ার। টম! আমি স্বর্গের দিকে চাহিয়া থাকি; ঈশ্বরের দিকে চাহিতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই না। কিছু দেখিতে পাইলে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম।

টম্ এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তখন সেণ্টক্লেয়ার আবার বলিলেন, "টম্ আমার ধর্ম্মচক্ষু নাই। আমার বোধ হয়, পরমেশ্বর নির্ম্মল চরিত্র শিশুদিগকে এবং তোমার ন্যায় সরল ও সাধু প্রকৃতির লোকদিগকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন। তাই তোমরা স্বর্গের বিষয় জানিতে পার, বুঝিতে পার।"

টম্। প্রভু! ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহাই লেখা আছে। জ্ঞানাভিমানী ও হিসাবী লোক ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। কিন্তু শিশুর ন্যায় সরল লোকেরা ঈশ্বরকে পাইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। টম্! আমি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করি না। আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়; কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারিলে ভাল হইত।

টম্। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। পরমেশ্বর আপনার মনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিবেন।

সেণ্টক্লেয়ার টমের এই কথা শুনিয়া স্বপ্নাবস্থায় লোক যেমন কথা বলে, সেই প্রকারে বলিয়া উঠিলেন, "কোন বিষয়েরই কিছু বুঝিতে পারি না। সংসারের এই প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাস, ভক্তি, সকলই কি অমূলক? এ সকল কি মৃত্যুর সঙ্গে বিনষ্ট হয়? আমার ইবা কি নাই? স্বর্গ কি নাই? ঈশ্বর কি নাই?"

টম্। (সজল নয়নে জানু পাতিয়া) প্রভু! সকলই আছে, আমি নিশ্চয় জানি। প্রভু! আপনি এই সকল বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করুন। এখনই করুন, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি কিরূপে জানিলে যে, ঈশ্বর আছেন? তুমি ত কথনও তাঁহাকে দেখ নাই।

টম্। আমি অন্তরের মধ্যে তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করিয়াছি। এখনও তিনি আমার অন্তরে আছেন। প্রভু! পূর্ব্ব মনীব যখন আমাকে আমার স্ত্রী-পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করিলেন, তখন আমি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। আমার মনে কিঞ্চিন্মাত্র বল ছিল না, আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিলাম। অকস্মাৎ আমার মনে শান্তির উদয় হইল। আমাকে যেন কেহ বলিল, "ভয় নাই টম্, আমি তোমার সঙ্গে আছি।" ইহাতে আমার সকল দুঃখ দূর হইল, আশার সঞ্চার হইল। প্রভু! এইরূপ ভাব কি আপনা আপনি মনে উপস্থিত হইতে পারে? ঈশ্বরই তখন আমার মনে বল দিয়াছেন।

এই সকল কথা বলিবার সময় টমের হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত হইয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরত ধারে জল পড়িতে লাগিল। সেণ্টক্লেয়ার তখন তাহার স্কন্ধের উপর স্বীয় মস্তক রাখিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং কিছুকাল পরে বলিলেন, "টম্, তুমি আমাকে ভালবাস ?"

টম্। প্রভু! দয়ালু প্রভু! আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও যদি আপনার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়, বিশ্বাস হয়, তবে এ গোলাম এখনই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সেণ্টক্লেয়ার। নির্ব্বোধ! আমার জন্য কাহারও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়? আমি তোমার ন্যায় এরূপ সাধু ও সহৃদয় মানুষের ভালবাসারও উপযুক্ত নহি।

টম্। প্রভু! আপনাকে আমা অপেক্ষা ঈশ্বর সহস্রগুণে অধিকতর ভালবাসেন।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে, ঈশ্বর আমাকে ভালবাসেন?

টম্। আমার হৃদয়ে তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। প্রভু, ইবা আমার নিকট বাইবেল পাঠ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার নিকট ধর্ম্মপুস্তক কেহ পাঠ করে না। আপনি একবার পাঠ করুন।

সেণ্টক্লেয়ার বাইবেল হইতে লেজারসের উদ্ধার বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন।

টম্ নিমীলিত নেত্রে, ভক্তিভরে, কর যোড়ে তাহা শ্রবণ করিতেছিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "টম্! এ সমুদয় তোমার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হয়?"

টম্। এ সকল আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি।

সেণ্টক্লেয়ার। টম্! পরমেশ্বর যদি দয়া করিয়া আমাকে তোমার চক্ষু দিতেন।

টম্। পরমেশ্বর আপনাকে অবশ্য দিবেন।

সেণ্টক্লেয়ার। কিন্তু টম্, তুমি জান, আমি রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়াছি। আমি যদি বলি যে, ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা, তাহা হইলে কি ধর্ম্মের উপর তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না?

টম্। (অতিশয় তাচ্ছল্যের ভাবে) কখন না। এক বিন্দু অবিশ্বাসের ভাব কিম্বা কোন প্রকার সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইবে না।

সেণ্টক্লেয়ার। কেন আমার কথা শুনিয়া তোমার ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ হইবে না? তুমি ত দেখিতে পাইতেছ যে, আমি তোমা অপেক্ষা অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

টম্। প্রভু! এই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মপুস্তকে পাঠ করিলেন যে, জ্ঞানাভিমানী হিসাবী লোক ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। কিন্তু শিশুর ন্যায় সরল যাহাদের হৃদয়, তাহারাই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে। বোধ হয়, আপনি আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন। আপনার মনে সত্যই এরূপ ভাব উদয় হয় নাই।

সেণ্টক্লেয়ার। না টম্! আমি তোমার মন পরীক্ষা করিলাম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র অবিশ্বাস করি না। ধর্ম্মশাস্ত্র যে যুক্তি সঙ্গত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি চিরাভ্যস্ত সন্দেহের ভাব দূর করিতে পারি না।

টম্। প্রার্থনা করুন, এ অভ্যাস দূর হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি যে প্রার্থনা করি না, তাহা বুঝিলে কেমন করিয়া?

টম্। আপনি কি প্রার্থনা করেন?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি প্রার্থনা করিতে পারি, কিন্তু কাহার নিকট

প্রার্থনা করি কিছুই দেখিতে পাই না। তুমি প্রার্থনা কর দেখি, আমি শুনি।

টম্ তখন ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার সরল প্রার্থনা সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয় বিগলিত করিল। প্রার্থনাস্রোতে তাঁহার হৃদয় স্বর্গের দিকে ভাসাইয়া লইল। তিনি দেখিলেন—প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন, ইবা অমৃতময়ের অমৃতক্রোড়ে বিরাজ করিতেছেন।

টমের প্রার্থনা শেষ হইলে সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "টম্, তুমি সময়ে সময়ে আমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে। এখন যাও। আমি কিছু-কাল নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিব।"

টম্ তখন সে প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পুনর্মিলন

সময় কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে না; দিনের পর দিন মাসের পর মাস ক্রমে অতিবাহিত হইতেছে। কালস্রোত সংসারের সমুদয় নরনারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। ইবার ক্ষুদ্র জীবনতরী অনন্তসাগরে নিমগ্ন হইল। দুই চারি দিন আত্মীয়স্বজন সকলেই তাহার নিমিত্ত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাল সহকারে সকলেই সেই শোক দুঃখ বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় আবার পান, ভোজন, ক্রয়, বিক্রয় সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যানুষ্ঠানে

ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ারও কি পূর্ব্বের ন্যায় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইলেন?

এ সংসারে ইবাই সেণ্টক্লেয়ারের একমাত্র জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল। ইবার নিমিত্ত তাঁহার জীবন ধারণ, ইবার নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয়, ইবার নিমিত্ত বিষয় কর্ম্ম, ইবার নিমিত্ত গৃহ, ইবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সুতরাং ইবা ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পর তাঁহার জীবন লক্ষ্যশূন্য হইল। এখন তিনি কাহার নিমিত্ত জীবন ধারণ করিবেন? কাহার জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন? এখন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সংসারের আশা ভরসা সমূলে উৎপাটিত হইলে মানব-জীবন কি সত্য সত্যই লক্ষ্যহীন—উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে? এই পার্থিব আশা-ভরসা ভিন্ন মানব জীবনের কি আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই? চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, মানব জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য, মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব আশা ভরসা—পার্থিব সুখ শান্তিতে সংবদ্ধ নহে। কিন্তু জীবনের সেই উচ্চতর লক্ষ্য—সেই মহৎ উদ্দেশ্য সেণ্টক্লেয়ারের নিকট একবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তাঁহার জীবন একেবারে লক্ষ্যশূন্য হইল না। বিশেষতঃ ইবার শেষ বাক্যগুলি সর্ব্বদা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি নিদ্রিতাবস্থায়, কি জাগ্রদ-বস্থায় সর্ব্বদাই ইবার সেই সুমধুর বাক্য তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। তিনি সর্ব্বদাই দেখিতেন, যেন ইবার সেই ক্ষুদ্র হস্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে জীবনের পথ—স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু তাঁহার চিরাভ্যস্ত অলসতা—তাঁহার বর্ত্তমান শোক—তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে—স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দিতে লাগিল। এই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহার শক্তি ছিল। তিনি দেশ-প্রচলিত কোন প্রকার ধর্ম্মোপাসনায় যোগ

দিতেন না। কিন্তু তিনি বাল্যাবস্থা হইতে বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী এবং ভাব-প্রবণ ছিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদা নব নব ভাবের উদয় হইত। বস্তুতঃ এ সংসারে যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মের প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশেষ অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের মুখ হইতে আবার সময় সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অতি নিগূঢ়তত্ত্ব সকল শুনিতে পাওয়া যায়। মুর্, বাইরণ্, গেটে প্রভৃতি মহাত্মগণ আজীবন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকানেক ধর্ম্মশিক্ষক, ধর্ম্মের যে সকল গভীর ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইঁহারা সেই সকল বিষয়ের সমুচিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ধর্ম্মের প্রতি সেণ্টক্লেয়ারের কোন কালেও বিদ্বেষ ছিল না। তিনি জানিতেন যে, ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অতি কঠিন কার্য্য ; দুর্ব্বল মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। এই নিমিত্ত তিনি মনে মনে ভাবিতেন যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে না পারে, তাহার পক্ষে ধর্ম্মগ্রহণ না করাই ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম-চর্চ্চা হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু এখন সেই ধর্ম্মানুসরণ ভিন্ন তাঁহার জীবনের আর কি লক্ষ্য হইতে পারে? এখন তিনি ইবার ক্ষুদ্র বাইবেল খানি মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন, নিজের দাসদাসী সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এখন স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ইবা যাহা বলিয়াছে, তাহাই সত্য, দাস-দাসীদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিলেই ভাল হয়। তিনি সহরস্থিত বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রথমতঃ টম্‌কে দাসত্ব হইতে একেবারে মুক্তি প্রদান করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং স্বীয় উকিলকে টমের মুক্তিপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। টম্ এখন সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। টম্‌কে তাঁহার প্রাণের ইবা বড়

ভালবাসিত, টম্ তাঁহার ইবার প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং টম্‌কে দেখিলে যেমন তৎক্ষণাৎ ইবাকে মনে পড়িত, অন্য কাহাকেও দেখিলে তদ্রূপ হইত না। এই জন্যই ইবার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ টম্‌কে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন।

এক দিন সেণ্টক্লেয়ার টম্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "টম্, আমি তোমাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিব। তুমি কেণ্টাকি যাইবার জন্য প্রস্তুত থাক। তোমার জিনিস পত্র বাঁধিয়া রাখ।"

এই কথা শুনিবা মাত্র টমের মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার টম্‌কে এইরূপ উল্লসিত দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মনে করেন নাই যে, টম্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে এত দূর আগ্রহ প্রকাশ করিবে। অতএব বিস্মিত হইয়া টম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টম্! তুমি ত আমার বাড়ীতে কখন কোন কষ্ট পাও নাই, তবে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া এত উল্লসিত হইলে কেন?"

টম্। প্রভু, আপনার বাড়ী ছাড়িয়া যাইব বলিয়া উল্লসিত হই নাই। স্বাধীন হইব এই কথা শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইতেছে।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি স্বাধীন হইলে যে ভাবে থাকিবে, আমার ঘরে কি তদপেক্ষা অধিক সুখ ভোগ করিতেছ না?

টম্। আজ্ঞে না।

সেণ্টক্লেয়ার। আমি তোমাকে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে দিতেছি, আমার ঘরে যেরূপ উৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্য পাইতেছ, স্বাধীন হইলে তুমি কখন এত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে না যে, এই ভাবে থাকিতে পারিবে।

টম্। প্রভু! স্বাধীন হইতে পারিলে আমার ভাগ্যে যাহা জোটে তাহাই ভাল। পরাধীন সুখভোগ ক'রেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ভাব।

সেণ্টক্লেয়ার। তাহা হইতে পারে! কিন্তু তোমাকে এক মাস বিলম্ব করিয়া যাইতে হইবে।

টম্। প্রভু! আপনাকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া আমি যাইব না। আপনি যত দিন আমায় রাখিতে চান্ রাখুন। আমাকে দিয়া আপনার কোন উপকার হইলে, তাহা আমার বড় সুখের বিষয় হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। আমার এ দুরবস্থা শেষ হইলে তুমি যাইবে?—আমার এ দুরবস্থা কবে শেষ হইবে?—

টম্। ঈশ্বরের দিকে, স্বর্গের দিকে, যখন আপনার দৃষ্টি পড়িবে। ধর্ম্মে যখন আপনার মতি হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। সেইকাল পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকিতে চাও?—না—না, আমি তত দিন তোমাকে এখানে রাখিব না। তোমাকে শীঘ্রই বিদায় দিব। তুমি নিজের গৃহে গিয়া স্ত্রী ও পুত্রকন্যার মুখ দর্শন কর। তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও।

টম্ সজল নয়নে বলিল, "প্রভু! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সেকাল শীঘ্রই আসিবে। আর ঈশ্বর আপনাকে দিয়া তাঁহার কোন কাজ করাইয়া লইবেন।"

সেণ্টক্লেয়ার। আমি ঈশ্বরের কার্য্য করিব?—সে কি রকম কাজ। বল দেখি?

টম্। কেন প্রভু? আমি যে নিতান্ত গরীব, মূর্খ,—পরমেশ্বর আমাকেও তাঁহার কাজ করিতে দিয়াছেন। আমার প্রভু সেণ্টক্লেয়ার

বিজ্ঞ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে পরমেশ্বরের কত প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারেন।

সেণ্টক্লেয়ার। (হাসিতে হাসিতে) টম্! তুমি মনে কর যে, ঈশ্বরের অনেকটা কাজ মানুষকে করিয়া দিতে হয়।

টম্। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং যখন আমরা কোন একটি ক্ষুদ্র লোকের সাহায্য করি, তখনই তাঁহার কার্য্য করি।

সেণ্টক্লেয়ার। টম্! তোমার এ ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের দেশীয় পাদ্রী-দিগের প্রচারিত মত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

সেণ্টক্লেয়ার এবং টমের মধ্যে যখন এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন কয়েকটি ভদ্রলোক সেণ্টক্লেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা বার্ত্তা এই স্থানে ভঙ্গ হইল।

মেরী সেণ্টক্লেয়ার ইবার শোকে বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, কোন শোক দুঃখ উপলক্ষে নিজে অস্থির হইয়া পড়িলে দাসদাসীগণকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধীর করিয়া তুলিতে পারিতেন। ইবা জীবিত থাকিলে এই অত্যাচার হইতে দাসদাসী-দিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন এই নিরাশ্রয় দাসদাসী-দিগকে কে আর রক্ষা করিবে? এই জন্য ইবার নিমিত্ত দাসদাসীগণ বিশেষ শোকাকুল হইল। বিশেষতঃ মামী আপনার পুত্র-কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এত কাল ইবাকে বক্ষে করিয়া আপনার দুর্ব্বিষহ শোক কথঞ্চিৎ ভুলিয়াছিল। ইবার মৃত্যুর পর সে দিবারাত্রি নিঃশব্দে রোদন করিত। এই শোকের অবস্থায় সময় সময় মেরীর সেবা শুশ্রূষার ক্রুটি হইত এবং তজ্জন্য মেরী সর্ব্বদা তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন। মিস্ অফিলিয়া ইবাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এখন নিঃশব্দে ও গভীরভাবে তাহার মৃত্যুশোক সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা

কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত টপ্সীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখন আর টপ্সীকে নিগ্রো বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করিতেন না; স্বীয় কন্যার ন্যায় তাহাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। টপ্সীর চরিত্রও ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। সে যে এক দিনের মধ্যেই সচ্চরিত্র হইয়া উঠিল, তাহা নহে। কিন্তু ইবার আচরণে তাহার মন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোন উপদেশই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিত না, এখন সেই মানসিক জড়তার ভাব বিদূরিত হইল।

এক দিন মিস্ অফিলিয়া টপ্সীকে তাঁহার নিকট আসিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। টপ্সী তাড়াতাড়ি তাহার জামার নীচে বুকের মধ্যে কোন একটি জিনিস লুকাইয়া রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রোজা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুই, বোধ হ'চ্চে, কোন জিনিস চুরি ক'রেছিস্। তাড়াতাড়ি বুকের ভিতর কি লুকাচ্ছিলি?"

টপ্সী বুকের ভিতর যাহা লুকাইয়াছিল, তাহা কোন মতে ছাড়িয়া দিল না; দুই হাতে চাপিয়া রাখিল। রোজা তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য জোরে হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। টপ্সী শুইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে রোজাকে পদাঘাত করিতে লাগিল। অফিলিয়া ও সেণ্টক্লেয়ার তাহার চীৎকারের শব্দ শুনিয়া নীচে আসিলে, রোজা বলিল যে, টপ্সী কি চুরি করিয়াছে। টপ্সী বলিল, "আমি কিছুই চুরি করি নাই।" তখন মিস্ অফিলিয়া টপ্সীকে বলিলেন যে, তোমার হাতের নীচে যাহা কিছু থাকে আমার নিকট দাও। টপ্সী প্রথমতঃ তাহা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু মিস্ অফিলিয়া দ্বিতীয়বার চাহিবামাত্র সে জামার ভিতর হইতে একটা ছেঁড়া মোজার পুটুলি তাঁহার হাতে দিল। সেই ছেঁড়া মোজার ভিতর হইতে ইবার প্রদত্ত

বিজ্ঞ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে পরমেশ্বরের কত প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারেন।

সেণ্টক্লেয়ার। (হাসিতে হাসিতে) টম্! তুমি মনে কর যে, ঈশ্বরের অনেকটা কাজ মানুষকে করিয়া দিতে হয়।

টম্। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং যখন আমরা কোন একটি ক্ষুদ্র লোকের সাহায্য করি, তখনই তাঁহার কার্য্য করি।

সেণ্টক্লেয়ার। টম্! তোমার এ ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের দেশীয় পাদ্রী-দিগের প্রচারিত মত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

সেণ্টক্লেয়ার এবং টমের মধ্যে যখন এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন কয়েকটি ভদ্রলোক সেণ্টক্লেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা বার্ত্তা এই স্থানে ভঙ্গ হইল।

মেরী সেণ্টক্লেয়ার ইবার শোকে বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, কোন শোক দুঃখ উপলক্ষে নিজে অস্থির হইয়া পড়িলে দাসদাসীগণকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধীর করিয়া তুলিতে পারিতেন। ইবা জীবিত থাকিলে এই অত্যাচার হইতে দাসদাসী-দিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন এই নিরাশ্রয় দাসদাসী-দিগকে কে আর রক্ষা করিবে? এই জন্য ইবার নিমিত্ত দাসদাসীগণ বিশেষ শোকাকুল হইল। বিশেষতঃ মামী আপনার পুত্র-কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এত কাল ইবাকে বক্ষে করিয়া আপনার দুর্ব্বিষহ শোক কথঞ্চিৎ ভুলিয়াছিল। ইবার মৃত্যুর পর সে দিবারাত্রি নিঃশব্দে রোদন করিত। এই শোকের অবস্থায় সময় সময় মেরীর সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হইত এবং তজ্জন্য মেরী সর্ব্বদা তাহাকে ভৎসনা করিতেন। মিস্ অফিলিয়া ইবাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এখন নিঃশব্দে ও গভীরভাবে তাহার মৃত্যুশোক সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা

কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত টপ্‌সীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখন আর টপ্‌সীকে নিগ্রো বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করিতেন না; স্বীয় কন্যার ন্যায় তাহাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। টপ্‌সীর চরিত্রও ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। সে যে এক দিনের মধ্যেই সচ্চরিত্র হইয়া উঠিল, তাহা নহে। কিন্তু ইবার আচরণে তাহার মন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোন উপদেশই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিত না, এখন সেই মানসিক জড়তার ভাব বিদূরিত হইল।

এক দিন মিস্‌ অফিলিয়া টপ্‌সীকে তাঁহার নিকট আসিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। টপ্‌সী তাড়াতাড়ি তাহার জামার নীচে বুকের মধ্যে কোন একটি জিনিস লুকাইয়া রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রোজা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুই, বোধ হ'চ্চে, কোন জিনিস চুরি ক'রেছিস্‌। তাড়াতাড়ি বুকের ভিতর কি লুকাচ্ছিলি?"

টপ্‌সী বুকের ভিতর যাহা লুকাইয়াছিল, তাহা কোন মতে ছাড়িয়া দিল না; দুই হাতে চাপিয়া রাখিল। রোজা তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য জোরে হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। টপ্‌সী শুইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে রোজাকে পদাঘাত করিতে লাগিল। অফিলিয়া ও সেণ্টক্লেয়ার তাহার চীৎকারের শব্দ শুনিয়া নীচে আসিলে, রোজা বলিল যে, টপ্‌সী কি চুরি করিয়াছে। টপ্‌সী বলিল, "আমি কিছুই চুরি করি নাই।" তখন মিস্‌ অফিলিয়া টপ্‌সীকে বলিলেন যে, তোমার হাতের নীচে যাহা কিছু থাকে আমার নিকট দাও। টপ্‌সী প্রথমতঃ তাহা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু মিস্‌ অফিলিয়া দ্বিতীয়বার চাহিবামাত্র সে জামার ভিতর হইতে একটা ছেঁড়া মোজার পুটুলি তাঁহার হাতে দিল। সেই ছেঁড়া মোজার ভিতর হইতে ইবার প্রদত্ত

একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক, এবং ইবার সেই চুলের গোছা বাহির হইল। ইহা দেখিয়া সেণ্টক্লেয়ারের চক্ষে জল আসিল।

টপ্‌সী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমার কাছে থেকে এ সব কেড়ে নেবেন না।" সেণ্টক্লেয়ারের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, তিনি টপ্‌সীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে, তোমার এ সকল জিনিস কেহ নিবে না। এই বলিয়া তৎসমুদয় তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া অফিলিয়ার সহিত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, "দিদি, আমার বোধ হয়, টপ্‌সীর চরিত্র এখন সংশোধন করিতে পারিবে। যে মনে শোক-দুঃখের উদয় হয়, সে মন সহজেই সৎপথে পরিচালনা করা যাইতে পারে। তুমি এখন বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখ।"

অফিলিয়া। টপ্‌সী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমার এখন বিলক্ষণ আশা হইতেছে। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—টপ্‌সী আমার, না তোমার?

সেণ্টক্লেয়ার। কেন? টপ্‌সীকে ত আমি একবারে তোমাকে দিয়াছি।

অফিলিয়া। আইন অনুসারে সে এখন আমার নহে। আইনতঃ ইহাকে আমায় দিতে হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি! তুমি যে আইনানুসারে ইহাকে নিতে চাও, কিন্তু তোমাদের দেশের দাসত্ব প্রথা বিরোধী দল তোমাকে একঘরে করিবে। তোমাকে দাসাধিকারিণী বলিয়া মনে করিবে।

অফিলিয়া। আমাদের দেশে গিয়া আমি ইহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। আমি ইহার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছি, ইহাকে সঙ্গে করিয়া নিতে না পারিলে সমুদয় পরিশ্রম বৃথা হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি, কি অন্যায়! সুফল ফলিবে বলিয়া একটি কুকার্য্য করা—আমি ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না।

অফিলিয়া। এখন ঠাট্টা তামাসা ছাড়িয়া দিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখ। ইহাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করিয়া কোন ফল নাই। তুমি যদি ইহাকে প্রকৃত পক্ষে আমাকে দিতে চাও, তবে একবারে লেখা পড়া করিয়া দাও।

সেণ্টক্লেয়ার। আচ্ছা, লেখা পড়া করিয়াই দিব।

এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার সংবাদ পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অফিলিয়া। তবে এখনই লেখা পড়া করিয়া দাও।

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি এত ব্যস্ত হইলে কেন?

অফিলিয়া। কোন কার্য্য করিতে হইলে, পরে করিব বলিয়া রাখিয়া দেওয়া কি উচিত? যাহা করিতে হয়, এখনই করিবে। এই কালি কলম কাগজ আছে—এখনই লিখিয়া দাও।

সেণ্টক্লেয়ার স্বভাবতঃ কিছু অলস ছিলেন। 'করিব' কথাই তাঁহার মুখ হইতে শুনা যাইত, 'করিতেছি' শব্দ তিনি কখন প্রয়োগ করিতেন না। সুতরাং অফিলিয়ার ব্যস্ততা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দিদি! কি হইয়াছে বল দেখি? তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস কর না? —তুমি যে ঠিক ইহুদীদের ব্যবহার আরম্ভ করিলে!"

অফিলিয়া। আমি কাজটি একবারে পাকাপাকি করিতে চাই। তোমার মৃত্যু হইতে পারে, তুমি ঋণগ্রস্ত হইতে পার, তখন যে টপ্‌সী বিক্রয়ার্থ নিলাম গৃহে প্রেরিত হইবে!

সেণ্টক্লেয়ার। তুমি বড় হিসাবী লোক! তোমার হাতে আর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার তৎক্ষণাৎ একখানা দানপত্র লিখিয়া টপ্‌সীকে

অফিলিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং দানপত্রখানা অফিলিয়ার দিকে ধরিয়া বলিলেন, "বারমণ্টকন্যা ! গ্রহণ করুন।"

অফিলিয়া দানপত্রখানা হাতে লইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "এই ত কাজের ছেলে ! কিন্তু একজনকে ত সাক্ষী হইতে হইবে।"

"আঃ ! এ যন্ত্রণার আর শেষ নাই"—এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার দরজা খুলিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মেরী, দিদি তোমাকে এই কাগজখানায় দস্তখত করিয়া দিতে বলিতেছেন, একবার এ দিকে এস।"

মেরী কাগজখানা পড়িয়া বলিলেন, "এ আবার কি ? কি হাসির কথা ! এর আবার একটা লেখা পড়া ?—আমি কিন্তু ভাবিতাম যে, দিদি যেরূপ ধর্ম্মভীরু, তাহাতে দাস রাখার মত ভয়ঙ্কর কুকার্য্য কখনও করিবেন না। যাহা হউক, তাঁর যদি জিনিসটার জন্য সখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে ইহা দিব।"—এই বলিয়া মেরী দস্তখত করিয়া চলিয়া গেল, সেণ্টক্লেয়ার কাগজ খানা অফিলিয়ার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এখন টপ্সী সর্ব্বপ্রকারে তোমার হইল, তাহার শরীর ও আত্মা সকলই তোমার।"

অফিলিয়া। সে পূর্ব্বেও যেমন আমার ছিল, এখনও সেইরূপই আমার হইল। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই যে, ইহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারে। তবে আমি ইহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা পাইলাম।

"নূতন আইনানুসারে সে তোমার হইল"—এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া গেলেন। অফিলিয়াও দানপত্রখানি সাবধানে নিজের বাক্সে রাখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন ; কারণ, মেরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার ভাল লাগিত না।

কিছুকাল পরে মিস্ অফিলিয়া বলিলেন, "অগষ্টিন্ তোমার মৃত্যু হইলে এ দাসদাসীগণ কি ভাবে থাকিবে, তৎসম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিয়াছ ?"

সেণ্টক্লেয়ার। না, কোন বন্দোবস্ত করি নাই।

অফিলিয়া। তবে তাহাদিগকে এখন যে সুখে রাখিয়াছ, তাহাতে তাহাদের কি ফল হইবে?

এই চিন্তা সেণ্টক্লেয়ারের হৃদয়ে অনেকবার উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু করেন নাই। অফিলিয়ার কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করিব।"

অফিলিয়া। কবে করিবে?

সেণ্টক্লেয়ার। ইহার মধ্যে এক দিন করিব।

অফিলিয়া। বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে যদি তোমার মৃত্যু হয়?

সেণ্টক্লেয়ার। দিদি, কি হইয়াছে?—আমার মৃত্যুর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছ? আমার শরীরে অতিসারের লক্ষণ দেখিতেছ কি? তুমি যে অন্তিম কালের বন্দোবস্ত সব আরম্ভ করিলে!

অফিলিয়া। আমরা মৃত্যুর মুখেই পড়িয়া রহিয়াছি।

সেণ্টক্লেয়ার এই কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাতের কাগজ রাখিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বারণ্ডার দিকে দরজার নিকটে চলিয়া গেলেন। এই সকল কথা তাঁহার ভাল লাগে নাই, সেই জন্য তিনি উঠিয়া বারাণ্ডায় গেলেন। কিন্তু আপনা আপনি তাঁহার মুখ হইতে 'মৃত্যু' এই শব্দটি উচ্চারিত হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্য যে, জগতে মৃত্যু এইরূপ একটি শব্দ, একটি অবস্থা রহিয়াছে; কিন্তু আমরা তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। আজ লোকের এত আশা, ভরসা, অহঙ্কার; কিন্তু কা'ল মৃত্যুর মুখে নিপতিত হইল, চিরকালের মত চলিয়া গেল।"—ভাবিতে ভাবিতে বারাণ্ডার অন্য দিকে যাইয়া টম্‌কে দেখিতে পাইলেন। টম বাইবেল সম্মুখে করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এক

একটি করিয়া শব্দ পাঠ করিতেছিল। তিনি টমের পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "টম! আমি তোমার কাছে বাইবেল পড়িব?"

টম্ বলিল, "প্রভু! অনুগ্রহ ক'রে পড়েন, তা হ'লে ভাল হয়। আপনি পড়িলে সহজে বুঝিতে পারি।"

টম্ যে স্থানে চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিল, বাইবেলের সে স্থান হইতে সেণ্টক্লেয়ার এইরূপ পাঠ করিতে লাগিলেন ;—

"যখন সমুদয় স্বর্গীয় দূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বর-সন্তান সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি পাপীদিগকে পুণ্যাত্মা হইতে পৃথক্ করিবেন। পরে পাপীদিগের সমুচিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক বলিবেন—নরাধমগণ! দূর হও; আমি যখন তৃষিত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে বারি প্রদান কর নাই, আমি যখন ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আমাকে অন্নদান কর নাই, আমি যখন বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র দাও নাই, আমি যখন কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম, তোমরা আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর নাই। পাপিগণ এই কথা শুনিয়া বলিবে—প্রভু! আপনাকে কখন আমরা ক্ষুধিত, তৃষিত, অসহায়, রুগ্ন বা কারারুদ্ধ দেখিয়াছি এবং আপনার অভাব দূর করি নাই? এই কথা শুনিয়া তিনি বলিবেন—এই আমার ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি, তাহার প্রতি যে পরিমাণে নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছ, আমার প্রতিও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুরাচরণ হইয়াছে।"

বাইবেল হইতে এই সকল কথা পড়িতে পড়িতে সেণ্টক্লেয়ারের মন বিকম্পিত হইল। তিনি বারংবার এই স্থান পাঠ করিলেন, একাগ্রতা সহকারে সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে টম্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"টম্! আমার ন্যায় যাহারা জীবন যাপন করিতেছে, তাহারাই ত

ঈশ্বরের বিচারে এইরূপ দণ্ড পাইবে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মসুখে রত হইয়াছি, কিন্তু শত শত ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা যে অনাহারে ও নানা কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে, তৎসম্বন্ধে ভ্রমেও চিন্তা করি না।”

টম্ কোন প্রত্যুত্তর করিল না। সেণ্টক্লেয়ার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বারান্দার এদিক্ ওদিক্ হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি এমন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, চা-পান করিবার জন্য ঘণ্টা পড়িলে, তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। টম্ ঘণ্টা পড়ার কথা ক্রমে দুইবার মনে করাইয়া দিলে পর চা-পান করিতে গেলেন। চা-পানের সময় তিনি চিন্তামগ্ন ছিলেন। চা-পান শেষ হইলে পর তিনি, তাঁহার স্ত্রী মেরী ও অফিলিয়া নিঃশব্দে বসিবার ঘরে আসিলেন।

মেরী দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন, অফিলিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন, সেণ্টক্লেয়ার পিয়ানোর কাছে গিয়া ধীরে ধীরে একটী করুণ-স্বর বাজাইতে লাগিলেন। তিনি তখনও গভীর চিন্তামগ্ন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি বাজনার মুখে স্বগত কি বলিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেরাজ হইতে একখানি পুরাতন সঙ্গীত পুস্তক বাহির করিলেন এবং পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অফিলিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখ এসে, এই আমার মায়ের একখানি বই, এই মার হস্তাক্ষর। মোজার্টের বাদ্যলিপি হইতে মাতা এটি নকল করিয়াছিলেন।”

অফিলিয়া উঠিয়া দেখিতে আসিলেন। সেণ্টক্লেয়ার বলিলেন, “মা এই সঙ্গীতটি প্রায়ই গাহিতেন, আমার মনে হইতেছে যেন আমি এখন তাঁহার গান শুনিতে পাইতেছি।” এই বলিয়া সেণ্টক্লেয়ার পিয়ানোতে দু একটী গম্ভীর কর্ড বাজাইয়া তৎসঙ্গে ‘ডিস্ ইরি’ নামক পুরাতন অতি গম্ভীর একটী লাটিন সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন।

টম্ বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া গান শুনিতে পাইয়া দ্বারদেশে আসিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। সে সঙ্গীতের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বাদ্য ও গাহিবার ভাবে তাহার হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। বিশেষতঃ সঙ্গীতের করুণতর অংশ যখন সেণ্টক্লেয়ার গাহিতে লাগিলেন, তখন সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

গান সমাপ্ত হইলে সেণ্টক্লেয়ার হস্তোপরি কপোল বিন্যস্ত করিয়া স্থির চিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে অফিলিয়ার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দিদি! পরকাল সম্বন্ধীয় বিশ্বাস মানব-হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব শান্তি আনয়ন করে। কেবল অপূর্ব্ব শান্তি আনয়ন করে, তাহাই নহে; এই বিশ্বাস মনুষ্যকে সংসারের অত্যাচার, অন্যায় ব্যবহার, দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ করে। সকলের আশা রহিয়াছে যে, এক সময় সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ব্যবহার দূর হইবে।"

অফিলিয়া। আমাদের ন্যায় পাপীদের পক্ষে পরকাল ভয়ঙ্কর জিনিস।

সেণ্টক্লেয়ার। আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর বটে। আমি আজ টমের নিকট বাইবেল হইতে পরকালের বিচারের কথা পাঠ করিতেছিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আমি ভাবিতাম যে, কুকার্য্য করাই পাপ, এবং ভয়ঙ্কর কুকার্য্যের ফলেই লোক স্বর্গধাম হইতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু বাইবেলের মত তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে সৎকার্য্য না করাই ঘোর পাপ, এই পাপ জন্যই পরলোকে অসদ্গতি লাভ করিতে হয়।

মিস্ অফিলিয়া। আমার বোধ হয়, এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সৎকার্য্য না করে, সে অসৎকার্য্য না করিয়াই পারে না। এখানে মনুষ্যের পক্ষে সৎ অসৎ এই দুইটি পথ রহিয়াছে। সৎ পথে না চলিলেই অসৎ পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

সেণ্টক্লেয়ার ব্যাকুল চিত্তে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে—তবে যে ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের হৃদয়, তাঁহার উচ্চ শিক্ষা এবং সমাজের অভাবরাশি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াও কোন মহৎ ব্রতে ব্রতী করিতে পারে নাই, যে নিতান্ত উদাসীন দর্শকের ন্যায় শত শত মানবের যন্ত্রণা, দুর্গতি, অবিচার ও অত্যাচারপীড়া দর্শন করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া স্বপ্ন-সাগরে ভাসমান রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে ?"—

অফিলিয়া। আমি ত বলি যে, সে ব্যক্তির পক্ষে অনুতাপ পূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

সেণ্টক্লেয়ার। (ঈষৎ হাসিয়া) যেটি খাঁটি কাজের কথা, যেটি আসল জিনিস, তুমি চিরকালই সেইটি ধর। দিদি, তুমি চিন্তা ও আলোচনার জন্য আমাকে একটু সময় দিতে চাও না। আমার দীর্ঘ চিন্তার স্রোত বন্ধ করিয়া দিয়া তুমি আমাকে প্রকৃত বর্ত্তমানের দিকে ফিরাইয়া নিয়া যাও। তোমার চক্ষের সম্মুখে এক অনন্ত বর্ত্তমান বিরাজ করিতেছে।

অফিলিয়া। আমার এই মত যে, যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা এখনই করিতে হইবে। এখন এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত ভিন্ন অন্য কোন সময়ের উপর মনুষ্যের অধিকার নাই।

সেণ্টক্লেয়ার। প্রাণের ইবা আমার মঙ্গল সাধনের জন্য, আমাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল।

ইবার মৃত্যুর পর সেণ্টক্লেয়ার আর কখন ইবার সম্বন্ধে অধিক কথা বলেন নাই; কিন্তু এখন অত্যন্ত গভীর শোক বলপূর্ব্বক অবরোধ করিয়াই এই কয়টি কথা বলিলেন। তখনই আবার বলিলেন,—

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার এই মত যে, মানুষ দেশ-প্রচলিত সর্ব্ব-প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার, দুঃখ ও কষ্ট

নিবারণার্থ আত্মোৎসর্গ না করিলে, দেশ-প্রচলিত কুপ্রথা সকল সমূলে উৎপাটন করিতে যত্ন না করিলে, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিতে চেষ্টা না করিলে, জগদ্বাসী সমুদয় নরনারীর তুল্যাধিকার সংস্থাপনার্থ সংগ্রামে প্রস্তুত না হইলে এবং এই সংগ্রামে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম না হইলে, তাহার কখন ধর্ম্মজীবন লাভ হইল না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত, যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার ইত্যাদি সমাজের দোষ সকলকে উপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন।"

অফিলিয়া। তুমি ত সকলই সুন্দররূপে বুঝিতে পার, তবে তুমি ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চেষ্টা কর না কেন ?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি সকল বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু আমার সহৃদয়তা এই মাত্র যে, আমি নিজে কোন কার্য্য করিব না, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পড়িয়া থাকিব, এবং ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে কেন ধর্ম্মবীর হয় না, কেন সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয়, এই জন্য তাহাদিগের প্রতি গালি বর্ষণ করিব। অন্য লোকের যে কর্ত্তব্যের জন্য—ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করা উচিত, সেটি আমি বেশ বুঝি, এবং তাহারা কর্ত্তব্য প্রতিপালন করে না বলিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করি। কিন্তু নিজে কিছুই করিব না।

অফিলিয়া। এখন হইতে কি তুমি নূতন ভাবে জীবন চালাইবে ?

সেণ্টক্লেয়ার। ভবিষ্যতের কথা পরমেশ্বর জানেন। তবে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। কারণ, আমি আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। যাহার কিছু হারাইবার নাই, তাহার আর বিপদের ভয় কি ?

অফিলিয়া। তুমি এখন কি করিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছ ?

সেণ্টক্লেয়ার। আমি আমার নিজের দাসদাসীদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সমুন্নত করিতে চেষ্টা করিব। পরে, ক্রমে যাহাতে আমাদের দেশ হইতে এই দাসত্ব প্রথা রহিত হয়, তাহারই উপায় দেখিব।

অফিলিয়া। তুমি কি মনে কর, সমগ্র দেশ স্বেচ্ছাক্রমে এ প্রথা রহিত করিবে ?

সেণ্টক্লেয়ার। তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে আজকা'ল ত্যাগ স্বীকার এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত নানা স্থানেই পরিলক্ষিত হইতেছে। সে দিন ইয়োরোপে হাঙ্গেরীর ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিয়া ভূমিহীন প্রজাদিগকে ভূমির স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহারা নিতান্ত পরাধীন ছিল। তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। আমাদের দেশে কি দুই চারিটি সহৃদয় লোক পাওয়া যাইবে না, যাঁহারা জাতীয় গৌরব ও ন্যায়ের জন্য অর্থক্ষতি সহ্য করিবেন ?

অফিলিয়া। আমার বিশ্বাস হয় না—ইংরাজ জাতি বড় অর্থপিশাচ। বরং ফরাসি জাতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর সহৃদয়।

এই সকল কথা-বার্ত্তা সমাপ্ত হইলে পর সেণ্টক্লেয়ার অফিলিয়াকে বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন আজ আমার মাকে বার বার মনে পড়িতেছে। আমার বোধ হইতেছে যেন, তিনি আমার অতি নিকটে আছেন।" এই বলিয়া কিয়ৎকাল গৃহমধ্যে পদচারণ করিলেন, পরে বলিলেন, "আমি একবার রাস্তায় বাহির হইয়া আজকার খবর জানিয়া আসিব।"—এই বলিয়া টুপী হাতে করিয়া বাহির হইলেন। টম্

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সেণ্টক্লেয়ার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "টম্! আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, তোমার সঙ্গে যাইবার দরকার নাই।"

টম্ বারাণ্ডায় বসিয়া রহিল। তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা হইয়াছে। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে ধরণীতল বিধৌত। টম্ সেই চন্দ্রালোকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল যে, আর কয়েক দিন পরেই সে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার স্বীয় পুত্রের কথা মনে পড়িল, অন্তরে নব নব আশা সমুদিত হইতে লাগিল; মনে করিল যে, নিজে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন-পূর্ব্বক পত্নীকে ও সন্তানগণকেও দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবে। এই চিন্তাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে আনন্দ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবার স্বীয় প্রভু সেণ্টক্লেয়ারের সহৃদয়তা ও দয়া স্মরণ হইবামাত্র হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হইল, তাহার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের নিমিত্ত সে যে সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত, তজ্জন্য বিশেষ আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতে লাগিল। ইহার কিছুকাল পরেই ইবাকে স্মরণ হইল। বোধ হইল যেন, ইবা স্বর্গ-দূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে টম্ ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যেন নানাবিধ পুষ্পমালায় সুসজ্জিত হইয়া ইবা তাহার নিকটে আসিতেছে। তাহার মুখকমল অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছে, তাহার নয়নদ্বয় অজস্র সুধা বর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে পৃথিবী হইতে গগনমণ্ডলে উড্ডীন হইল, তাহার গণ্ডদ্বয় মলিন হইয়া পড়িল, তাহার চক্ষু হইতে ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইবা নয়নের অদৃশ্য হইবামাত্র টম্ জাগরিত হইল, জাগিয়াই গৃহদ্বারে অনেক লোকের গোলমাল শুনিয়া দ্রুতপদে দ্বার উন্মোচন করিতে গেল। দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র দেখিল, কতকগুলি লোক বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি মনুষ্যদেহ স্কন্ধে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মৃতকল্প লোকটির মুখের প্রতি টম্ দৃষ্টিপাত করিয়াই নৈরাশ্য ও দুঃখের সহিত উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। যে সকল লোক মুমূর্ষু ব্যক্তিকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে স্থানে অফিলিয়া বসিয়াছিলেন, সেইখানে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

সায়ংকালিক সংবাদ পত্র পাঠ করিবার জন্য সেণ্টক্লেয়ার কোন একটি কাফিগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে বসিয়া তিনি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে দুইটি ভদ্রলোক সুরাপানে মত্ত হইয়া পরস্পর মারামারি করিতেছিলেন। সেণ্টক্লেয়ার ও অন্যান্য দুইটি লোক তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহাদের একজনের হস্তে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল, হঠাৎ সেই ছুরীর আঘাত সেণ্টক্লেয়ারের পার্শ্ব দেশে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন সমাগত এই সকল লোক তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া এই বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

সেণ্টক্লেয়ার এইরূপে মুমূর্ষু অবস্থায় গৃহে আনীত হইলে, গৃহস্থিত সমুদয় দাস-দাসীর চীৎকারে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কেহ বা ভূমিতলে লোটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা উন্মত্তের মত কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া চলিল। কেবল মিস্ অফিলিয়া ও টম্ বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে সেণ্টক্লেয়ারের চৈতন্য সম্পাদনার্থ নানা উপায় দেখিতে লাগিলেন। অফিলিয়ার আদেশানুসারে টম্ তৎক্ষণাৎ একখানি শয্যা প্রস্তুত করিল এবং সেণ্টক্লেয়ারকে সেই শয্যার উপর

রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা সংজ্ঞা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এবং চক্ষু মেলিয়া একে একে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে গৃহস্থিত তাঁহার জননীর আলেখ্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি সংস্থাপিত হইলে, অনিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনতি-বিলম্বেই চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার আঘাত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকের মুখের ভাব-ভঙ্গীতেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, জীবনাশা একেবারেই নাই। চিকিৎসক আহত স্থান বাঁধিতে লাগিলেন, টম্ ও মিস্ অফিলিয়া বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। অন্যান্য দাস-দাসীগণ সকলেই নানা প্রকার বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিল। চিকিৎসক বলিলেন যে, এই সকল দাস-দাসীকে বাহির করিয়া দিয়া রোগীকে নির্জ্জনে রাখিতে হইবে।

এই সময়ে সেণ্টক্লেয়ার আবার চক্ষু মেলিলেন। যে সকল দাস-দাসীকে চিকিৎসক ও অফিলিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন, তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হা নিরাশ্রয় হতভাগ্যগণ!"—এই কথা বলিবার সময় বোধ হইল যেন তাঁহার হৃদয়ে ঘোর আত্মগ্লানির অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। দাসদিগের মধ্যে আড়্-লফ্ কোন ক্রমেই স্থানান্তরে যাইতে সম্মত হইল না, সেই গৃহে ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। অন্যান্য দাস-দাসীদিগকে মিস্ অফিলিয়া যখন বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, তাহারা স্থানান্তরে না গেলে তাহাদের প্রভুর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেণ্টক্লেয়ারের বাক্‌শক্তি একেবারে রহিত হইয়া আসিল। তিনি মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দৃষ্টে বোধ হইতে-

লাগিল যেন দুর্ব্বিষহ অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তাঁহার পার্শ্বে টম্ জানু পাতিয়া বসিয়াছিল। সেণ্টক্লেয়ার কিছুকাল পরে টমের হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"আঃ টম্ চিরদুঃখী!"

টম্ ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিল—

"প্রভু কি চান্?"

সেণ্টক্লেয়ার অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। প্রার্থনা—প্রার্থনা কর।"

এই কথা শুনিয়া চিকিৎসক বলিলেন, "এক জন পাদ্রী ডাকিয়া আনিব?"

সেণ্টক্লেয়ার মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং আবার টম্‌কে বলিলেন, "টম্ প্রার্থনা কর।"

গভীর বিষাদপূর্ণ দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে, একান্ত ব্যাকুল প্রাণে টম্ পরলোকগমনোন্মুখ আত্মার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। টমের প্রার্থনা শেষ হইলেও সেণ্টক্লেয়ার তাহার হস্ত ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইতে লাগিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও টমের হাত ধরিয়া রহিলেন, তাঁহার জীবনবায়ু শেষ হইয়া আসিল, সেই অনন্ত অমৃত রাজ্যের দ্বারদেশে শ্বেত হস্ত প্রগাঢ় স্নেহের সহিত কৃষ্ণ হস্ত ধারণ করিয়া রহিল।

মৃত্যুকালেও মাতার সেই প্রিয় সঙ্গীতটি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নড়িতে দেখিয়া চিকিৎসক বলিলেন, "ইঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে!" সেণ্টক্লেয়ার তখন একটু সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "না বিক্ষিপ্ত হয় নাই, সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, অসত্য হইতে সত্যের দিকে পরিচালিত হইতেছে, স্বগৃহে প্রবেশ করিতেছে।"

এই কয়েকটী কথা বলিতে যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই সেণ্টক্লেয়ারের শরীর একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মৃত্যুর মলিন ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত করিল। কিন্তু এই মলিন ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত শান্তির বিকাশে সেই মুখ মধুর কান্তি ধারণ করিল। বোধ হইল যেন স্বর্গ হইতে কোন দয়াদ্র´ আত্মা সহসা অবতীর্ণ হইয়া শান্তির মৃদুল প্রভায় তাঁহার মুখমণ্ডল অনুরঞ্জিত করিয়াছিল।

মৃত্যুকালে সেণ্টক্লেয়ারের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। "জননী!" এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিল; সম্মুখে স্বীয় জননীকে দেখিয়া যেন দুগ্ধপোষ্য বালক মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া পড়িল!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনাথ ও অনাথা

দাসাধিকারিগণের মৃত্যু হইলে কিংবা তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, তাহাদের ক্রীতদাসদিগের ঘোর বিপদ্‌ উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় মৃত মনীবের উত্তরাধিকারিগণ কিংবা তাহাদের উত্তমর্ণ এই হতভাগ্য নিরাশ্রয় অনাথ ও অনাথা দাস এবং দাসীদিগের প্রায়ই নিলামে বিক্রয় করিয়া থাকে। তখন মাতার বক্ষ হইতে সন্তানকে, স্বামীর সংসর্গ হইতে স্ত্রীকে এ জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। শিশু পিতৃহীন হইলে তাহার আত্মীয় স্বজন তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন, দেশ প্রচলিত আইন অনু-

সারে সে মনুষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু ক্রীতদাসদিগের কোন প্রকার মনুষ্যের অধিকার নাই; গৃহ সামগ্রী কিংবা অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় ইহাদিগের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

সেণ্টক্লেয়ারের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দাসদাসীগণ নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। সকলেই ভাবিতে লাগিল,—না জানি কোন নিষ্ঠুর মনীবের হাতে পড়িব। সেণ্টক্লেয়ারের মত দয়ালু মনীব এই দাসত্বপ্রথা প্রচলিত দেশে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। এইরূপ সহৃদয় মনীব হারাইয়া হতভাগ্য দাস-দাসীগণ যে কি প্রকারে শোকাভিভূত হইল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

মেরী সেণ্টক্লেয়ার আত্ম-প্রশ্রয় দ্বারা শরীর মন নিতান্ত নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু সময়ে ধীর চিত্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; পরন্তু ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যাঁহার সহিত মেরী পবিত্র, নিগূঢ় উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি পত্নীর বিনা সম্ভাষণে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মিস্ অফিলিয়া সেণ্টক্লেয়ারের মৃত্যু পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে যথাশক্তি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেন। অফিলিয়া ভিন্ন এই নিরাশ্রয়া দাসদাসী-গণের প্রতি করুণ নেত্রে একবার দৃষ্টিপাত করে এমন আর একটি লোকও রহিল না। সুতরাং এখন সকলেই ব্যাকুল চিত্তে অফিলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেণ্টক্লেয়ারের মৃত শরীর সমাধিক্ষেত্রে সংস্থাপন করিবার সময় তাঁহার বক্ষঃস্থলে একটী স্ত্রীলোকের একখানি ক্ষুদ্র ছবি এবং তাহারই পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত এক গোছা চুল পাওয়া গেল। সমাধিকালে শত আশাময়, স্বপ্নময় তরুণ জীবনের স্মৃতিচিহ্ন সেই জীবনশূন্য বক্ষঃস্থলেই সংস্থাপিত হইল।

টমের হৃদয় পরকাল-চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সেণ্টক্লেয়ারের আকস্মিক মৃত্যু নিবন্ধন তাহাকে যে আজীবন দাসত্ব শৃঙ্খলেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে, এই সময়ে এ কথা তাহার মনে একবারও উপস্থিত হইল না। প্রভুর মৃত্যু-সময়ে সে তাঁহার আত্মার মঙ্গলার্থ বিশেষ আগ্রহ সহকারে, প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল। প্রার্থনার পর তাহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, সুতরাং এখন সে মনে মনে বিশেষ শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ পরিচ্ছদের আড়ম্বর, পাদ্রিদিগের অভ্যস্ত প্রার্থনা এবং বাহিরের গাম্ভীর্য্য-সহকারে সেণ্টক্লেয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইল। তখন "অতঃপর কি করিতে হইবে?" এই চিরাগত প্রশ্ন সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইল।

মেরী দাসীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা রকম শোক-সূচক কৃষ্ণবস্ত্রের নমুনা দেখিতেছেন, তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। মিস্ অফিলিয়ার মনেও এই প্রশ্নের উদয় হইল; তিনি উত্তর প্রদেশের স্বীয় পিতৃভবনে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু অনাথ ও অনাথা দাসদাসীদিগের অন্তরে এই প্রশ্নের উদয় হইবামাত্র তাহাদিগের প্রাণ শুকাইয়া গেল। যাঁহার হস্তে তাহাদিগের ভার পতিত হইয়াছে, তাঁহার নিষ্ঠুরতার কথা কেহই অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাহারা বিলক্ষণ জানিত যে, কেবল সেণ্টক্লেয়ারের প্রতিবন্ধকতায়ই মেরী এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন আর তাহাদের নিস্তার নাই।

সেণ্টক্লেয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সপ্তাহদ্বয় পরে এক দিন অফিলিয়া তাঁহার গৃহে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহদ্বারে কে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সুন্দর বর্ণসঙ্কর বালিকা রোজা দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার চুলগুলি

এলাইয়া পড়িয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রোজা জানু পাতিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"মিস্ ফিলি, একবার মিস্ মেরীর নিকট গিয়া আমার জন্য দুটো কথা বলুন, আমায় রক্ষা করুন। আমাকে বেত মারবার জন্য দণ্ডগৃহে পাঠিয়ে দিচ্চেন—এই দেখুন।" এই বলিয়া, মিস্ অফিলিয়ার হস্তে একখানি কাগজ দিল।

মিস্ অফিলিয়া সেই কাগজ পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, মেরী দণ্ড-গৃহের কার্য্যাধ্যক্ষকে আদেশ করিয়াছেন, যেন রোজাকে পনরটি বেত্রাঘাত দেওয়া হয়। মিস্ অফিলিয়া রোজাকে বলিলেন, "তুমি কি অপরাধ করিয়াছিলে?"

রোজা বলিল, "মিস্ ফিলি, আমার বড় খারাপ মেজাজ, অল্পেই রাগ হয়। আমি ঠাকুরাণীর কাপড় নিজে গায় দিয়ে দেখ্ছিলুম, তাই ঠাক্রুণ আমার গালে চপেটাঘাত করিলেন। আমার রাগ হ'ল, ভাল মন্দ না ভেবে মনীব ঠাক্রুণকে বেয়াদবের মত কি ব'লেছিলুম! তাতে ঠাক্রুণ বল্লেন, "দেখিস এখন তোর উঁচু মাথা কেমন হেঁট করাব, তখন জান্বি আমি কে, এত দিন আদর পেয়ে বড় অহঙ্কার বেড়েছে, এ অহঙ্কার বড় অধিক দিন থাক্বে না।"

মিস্ অফিলিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন রোজা আবার বলিতে লাগিল, "মিস্ ফিলি, আমি মারের জন্য ভাব্ছি না।" আমাকে ঘরে ব'সে ঠাক্রুণ কিম্বা আপনি যদি পঞ্চাশ বেত মার্তেন, তাতে কোন লজ্জা নাই; কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, আমার গায়ের কাপড় খুলে একটা জঘন্য পুরুষ আমাকে মার্বে, এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি আছে?"

মিস্ অফিলিয়া পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলেন যে, দাসত্বপ্রথাবলম্বী প্রদেশ-

সমূহে দাসাধিকারিগণ বালিকা এবং যুবতী দাসীদিগকে অতি জঘন্যপ্রকৃতি পুরুষদিগের নিকট দণ্ড প্রার্থনার্থ প্রেরণ করে। মিস্ অফিলিয়া অনেক-বার শুনিয়াছিলেন যে, এই হতভাগিনীকে এই প্রকার দণ্ড প্রাপ্তি উপলক্ষে লজ্জাশীলতা, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ দণ্ডপ্রদান উপলক্ষে স্ত্রীলোকদিগের যে কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা দণ্ডের কথা শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আজ ভয়ে ও দুঃখে বিবর্ণমুখ, কম্পিতদেহ রোজাকে দেখিয়া সকল বুঝিতে পারিলেন। সাধুস্ত্রীজনোচিত, নিউ ইংলণ্ডের স্বাধীনপ্রকৃতিসুলভ ঘৃণায় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু চিরাভ্যস্ত আত্মসংযম এবং পরিণামদর্শিতা-সহকারে তিনি কাগজখানি হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক রোজাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি এইখানে বসিয়া থাক, আমি তোমার মনীব ঠাকুরাণীর নিকট যাইতেছি।"

যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, "কি লজ্জাকর! কি ভয়ঙ্কর! কি পৈশাচিক কাণ্ড!"

অফিলিয়া মেরীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেরী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ইজীচেয়ারে বসিয়া আছেন, মামী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইতেছে, জেন্ ভূমিতলে বসিয়া তাঁহার পা টিপিতেছে।

মিস্ অফিলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া মেরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, মুহূর্ত্ত পরে বলিলেন, "জানি না, দিদি; বোধ হয় যেমন বরাবর থাকি তেমনই আছি।"

মিস্ অফিলিয়া। আমি রোজার সম্বন্ধে তোমার কাছে একটী কথা বলিতে আসিয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া মেরীর সেই অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র এখন বিলক্ষণ

বিস্ফারিত হইল, মুখ আরক্ত হইল, কর্কশ স্বরে বলিলেন, "রোজার সম্বন্ধে কি কথা ?"

অফিলিয়া। রোজা তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ করিতেছি।

মেরী। অনুতাপ করিতেছ ? আরও অনুতাপ করিতে হইবে। আমি অল্পে ছাড়িব না। আমি অনেক দিন ধরিয়া ছুঁড়ীর ধৃষ্টতা সহ্য করিয়াছি, এবার আমি এটাকে আচ্ছা ক'রে দুরস্ত করিব, একেবারে ধূলিশায়ী করিব !

অফিলিয়া। কিন্তু অন্য কোন প্রকারে কি শাস্তি দিতে পার না ?— এইরূপ লজ্জাজনক শাস্তি না দিয়া আর কোন প্রকার দণ্ড দাও।

মেরী। আমি ত লজ্জাই দিতে চাই, লজ্জা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এ ছুঁড়ী আজীবন শীলতা, সৌন্দর্য্য, ভদ্রমহিলা-সুলভ রীতিনীতির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আপনার প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে। আমি এমন শিক্ষা দিব যে, সব অহঙ্কার চূর্ণ হইবে।

অফিলিয়া। কিন্তু ভগিনি, এটা বিবেচনা করিয়া দেখ যে, কোন তরুণ বয়স্কা রমণীর লজ্জা ও চরিত্রের কোমলতা নষ্ট করিয়া দিলে তাহার অধঃপাতের পথ খুলে দেওয়া হয়।

মেরী। (ঘৃণার সহিত হাস্য করিয়া) লজ্জা ! কি কথা ! এদের মত লোকদের লজ্জা, চরিত্রের কোমলতা ! আমি ওকে বুঝাইয়া দিব যে, রাস্তায় রাস্তায় শতচ্ছিন্ন মলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিয়া যে স্ত্রীলোকগুলো যাতায়াত করে, তাহাদের চেয়ে ও কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়। আমার কাছে ও-সব ভদ্র লোকের ঠাট চলিবে না।

অফিলিয়া। এই নিষ্ঠুরতার জন্য পরমেশ্বরের কাছে জবাবদিহী করিতে হইবে।

মেরী। নিষ্ঠুরতা? বুঝিয়ে বল দেখি কোন্ খানটায় নিষ্ঠুরতা হইল? আমি মাত্র পনরটি বেত মারিতে বলিয়াছি; তবু বলিয়াছি, যেন বেশী জোরে মারা না হয়। আমি ত ইহাতে কোন নিষ্ঠুরতা দেখিতেছি না।

অফিলিয়া। না, কিছুমাত্র নিষ্ঠুরতা নয়! আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এ দণ্ড অপেক্ষা স্ত্রীলোকমাত্রেই মৃত্যু শতগুণে বাঞ্ছনীয় মনে করিবে।

মেরী। তোমার হৃদয়ে এরূপ ভাব হইতে পারে, কিন্তু এ সব দাসী-দের এ রকম দণ্ড ভোগ করার অভ্যাস আছে। এরূপ শাস্তি না দিলে এদের বাধ্য রাখা যায় না। একবার ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিলে ইহারা মাথায় উঠিয়া বসে। এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রশ্রয় পাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি এখন হইতে ইহাদিগকে শাসনে রাখিব। যে যখন অন্যায় করিবে, তৎক্ষণাৎ তাকে দণ্ডগৃহে পাঠাইয়া দিব।

জেন্ মেরীর পা টিপিতেছিল, মেরীর কথা শুনিয়া তাহার প্লীহা চম্‌কিয়া উঠিল; ভাবিল, শেষ কথাটা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, রোজার পর তাহাকেই হয় ত দণ্ডগৃহে যাইতে হইবে।

মিস্ অফিলিয়া মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলেন যে, মেরীর সঙ্গে বিবাদ করিলে কোন ফল নাই, সুতরাং ধীরে ধীরে স্বীয় প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। রোজার দুঃখে তিনি এত দুঃখিত হইলেন যে, মেরী যে তাঁহার অনুরোধ রাখেন নাই, রোজার নিকট গিয়া আর এ কথা বলিতে পারিলেন না।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে এক জন কৃষ্ণকায় দাস মেরীর আজ্ঞানুসারে রোজাকে ধরিয়া দণ্ডগৃহে লইয়া গেল। রোজা কত কাকুতি মিনতি

করিতে লাগিল, কত কাঁদিল, কিন্তু কিছুতেই মেরীর পাষাণ মন গলিল না।

আড্‌লফের প্রতি মেরীর বিশেষ ক্রোধ ছিল; কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার কোন দাসদাসীকে বেত্রাঘাত করিতে দিত না, সুতরাং, এ পর্য্যন্ত আড্‌লফ্‌কে কোন প্রকার দণ্ড দিতে পারেন নাই। সেণ্টক্লেয়ারের মৃত্যুর পর আড্‌লফ দুঃখ ও নৈরাশ্যে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। মেরীর ভয়ে তাহার প্রাণ এখন সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিত। মেরী সেণ্টক্লেয়ারের ভ্রাতা আলফ্রেড ও স্বীয় উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, বাটী সহিত সেণ্টক্লেয়ারের দাস-দাসী সকল বিক্রয় করিয়া, কেবল যে সকল দাস-দাসী মেরীর নিজের সম্পত্তি তাহাদিগকে লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিবেন। আড্‌লফ্‌ এই কথা শুনিতে পাইয়া এক দিন টমের কাছে গিয়া বলিল, "টম্‌! তুমি কি জান যে, ঠাকুরাণী আমাদিগকে বিক্রয় করিবেন?"

টম্‌। তুমি এ কথা কার কাছে শুন্‌লে?

আড্‌লফ্‌। গিন্নী যখন উকীলের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, তখন পর-দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে শুন্‌ছিলাম। আর ক'দিন পরেই আমাদের নিলামে বেচে ফেল্‌বে।

টম্‌ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

আড্‌লফ বলিল, "আর এমন মনীব পাব না। কিন্তু মেম সাহেবের কাছে থাকার চেয়ে বিক্রী হওয়াই ভাল।"

টমের হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হইল, আর কোন কথা না বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল, বুঝি বহু কষ্টের পর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে। অচিরে স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু কি হইতে কি হইল! কূলে নামিতে না নামিতে নৌকা অতলে ডুবিয়া গেল।

স্বাধীন হইবে বলিয়া এত আশা ছিল, তাহার পরিণাম এই হইল! টম্ স্বাধীনতা বড় অমূল্য ধন বলিয়া জানিত, তথাপি ঈশ্বর-নির্ভর অক্ষুণ্ণ রহিল, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিল, "প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" কিন্তু এই বাক্য বলিবার সময়, তাহার প্রাণ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে টম্ মিস্ অফিলিয়ার প্রকোষ্ঠে গেল। ইবার মৃত্যুর পরে মিস্ অফিলিয়া টমের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতেন। টম্ মিস্ অফিলিয়ার নিকটে গিয়া বলিল, "মিস্ ফিলি, মেস্তর সেণ্টক্লেয়ার অঙ্গীকার ক'রেছিলেন যে, আমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত ক'রে দেবেন। তাঁর উকীলের সঙ্গে এর লেখা পড়াও আরম্ভ হয়েছিল। এখন আপনি যদি গিয়ে মেম সাহেবের নিকট বলেন তা হ'লে তিনি মৃত প্রভুর অঙ্গীকার রক্ষা কোত্তে পারেন।" অফিলিয়া বলিলেন, "টম্! আমি তোমার জন্য তোমার প্রভুপত্নীর নিকট অনুরোধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার যে কোন উপকার হবে, এমন বিশ্বাস হয় না।"

মিস্ অফিলিয়া টম্‌কে এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, হয় ত রোজার জন্য অনুরোধ করিবার সময় তিনি কিছু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই মেরী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই; সুতরাং আজ মিষ্ট কথায় মেরীকে তুষ্ট করিতে পারিলে হয় ত টম্‌কে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইবেন। এই ভাবিয়া দয়াবতী অফিলিয়া মেরীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মেরী তখন শয্যায় ছিলেন, জেন্ নাম্নী দাসী তাঁহার নিকট নানা রকমের কাল কাপড়ের নমুনা দেখাইতেছিল। মেরী নমুনা গুলির মধ্যে একটা বাছিয়া লইয়া বলিলেন, "এটা মন্দ নয়, কিন্তু এটা ঠিক শোকসূচক কি না আমি নিশ্চিত জানি না।"

জেন্ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "সে কি? এটা শোকসূচক নয়? সেই সে দিন জেনারেল ডার্ব্বেনন্ সাহেব ম'রে যাবার পর তাঁর মেম এই কাপড় প'র্‌তেন। এ প'র্‌লে দিব্বি দেখায়। ইহাতে দর্শকের মন আকৃষ্ট হয়।"

মেরী অফিলিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর?"

অফিলিয়া বলিলেন, "যেখানে যেমন রীতি। এ বিষয়ে আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান।"

মেরী। আসল কথাটা কি, আমার পরিবার উপযুক্ত একটিও পোষাক নাই। তাহাতে আবার আমি আগামী সপ্তাহেই চলিয়া যাইতেছি, কাজে কাজেই কোন এক রকমের কাপড় আপাততঃ পছন্দ করিয়া লইতে হইতেছে।

অফিলিয়া। তুমি এত শীঘ্রই যাইবে?

মেরী। হাঁ, সেণ্টক্লেয়ারের ভাই লিখিয়াছেন, আর আমাদের উকীল বলিতেছেন যে, দাস-দাসী ও গৃহসামগ্রী নিলামে বিক্রয় করাই কর্ত্তব্য।

অফিলিয়া। তোমার কাছে আমার একটি কথা বলিবার ছিল। অগষ্টিন্ টম্‌কে স্বাধীন করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এমন কি, সে জন্য আইনানুযায়ী লেখাপড়াও আরম্ভ হইয়াছিল। আশা করি, তুমি একটু যত্ন করিয়া মুক্তিপত্রটা উকীল দ্বারা শীঘ্র শীঘ্রই লেখাইয়া লইবে।

মেরী। বটে! আমি তেমন কাজ করিবার লোক নাই। টমের অনেক মূল্য হইবে, টম্‌কে কোন মতেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আর টমের স্বাধীনতারই বা কি দরকার? টম্ যে অবস্থায় আছে, স্বাধীন হইয়া কখনও তত ভাল অবস্থায় থাকিতে পারিবে না।

অফিলিয়া। কিন্তু টমের একান্ত ইচ্ছা যে, সে স্বাধীন হয়; টমের প্রভুও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাহাকে স্বাধীনতা দিবেন।

মেরী। টমের ইচ্ছা হইতে পারে। এরা না কি কোন অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তাই এদের সকলেরই এই রকম ইচ্ছা হইয়া থাকে। আমি সর্ব্বদা দাসত্ব উন্মোচনের বিরোধী। যত দিন নিগ্রো গুলি কোন প্রভুর অধীন থাকে, তত দিন সচ্চরিত্র থাকে; কিন্তু যাই ইহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, অমনি ইহারা অলস হইয়া পড়ে, মদ খাইতে আরম্ভ করে, এবং যতদূর সম্ভব জঘন্য হইয়া যায়। আমি এমন শত শত বার দেখিয়াছি। দাসদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলে, তাহাদিগের প্রতি বাস্তবিক দয়া প্রকাশ করা হয় না, বরং তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট করা হয়।

অফিলিয়া। কিন্তু টম্ সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী, ধার্ম্মিক।

মেরী। ওঃ! ও সব কথা বলিয়া আর আমাকে ভুলাইতে হইবে না! আমি অমন শত শত ধার্ম্মিক দাস দেখিয়াছি। যত দিন প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের অধীন থাকিবে, তত দিনই ভাল থাকিবে, এই সার কথা।

অফিলিয়া। কিন্তু তুমি যখন একে নিলামে বিক্রয় করিবে, তখন কোন নিষ্ঠুর প্রভু হয় ত ইহাকে কিনিয়া লইবে, সেটাও বিবেচনা করিয়া দেখ।

মেরী। ও সব কেবল কথার কথা। ভাল চাকর হইলে শতেকের মধ্যে একজনও মন্দ প্রভু পায় কি না সন্দেহ স্থল। লোকে যতই বলুক না কেন, প্রায় সকল মনীবই ভাল। আমি জন্মাবধি এই দক্ষিণ প্রদেশে আছি, আমি এ পর্য্যন্ত এমন মনীব দেখি নাই, যিনি দাসদিগের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করেন না। টমের ভবিষ্যৎ প্রভু যে টমের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে, আমি তাহা বিশ্বাস করি না।

অফিলিয়া। আচ্ছা, তাহা যেন না হইল। কিন্তু সেণ্টক্লেয়ার মৃত্যুর

অব্যবহিত পূর্ব্বে টম্‌কে দাসত্বমুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন. তিনি ইবার মৃত্যুকালে ইবার নিকটেই এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, অতি শীঘ্রই টম্‌কে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। স্বামী ও কন্যার অন্তিম-কালের বাসনা অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাদের কৃত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিতে তোমার কোন অধিকার আছে কি?

এই কথার উপর মেরী আর একটি কথাও না বলিয়া, রুমালে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পাছে কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন এই জন্য বার বার অ্যামোনিয়ার ঘ্রাণ লইতে লইতে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "সকলেই আমার সঙ্গে বাদ সাধে, কেহই আমার দুঃখ ভাবে না। আমি কখনও ভাবি নাই যে, তুমি আমার মনে আবার শোকের স্মৃতি জাগাইয়া দিতে আসিবে। তুমিও আমার মনে কষ্ট দিতে একটু কুণ্ঠিত হইলে না! কিন্তু আমার কথা কে ভাবে? আমার অবস্থাই বা কে বোঝে? আমার একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেটির মৃত্যু হইল; তার পর আমার স্বামী—ঠিক আমার মনের মত স্বামীটি—আমার মনের মত লোক মিলাও দুর্ঘট—সেই স্বামীর মৃত্যু হইল। তোমার প্রাণে এক বিন্দুও মমতা নাই, তাই তুমি আমার স্বামী কন্যার উল্লেখ করিয়া আমার শোকের আগুন প্রজ্বলিত করিয়া দিলে।"

মেরী দ্বিগুণতর বিক্রমে কাঁদিতে লাগিলেন, হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দিল, মামীকে বলিতে লাগিলেন,—

"জানালা খুলিয়া দাও—কর্পূরের শিশিটা লইয়া আইস—আমার মাথায় জল ঢাল—আমার গাত্রবস্ত্র শিথিল করিয়া দাও—"

চারিদিকে এক মহাহুলস্থুলকাণ্ড ও তোলপাড় উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মিস্ অফিলিয়া প্রাণ লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন।

মিস অফিলিয়া দেখিলেন, মেরীর সহিত বাক্যব্যয় করা নিতান্ত

বৃথা। মূর্চ্ছা আনয়নে মেরীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। অতঃপর যখনই দাস দাসীদিগের সম্বন্ধে সেণ্টক্লেয়ার ও ইবার ইচ্ছা তাঁহার নিকটে উল্লেখ করা হইত, তখনই তিনি এক মহাকাণ্ড উপস্থিত করিতেন। মিস্ অফিলিয়া টমের মুক্তির আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, মিসেস্ শেলবির নিকট টমের দুঃখের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন এবং টম্‌কে যাহাতে শীঘ্রই উদ্ধার করা হয় তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ইহারই পর দিবস টম্, আড্‌লফ ও অন্যান্য ছয় জন দাস নিলামে বিক্রীত হইবার জন্য দাস-বিপণীতে প্রেরিত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দাস-বিক্রয়ের আড়ৎ

পাঠক-পাঠিকাগণ দাস-বিক্রয়ের আড়তের নাম শুনিয়াই হয় ত মনে করিবেন যে, বড় ভয়ঙ্কর স্থান, মালগুদামের মত অন্ধকার পূর্ণ এবং অতি অপরিষ্কার। কিন্তু তাহা নহে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোক সুসভ্য প্রণালীতে এবং বিশেষ কৌশল সহকারে পাপাচার করিতে শিক্ষা করে। বাজারে মনুষ্যরূপ সম্পত্তি—জীবাত্মারূপ পণ্যদ্রব্য যখন ক্রয় বিক্রয় হইত, তখন এইরূপ মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে হ্রাস না হয়, তজ্জন্য দাস ব্যবসায়ীরা বিশেষ চেষ্টা করিত। বিক্রয়ের পূর্ব্বে তাহারা দাস দাসীদিগকে উত্তম আহার ও উত্তম বসন প্রদান করিত, যাহাতে তাহাদের কোন রোগ না জন্মে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিত। সুতরাং অর্লিন্সের দাস

ব্যবসায়ীদের আড়ৎ দেখিতে অপরিষ্কৃত স্থান বলিয়া মনে হইত না। এই সকল আড়ৎ গৃহের সম্মুখে সুসজ্জিত খোলা বারাণ্ডা। সেখানে দাস দাসী-গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত। বাহিরের লোক দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে, এই গৃহে নর নারী বিক্রয় হয়।

আড়ৎদারগণ বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক খরিদ্দারকে গৃহে আনিয়া দাস দাসীগণকে পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিত। কিন্তু সে গৃহে গিয়া লোকে কি দেখিতে পাইত? দেখিত যে, স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, শিশু-সন্তান—ইহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। স্ত্রী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বলি-তেছে—"হা বিধাতা! আমাদিগকে বুঝি বা জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। ঈশ্বর করুন যেন আমাদের দুজনকে এক ক্রেতা কিনিয়া লয়।"—কোথাও স্বামী স্ত্রীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে—"আমার এ জীবনই বৃথা। কেন আমি পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি?"—জননী শিশুকে বক্ষে জড়াইয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতেছে আর শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বলিতেছে—"পরমেশ্বর! কেন আমাকে সন্তান দান করিলে? মৃত্যু! তুমি কোথায় পলায়ন করিলে?"—বালক-বালিকাগণ দৃঢ়তার সহিত জননীর বসন ধরিয়া বসিয়া আছে, মনে করিতেছে জননীকে ছাড়িয়া তাহারা আর কোথাও যাইবে না। এইরূপ দৃশ্য দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। কিন্তু সেই পশ্বাচারী অর্থ-লোলুপ বণিক্‌দিগের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

যে অবিনাশী মানবাত্মা অমৃতের অধিকারী, বিশ্বপতির অমৃত ক্রোড় যাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য প্রসারিত রহিয়াছে, অর্থলোভে আজ সেই সমুদয় অমরাত্মার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে! এই বণিক জাতি আবার

সভ্যতার আস্ফালন করে—অন্য জাতীয় লোকদিগকে প্রবঞ্চক বলিয়া ঘৃণা করে !

টম্, আড্‌লফ্ এবং সেণ্টক্লেয়ারের অন্যান্য ছয় সাত জন দাসী স্কেগ সাহেবের দাস বিক্রয়ের আড়তে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এখানে আরও বহুসংখ্যক দাস দাসী প্রেরিত হইয়াছে! যাহাতে ইহাদিগকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা যায়, তজ্জন্য আড়তের অধ্যক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। দাস দাসীগণের মুখ বিষাদাচ্ছন্ন দেখিলে পাছে খরিদ্দার উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে অস্বীকার করে, এই জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাদিগকে হাসাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। চারিদিকে নানা রকম ঠাট্টা তামাসা হাসি গল্প চলিতে লাগিল। কিন্তু টমের মত লোক কি এ অবস্থায় হাসিতে পারে? একে ইবা ও সেণ্টক্লেয়ারের শোকে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তাহার উপর নিজের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত; যাহার মধ্যে মনুষ্যাত্মা আছে, সে এ অবস্থায় হাসিতে পারে না।

টম্ অন্যান্য দাসগণ হইতে কিছু দূরে গিয়া গৃহের এক কোণে অতি বিষণ্ণ মুখে নিজের বাক্সটী ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দাস বিক্রয়ের গুদামের অধ্যক্ষগণ কাহাকেও বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতে দিত না। তাহারা ইহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইহাদিগের হাতে বাদ্য যন্ত্র দিত এবং ইহাদিগকে নৃত্য গীত করিতে বলিত। যে সকল হতভাগ্য দাসদাসী স্ত্রী, স্বামী, সন্তান বা পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া দুর্নিবার শোক বশতঃ হাস্য পরিহাস এবং আমোদ আহ্লাদ করিতে অসমর্থ হইত, তাহারা "বদ্‌লোক" বলিয়া চিহ্নিত হইত। এই সকল "বদ্‌লোক" দিগকে নানা প্রকার দণ্ডভোগ করিতে হইত। খরিদ্দারের সম্মুখে প্রফুল্ল মুখে না দাঁড়াইলে ইহাদের আর নিস্তার ছিল না।

সাম্বো নামক জনৈক নিগ্রো স্কেগ সাহেবের আড়তের ডেপুটী

কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। এই ব্যক্তি সকলকে হাসাইতে চেষ্টা করিত এবং যাহারা বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিত, তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিত। পাঠকগণ এই স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ ব্যক্তি নিগ্রো হইয়া কেন স্বজাতীয় লোকের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিত। ইহার উত্তর এই যে, সংসারে পরাধীন কিংবা পরাজিত জাতীয় লোক সর্ব্বদাই নিতান্ত স্বার্থপর ও নীচাশয় হইয়া পড়ে। নিজে একটু প্রভুত্ব পাইলে ভিন্ন জাতীয় প্রভুর মনোরঞ্জনার্থ অনর্থক স্বজাতীয় বন্ধু বান্ধবদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হয়। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল আমাদের বঙ্গদেশীয় কোন কোন ডিপুটী বাবু, কোন কোন সবজজ বাবু এবং চা-বাগিচার নীলের কুঠীর অনেকানেক গোমস্তা বাবু। সুতরাং অশিক্ষিত সাম্বো যে, তাহার স্বজাতীয় লোকের উপর অত্যাচার করিত, তজ্জন্য আমরা তাহাকে বিশেষ অপরাধী মনে করিতে পারি না।

সাম্বো টম্‌কে গৃহের এক কোণে বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "তোম্ ক্যা কর্‌তে হো।" টম্ বলিল, "আমাকে কা'ল বিক্রী কোর্‌বে?"

সাম্বো টমের কথা শুনিয়া তাহাকে হাসাইবার নিমিত্ত হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাকে কা'ল বিক্রী কোর্‌বে।" সে মনে করিল যে, বড় রসিকতার কথা বলিয়াছে; টম এই কথা শুনিয়া অবশ্য হাসিয়া উঠিবে।

ইহার পর আড্‌লফের স্কন্ধে হাত দিয়া আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই সমুদয় লোকই কা'ল বিক্রী হ'বে।"

আড্‌লফ্ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "আমার কাছ থেকে চ'লে যাও।" তাহাতে সাম্বো বলিল, "বাবা! এ যে শ্বেতাঙ্গ নিগ্রো। একে তামাকের দোকানে কাজ করিতে দিলে ভাল হয়।"

আড্‌লফ্। দেখ, স'রে যাও; তুমি স'রে যেতে পার না?

সাম্বো। আমাদের শ্বেতাঙ্গ নিগারদের বড় সহজে রাগ হয়।

এই বলিয়া সাম্বো আড্‌লফের অনুকরণ পূর্ব্বক হাত নাড়িতে লাগিল এবং ব্যঙ্গভাবে বলিল, "ইনি বোধ হয় বড় লোকের বাড়ী ছিলেন।"

আড্‌লফ্। আমি যাঁর বাড়ী ছিলাম, তিনি তোর মতন বিশটা গোলাম কিন্‌তে পার্‌তেন।

সাম্বো। বাপরে! তবে ত ইনি একজন ভদ্র লোকই হইবেন।

আড্‌লফ্। আমি সেণ্টক্লেয়ার সাহেবের বাড়ী ছিলাম।

সাম্বো। হাঁ, বড় লোক না হ'লে কয়েকটা ভাঙ্গা চা-দান শুদ্ধ তোমাকে বিক্রী করিবে কেন?

এই ঠাট্টা শুনিয়া আড্‌লফ্ ক্রোধভরে সাম্বোকে আক্রমণ করিল, অন্যান্য লোক তাহা দেখিয়া হাততালি দিতে লাগিল; সুতরাং বড় গোল হইতে লাগিল। গোল শুনিয়া আড়তের প্রধান অধ্যক্ষ চাবুক হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, তাকে দেখিয়া সকলে আপন আপন স্থানে গিয়া বসিল। সাম্বো তাহাকে দেখিয়া বলিল, "হুজুর, আগেকার কেউ গোল করেনি, আমি এদের বেশ শান্ত শিষ্ট ক'রে তুলেছি; কিন্তু এই যে নূতন কটা গোলাম এসেছে, এরা ভারি উপদ্রব ক'চ্ছে।" এই কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ সাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া টম্ ও আড্‌লফের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে কয়েকটা লাথি কীল দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার বার বলিল, "সকলে শান্ত শিষ্ট হয়ে নিদ্রা যাও, গোল করিও না।"

দাসদিগের শয়ন প্রকোষ্ঠে যখন এইরূপ নানা কাণ্ড হইতেছিল, তখন দাসীদিগের প্রকোষ্ঠে কি হইতেছিল, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল জন্মিতে পারে। পাঠক, তবে ঐ সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর,

বহু সংখ্যক দাসী দেখিতে পাইবে। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে। অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা হইতে তিন বর্ষ বয়স্কা বালিকা পর্য্যন্ত এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ দেখ দশমবর্ষীয়া একটী বালিকা কাঁদিতেছে। ইহার জননীকে গতকল্য বিক্রয় করা হইয়াছে; আজ ইহার মুখের দিকে চাহে এমন কেহ নাই। বালিকা মা মা বলিয়া কাঁদিতেছে, কেহ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না।

ঐ দেখ, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম নিবন্ধন বাতব্যাধিগ্রস্তা অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। তিনবার ইহাকে নিলামে উঠাইয়াছিল, কিন্তু অকর্ম্মণ্য বলিয়া ইহার খরিদ্দার একেবারেই জুটে না। ইহার পাঁচ ছয়টি পুত্র কন্যা ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছে। শোকাকুলা জননী তাহাদের জন্যই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

দাসী সাধারণ হইতে কিছু দূরে দুইটী স্ত্রীলোক একত্র বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের উভয়েরই পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত। ইহাদের বর্ণ প্রায় ইংরেজদিগের ন্যায় শুভ্র। এক জনের বয়স অনুমান চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। ইহার বিলক্ষণ অঙ্গসৌষ্ঠব! ইহার পার্শ্বস্থ যুবতীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর হইবে। ইহা-দের পরস্পরের মুখে বিলক্ষণ সাদৃশ্য। এই যুবতী প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটীর কন্যা হইবে। বায়োধিকা রমণী ইংরাজের ঔরসে কাফ্রি দাসীর গর্ভজাতা। যুবতীও যে ইংরাজের ঔরসেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। উহাদের পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং সুকোমল হস্ত দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহারা কখন কষ্টকর জীবন যাপন করে নাই। ইহারা দুই জনে আগামী কল্য নিলামে বিক্রীত হইবে।

নিউ ইয়র্কবাসী জনৈক ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান ইহাদিগকে বিক্রয়ার্থ এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাদের মূল্যের টাকা তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি যেরূপ ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান, তাহাতে এই টাকার কিয়দংশ যে গির্জ্জা নির্ম্মাণের

জন্য এবং লর্ড বিশপের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে মাতার নাম সুসান, কন্যার নাম এমেলিন্। ইহারা নব অর্লিন্সের একজন সহৃদয়া সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলার দাসী ছিল। তিনি ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের উভয়েই বেশ লিখিতে পড়িতে জানে। কিন্তু সেই ভদ্র মহিলার একমাত্র পুত্র অপরিমিত ব্যয় নিবন্ধন অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। নিউইয়র্কের এক বণিক কোম্পানির নিকট হইতেই তিনি অধিক টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাহারা সেই টাকার জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ডিক্রী জারিতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করাইতে হইলে বহু-ব্যয় ও দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক, সুতরাং তাহাদিগের নব অর্লিন্স-বাসী উকীল অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক-তাহাদিগের নিকট পত্র লিখিলেন। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে দাস-দাসী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। কিন্তু কোম্পানির সাহেবেরা উত্তর প্রদেশীয় লোক, কিছু বেশী রকমের খ্রীষ্টান। তাঁহারা কিরূপে নরনারী বিক্রয় প্রথার প্রশ্রয় দিবেন? এ বিষয়ে অনেক পত্র লেখালেখি চলিতে লাগিল। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে ৩০,০০০ হাজার টাকা শীঘ্র শীঘ্র আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এক দিকে ত্রিশ হাজার টাকা অপর দিকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, কোন্‌টির মূল্য অধিক? এ প্রশ্নের উত্তরে ত্রিশ হাজার টাকার মূল্যই অপেক্ষাকৃত অধিকতর বলিয়া নির্ণীত হইল। সুতরাং কোম্পানির সাহেবেরা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম করাইবার জন্য উকীলকে পত্র লিখিলেন। উকীল পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই সুসান ও তাহার কন্যা এমেলিনকে ক্রোক করিয়া নীলামে প্রেরণ করিলেন। তাই সুসান ও এমেলিন এখানে এই দাস বিক্রয়ের গুদামে বসিয়া কাঁদিতেছে।

এমেলিন্ বলিতেছে, "মা, তুমি আমার কোলে মাথা রাখিয়া দেখ একটু ঘুমাইতে পার কি না।"

সুসান। বাছা! আমার চক্ষে ঘুম আসিবে না। বোধ হয় আজই আমাদের শেষ দেখা সাক্ষাৎ।

এমেলিন্। মা! হয় ত আমাদের দুজনকে এক মনীবই কিনিয়া লইবে।

সুসান। বাছা এম্! আমার সে আশা নাই। আমি বৃথা আশা দিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি না।

এমেলিন্। কেন?—সেই নীলামকারী লোক যে বলিল, আমাদের দুজনকে একলাটেও বিক্রয় করিতে পারে।

সুসানের বয়স অধিক হইয়াছে। কে কি রকম লোক, সে তাহা বুঝিতে পারে। নীলামকারী লোকটার মুখের ভাবভঙ্গী ও কথা শুনিয়া সে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে। সেই গুদাম রক্ষক যখন এমেলিনের হাত ধরিয়া তার সুন্দর চুলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিতে লাগিল, "ইয়া আচ্ছা মাল হায়, ইস্‌কো বহুত দাম হোগা"—তখন সুসানের প্রাণ উড়িয়া গেল; সুসানের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, সুতরাং স্বীয় গর্ভজাত কন্যাকে লম্পট পিশাচ-প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গ বণিক ক্রয় করিয়া উপপত্নী করিবে, এই চিন্তায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল।

এমেলিন্ আবার বলিল, "মা! রন্ধন কার্য্যে তোমার বেশ দক্ষতা আছে, সুতরাং কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে তোমাকে যদি পাচিকার কার্য্যে, আর আমাকে দরজীর কাজে কিংবা পরিচারিকার কাজে নিয়োগ করে, তবে আমরা ভাল থাকিতে পারিব।"

সুসান। বাছা এম্! কা'ল তোমার চুলগুলি খুব টানিয়া আঁচ্ড়াইও, যেন চুলগুলি চাঁচর না দেখাইয়া সোজা দেখায়।

এমেলিন্। কেন তাতে ত আমায় তত ভাল দেখাইবে না! চুল সোজা করিয়া রাখিলে কি ভদ্রলোক ক্রয় করিবে?

সুসান। তা ক্রয় করিতে পারে।

এমেলিন। তা করিবে কেন?

সুসান। ধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা পরিচ্ছন্ন, সাদাসিদে লোক ভালবাসে, তাহারা বেশ বিন্যাস পছন্দ করে না; কিন্তু লম্পট লোক বেশ-বিন্যাস ও সৌন্দর্য্যের চেষ্টা দেখিলে ক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি এ সকল বিষয় তোমার অপেক্ষা ভাল জানি। বাছা একটি কথা বলিতেছি, যদি তোমাকে একস্থানে এবং আমাকে অন্য স্থানে বিক্রয় করে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমার এই কথাটি স্মরণ রাখিও যে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে না। একান্ত যদি তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন শ্বেতাঙ্গ বণিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তবে আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে। মেম সাহেব যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা ভুলিও না। তোমার বাইবেল ও সঙ্গীত পুস্তক সর্ব্বদা কাছে রাখিও। পরমেশ্বরকে ভুলিও না। তবেই তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন।

নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া সুসান কন্যাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, কা'ল তাহার পরমা সুন্দরী পবিত্র-হৃদয়া কন্যাকে যে কোন নীচাশয় ইংরাজের অর্থ আছে, সেই ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। সে বার বার বলিতে লাগিল, "আমার প্রাণের এমেলিন, সুন্দরী না হইয়া কুৎসিতা, শিক্ষিতা না হইয়া অশিক্ষিতা হইলেই ভাল ছিল।"

এই সময়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারে না। কিন্তু এই গুদাম গৃহ হইতে ঈশ্বরের

নিকট এইরূপ জীবন্ত প্রার্থনা, এইরূপ কাতরোক্তি যে কতবার পৌছিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঈশ্বর কি ইহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন না ? ঈশ্বর কি ইহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন ? কখনও না, সেই জীবন্ত পরম ন্যায়বান্, পরম কারুণিক পরমেশ্বর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও একটি ক্ষুদ্রতম আত্মাকে বিস্মৃত হইতেছেন না। রে পাষণ্ড নির্ম্মম অর্থলোভী বণিক্‌জাতি! তোদের নিশ্চয়ই ইহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। বংশ পরম্পরার রক্তদ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে বাইবেল তোরা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মুখে প্রকাশ করিস্, সেই বাইবেলেই লিখিত রহিয়াছে, "প্রস্তর গলদেশে বন্ধন করিয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইলে যে ক্ষতি হয়, তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি ঐ সকল লোককে সহ্য করিতে হইবে, যাহারা একটি ক্ষুদ্রতম মনুষ্যের অনিষ্ট করে।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইল। সুসান ও তাহার কন্যা হৃদয়-কবাট খুলিয়া একমনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করিল, নানাবিধ ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইতে লাগিল।

হা সুসান! হা এমেলিন! তোমরা জন্মের মত পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কর। অন্ধকার নিশার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সুখচন্দ্রমা অদৃশ্য হইবে।

রজনী অবসান হইল। সকলে শশব্যস্তে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যানু-সরণে প্রবৃত্ত হইল। স্কেগ সাহেব অদ্যকার নীলামের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিল। বিক্রয়ার্থ প্রেরিত দাসদাসীগণকে অবস্থানুসারে সুসজ্জিত করিতে লাগিল; নীলামে উঠাইবার পূর্ব্বে ক্রেতাদিগের শেষ দর্শনার্থ সকলকে একবার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিল।

স্কেগ সাহেব এক হাতে নীলামের বই, অপর হাতে চুরুট ধরিয়া এক-

বার গৃহের এক প্রান্তে, আবার অপর প্রান্তে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতে লাগিল। নীলামী মাল উত্তমরূপে সুসজ্জিত হইয়াছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে করিতে সুসান ও এমেলিনের নিকট আসিয়া এমেলিনকে বলিল "তোমার কোঁকড়া চুল কোথা গেল ?"

এমেলিন ভয়ে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মাতা বলিল, "আমি একে পরিষ্কার ক'রে চুল বাঁধ্‌তে ব'লেছিলাম। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি মুখের উপর উড়ে উড়ে পড়ে, তার চেয়ে খোঁপা বাঁধ্‌লে বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখায়।"

স্কেগ সাহেব চাবুক উত্তোলন করিয়া এমেলিন্‌কে ধমকাইয়া বলিল, "শীগ্‌গীর গিয়ে চুল এলিয়ে কোঁক্‌ড়া ক'রে আয়।" তাহার মাতাকে বলিল, "তুইগে ওর সাহায্য কর্। চাঁচর চুল দেখ্‌লে ওর একশ টাকা দাম বাড়্‌বে।"

ক্রমে নীলামের ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইল, ক্রেতাগণ পরস্পরের সহিত নানা কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল। একজন ক্রেতা আড্‌লফের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে এমন সময়ে আর একজন বলিল, "আলফ্রেড যে! তুমি কোথা হইতে আসিলে ?"

প্রত্যুত্তরে আলফ্রেড বলিল, "ভাই! আমার একজন আরদালীর দরকার। শুনিলাম, সেণ্টক্লেয়ারের গোলামগুলি বিক্রী হইতেছে, তাই কিনিতে আসিয়াছি।"

প্রথমোক্ত লোক বলিল, "সেণ্টক্লেয়ারের গোলাম কিনিবে? আমি ত কিছুতেই অমন কাজ করি না। সেণ্টক্লেয়ারের গোলাম গুলো আদর পেয়ে একেবারে বদ্ হইয়া গিয়াছে।"

আলফ্রেড। সে জন্য আমি বড় ভয় করি না। একবার আমার হাতে এলে ওদের বাবুয়ানী ঘুচে যাবে। দুই দিনে টের পাবে যে,

আমি সে সেণ্টক্লেয়ার নই। এই লোকটাকে দেখিতে বেশ, একেই কিনব।

প্রথম। ও বড় অপরিমিত ব্যয়ী।

আলফ্রেড। আমার ঘরে অমিতব্যয় করিবে? আমার ঘরে আর তা হবে না। তিন বার দণ্ডগৃহে পাঠাইলেই দুরস্ত হবে।

টম্ সজল নয়নে প্রত্যেক ক্রেতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে লাগিল ইহাদের মধ্যে কোন দয়ালু ক্রেতা আছে কি না। কিন্তু যত লোকের মুখাবলোকন করিল তন্মধ্যে কাহারও মুখে ক্রোধের ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে, কোন কোন ব্যক্তির মুখ দর্শনে তাহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইতেছে, কাহাকেও বা ইন্দ্রিয়াসক্ত বলিয়া চেনা যাইতেছে। এইরূপে শত শত মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিল, কিন্তু কোথাও সেণ্টক্লেয়ারের ন্যায় মধুর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না।

নীলাম আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক জন খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ অগ্রসর হইয়া, দাস দাসীগণকে এক এক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। ইহার মুখ দেখিলে ইহাকে নরকের দ্বারপাল বলিয়া মনে হয়। ইহাকে দেখিবামাত্র ইহার প্রতি টমের যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার হইল। এই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে সমুদয় দাস-দাসীকে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে টমের নিকট আসিল এবং টমের মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক তাহার দন্তপাটী পরীক্ষা করিল, জামার আস্তিন খুলিয়া হস্তের মাংসপেশী পরীক্ষা করিল, পরে তাহার পদ সঞ্চালন শক্তি পরীক্ষার্থ তাহাকে লম্ফ দিতে ও হাঁটিয়া দেখাইতে বলিল। পরীক্ষা শেষ হইবামাত্র টমকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ জায়গার দাসব্যবসায়ী তোকে সকলের আগে পুষেছিল?"

টম্। কেণ্টাকি প্রদেশের।

ক্রয়ার্থী। সেখানে কি কাজ কত্তিস্?

টম্। আমার মনীবের ক্ষেতের কাজ দেখ্‌তাম।

ক্রয়ার্থী। তাই হবে।

এই বলিয়া এই ব্যক্তি আড্‌লফের নিকট আসিল, ঘৃণা সহকারে আড্‌লফের মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া সুসান ও তাহার কন্যা এমেলিন যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল সেই স্থানে আসিল। তাহার বজ্রসম কঠিন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক এমেলিনকে নিকটে টানিয়া আনিল। এমেলিন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিল, পরে সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গলাধাক্কা প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে তাহার মাতার দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

যখন এই নরপিশাচ সদৃশ ক্রয়ার্থী এমেলিনকে পরীক্ষা করিতে লাগিল, তখন তাহার জননীর অন্তর ভয়ে ও ত্রাসে বিকম্পিত হইতেছিল। এমেলিন্ নিজেও ইহার নিষ্ঠুর মুখাকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, ও কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

এমেলিনের কান্না শুনিয়া নীলামকারী লোক অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "চুপ কর, কাঁদিলে শাস্তি পাইবে।"

নীলাম আরম্ভ হইল। নীলামের বাক্সের উপর আড্‌লফ্‌কে নিয়া দাঁড় করাইল। দুই চারি ডাকের পর পূর্ব্বের যে ক্রয়ার্থী তাহাকে ক্রয় করিবে বলিয়াছিল, সে উপযুক্ত মূল্যে তাহাকে ক্রয় করিল। সেণ্টক্লেয়ারের অন্যান্য দাস-দাসীগণকে একে একে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোক ক্রয় করিলে পর টমের ডাক আরম্ভ হইল।

টম্ নীলামের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক্ চাহিতে লাগিল। পাঁচ সাত ডাকের পর টম্ বিক্রীত হইল। সেই খর্ব্বাকৃতি বলবান্

পুরুষ—যাহাকে দেখিবামাত্র টমের হৃদয়ে ঘৃণা ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সেই তাহাকে ক্রয় করিল; এবং মূল্য প্রদান পূর্ব্বক টমের ঘাড় ধরিয়া নীলামের বাক্স হইতে একটু দূরে রাখিয়া দিল।

নীলামের ডাক আবার আরম্ভ হইল, এই বারে সুসান বিক্রীত হইল। কিন্তু নীলামের বাক্স হইতে তাহাকে নামাইবার সময় সে সতৃষ্ণ নয়নে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া তাহার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার কন্যা তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিল, সুসান তাহার ক্রেতার নিকট অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু আমার কন্যাকেও আপনি ক্রয় করুন!" তাহার ক্রেতাকে সমধিক সহৃদয় বলিয়া বোধ হইল। সে সুসানকে বলিল, "তোমার কন্যাকে ক্রয় করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ইহার মূল্য অধিক হইবে। আমি যে এত টাকা দিতে পারিব বোধ হয় না।"

এমেলিনকে ধরিয়া নীলামের বাক্সের উপর উঠাইল। তাহার সেই সরলতা-পরিপূর্ণ মুখকমল ত্রাসে পাণ্ডুবর্ণ হইল, সেই সুধাবর্ষি বিশাল নয়নদ্বয় হইতে সমুজ্জ্বল আরক্তিম কিরণ রেখা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাহার সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হইল না, বরং এক অপরূপ নূতন সৌন্দর্য্যের ভাব তাহার মুখ-কমলে বিকসিত হইল। তাহার মাতা তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া, মনে করিতে লাগিল, আমার প্রাণের এমেলিন্ কুৎসিতা হইলেই ভাল ছিল। ইহাকে ক্রয় করিবে বলিয়া অনেকেই নীলাম ডাকিতে আরম্ভ করিল; এমেলিনের মাতাকে যে ক্রয় করিয়াছিল, সেও দুই তিন বার ডাকিল। কিন্তু দেখিতে না দেখিতে এত উচ্চ মূল্যে ডাক হইল যে, তাহার এত অধিক মূল্যে ক্রয় করিবার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং সে নীরব হইয়া রহিল! এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক ক্রয়ার্থীকেই নীরব হইতে হইল। অবশেষে দুইটি

লোক মাত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই দুইজনের মধ্যে একজন টমের ক্রেতা সেই খর্ব্বাকৃতি পুরুষ, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ প্রদেশের একজন সমৃদ্ধিশালী অভিজাত সন্তান। পরিশেষে টমের ক্রেতাই শেষ ডাকে এমেলিনকে ক্রয় করিল। নরপিশাচ সাইমন লেগ্রি সেই সরল হৃদয়া সচ্চরিত্রা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার জীবনের অধিপতি হইল। এই দুরাত্মার হস্ত হইতে এমেলিন্‌কে রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর ভিন্ন আর তাহার বন্ধু রহিল না।

সাবধান এমেলিন্! তোমার মাতার শেষ উপদেশ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে; জীবন বিসর্জ্জন করিবে তথাপি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে না।

এমেলিন্ এইরূপে বিক্রীত হইলে পর তাহার মাতা ক্ষিপ্তের ন্যায় নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। তাহার মাতার ক্রেতা কিছু সহৃদয় ছিল, সে মনে মনে একটু কষ্টবোধ করিতে লাগিল। কিন্তু এদেশীয় লোক এইরূপ দৃশ্য সর্ব্বদাই দর্শন করিত। সুতরাং সে অম্লান বদনে নিজের ক্রীত সম্পত্তি সুসানকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

এই নীলামের দুই দিন পরে নীলাম গৃহের অধ্যক্ষ সেমুয়েল মন্‌রো এবং ফ্লেচার্ মেকল্‌কৃহিন্ সাহেবদ্বয় সুসান ও এমেলিনের মূল্যের টাকা হইতে নীলামের খরচ এবং কমিশন কাটিয়া লইয়া বাকী সমুদয় টাকা বণিক্ কোম্পানির উকীলের নিকট প্রেরণ করিলেন! টাকার বিলের পৃষ্ঠে এই কয়েকটি কথা লিখিলে ভাল হইত :—

"পরমেশ্বর কখন নিরাশ্রয়, অনাথদিগের ক্রন্দন অগ্রাহ্য করেন না।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নৌকা পথ

রেড্ নদী প্রবাহিত হইতেছে! নদীবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা পাল খাটাইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নৌকা হইতে কতকগুলি দাস দাসীর ক্রন্দন শুনা যাইতেছে। টম্ ইহাদের মধ্যে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ; কিন্তু তাহার হৃদয় দুঃখভারে নিষ্পেষিত হইতেছে। আশার আকাশে চন্দ্র তারা বিলীন হইয়া গিয়াছে; সম্মুখে যাহা ছিল ঐ পশ্চাদ্‌গামী নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজির মত একে একে সকলই পশ্চাৎ সরিয়া গিয়াছে, আর দেখা দিবে না, আর ফিরিবে না। কেণ্টাকির গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সদয় প্রভু-পরিবার! আজ তাহারা কোথায়! সেণ্টক্লেয়ার-গৃহ—সেই গৃহের অমিত শোভা সমৃদ্ধি, ইবার দেবোপম মুখশশী, উন্নতচেতা সুন্দর প্রফুল্লমূর্ত্তি কোমলপ্রাণ সেণ্টক্লেয়ার, সেই আয়াসহীন জীবন, সেই সুখের বিশ্রামের দিন—সকলই চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের স্থানে রহিল কি?—স্বপ্নবৎ স্মৃতি।

টমের নূতন ক্রেতা লেগ্রি সাহেব নব অর্লিন্সের ভিন্ন ভিন্ন আড়ত হইতে আট জন দাসদাসী খরিদ করিয়াছিল। ইহাদের দুই দুই জনকে একত্র বন্ধন পূর্ব্বক কতক দূর নৌকারোহণে যাইবার পথে নদীমুখে পাইরেট নামক জাহাজে উঠিল। দাসদাসীগণকে জাহাজে উঠাইবার পর লেগ্রি স্বয়ং টমের নিকট আসিল। টম্ সেণ্টক্লেয়ারের গৃহে সর্ব্বদাই

ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিত। বিক্রয়ের পূর্ব্বে আড়তদারগণ তাহাকে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতে বলিয়াছিল। সুতরাং এখন তাহার পরিধানে সেই সকল বস্ত্রই রহিয়াছে। লেগ্রি তাহাকে দাঁড়াইতে বলিল, টম তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইল। লেগ্রি তাহাকে সেই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে বলিল। টম আপন জামা ও কোট খুলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার হস্ত লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, সুতরাং তাড়াতাড়ি খুলিতে পারে না দেখিয়া লেগ্রি নিজেই সজোরে টানিয়া তাহার বস্ত্রাদি খুলিতে লাগিল; এবং টমের সঙ্গে সেণ্টক্লেয়ারের প্রদত্ত যে বাক্সটী ছিল, সেই বাক্স হইতে একটি ময়লা ছেঁড়া পেণ্টুলেন ও ছেঁড়া কোট বাহির করিল। এই বাক্সে কি আছে তাহা পূর্ব্বেই লেগ্রি সাহেব খুলিয়া দেখিয়াছিল। সুতরাং বাক্স হইতে সহজেই জীর্ণ বস্ত্র বাহির করিল। টম্ সেণ্টক্লেয়ারের অশ্বালয়ে যখন কার্য্য করিত, তখনই কেবল এই ময়লা পেণ্টুলেন ও জীর্ণ কোট পরিধান করিত। এখন লেগ্রির আদেশ অনুসারে সেই জীর্ণ পেণ্টুলেন পরিধান করিল। পরে লেগ্রি তাহাকে বুট পরিত্যাগ করিতে বলিয়া এক জোড়া ছেঁড়া জুতা পরিতে দিল। টম্ সেই ছেঁড়া জুতা পরিধান করিল। কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় তাহার পূর্ব্ব কোটের পকেট হইতে স্বীয় বাইবেল বাহির করিয়া না নিলে তাহাকে বাইবেল খানি হারাইতে হইত; টম্ পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবামাত্র লেগ্রি তাহার কাপড়ের মধ্যে কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। টমের পকেট হইতে ইবার প্রদত্ত একখানি রেশমী রুমাল বাহির হইল, লেগ্রি তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের পকেটে রাখিল। তৎপরে অন্য এক পকেট হইতে একখানি সঙ্গীত পুস্তক বাহির হইল। টম্ তাড়াতাড়িতে সে খানা ইতিপূর্ব্বে বাহির করিয়া নিতে পারে নাই।

লেগ্রি এই পুস্তক খানি দেখিবামাত্র সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "তুই গির্জ্জায় যাস্ না কি ?"

টম্ স্থির কণ্ঠে বলিল, "প্রভু আমি বরাবর গির্জ্জায় গিয়া থাকি।"

লেগ্রি। আমি কাউকে গির্জ্জায় যেতে দেই না। আমার ক্ষেতের কুলিদের আমি উপাসনা কোত্তে বা ধর্ম্মসঙ্গীত গাইতে দিই না। এ কথা বেশ কোরে মনে রাখিস্। এখন আমিই তোর একমাত্র ধর্ম্ম, আমিই তোর গির্জ্জে, আমিই তোর ঈশ্বর, আমি যা বলি তাই তোকে কোত্তে হবে।

লেগ্রি আরক্তিম লোচনে খর দৃষ্টিতে টমের মুখের দিকে চাহিয়া এইরূপ কথা কহিতেছিল, তখন টম্ নীরব রহিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল "না! কখনই না! তুমি আমার ধর্ম্ম নও, তুমি আমার ঈশ্বর নও।" এই সময়ে বাইবেলের যে বাক্যটী ইবা তাহার নিকট সর্ব্বদা পাঠ করিত, সেই বাক্যটী তাহার মনে উদিত হইল। বোধ হইল যেন, তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কোন অদৃশ্য কণ্ঠ হইতে আবার সমীরিত হইতেছে, "ভয় পাইও না; যেহেতু আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। আমি তোমাকে আমার নামে অভিহিত করিয়াছি। তুমি আমারই।"

কিন্তু লেগ্রির কর্ণে এ স্বর প্রবেশ করিল না। পাপবধির কর্ণে এ সকল কথা প্রবেশ করিতে পারে না। সে মুহূর্ত্তকাল মাত্র টমের আনত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে আর এক দিকে চলিয়া গেল।

তৎপরে লেগ্রি টমের বাক্সের ভিতর যত ভাল ভাল বস্ত্র ছিল, তাহা নীলাম করাইতে আরম্ভ করিল। সেণ্টক্লেয়ার তাহাকে অনেক মূল্যবান্ বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অর্থপিশাচ লেগ্রি অর্থ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া টমের সমুদয় বস্ত্র এবং অবশেষে বাক্সটী পর্য্যন্ত নীলাম করাইয়া

যাহা কিছু পাইল, সমুদয় আত্মসাৎ করিল! আইনানুসারে দাসদিগের কোন বস্তুর উপরই অধিকার নাই। সুতরাং টম্‌কে যখন লেগ্রি ক্রয় করিয়াছে, তখন আইনানুসারে লেগ্রিই তাহার জিনিসপত্রের একমাত্র মালিক। এই সকল নীলামের সময় টমের উদ্দেশে কতরূপ বিদ্রূপ প্রযুক্ত হইল।

জিনিস পত্র নীলামের পর পুনরায় লেগ্রি টমের নিকট আসিয়া বলিল, "টম্! তোর অতিরিক্ত মালামাল বিক্রী হয়েছে। এখন গায়ের কাপড় যত্ন কোরে রাখিস্। এক বছরের মধ্যে আর নূতন কাপড় পাবিনে। আমার ক্ষেতের গোলামগুলো বছরে একবার বই কাপড় পায় না।"

ইহার পর লেগ্রি এমেলিনের কাছে আসিল। এমেলিন এবং অপর একটী স্ত্রীলোক একত্র বদ্ধ ছিল। লেগ্রি এমেলিনের চিবুক ধরিয়া বলিল, "তোমার ভয় নাই।" কিন্তু সচ্চরিত্রা বালিকা যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার সহিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সে এমেলিন্‌কে বলিল, "আমার সঙ্গে ওসব চলিবে না। আমি যখন তোর সঙ্গে কথা কহিব, তখন হাসি-মুখ দেখাতে হবে—শুন্‌তে পাচ্চিস্?"

তৎপরে এমেলিনের সহিত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ যে বয়োধিকা স্ত্রীলোকটী ছিল, তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "ওরে বুড়ি! অমন হাঁড়ী মুখ ক'রে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবি! তোকে বল্‌ছি, ভাল মুখ ক'রে থাক্‌তে হবে।" তখনই দুই এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া আবার গিয়া বলিল, "তোদের সবাইকে বল্‌ছি, মুখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে চা, ঠিক আমার চোখের দিকে তাকা, (সজোরে মৃত্তিকাতে পদাঘাত করিয়া) এক বার এক দৃষ্টে, স্থির চোখে আমার পানে চেয়ে থাক্।"

ভয়েতে সকলেই তাহার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে লেগ্রি লৌহ মুদ্গর সদৃশ স্বীয় মুষ্টি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, এই বজ্র-

মুষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর্। এই মুষ্টি লোহার চেয়ে কঠিন। নিগ্রোদের মেরে মেরে হাত অম্‌নি শক্ত হয়েছে।” এই বলিতে বলিতে টমের মুখের নিকট মুষ্ট্যাঘাত উদ্যত হস্ত বাড়াইলে টম্ ভয়ে পিছে সরিয়া গেল। সে আবার বলিতে লাগিল, “আমি ক্ষেতে পরিদর্শক রেখে কাজ করাই না। ক্ষেতের কাজ নিজেই দেখি শুনি। তোদের খুব ভাল কোরে কাজ কর্ম্ম কোত্তে হবে।' যাই কোন কথা বোল্‌বো তখনি তা কোর্‌তে হবে, কোন বিষয়ে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব কোর্‌তে পার্‌বি না। এই প্রণালীতে আমি কাজ করি। আমার ক্ষেত্রে দয়া মায়ার কোন কথা নাই। ও সব আমি ভালবাসি না।”

লেগ্রির এই কথা শুনিয়া ক্রীত দাসদাসীগণ একবারে ভয়ে ও ত্রাসে কাঁপিতে লাগিল, নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে সুরাপানার্থ জাহাজের অপর প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। তাহার পার্শ্বে আর একটী লোক দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে সম্বোধন করিয়া সে তখন বলিতে লাগিল, “মশাই, আমি দাসদাসীদিগের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করি। এদের কিনে এনেই বুঝিয়ে দিই, কি রকম কোরে আমার কাছে এদের থাকৃতে হবে।” সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটী বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে লেগ্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন কোন প্রাকৃতবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত একটী অভিনব পদার্থ দর্শন পূর্ব্বক তাহার প্রকৃতি নির্ণয়ার্থ দৃষ্টি করিতেছেন।

লেগ্রি আবার বলিতে লাগিল, “মশাই, আমি তেমন সুকোমল হস্ত বিশিষ্ট ক্ষেত্রাধিকারী নহি যে, কুলিগুলোকে বেত্রাঘাত কর্‌বার ভার পরিদর্শকের হাতে সঁপে দেব। এই দেখুন, আমার মুষ্টি ও অঙ্গুলি কেমন শক্ত। হাতের এই সব জায়গায় মাংস একেবারে পাথরের মত শক্ত হ'য়ে প'ড়েছে। শুদ্ধ কেবল নিগ্রো গোলাম গুলোকে মারিতে মারিতে এমন

হয়েছে।” অপরিচিত লোকটী লেগ্রির হাত ধরিয়া বলিল, “হাঁ, যথেষ্ট কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এইরূপ আচরণ করিতে করিতে বোধ হয়, তোমার হৃদয়ও এইরূপ কঠিন ভাব ধারণ করিয়াছে।”

লেগ্রি। (হাসিতে হাসিতে) তা যথার্থ বটে। আমি বাপু, কাজের সময় দয়ামায়ার ধার ধারিনে।

অপরিচিত। তুমি বেশ সবল দাসদাসী ক্রয় ক'রেছ।

লেগ্রি। হাঁ এবার ভালই কিনিছি। এই যে টম্‌কে দেখ্‌ছেন, একে সকলেই প্রশংসা ক'ল্লে। এর জন্য আমার কিছু বেশী মূল্য দিতে হ'ল। কিন্তু একে দিয়ে বেশ কাজ কর্ম্ম চল্‌বে। তবে এর কিছু কুশিক্ষা হয়েছে। ধর্ম্মের দিকে বড় টান। কিন্তু তাও ক'দিনের মধ্যে সেরে দিতে পার্‌ব। আর ঐ আধবুড়ো দাসীটিকে বিলক্ষণ সস্তাদরে পেয়েছি। বোধ হচ্ছে ওর কোন ব্যামো আছে। বোধ হয় আর দুবছর বাঁচ্‌বে। আমার ক্ষেতে দিন রাত খাট্‌তে হবে, আমি কোন কাজে ত্রুটি হ'তে দিই না। কোন কোন ক্ষেত্রাধিকারী কুলিদের ব্যারাম হ'লে, তারা ম'রে যাবে ব'লে তাদের বেশী খাটায় না। কিন্তু আমার হিসাব তেমন নয়। ব্যারাম হোক্ আর ভাল থাক্, রীতিমত কাজ কোত্তে হবে। অল্প অল্প কাজ কোরে চার বছর বাঁচে, তাতেও যে ফল, পরিশ্রম কোরে, দু'বছর বাঁচ্‌লেও সেই একই ফল। একটা নিগ্রোকে কম খাটিয়ে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখ্‌লে যে বেশী কিছু লাভ হয় তা নয়। একটা বেশী খেটে ম'রে গেলে পর আর একটা নূতন গোলাম কিন্‌লে বরং বেশী লাভের সম্ভাবনা।

অপরিচিত। তোমার ক্ষেত্রে নিগ্রো দাসেরা সাধারণতঃ কয় বৎসর বাঁচে!

লেগ্রি। তার কিছু ঠিক নাই। জোয়ান পুরুষ হ'লে ছ'সাত বছর

বেঁচে থাকে। কিন্তু যারা চল্লিশ পেরিয়েছে, তারা দু তিন বছরের বেশী বাঁচে না। আগে আগে আমিও নিগ্রোদের ব্যামো হ'লে ওষুদ দিতাম, গায়ে দিতে কম্বল দিতাম। কিন্তু শেষে দেখ্‌তাম, তাতে কেবল মিথ্যে খরচ হয়, লাভ কিছুই হয় না। এখন আর এ সব করি না, ব্যামো হ'লেও খাটাই; তার পর ম'রে গেলে নতুন একটা কিনি। এতে কোরে কাজেরও ক্ষতি হয় না, টাকারও লোক্‌সান হয় না।

অপরিচিত ব্যক্তি লেগ্রির এই সকল কথা শুনিয়া, জাহাজের অন্য একটী যুবা পুরুষের নিকট গিয়া বসিলেন। সেই যুবক একটু দূরে বসিয়া ইহাদের সমুদয় কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি যুবককে বলিলেন "দক্ষিণ দেশীয় সকল ক্ষেত্রাধিকারীই এই লোকটার মত নিষ্ঠুর নহে!"

যুবক। তা না হইলেই ভাল।

প্রথম। এ লোকটা নিতান্ত নীচাশয়, পাষণ্ড। ইহার ব্যবহার সত্য সত্যই পশুবৎ।

যুবক। কিন্তু আপনাদের দেশ প্রচলিত আইন তো এইরূপ নিষ্ঠুর ও নীচাশয় লোককে অসংখ্য অসংখ্য নরনারীর জীবনের অধিকারী হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছে। পরন্তু এইরূপ নিষ্ঠুর লোকের অত্যাচার হইতে সেই অনাথ অনাথাদিগের রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার বিধান বিধিবদ্ধ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রাধিকারীই ইহার ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতি।

প্রথম। ক্ষেত্রাধিকারীদিগের মধ্যেও ভদ্রলোক আছে।

যুবক। তর্ক স্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে, তোমাদের ক্ষেত্রাধি-কারীদিগের মধ্যেও ভাল মানুষ আছে, তাহা হইলে এইরূপ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার জন্য তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে হয়। এইরূপ দুই চারি জন ভদ্র লোক আছে বলিয়াই এক ঘৃণিত প্রথা এ পর্য্যন্ত রহিত হয়

নাই। সকল ক্ষেত্রাধিকারীই যদি এই লেগ্রি সাহেবের মত হইত, তবে কি আর এ প্রথা প্রচলিত থাকিত ?

এই দুই জন লোকের মধ্যে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন জাহাজের অন্য স্থানে বসিয়া এক শৃঙ্খলে আবদ্ধা এমেলিন ও লুসি কি বলিতেছে শুন !

এমেলিন। তুমি কাহার ঘরে ছিলে ?

লুসি। আমি এলিস সাহেবের ঘরে ছিলাম। তুমি তাঁকে হয় ত দেখে থাক্‌বে।

এমেলিন। তিনি কি ভাল লোক ? তোমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার কোর্‌তেন ?

লুসি। তাঁর ব্যারাম হবার আগে বেশ ভাল ব্যবহার করিতেন। ব্যারাম হ'লে পর সকলেরই সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁর সেবা শুশ্রূষা ক'র্‌বার জন্য প্রতি রাত্রে জেগে থাকিতে হ'ত। কিন্তু এক দিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ব'লে, রাগ ক'রে বল্লেন যে, আমায় একজন খুব নিষ্ঠুর লোকের কাছে বিক্রী কোর্‌বেন।

এমেলিন। তোমার আপনার লোক কেউ আছে ?

লুসি। আমার স্বামী আছেন। তিনি কামারের কাজ করেন, মনীব তাঁকে অন্য এক জায়গায় ভাড়া দিয়াছেন, আর আমার চারিটী ছেলে আছে। আমাকে হঠাৎ নীলামের ঘরে পাঠিয়ে দিল, কাজেই আমার স্বামীর সঙ্গে বা ছেলেদের সঙ্গে একবার দেখাও হইল না, তাহাদের একবার ব'লে আস্‌তে পার্‌লাম না।

এই বলিতে বলিতে লুসি কাঁদিতে লাগিল। অন্যের দুঃখ দেখিলে তাহাকে স্বভাবতঃ প্রবোধ দিতে ইচ্ছা হয়। এমেলিনও লুসির দুঃখের কথা শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনাসূচক কিছু বলিবে বলিয়া মনে করিতে

লাগিল ; কিন্তু কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহাদের বর্ত্তমান মনীবের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা উভয়েই এই নরপিশাচকে সর্ব্বান্তঃ-করণে ঘৃণা করিত, এই নরপিশাচের ভয়ে শঙ্কিত হইয়াছিল।

ঘোর বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব মানুষকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে। লুসি অশিক্ষিতা হইলেও তাহার বিলক্ষণ ধর্ম্মভাব ছিল। এমেলিনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিয়মিত শিক্ষা পাইয়াছিল এবং তাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইহারা যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, যেরূপ রাক্ষস প্রকৃতি লম্পটের হস্তে পড়িয়াছে, তাহাতে অত্যন্ত ধার্ম্মিক লোকও ঈশ্বরের উপর নির্ভর স্থাপন করিতে সমর্থ হয় কি না সন্দেহ।

জাহাজ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল, অবশেষে একটী ক্ষুদ্র সহরের নিকট আসিয়া নঙ্গর করিল। লেগ্রি সাহেব তাহার ক্রীত-দাসদাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই সহরে উঠিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নরকের আদর্শ

একটা দুর্গম কদর্য্য রাস্তা দিয়া একখানা কদর্য্য গাড়ী এবং তাহারই পশ্চাতে টম এবং অপর কয়েকটী ক্রীতদাস অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছে। গাড়ীর মধ্যে লেগ্রি সাহেব বসিয়া রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কতকগুলি জিনিসপত্র এবং এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুইটী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক দুইটি

জিনিস পত্রের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দাসগণ গাড়ীর সহিত লেগ্রির ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

এই জনশূন্য পথ পথিকমাত্রেরই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু যে সকল ক্রীতদাসদিগকে এই পথ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা হইতে সুদূরে পরিচালন করিতেছিল, তাহাদিগের নিকট ইহা অধিকতর কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছিল। লেগ্রি সাহেবই কেবল মনের আনন্দে চলিয়া যাইতেছিল। এবং মধ্যে মধ্যে ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া একটু একটু পান করিতেছিল। কিয়দ্দূর অতিক্রান্ত হইলে পর লেগ্রি অপরিমিত সুরাপানে উত্তেজিত হইয়া ক্রীতদাসগণকে গান গাইতে আদেশ করিল। সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে তখন কি সঙ্গীত উত্থিত হইতে পারে?—সুতরাং তাহারা পরস্পরে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু লেগ্রি চাবুক দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিতে করিতে বলিল, "গান কর্।" তখন টম্ গান আরম্ভ করিল—

হে যেরুশালেম, সুখের ধাম,
কতই মধুর তোমার নাম,
দুঃখ রাশি কবে, অবসান হবে
যাইব আনন্দে—

লেগ্রি টমের এই গান শুনিয়া সক্রোধে তাহার পৃষ্ঠে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল, "তোর ও গির্জ্জার গান আমি শুনিতে চাই না, আমি একটা ভাল আমোদের গান চাই।" তখন লেগ্রির নিজের একজন পুরাতন দাস হাস্যজনক এক গান করিতে লাগিল।

সে তাল মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে নাই, কেবল পদ্য মিলাইয়া চেঁচাইতেছিল। লেগ্রি সাহেব ইহার গান শুনিয়া নিজে তালে 'হো হো' করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। লেগ্রি ও তাহার চাকর

সমস্ত পথ এইরূপ গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুকাল পরে সে এমেলিনের দিকে ফিরিয়া তাহার স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিল, "আমার বাড়ীর খুব নিকটে এসেছি।" লেগ্রি যখন এমেলিনকে তিরস্কার করিয়াছিল, তখন তাহার বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু এই নীচাশয় যখন প্রিয় সম্ভাষণে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল, তখন এমেলিন ভাবিল যে, এরূপ মিষ্ট ব্যবহার না করিয়া লেগ্রি তাহাকে যদি পদাঘাত করিত, তাহাই বরং ভাল ছিল। লেগ্রির চক্ষের ভাব দেখিলেই এমেলিনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। এখন লেগ্রির হস্তস্পর্শে সে সরিয়া গিয়া সম-শৃঙ্খলাবদ্ধা পূর্ব্বোক্ত রমণীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া রহিল, এবং সন্তান যেরূপ বিপন্নাবস্থায় মাতার দিকে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ কাতর নেত্রে সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিতে লাগিল। লেগ্রি আবার এমেলিনের কাণে হাত দিয়া বলিল, "তুমি দুল পর না? তোমার দুল নাই বুঝি?"

এমেলিন। আজ্ঞে না, আমি দুল পরিতে চাই না।

লেগ্রি। তুমি যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে তোমায় আমি বাড়ী গিয়ে এক জোড়া দুল কিনে দেব। তোমার ভয় কি? আমি তোমাকে দিয়ে কোন মেহন্নতের কাজ করাব না। তুমি আমার সঙ্গে সুখে থাক্‌বে। বড় মানুষের মত থাক্‌বে—কিন্তু আমার বাধ্য হ'তে হবে।

এমেলিনের সঙ্গে যখন লেগ্রি এইরূপ কথা কহিতেছিল, তখন গাড়ী লেগ্রির ক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত হইল। এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বাধিকারী অপর একজন ইংরাজ ছিল। সে লেগ্রির ন্যায় ততদূর নীচাশয় ছিল না। তাহার সময় এ স্থানটি দেখিতেও এরূপ কদর্য্য ছিল না। কিন্তু সে দেউলিয়া হইয়া পড়িলে লেগ্রি অল্প মূল্যে এই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিল। এই ক্ষণ এই স্থানটী দেখিলে সত্য সত্যই নরক সদৃশ বলিয়া বোধ হয়।

গাড়ী গৃহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র তিন চারিটা দাস-শিকারী কুকুর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে বাহিরে আসিল! এই কুকুরগুলি টম্ এবং অন্যান্য নবাগত দাসদিগের নিশ্চয়ই প্রাণবধ করিত। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে গৃহস্থিত একটা নিগ্রো গোলাম কুকুর দিগকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং লেগ্রি স্বয়ং গাড়ী হইতে নামিয়া দুই হাতে দুইটা কুকুরকে ধরিয়া বসিল।

টম্ এবং অন্যান্য নবাগত দাসদিগের দিকে ফিরিয়া লেগ্রি বলিতে লাগিত, "দেখ্‌ছিস্ কি রকম কুকুর রেখেছি! পালাতে চেষ্টা কল্লেই এদের দাঁতে প্রাণ হারাবি।"

পরে 'সাম্বো' বলিয়া ডাকিবামাত্র একটা নরপিশাচ সমান নিগ্রো আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, লেগ্রি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ কর্ম্ম তো ভাল চ'ল্‌ছে?—"

সাম্বো বলিল, 'হুজুর! খুব ভাল চ'ল্‌ছে।' পরে 'কুইম্বো' বলিয়া আর একটা নিগ্রো দাসকে ডাকিবামাত্র আর একটা পিশাচ তথায় উপস্থিত হইল। সে এ পর্য্যন্ত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বীয় প্রভুর মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লেগ্রি তাহাকে বলিল, "তোমাকে যে সব কাজ কোত্তে ব'লে গেছি, সব ক'রেছ?"

কুইম্বো বলিল, "হাঁ সকলই ক'রেছি।"

এই দুইটি অসিতাঙ্গ পিশাচ লেগ্রির ক্ষেত্রের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। দীর্ঘকাল নিষ্ঠুরাচরণ করিতে করিতে ইহারা এমন নৃশংস হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন প্রকার জঘন্য নিষ্ঠুরাচরণ করিতেই ইহারা কুণ্ঠিত হইত না। লেগ্রি সাহেব শিকারী কুকুরদিগকে যদ্রূপ হিংস্রপ্রকৃতি প্রদান করিয়াছিল, এই দুইটি লোকের প্রকৃতিও তদ্রূপ করিয়া তুলিয়াছিল। এই দাসত্বপ্রথা-প্রচলিত দেশে নিগ্রো পরিদর্শকগণ শ্বেতাঙ্গবণিকগণ অপেক্ষাও অধিকতর

নৃশংসাচারে রত হইত। ইহার মূল কারণ আর কিছুই নহে। নিগ্রোদিগের অন্তরাত্মা অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। জগতের কোনও স্থানেই অত্যাচারনিপীড়িত কিংবা চির-পরাজিত জাতীয় লোকের মনে কোন প্রকার বীরোচিত ভাব স্থান পায় না! পীড়িত পরাভূত জাতির অন্তর নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসাদি বিবিধ দোষের আকর হইয়া পড়ে। এই জন্যই নিগ্রোদাসগণ স্বজাতীয় লোকের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না।

লেগ্রি তাহার ক্ষেত্রের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ একটি কৌশল স্থাপন করিয়াছিল। সে বিলক্ষণ জানিত যে, অত্যাচার নিপীড়িত জাতির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি থাকে না। সাম্বো কুই-ম্বোকে হিংসা করিত, কুইম্বো সুযোগ পাইলেই সাম্বোর অনিষ্ট করিত। ক্ষেত্রের অন্যান্য দাস ইহাদের উভয়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। লেগ্রি ইহাদের এক পক্ষের নিকট হইতে অপর পক্ষের ক্রটি ও অপরাধের কথা জানিয়া লইত।

লেগ্রির ক্ষেত্রের নিকট আর কোন শ্বেতাঙ্গ ক্ষেত্রাধিকারী ছিল না। কিন্তু মানুষ সমাজবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং লেগ্রি সময় সময় সাম্বো ও কুইম্বোকে নিয়া আমোদ প্রমোদ করিত এবং তাহাদিগের সহিত তখন সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিত।

লেগ্রির সম্মুখে তাহার পারিষদ সাম্বো ও কুইম্বো দণ্ডায়মান হইলে তাহাদের তিন জনের প্রতিকৃতি দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে, পশ্বা-চারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। তাহা-দের সেই ভীষণ মূর্ত্তি, তাহাদের হিংসা বিস্ফারিত চক্ষু তাহাদের কর্কশ ভাষা সর্ব্বতোভাবে এই স্থানের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

লেগ্রি বলিল, "সাম্বো, এই দাস কয়েকটাকে যথাস্থানে নিয়া যা। আর এই মাগীকে আমি তোর জন্য এনেছি। আমি তো তোকে ব'লে গিয়েছিলাম যে, এবার তোর জন্য একটা শ্বেতাঙ্গী মেয়ে মানুষ নিয়ে আস্‌ব। ধর্, এটাকে নিয়ে যা।"

এই বলিয়া এমেলিনের শৃঙ্খল হইতে লুসী নাম্নী বয়োধিকা স্ত্রীলোক-টীকে সাম্বোর দিকে ঠেলিয়া দিল।

স্ত্রীলোকটী তখন চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ দিকে সরিয়া বলিল, "প্রভু! নব অর্লিন্সে আমার স্বামী আছেন।"

লেগ্রি। তাতে কি হ'ল? এখানে তোর একটা পুরুষ আবশ্যক হবে না? ও সব কথা আমি শুন্‌বো না। (চাবুক তুলিয়া) যা—চ'লে যা। সাম্বোর সঙ্গে চ'লে যা।

পরে এমেলিনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রিয়ে, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

লেগ্রি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যখন এমেলিনকে 'প্রিয়ে' সম্বোধন করিল, তখন ঘরের জানালার মধ্য দিয়া একটী স্ত্রীলোকের মুখ দেখা গেল। দ্বার খুলিয়া লেগ্রি প্রবেশ করিবামাত্র সেই স্ত্রীলোকটী সক্রোধে তাহাকে দুই চারিটী কথা বলিল। তখন লেগ্রি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিল, "চুপ কর —আমার যা ইচ্ছে হয় তাই করব। একটা না হয় তিনটা আন্‌ব।"

টম্ সজল নয়নে এমেলিনের প্রবেশ কালে তাহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহাতে এই সকল ব্যাপার সে দেখিতে পাইল। তৎপরে টম্ সাম্বোর সঙ্গে চলিয়া গেল।

লেগ্রির ক্ষেত্রের দাসদিগের বাসগৃহ নিতান্ত অপরিষ্কৃত। অশ্বশালার মত গৃহ-তৃণ বিস্তৃত এক একখানি ছোট ছোট কুটীর। সেই সকল অপরি-ষ্কৃত কুটীর দেখিয়া টমের হৃদয় শুকাইয়া গেল। সে প্রথমতঃ নিজেই

বাইবেল খানি রাখিবার জন্য একটী তাক খুঁজিতে লাগিল। পরে সাম্বোকে বলিল, "আমি কোথায় থাক্‌ব ?"

সাম্বো বলিল, "তা এখন বলিতে পারি না। সব ঘর গুলোই ত বন্দো, কোথায় যে তোমায় রাখ্‌ব, তা তো জানি না।"

অনেকক্ষণ পরে টমের থাকিবার স্থান মিলিল ; কিন্তু সে কিরূপ স্থান তাহা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

* * * *

সায়ংকালে ক্ষেত্র হইতে দাস-দাসীগণ স্ব স্ব কুটীরে প্রত্যাগত হইল। ইহাদের প্রত্যেকেরই পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, সকলেরই শরীর ধূলি-রাশিতে ধূসরিত, মুখ পরিশুষ্ক। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের ন্যায় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া ইহারা কুটীরে প্রবেশ করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহারা ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছে, কতবার পরিদর্শক-দিগের বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আহারার্থ প্রত্যেক লোককে এক পোয়া করিয়া গম দেওয়া হইল। সেই গম পেষণ করিয়া তাহারা আহার্য্য রুটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। টম্ প্রত্যেক পুরুষ ও রমণীর মুখাবলোকন করিতে লাগিল, দেখিতে লাগিল ইহাদের মধ্যে তাহার বন্ধু হইবার উপযুক্ত একটীও লোক মিলে কি না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটী বালকেরও মনুষ্যাত্মা আছে বলিয়া তাহার বোধ হইল না। পুরুষগুলি পশুবৎ হিংস্র, স্বার্থপর ও নির্দ্দয় ; স্ত্রীলোকগুলি অত্যাচারিত ও ক্ষীণ। তাঁহাদের মধ্যে অপর যে গুলি একটু অধিকতর সবল, সে গুলি দুর্ব্বলদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ চলিয়া যাইতেছে। কাহারও মুখে একটু দয়ার চিহ্ন নাই, একটি দয়ার কথা নাই। প্রত্যেকেই অপরের প্রতি বৈরভাবে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছে। সকলেই আপনার উদরের চিন্তা করিতেছে।

বস্তুতঃ ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে ইহাদের সকলেরই হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে; ক্ষুধাতৃষ্ণা ভিন্ন মানব প্রকৃতির অপরাপর সর্ব্বপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। সায়ংকালে প্রত্যেককে যে-গম প্রদত্ত হইত, তাহা ইহারা এক এক জন করিয়া জাঁতায় পেষণ করিয়া লইত। কিন্তু দাস সংখ্যার তুলনায় পেষণযন্ত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়াতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত যন্ত্র চলিতে থাকিত। যাহারা বলবান্, তাহারাই অগ্রে নিজের কার্য্য সাধন করিত, দুর্ব্বল ও রুগ্নগণকে সকলের শেষে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত।

সাম্বোকে লেগ্রি যে বয়োধিকা স্ত্রীলোকটী দিয়াছিল, সাম্বো তাহার হাতে এক থলিয়া গম দিয়া বলিল, "তোমার নাম কি?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমার নাম লুসি।"

সাম্বো। লুসি, তুমি এখন আমার স্ত্রী। তুমি এই গম নিয়া তোমার আর আমার খাবার রুটী তৈয়ের কর।

লুসি। আমি তোমার স্ত্রী নই, আর কখন হব না। তুমি চ'লে যাও।

সাম্বো। অমন কথা বল্‌বি তো লাথি মেরে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

লুসি। তোমার ইচ্ছা হয় আমায় খুন ক'রে ফেল—যত শীঘ্র মরণ হয় ততই ভাল। এত দিনে ম'লেই ভাল ছিল।

সাম্বো স্ত্রীলোকটীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, কুইম্বো বলিল, "সাবধান সাম্বো, লোক মেরে কাজের ক্ষেতি করিস্‌নে। আমি মনীবের কাছে ব'লে দেব।" কুইম্বো নিজের গম পিষিতেছিল। তাহার পূর্ব্বে তিন চারি জন স্ত্রীলোক গম পিষিতে আসিয়াছিল, সে তাহাদিগকে

ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রে আপনার গম পিষিয়া লইতেছিল। তাই সাম্বো বলিল,—

"আমিও মনীবের কাছে ব'লে দেব যে, তুই চাট্টে মেয়েমানুষকে ঠেলে ফেলে আপনার গম পিষে নিচ্ছিলি।"

টম্ সমস্ত দিবস পদব্রজে আসিয়াছে, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, কিন্তু কখন যে আহার মিলিবে, তাহা জানে না। কুইম্বো তাহার হাতে এক থলিয়া গম দিয়া বলিল, "যা, এই গম নিয়ে রুটী গ'ড়ে খা। এই এক হপ্তার খোরাক। টম্ প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু গম পেষণ করিবার সুযোগ পাইল না। রাত্রি ১টার সময় সে দেখিল যে, দুইটি রুগ্না স্ত্রীলোক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের শরীরে বল নাই, সুতরাং সকলেই তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রে আপনার গম পিষিয়া লইয়াছে। টম স্বহস্তে তাহাদের গম পিষিয়া দিয়া পরে আপনার গম পিষিয়া লইল। এইরূপ দৃষ্টান্ত এ স্থানে আর কখন পরিলক্ষিত হয় নাই; দয়ার কার্য্য এখানে কখন অনুষ্ঠিত হইত না। এইরূপ স্থানে এ একটি অলৌকিক ব্যাপার। অতিশয় সামান্য দয়ার কার্য্য হইলেও টমের এই আচরণ দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটির হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইল। তাহাদের সেই শ্রম-ক্লিষ্ট কঠোর মুখ স্ত্রীসুলভ মমতার ভাবে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা টমের রুটি প্রস্তুত করিয়া দিল। স্ত্রীলোক দুইটি যখন রুটী প্রস্তুত করিতেছিল, টম তখন চুল্লীর নিকট বসিয়া পকেট হইতে বাইবেলখানি খুলিল। তাহার হাতে পুস্তক দেখিয়া একটী স্ত্রীলোক বলিল—"তোমার হাতে ও কি?"

টম্। বাইবেল, আমাদের ধর্ম্মপুস্তক।

স্ত্রীলোক। কেণ্টাকি ছাড়িবার পর আর ধর্ম্মপুস্তকের নামও শুনি নাই।

টম। তুমি কি আগে কেণ্টাকিতে ছিলে ?

স্ত্রীলোক। হাঁ, সেখানে সুখেই ছিলাম। এ দশা যে হবে, তা কখন মনেও করি নাই।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক। ও কি পুস্তক বল্লিলে ?

টম। বাইবেল।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক। বাইবেল কাহাকে বলে ?

প্রথম স্ত্রীলোক। তুমি কি কখন এ পুস্তকের নাম শোন নাই ? কেণ্টাকিতে আমার আগেকার মনীব ঠাক্‌রুণ মাঝে মাঝে এই বই পড়্‌তেন, তাই আমি শুনতাম। এখানে ত কেবল গালাগালি আর শপথ করিতে শুনি। আচ্ছা তুমি একটু পড় তো শুনি।

টম বাইবেল হইতে পড়িতে লাগিল, "হে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্তলোক ! তুমি আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে বিশ্রাম প্রদান করিব।"

প্রথম স্ত্রীলোক। এ বড় সুন্দর কথা। এ কথা কে বোল্‌চে ?

টম। ঈশ্বর বোল্‌ছেন।

প্রথম স্ত্রীলোক। তিনি কোথায় আছেন, জান্‌তে পেলে তাঁর কাছে যেতাম। আমি সেখানে না গেলে আর শান্তি পাব না। আমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়েছে; আবার সাম্বো রোজ আমায় ধমকায়, বেত মারে। এক দিন রাত দুপুরের আগে খেতে পাই না। শেষ যখন একটু গিয়ে শুয়ে পড়ি, একটু কাল পরেই রাত ভোর হয়, ক্ষেতে যাবার ঘণ্টা পড়ে। যদি জান্‌তাম, পরমেশ্বর কোথায় আছেন, তা হ'লে তাঁর কাছে এ সব কথা বোল্‌তাম। হা পরমেশ্বর ! এ যাতনা আর সয় না।

টম। পরমেশ্বর সর্ব্বস্থানেই আছেন।

স্ত্রীলোক। পরমেশ্বর যে এখানে আছেন, তা আমি বিশ্বাস কোত্তে পারিনে। ও কথা অনেকবার শুনেছি যে, পরমেশ্বর এখানে আছেন,

সেখানে আছেন, কিন্তু আমাদের দুঃখ দেখে ত তিনি কিছুই ক'চ্ছেন না। তোমার ও-কথা বিশ্বাস কচ্ছি না। আমি এখন ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকি। এখানে ঈশ্বর কখনই নাই।

স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। টম একাকী বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এই সুনীল আকাশে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া যেমন নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, পরমেশ্বর সেইরূপ নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে জগতের পাপ ও অত্যাচার সমুদয়ই দেখিতেছেন। এই কৃষ্ণকায় দাস যখন বাইবেল হস্তে করিয়া নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহাকে ডাকিতেছিল, তখন ইহার প্রত্যেক কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর যে এখানে বর্ত্তমান, তাহা কিরূপে সেই অশিক্ষিত স্ত্রীলোক বিশ্বাস করিবে? এই অত্যাচার ও যন্ত্রণার মধ্যে এইরূপ অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা কি সম্ভবপর?

টম উপাসনান্তে আজ পূর্ণ শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিল না, অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে শয়ন করিতে গেল। গৃহের বায়ু দূষিত ও দুর্গন্ধ, তাহার সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু কি করে, নিতান্ত ক্লান্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং গিয়া শুইয়া রহিল। শয়ন মাত্র সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন সে হ্রদের পার্শ্বস্থ উদ্যানে শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে, ইবা গম্ভীর কণ্ঠে তাহার নিকট বাইবেল হইতে এই কথা পাঠ করিতেছে।—

"যখন তুমি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবে, আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। সুতরাং নদী তোমাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিতে পারিবে না। অগ্নিতে যখন ঝাঁপ দিবে, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবে না। তখনও আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। আমি তোমার একমাত্র প্রভু ও পরমেশ্বর।"

এই শব্দগুলি সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় টমের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইবা বারংবার যেন সস্নেহে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বর্ণ-বিনির্ম্মিত রথারোহণে আকাশে উড্ডীন হইল! রথ হইতে সুগন্ধি পুষ্প-নিচয় ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল।

টম্ জাগরিত হইল। কিন্তু এ কি স্বপ্ন? অবিশ্বাসী লোকের নিকট এ স্বপ্ন বটে; কিন্তু যে দয়ার্দ্রচিত্ত বালিকা এই সংসারে অবস্থানকালে পরের দুঃখে সর্ব্বদা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, মৃত্যুর পর দুঃখীকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত তিনি কি আসিতে পারেন না? ইহা কি অসম্ভব? কখন নহে।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ক্যাসি

টম্ অতি অল্প কালের মধ্যেই লেগ্রির ক্ষেত্রের কার্য্যপ্রণালী এবং এস্থানের ভাব গতিক বুঝিতে পারিল। সে বিলক্ষণ কার্য্যচতুর ছিল; পূর্ব্বের অভ্যাস এবং চরিত্রের সাধুতানিবন্ধন কোন কার্য্যেই ত্রুটি কিংবা অমনোযোগ করিত না। তাহার স্বভাবও শান্ত ছিল, সুতরাং সে মনে মনে ভাবিল যে, পরিশ্রমে কোন প্রকার ত্রুটি না করিলে হয় ত বেত্রাঘাতের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। এই স্থানে নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন দর্শনে তাহার হৃদয় ত্রাসে পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু ঈশ্বরে

আত্মসমর্পণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার মন একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পরমেশ্বর কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। কোন না কোন প্রকারে সেই মঙ্গলময় পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন।

লেগ্রি সাহেব টমের কাজ কর্ম্ম বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, এবং সত্বরই বুঝিতে পারিল যে, টম্ বিশেষ কার্য্যদক্ষ লোক। তথাপি টমের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ভাব কোন ক্রমেই বিদূরিত হইল না। ইহার মূল কারণ কি, তাহা লেগ্রির মত লোকের বুঝিবার সাধ্য নাই। বস্তুতঃ টমের প্রতি লেগ্রির বিদ্বেষভাব কখন বিদূরিত হইতে পারে না। অসতের সতের প্রতি, পাপীর পুণ্যাত্মার প্রতি, অধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকের প্রতি এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষের ভাব থাকে। এই জন্যই সংসারে পরম ধার্ম্মিক দেশসংস্কারকগণ দেশীয় লোকের বিশেষ অশ্রদ্ধার ভাজন হয়েন ; এবং যাহাদিগের উপকারার্থ জীবন উৎসর্গ করেন, তাহারাই তাঁহাদিগের প্রাণ বিনাশ করে।

লেগ্রি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ক্রীতদাসদিগের প্রতি তাহার নিষ্ঠুরাচরণ ও অত্যাচার টম্ বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছে। কিন্তু সংসারের সদসৎ সকল প্রকার লোকই অন্যের প্রশংসা চাহে ; তাহার আচরণ ও মতামত অন্যান্য লোক অনুমোদন না করিলে, সে ব্যক্তি সন্তোষ লাভ করিতে পারে না, সুতরাং একটী দাসের প্রতিকূল মতও সময় সময় অসহনীয় হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন লেগ্রি আরও দেখিতে পাইল যে, টম সময় সময় অন্যান্য দাসদাসীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করে ; তাহাদের কোন কষ্ট হইলে সে নিজে কষ্টানুভব করে। দাসদাসীদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি লেগ্রির ক্ষেত্রে কস্মিন্ কালেও পরিলক্ষিত হয় নাই ; সুতরাং টমের আচরণ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

টম্‌কে একজন পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই সে তাহাকে এত অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল; কিন্তু ঘোর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক না হইলে কেহ কখনও পরিদর্শকের কার্য্যে মনোনীত হইতে পারে না। পরিদর্শককে সর্ব্বদা বেত্রাঘাত করিতে হইবে। টম্ কার্য্যদক্ষ হইলেও পরিদর্শকের এই অত্যাবশ্যক গুণ তাহার একেবারে ছিল না; সুতরাং লেগ্রি সাহেব মনে করিত যে, টমের হৃদয় কঠিন ও নিষ্ঠুর করিবার জন্য শীঘ্রই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। অনতিবিলম্বে হৃদয় নিষ্ঠুর করিবার নূতন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বিত হইল।

এক দিন প্রাতঃকালে টম্ ও অন্যান্য দাস ক্ষেত্রে যাইবার জন্য একত্র হইলে, একটি নূতন স্ত্রীলোকও তাহাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। স্ত্রীলোকটি দীর্ঘাকৃতি এবং কৃশাঙ্গী, তাহার হস্তপদ কোমলতার পরিচায়ক, তাহার পরিধানে ভদ্রোচিত বসন। ইহার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হইবে। ইহার মুখভাব এইরূপ যে, তাহা একবার দেখিলে কেহ সহজে বিস্মৃত হইতে পারে না। দেখিলে বোধ হয় যেন ইহার জীবনের ইতিহাস অনেক কষ্টকর ও অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ। ইহার প্রশস্ত ললাট, বিশাল উজ্জ্বল নেত্র, সুবঙ্কিম ঘন ভ্রূযুগল মুখমণ্ডলে শোভা প্রদান করিতেছে। অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া বোধ হয় যে, এই রমণী যৌবনে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী ছিল, কিন্তু এখন শোক-দুঃখের চিহ্ন দ্বারা সে সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার মুখে অন্তরস্থিত ঘোর বিদ্বেষ, নৈরাশ্য এবং অহঙ্কার সম্ভূত এক আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

এই স্ত্রীলোকটি কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছে? টম্ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না! কিন্তু ক্ষেত্রে যাইবার সময় সে বরাবর টমের পাশে পাশে চলিতেছিল। ক্ষেত্রের অন্যান্য দাসদাসীদিগের নিকট বোধ হয় এই রমণী সম্যক্ পরিচিত ছিল। কারণ, সেই নীচ প্রকৃতি জীর্ণ শীর্ণ

বস্ত্রাবৃত কুলিদিগের মধ্যে কেহ তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল, কেহ ঠাট্টা করিতে লাগিল, কেহ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

একজন বলিল, "কেমন? এখন তো আমাদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ ক'ত্তে হবে! বেশ হয়েছে! আমি খুব খুসি হইছি।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "এখন বুঝ্‌বে, ক্ষেতের কাজ কত্ত কষ্ট।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "দেখ্‌বো কেমন কাজ করে! একেও আমাদের মত বেত খেতে হবে।"

চতুর্থ। এর পিঠে যখন বেত প'ড়বে, তখন আমি ভারি খুসি হব।

স্ত্রীলোকটি এ সকল কথায় একবারও কর্ণপাত করিল না, অভিমানপূর্ণ বদনে ক্রমাগত চলিয়া যাইতে লাগিল। টম চিরকাল ভদ্র সমাজে ছিল, ইহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, ইনি নিশ্চয়ই ভদ্র মহিলা হইবেন। কিন্তু কি জন্য যে, ইহার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। স্ত্রীলোকটি পথে চলিবার সময় বরাবর টমের পার্শ্বে ছিল, কিন্তু একবারও টমের সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। ক্ষেত্রের কার্য্য আরম্ভ হইলে টম ইহার দিকে বার বার চাহিয়া দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি অতি ক্ষিপ্র হস্তে কার্য্য করিতেছিল, অন্যান্য কুলিদিগের অপেক্ষা সহজে কার্পাস তুলিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সে বিরক্তি, ঘৃণা ও অভিমানের সহিত কার্য্য করিতেছে। টম তাহার সহিত একত্রে ক্রীত সেই লুসি নাম্নী দাসীর পার্শ্বে বসিয়া কার্পাস তুলিতেছিল। এই স্ত্রীলোকটি এখানে আসিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে কার্পাস সংগ্রহ করিতেছে আর ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু কামনা করিতেছে, কখন কখন একেবারে ক্লান্ত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেছে। টম্ নিজের ঝুড়ি হইতে কতকগুলি

কার্পাস তুলিয়া লুসির ঝুড়িতে রাখিয়াছিল। লুসি তৎক্ষণাৎ টমকে বলিল, "বাবা! আমার সাহায্য করিও না, নিজে এর জন্য বিপদে পড়িবে।"

এই সময়ে পরিদর্শক সাম্বো সেখানে উপনীত হইল। লুসি তাহাকে উপপতিরূপে গ্রহণ করে নাই বলিয়া লুসির প্রতি তাহার বিশেষ আক্রোশ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ গিয়া লুসিকে সবলে পদাঘাত করিল। লুসি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাম্বো তখন টমের নিকট গিয়া তাহার পৃষ্ঠে ও মুখে গোচর্ম্ম নির্ম্মিত চাবুক দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল! টম নিঃশব্দে আবার কার্পাস তুলিতে লাগিল। কিন্তু লুসিকে অচৈতন্য দেখিয়া পরিদর্শকের অধীন একজন পরিচারক বলিতে লাগিল, "এ হারামজাদীকে এখনই জাগিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া পকেট হইতে একটা আল্‌পিন বাহির করিয়া তাহার ললাটে বিদ্ধ করিয়া দিল, স্ত্রীলোকটি যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পরিচালক বলিল, "ওঠ্ হারামজাদী, এ সব চালাকি আমার কাছে খাটবে না।"

লুসি চৈতন্য লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে ক্ষিপ্রহস্তে কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল, পরিচালক বলিল, "এই রকম তাড়াতাড়ি কাজ না ক'ল্লে তোরে যমের বাড়ী পাঠাব।"

রমণী বলিল, "যমের বাড়ী যেতে পেলেই বাঁচতাম! হা পরমেশ্বর! আমায় কি নেবে না?"

টম্ জানিত যে, লুসি যদি ঝুড়ি ভরিয়া কার্পাস না দিতে পারে, তাহা হইলে লেগ্রি সাহেব ইহাকে সন্ধ্যাকালে বেত মারিয়া অর্দ্ধমৃত করিবে। সুতরাং নিজের বিপদ্ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া আপনার ঝুড়িতে যত তুলা ছিল সমুদয় গোপনে লুসির ঝুড়িতে রাখিয়া দিল। লুসি বলিল, "তুমি আর অমন ক'রো না। তোমাকে বেত মারবে।"

টম বলিল, "তোমার কষ্ট আর সহ্য হয় না। তোমাকে যাতে আর না মারে, তার জন্য এমন কোল্লাম।"

হঠাৎ সেই পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত রমণী টমের নিকট আসিয়া কতকগুলি তূলা টমের ঝুড়িতে ঢালিয়া দিল এবং বলিল, "তুমি এখানে নূতন, আসিয়াছ, তাই এখানকার কার্য্যপ্রণালী কিছু জান না। এখানে এক মাস থাকিলে আর অন্যের সাহায্য করা দূরে থাকুক, নিজের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে।"

কিন্তু একজন পরিচালক স্ত্রীলোকটির কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। সে চাবুক হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "কি কোচ্ছ? আমি তোমার সব দেখেছি। তুমি এখন আমার অধীন ও সব চালাকি খাটবে না।"

রমণী তীব্র দৃষ্টিতে পরিচালকের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, পরিচালককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "কুকুর, একবার আমার কাছে আয় তো দেখি! এখনও আমার এমন ক্ষমতা আছে যে, শীকারী কুকুর দিয়া তোর প্রাণ বিনষ্ট করাইতে পারি। আমি বলিলেই এখনই তোকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবে। তুই আমার কাছে দর্প করিতেছিস্?"

পরিচালক এই কথা শুনিয়া, শঙ্কিত হইয়া বলিল, "তুমি তবে ক্ষেতে কাজ ক'ত্তে এলে কেন? মিস্ ক্যাসি, তুমি আমার কোন অনিষ্ট করো না।"

রমণী বলিল, "তবে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিস্।"

পরিচালক ক্ষেত্রের অন্যদিকে অন্যান্য কুলির কার্য্য দেখিতে চলিয়া গেল। সেই স্ত্রীলোকটি আবার কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার ক্ষিপ্রহস্ততা দেখিয়া টম চমৎকৃত হইল। দিবা শেষ না হইতে সে আপন

ঝুড়ি পূর্ণ করিল এবং মাঝে মাঝে টমের ঝুড়িতে তূলা তুলিয়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর চতুর্দ্দিকে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিলে দাসগণ নিজ নিজ কার্পাসের চুপড়ি মস্তকে বহন করিয়া তূলার গোলার দিকে চলিল। লেগ্রি প্রত্যেকের সংগৃহীত কার্পাস পরিমাণ করিবে বলিয়া সেখানে বসিয়া আছে, তখন দুইজন পরিচালকের সঙ্গে তাহার এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল,—

লেগ্রি বলিল, "এই কাল গোলাম টমকে দুরস্ত ক'র্ত্তে হবে। একে কিন্তু সহজে পথে আন্‌তে পার্‌বে না।"

নিগ্রো পরিচালক দুইটা দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু কুইম্বো বলিল, "একে আপনি নিজে দুরস্ত না করিলে চলিবে না। আপনি যেমন চাব্‌কাতে জানেন, স্বয়ং শয়তানও তা জানে না।"

লেগ্রি। একে পথে আন্‌বার আর শিক্ষা দেবার বেশ উপায় আছে। আর আর স্ত্রীলোক গুলোকে বেত মার্‌বার ভার একে দিতে হইবে।

কুইম্বো। আজ্ঞে ও তা কোর্ত্তে চাইবে না। লোকের ওপর মার ধোর কোর্ত্তে ও কোন মতেই স্বীকার হবে না। ওর সেই কি ধর্ম্মভাব, ওর মন থেকে দূর করা বড় সোজা কাজ নয়।

লেগ্রি। এখনি ওর ধর্ম্মভাব দূর কোরে দিচ্ছি।

এমন সময় সাম্বো আসিয়া বলিল, "এই দেখুন, লুসি কোন কাজ করে নি। কুলিদের মধ্যে এটার মতন খারাপ লোক আর নাই, ভারি কুড়ে।"

কুইম্বো। সাম্বো! লুসির ওপর তোমার কেন রাগ আছে, আমি তা জানি, সাবধান!

সাম্বো। আজ্ঞে, আপনিই তো ওকে আমার স্ত্রী হ'তে ব'লেছিলেন। দেখুন আপনার কথা ও রাখ্‌বে না।

লেগ্রি। আমি মেরে মেরে ওকে যমের বাড়ী পাঠাতাম, কিন্তু এখন তাতে কাজের ক্ষতি হ'তে পারে।

সাম্বো। লুসি ভারি কুড়ে, কোন কাজ কোত্তে চায় না, কেবলই ত্যক্ত করে, আর এই টম্ ওর সাহায্য কোরে থাকে।

লেগ্রি। টম্ এর সাহায্য ক'রেছে? তবে টম্‌কেই দিয়ে একে বেত মার্‌তে হবে। তাতে কোরে টমের বেশ শিক্ষাও হবে। এ মাগী আধমরা হয়েছে, টম্ তোমাদের মত জোরে মার্‌বে না তাই টমের হাতে এর মৃত্যুর আশঙ্কা বড় নাই।

এই কথা শুনিয়া সম্বো, কুইম্বো হিহি করিয়া হাসিতে লাগিল।

পরিচালক বলিল, "মিস্ ক্যাসি আর টম্ লুসির ঝুড়িতে তুলা তুলে দিচ্ছিল।"

লেগ্রি। মিস্ ক্যাসি তার নিজের কাজ ক'রেছে তো?

পরিচালক। কাজ কোত্তে আরম্ভ করিলে ও ভূতের মত কাজ কোত্তে পারে।

লেগ্রি কার্পাস ওজন করিতে হুকুম দিল। এক একটা কুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অতি কষ্টে নিজ নিজ ঝুড়ি পরিমাণ যন্ত্রের উপর রাখিতে লাগিল। লেগ্রি শ্লেট হাতে করিয়া লিখিতে লাগিল। টমের ঝুড়ির কার্পাস পরিমাণ করিয়া দেখা গেল, এবং তাহার কার্য্য সন্তোষজনক বলিয়া অনুমোদিত হইল। টম্ তখন উৎকণ্ঠিত চিত্তে লুসির ঝুড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। লুসি কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া তাহার ঝুড়ি লেগ্রির নিকট রাখিল। কিন্তু লেগ্রি তাহাকে শাসিত করিবে বলিয়া কৃত্রিম রাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল, "আজও কম হ'য়েছে। ওকে এক দিকে দাঁড় করিয়ে রাখ।"

লুসি নিরাশ হইয়া ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। পরে ক্যাসি নাম্নী সেই

নূতন স্ত্রীলোকটি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞার সহিত তাহার ঝুড়ি উপস্থিত করিল। লেগ্রি বিদ্রূপ সূচক অথচ কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। রমণী স্থির নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। সে ফরাসী ভাষায় লেগ্রিকে কি বলিতে লাগিল। কি বলিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না, কিন্তু ক্যাসি যখন তাহাকে এই কথা বলিতেছিল, তখন লেগ্রির মুখ সত্য সত্যই পৈশাচিক ভাব ধারণ করিল, সে ক্যাসিকে মারিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিল, রমণী ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে লেগ্রি সাহেব টম্‌কে ডাকিয়া বলিল, "টম! তোকে আমি সাধারণ কুলির কাজে নিযুক্ত কোর্‌ব বলে কিনি নাই। আমি তোকে একজন পরিচালকের পদে নিযুক্ত কোর্‌ব। ক্রমে তুই পরিদর্শকের পদ পেতে পরবি। কি করে কুলিদের বেত মার্‌তে হয়, তা এত দিন দেখে শুনে বেশ শিখেছিস্। আজ এই লুসিকে গিয়ে বেত মার্। এ মাগী ভারি অলস।"

টম। প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন। আমি স্ত্রীলোককে বেত মার্‌তে পার্‌ব না। আমাকে এ কাজে নিযুক্ত কোর্‌বেন না। আমি কখনও এ কাজ করিনি, কখন ক'র্‌বোও না!

টমের এই কথা শুনিয়া লেগ্রি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই অবিশ্যি পার্‌বি।"—এই বলিয়া গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত চাবুক দ্বারা টমকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিল, এবং তাহার মুখে বার বার ঘুসি মারিতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট কাল তাহাকে এইরূপ প্রহার করিয়া আবার বলিল, "আর বোল্‌বি যে বেত মার্‌তে পারবিনে?—এখন এ স্ত্রীলোকটাকে মার্‌বি কি না বল্।"

টমের নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতেছিল। সে রক্ত মুছিতে

মুছিতে বলিতে লাগিল “প্রভু! আমি সকল কাজ ক’র্ত্তে পারব, এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকে, প্রাণপণ ক’রে দিবারাত্রি আপনার কাজ কোর্‌ব, কিন্তু স্ত্রীলোককে প্রহার করা অনুচিত মনে করি—ইহাকে কখনই প্রহার করিতে পারিব না। কখন না—কখন না!”

টম সর্ব্বদাই অতি বিনীতভাবে কথা বলিত। তাহার কথা বলিবার প্রণালী বিশেষ সম্ভ্রমসূচক ছিল। লেগ্রি মনে করিল যে, টম ভয় পাইয়াছে, শীঘ্রই বশীভূত হইবে। কিন্তু টমের শেষ কথা গুলি শুনিয়া কুলিগণ চমৎকৃত হইল, লুসি অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বলিল, “হে পরমেশ্বর!” প্রত্যেককে তখন পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল, সকলেই সশঙ্ক চিত্তে আসন্ন বিপদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

লেগ্রি কিছুকাল হতবুদ্ধি ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কিন্তু অনতিবিলম্বেই উঠিয়া বলিল, “কি রে হারামজাদা! আমি যা তোকে কোর্ত্তে বলি, তা অনুচিত বলিয়া মনে করিস্? তুই বেটা পশু, কি উচিত কি অনুচিত সে সব বিচার কর্‌বার তোর কি দরকার? তুই আপনাকে কি মনে কচ্ছিস্? তুই কি আপনাকে ভদ্র লোক ব’লে মনে করিস নাকি যে, তোর মনীবকে বলচিস্ এটা উচিত আর সেটা অনুচিত? এ ছুঁড়ীকে বেত মারা তুই অন্যায় মনে কচ্ছিস্ ব’লে ভাণ কচ্ছিস্?”

টম। প্রভু! আমি একে মারা অন্যায় মনে করি। এই স্ত্রীলোকটি নিতান্ত রুগ্ন, নিতান্ত দুর্ব্বল; ইহাকে মারা নিতান্তই নিষ্ঠুরতার কাজ। এরূপ কাজ আমি কখনই করিব না। প্রভু আপনি যদি আমাকে মেরে ফেল্‌তে চান, মেরে ফেলুন, আমি প্রাণান্তেও এদের কাউকে মার্‌বার জন্য হাত তুল্‌ব না।

টম ধীর স্বরে এই কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার বাক্য, তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করিল। লেগ্রি ক্রোধে

কাঁপিতে লাগিল। তাহার শৃগাল-নেত্র যেন জ্বলিতে লাগিল। কোন কোন জাতীয় হিংস্রজন্তু যেমন পরাভূত জন্তু লইয়া কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করিয়া পরে উহাকে উদরসাৎ করে, লেগ্রিও সেইরূপ তৎক্ষণাৎ টমের প্রতি ঘোরতর শাস্তি বিধান না করিয়া, ক্রোধাবেগ কিঞ্চিৎ দমন করিয়া, তাহার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল.—

"যা হোক্ অবশেষে আমাদের মত পাপীদের মধ্যে একটা ধার্ম্মিক কুকুর এসেছে, ইনি একজন মহর্ষি, একজন ভদ্রলোক তার চেয়ে কম নন্; পাষণ্ড আমরা, আমাদের কাছে আমাদের পাপ দেখিয়ে দিতে এসেছেন। আহা কি মস্ত পুণ্যাত্মা লোক! ওরে বজ্জাত! তুই যে বড় ধর্ম্মের ভাণ ক'রে বেড়াস্, তোর বাইবেল থেকে এ কথা শুনিস্ নাই? 'ভৃত্যগণ! তোমরা প্রভুর আদেশ মান্য কর।' আমি কি তোর প্রভু নই? আমি তোর এই কাল শরীরের জন্য বারশ টাকা নগদ দিইনি কি? বল্ তুই আমার কি না, তোর শরীর আর আত্মা আমার কি না?" এই বলিয়া লেগ্রি সবলে টমকে পদাঘাত করিল, আবার বলিল, "বল্!"

এই গভীরতম শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে এই ঘোর পাশব অত্যাচারে ম্রিয়মাণ হইলেও লেগ্রির এই প্রশ্নে টমের প্রাণে আনন্দ ও জয়োল্লাস প্রবাহিত হইল, টম সহসা মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল। আহত মুখ হইতে যে শোণিতধারা বহিতেছিল, সেই শোণিতের সহিত অশ্রুধারা মিশিতে লাগিল, টম বিশ্বাসভরে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিতে লাগিল—

—"না মশাই, না, আমার আত্মা তোমার নহে। তুমি এ আত্মা ক্রয় কর নাই। যিনি এ আত্মা রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই ইহা ক্রয় করিয়াছেন, ইহার মূল্য প্রদান করিয়াছেন। শরীরকে তুমি যন্ত্রণা দিতে পার, কিন্তু আত্মার তুমি কিছুই করিতে পার না।"

লেগ্রি। আমি কিছুই কোত্তে পারিনে? তবে এখনই দেখবি? ওরে

সম্বো! ওরে কুইম্বো! নে এই কুকুরটাকে আচ্ছা কোরে দুরস্ত কর্। এক মাসের মধ্যে যেন না উঠ্‌তে পারে এমন কোরে মার্‌বি।

এই দুই যমদূত সদৃশ নরপিশাচ তৎক্ষণাৎ টমকে টানিয়া বাহিরে নিয়া প্রহার করিতে লাগিল। লুসি তদ্দর্শনে বার বার চীৎকার করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ক্যাসির পূর্ব্ব-বিবরণ

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। কতক গুলি ভাঙ্গা চৌকী ও পচা কার্পাস পরিপূর্ণ একটা ক্ষুদ্র কুঠরীতে টম্ প্রহারের কষ্টে প্রায় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত দিন কিছুই আহার করিতে পারে নাই, তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে। গৃহটী আবার মশকে পরিপূর্ণ, সুতরাং তাহার যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, কষ্টের উপর কষ্ট। একটু নিদ্রা যাইবার সুযোগ নাই।

এই যন্ত্রণার সময় টম্ কি করিতেছে? সে ধরাতলে পড়িয়া বলিতেছে, "হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু। একবার দীনের প্রতি চেয়ে দেখ। পাপ ও অত্যাচারের উপর জয় লাভ করিতে সমর্থ কর।"

ইহার পর গৃহমধ্যে পদ সঞ্চারের শব্দ শুনা গেল। তৎক্ষণাৎ একটা লণ্ঠনের মধ্যস্থিত আলোকের কিরণ তাহার মুখের উপর পড়িল। টম

বলিয়া উঠিল, "এখানে কে? আমায় দয়া ক'রে এক ফোঁটা জল দাও, আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেল।"

ক্যাসি তখন হস্ত হইতে আলো রাখিয়া, জল লইয়া টমের নিকট ধরিল। টম জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইল, আর এক গ্লাস জল চাহিল। ক্যাসি ক্রমে দুই তিন গ্লাস জল দিল আর বলিল, "আমার সঙ্গে যথেষ্ট জল আছে, তোমার যত ইচ্ছা পান কর। এ অবস্থায় যে তোমার জলের আবশ্যক হইবে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। কুলি-দিগের মধ্যে যে দিন যে তোমার মত প্রহৃত হয়, তাহাকেই আমি রাত্রে আসিয়া জল দিয়া থাকি। এই যে তোমার জন্য প্রথম আসিয়াছি, তাহা নহে।"

টম্ জলপান করিয়া বলিল, "মেম সাহেব, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

ক্যাসি বলিল, "আমাকে মেম সাহেব বলিয়া কেন সম্বোধন করিতেছ? তুমিও যেমন হতভাগ্য ক্রীতদাস, আমিও সেইরূপ চিরদুঃখিনী ক্রীতদাসী, বরং তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট।"

এই বলিয়া ক্যাসি দ্বারের নিকট গিয়া, যে শয্যা ও শয্যাবস্ত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহা টমের সম্মুখে লইয়া আসিল, এবং শয্যা রচনা পূর্ব্বক তাহা শীতল জলসিক্ত আস্তরণে আবৃত করিয়া টমকে বলিল, "দেখ ত বাছা! কোন প্রকারে গড়াইতে গড়াইতে এই বিছানার উপর আসিয়া শুইতে পার কি না?"

টমের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত, নড়িবার সাধ্য নাই। অতি কষ্টে এবং অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সে সরিতে সরিতে সেই জলসিক্ত শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিন্তু শয্যায় যাইবামাত্র তাহার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইল।

বহুকাল পাশব অত্যাচারপূর্ণস্থানে বাস করিতে করিতে ক্যাসি ক্ষতাদির চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সে টমের ক্ষত দেহে ঔষধ লেপন করিতে লাগিল। ঔষধের গুণে টমের যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হইল। তখন ক্যাসি আবার টমের মস্তক স্বহস্তে উত্তোলন করিয়া, উপাধান স্থানে একটা অব্যবহার্য্য তূলার গাইট রাখিয়া বলিল, "বাছা! আমার যত দূর সাধ্য আমি করিলাম।"

টম তাহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। রমণী ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক দুই হস্তে উন্নমিত জানুদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক, তীব্র যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক মুখে, স্থির নেত্রে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তাহার মস্তকা-বরণ পশ্চাদ্দিকে পতিত হইল, ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ তরঙ্গায়িত কেশরাশি তাহার বিষাদাবৃত মুখের চারিদিকে ছাইয়া পড়িল!

অনেকক্ষণ পরে রমণী বলিয়া উঠিল—"ইহাতে কিছুই লাভ নাই। হতভাগ্য! তোমার সকল চেষ্টা বিফল। দেখ তুমি আজ বিলক্ষণ সাহস প্রদর্শন করিয়াছ, ন্যায় তোমারই পক্ষে ছিল, কিন্তু এ সংগ্রাম বৃথা; ইহাতে তোমার জয় লাভ হইবে না। তুমি স্বয়ং শয়তানের হস্তে পড়ি-য়াছ; ইহার অপরিমিত ক্ষমতা। অবশেষে তোমাকে নিরস্ত হইতে হইবে, আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিবে! মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণা কি ইতিপূর্ব্বে তাহার কাণে কাণে এই কথা উচ্চারণ করে নাই? টম্ শিহরিয়া উঠিল। যে প্রলোভনের সহিত টম্ এতাবৎ কাল যুঝিতেছিল, এই বিষাদময়ী রমণীকে সেই প্রলোভনেরই জীবিত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। টম আর্ত্তস্বরে বলিল, "হা পরমেশ্বর! হা প্রভো! কি রূপে আমি ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিব?"

রমণী স্থিরকণ্ঠে বলিল—"পরমেশ্বরকে ডাকিয়া ফল নাই, পরমেশ্বর

কিছুই শুনেন না। আমার বিশ্বাস যে পরমেশ্বর নাই; যদি থাকেন, তাহা হইলে, তিনি আমাদের বিপক্ষে আছেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য সকলই আমাদের বিপক্ষে। সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে নরকের দিকে পরিচালিত করিতেছে। তবে কেন না নরকে যাইব?"

টম্ চক্ষু মুদ্রিত করিল। রমণীর মুখে এই নাস্তিকতাপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

রমণী আবার বলিতে লাগিল, "দেখ তুমি এই স্থানের বিষয় কিছুই জান না; কিন্তু আমি জানি। আমি গত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এখানে আছি, আমার শরীর আত্মা সর্ব্বস্বই এই নরাধমের পদতলে; অথচ এই নরাধমকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। এখানে যদি তোমাকে জীবিতাবস্থায় আগুনে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তোমার শরীর কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে, কুকুর দ্বারা তোমার মাংস ভক্ষণ করায়, বৃক্ষডালে ঝুলাইয়া প্রহার করিতে করিতে প্রাণবধ করে, তথাপি তাহার কোন বিচার হইবে না। আইনানুসারে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ সাক্ষী ভিন্ন ইহাদিগের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণ হইবে না। কিন্তু পাঁচ ক্রোশের মধ্যেও কোন ইংরাজ পুরুষ নাই। আর থাকিলেই বা কি? এই মিথ্যাবাদী বণিক্ জাতি কি কোন প্রকার অসৎ কার্য্যে বিরত থাকে? তাহারা কি তোমার আমার জন্য সত্য কথা বলিবে? ঈশ্বর রচিত কিংবা মনুষ্য রচিত এমন কোন আইন নাই যাহা দ্বারা আমাদিগের কোন উপকার হইতে পারে। আর তোমার আমার ক্রেতা এই যে নরাধম,—পৃথিবীতে এমন কি পাপ আছে, যাহা এ ব্যক্তি করিতে সঙ্কুচিত হইবে? আমি এখানে আসিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহা যদি পূর্ব্বাপর বর্ণনা করি, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া মানুষ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে। এ পাষণ্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন ফল নাই। আমি স্বেচ্ছায় ইহার সহিত বাস করিতেছি?

আমি কি ভদ্রোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হই নাই? এই ব্যক্তি—হা পরমেশ্বর! এ ব্যক্তি কি ছিল, এখনই বা কি হইয়াছে? তবুও ত আমি এই পাঁচ বৎসর ইহার সহিত বাস করিয়াছি। এই পাঁচ বৎসর দিবারাত্রি, প্রতি মুহূর্ত্ত, আপনার অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু এখন আবার এই নরাধম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপপত্নী করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চদশবর্ষীয়া একটী বালিকাকে আনিয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, সে নানা প্রকার সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়াছে। সে এখানে তাহার বাইবেল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে—নরকে বাইবেল লইয়া আসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে ক্যাসি ক্ষিপ্তের মত হাসিয়া উঠিল।

টম্ স্ত্রীলোকটির এইরূপ কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক্, অন্ধকার দেখিতে লাগিল। অঞ্জলিবদ্ধপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "কোথা হে প্রভু, এই দুঃখীদের কি একেবারে বিস্মৃত হইলে? তুমি যদি না সহায় হও, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই।"

ক্যাসি আবার রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল, "আর এই হতভাগ্য নীচাশয় কুক্কুরবৎ দাসগুলির জন্য কেনই বা তুমি এত কষ্ট সহ্য করিবে? ইহারা একটু সুযোগ পাইলে কখনও তোমার অনিষ্ট করিতে বিরত থাকিবে না। তুমি ইহাদের কাহাকেও বেত্রাঘাত করিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু মনীবের হুকুম পাইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তোমাকে বেত্রাঘাত করিবে। ইহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি নিষ্ঠুর!"

টম্। হায় কি জন্য এরা নিষ্ঠুর হইল? আমিও যদি এদের মত কাহাকেও বেত মারিতে সম্মত হই, তাহ'লে শীঘ্র আমি এই রকম নিষ্ঠুর হয়ে যাব। মেম সাহেব, আমি সকলই হারাইয়াছি—আমার সকল গিয়াছে; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ—সকল গিয়াছে। একজন অতি দয়ালু মনীব ছিলেন, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, আর এক সপ্তাহ বাঁচিয়া থাকিলে

আমাকে একেবারে দাসত্ব হ'তে মুক্ত ক'রে দিতেন। এ সংসারে আর আমার কিছুই নাই! কিছুই নাই। কিছুই নাই! এখন কি ধর্ম্মও হারাইব? না, না। আমি কখনই কুপথ অবলম্বন করিব না।

ক্যাসি। কিন্তু আমাদের পাপের জন্য পরমেশ্বর কি আমাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন? যাহারা আমাদিগকে বাধ্য করিয়া কুকার্য্য করাইতেছে, তাহারাই ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবে।

টম্। তা সত্য বটে। কিন্তু কুকার্য্য দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিতে করিতে আমাদের চিত্ত কলুষিত হইয়া পড়িবে! আমি যদি ঐ সাম্বোর মত কঠিন প্রাণ এবং দুরাচার হইয়া পড়ি, তাহা হইলে, কি অবস্থায় পড়িয়া আমি সেরূপ হইয়াছি তজ্জন্য কিছু আসিবে যাইবে না, আমি যে দুরাচার হইব সেই দুরাচারই রহিয়া যাইব, আমার সেই ভয়।

ক্যাসি টমের এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া ক্ষিপ্তের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন কি নূতন চিন্তা তাহার মনে সহসা প্রবেশ করিয়াছে, কিংবা নিজের কোন ভ্রম সম্প্রতি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে গভীর অস্ফুট আর্ত্তরব করিয়া বলিল,—

"হা পরমেশ্বর! আমি কি পাপীয়সী! টম্ তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ! হায়! হায়! কি করিলাম—সকলই নষ্ট করিলাম!" এই বলিতে বলিতে দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

কিছুকাল পর্য্যন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ রহিল। অবশেষে টম্ ক্ষীণস্বরে বলিল, "মেম সাহেব, অনুগ্রহ ক'রে—"

রমণী সহসা উত্থান করিল। তাহার মুখ পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ ও কঠোর রহিয়াছে। টম্ বলিল, "আমাকে প্রহার করিবার সময় ওরা আমার গায়ের কোট ঐ কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। ঐ কোটের পকেটে

আমার বাইবেল আছে, মেম সাহেব যদি অনুগ্রহ ক'রে বাইবেলখানা এখানে নিয়ে আসেন—"

ক্যাসি উঠিয়া গিয়া বাইবেলখানি লইয়া আসিল। টম্ বাইবেল হইতে তাহার চিহ্নিত একটি অংশ বাহির করিয়া বলিল, "মেম সাহেব কি অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানটি পড়িবেন? জল পেয়ে যত না সুস্থ হয়েছি, এতে তার চেয়ে বেশী সুস্থ হব—"

ক্যাসি শুষ্ক হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত বাইবেল হস্তে লইয়া টমের চিহ্নিত স্থানটী পাঠ করিতে লাগিল। সে বিলক্ষণ লেখাপড়া জানিত, স্পষ্টস্বরে মৃদু মধুর কণ্ঠে ক্রুশ যন্ত্রে যীশু খৃষ্টের প্রাণত্যাগ বিবরণ আবৃত্তি করিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে বার বার তাহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। এক একবার স্বর একবারে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে ক্যাসি বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া, আত্মসংযমপূর্ব্বক আবার পাঠ করিতে লাগিল। অবশেষে যখন, 'পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর; ইহারা বুঝিতেছে না যে, ইহারা কি কুকার্য্য করিতেছে।' * যখন এই বাক্যটি পাঠ করিল, তখন পুস্তক খানি বন্ধ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। টমও ক্রন্দন করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে টম্ বলিতে লাগিল,—

"মেম সাহেব, যদি আমরা ঈশার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিতাম, তবে কি আর এ সংসারের দুঃখ কষ্টে এত অভিভূত হইয়া পড়িতাম। মেম সাহেব, আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি সুশিক্ষিতা, সকল বিষয়ে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এই মূর্খ গরীব টমও

* যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া যখন তাহার শত্রুগণ তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতেছিল, তখন তিনি সেই ক্রূরাচার শত্রুদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ছিলেন।

আপনাকে একটি বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ। আপনি বলিতেছিলেন যে, ঈশ্বর আমাদিগের বিরুদ্ধে এই শ্বেতাঙ্গ ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে ইহারা আমাদিগের প্রতি এই ঘোর অত্যাচার করিতেছে, ঈশ্বর ইহার বিচার করিতেছেন না কেন? এটি আপনার বড় ভ্রমাত্মক সংস্কার। পরম ধার্ম্মিক ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে অতি ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইল, তিনি দীনাত্মার ন্যায় জগতে জীবন যাপন করিলেন, পাপাত্মা দুরাচারগণ তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিল। কিন্তু এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াও চরমে তিনি শান্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে পরমেশ্বর আমাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছি বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিলে চরমে নিশ্চয়ই তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় পাইব। বর্ত্তমান বিপদ্, বর্ত্তমান দুঃখরাশি, আমাদিগের অন্তরাত্মা ক্রমে পরিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের সহবাসের উপযুক্ত করিতেছে।”

ক্যাসি। কিন্তু যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলে পাপের পথ পরিত্যাগ করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেইরূপ দুরবস্থায় তিনি আমাদিগকে কেন নিপাতিত করিতেছেন?

টম্। যে অবস্থাই হউক না কেন, পাপের পথ পরিত্যাগ করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে।

ক্যাসি। অসম্ভব কি না তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। কা'ল আবার তোমাকে উৎপীড়ন করিবে, তুমি তখন কি করিবে? আমি এ স্থানের সকল বিষয়ই জানি। তোমাকে ইহারা কি যন্ত্রণা প্রদান করিবে তাহা মনে করিতেও আমার হৃৎকম্প হয়। এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে ইহারা তোমাকে পাপানুষ্ঠানে বাধ্য করিবে।

টম্। ঈশ্বর! তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না কি? প্রভো! আমার সহায় হইও। আমি যেন অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে কুপথগামী না হই।

ক্যাসি। আমি এইরূপ কত ক্রন্দন, কত প্রার্থনা শুনিয়াছি, কিন্তু অবশেষে দেখিয়াছি, তাহাদের সংকল্প ভঙ্গ হইয়াছে, পাপাত্মাগণ তাহাদিগকে বশীভূত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ ত এমেলিন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তুমিও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছ যে, ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু এ চেষ্টা বিফল মাত্র। হয় ইহাদের কথায় সম্মত হইতে হইবে, না হয় যন্ত্রণায় প্রাণ হারাইতে হইবে।

টম্। আচ্ছা তবে মরিব। জীবনে যতই যন্ত্রণা দিউক না কেন, এক দিন আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। মৃত্যুর পর আর ইহারা আমার কি করিবে? মৃত্যু হইলেই ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব! ঈশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনিই আমাকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিবেন।

রমণী এই কথার প্রত্যুত্তরে আর কথা বলিল না, অধোনেত্রে স্থিরভাবে ভূমিতলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "তাহাই বা হইবে! কিন্তু যাহারা অত্যাচার ও উৎপীড়নে অস্থির হইয়া কুপথগামী হইয়াছে, তাহাদের আর মুক্তির আশা নাই, বিন্দু মাত্রও আশা নাই। আমরা অপবিত্রতার মধ্যে অবস্থান করিতে করিতে ক্রমে এত জঘন্য হইয়া পড়ি যে, অবশেষে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা উপস্থিত হয়। তখন মরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সাহস করিয়া আত্মহত্যা করিতে পারিব না। কোন আশাই নাই! হায়! হায়! কোন আশা নাই! এই বালিকা এমেলিন, আমিও তখন ঠিক এই বয়সের ছিলাম।" অতঃপর টমের দিকে চাহিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমি এখন

কি হইয়াছি, তুমি দেখিতেছ ? কিন্তু আমি ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে লালিত পালিত হইয়াছিলাম। শৈশবে নানাবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার বাল-সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত, যে আমাদের বাড়ীতে আসিত, সেই আমার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিত। বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ উদ্যানে, কমলা-বৃক্ষমূলে ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত লুকাচুরী খেলিতাম। এগার বৎসর বয়সের সময় সঙ্গীত বাদ্য, ফরাসি ভাষা, কারুকার্য্য এবং আরও কত শিখিবার জন্য একটী শিক্ষাশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় আমার পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে গৃহে আসিলাম। পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছিল, সম্পত্তি স্থির করিবার সময় দেখা গেল যে, তাঁহার যে সম্পত্তি রহিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণ পরিশোধ হয় না। উত্তমর্ণগণ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় আমার নামও তালিকাভুক্ত করিল। আমি ক্রীতদাসীর গর্ভজাত, কিন্তু আমার পিতা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, আমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তিনি আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, সুতরাং আমি পিতার সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইলাম। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দিবস তাঁহার পরিণীতা পত্নী পিতার অন্যান্য সম্পত্তির সহিত আমাকে একজন উকীলের জিম্মায় রাখিয়া স্বীয় গর্ভজাত সন্তানগণের সহিত পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ইহাদের এই আচরণ দেখিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম, কিন্তু কেন যে ইহারা আমাকে একা ফেলিয়া এইরূপ চলিয়া গেল, তাহা তখন পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যে উকীলের হস্তে আমাকে অন্যান্য সম্পত্তিসহ সমর্পণ করা হয়, তিনি প্রত্যহই আমাদিগের বাড়ী আসিতেন। আর আমার সহিত বিলক্ষণ ভদ্র ব্যবহার করিতেন। এক দিন অপরাহ্ণে তিনি একটী পরম সুন্দর যুবা ইংরাজ পুরুষকে

সঙ্গে করিয়া আনিলেন ; আমার মনে হইল যেন সেরূপ সুন্দর পুরুষ আর আমি দেখি নাই। সেই অপরাহ্ণ আমি কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। সেই অপরাহ্ণে তিনি আমার সহিত উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। আমি দুঃখে শোকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া একাকিনী অবস্থান করিতেছিলাম। তিনি আমার প্রতি যারপরনাই দয়া ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, শিক্ষাশ্রমে যাইবার পূর্ব্বেও তিনি আমাকে দেখিয়াছেন এবং সেই প্রথম দর্শনাবধিই আমার প্রতি তাঁহার প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে, এখন তিনি আমার বন্ধু ও রক্ষক হইতে ইচ্ছা করেন। তিনি যে ইতিপূর্ব্বে আমাকে দুই হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছেন, এবং তখন যে আমি তাঁহার সম্পত্তি হইয়াছি, সে কথা প্রকাশ করিলেন না। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম, কারণ, আমি তাঁহাকে কত ভাল বাসিয়াছি। এখনও কত ভালবাসি! যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, তাঁহাকে ভালবাসিব। তিনি যেমন সুন্দর ছিলেন, তাঁহার চরিত্র সেইরূপ উদার, তাঁহার অন্তঃকরণ সেইরূপ মহৎ ছিল। তিনি আমাকে দাসদাসী অশ্ব, শকট, নানাবিধ গৃহসামগ্রী এবং বস্ত্রালঙ্কার পূর্ণ একটী অতি সুসজ্জিত বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। অর্থদ্বারা যাহা কিছু লাভ করা যায়, তিনি তৎসমুদয় আমাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু এ সকল আমি তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম, আমি কেবল তাঁহাকেই ভাল বাসিতাম। আমি ঈশ্বর হইতে আমার আত্মা হইতে তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতাম; তাঁহার ইচ্ছা পালনের জন্য আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম।

তাঁহার নিকট আমার একটি প্রার্থনা ছিল। আমার একান্ত বাসনা ছিল যে, তিনি আমাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করেন। আমি মনে করিতাম যে, তিনি যখন আমাকে এত ভালবাসেন, তখন তিনি অবশ্যই শাস্ত্রানুসারে আমাকে বিবাহ করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন; কিন্তু

তাঁহার নিকট বিবাহের কথা বলিলেই তিনি বলিতেন যে, লোকাচার এবং দেশাচারানুসারে আমাদের বিবাহ হওয়া সম্ভবপর নহে; কিন্তু যদি আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তাহা হইলে ঈশ্বরের চক্ষে আমরা বিবাহিত। বস্তুতঃ তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি কি তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলাম না? তাঁহার প্রতি আমার সেই প্রগাঢ় অপরিমেয় ভালবাসা কি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইয়াছিল? এক ক্রমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত আমি তাঁহার প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছি, কিসে তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব, অনুক্ষণ তাহাই ধ্যান করিয়াছি, কেবল তাঁহারই জন্য জীবন ধারণ করিয়াছি। একবার তাঁহার সংক্রামক জ্বর হইল, তখন আমি একক্রমে একুশ দিন দিবারাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম; মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রা যাইতাম না; তাঁহার ঔষধ পথ্য সকলই নিজ হস্তে প্রদান করিতাম। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে তাঁহার মঙ্গলকারিণী দেবি বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর বলিতেন যে, আমি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমাদের দুইটি সন্তান হইয়াছিল। প্রথমটি পুত্র, তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম হেন্‌রি রাখিয়াছিলাম। সে, দেখিতে ঠিক তাহার পিতার মত হইয়াছিল; সেই সুন্দর চক্ষু, সেই প্রশস্ত ললাট, সেই ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি, সকলই তাঁহার মতন ছিল; কেবল রূপ নহে, হেন্‌রি তাহার পিতার তেজোরাশি, এবং অন্যান্য মানসিক গুণও প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি কন্যা, উনি বলিতেন, সেটি দেখিতে আমার মত হইয়াছে। উনি আরও বলিতেন যে, সমগ্র লুসিয়ানা প্রদেশে আমি অদ্বিতীয়া রূপসী, আমাকে নিয়া এবং সন্তান দুটি লইয়া তাঁহার অহঙ্কারের সীমা ছিল না। আমরা এই সন্তান দুটিকে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া শকটারোহণে ভ্রমণ করিতাম। চারিদিকের লোক আমার এবং আমাদের পুত্র-কন্যার রূপের সুখ্যাতি করিত, উনি প্রত্যহই সেই সকল কথা

আমাকে শুনাইতেন। তখন কি সুখেই দিন কাটাইয়াছি! আমি ভাবিতাম যে, আমার অপেক্ষা কেহ বেশী সুখী হইতে পারে না। কিন্তু সে সুখ ফুরাইল! দুঃখের দিন দেখা দিল! উঁহার একজন খুড়তাত ভাই ছিল, সে এই নব অর্লিন্সে আসিল। উনি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কিন্তু এই লোকটার সহিত প্রথম দেখা হইবামাত্র, আমার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল, আমার যেন মনে হইল যে, এই ব্যক্তির দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। এই লোকটা হেন্‌রিকে প্রত্যহ বেড়াইতে লইয়া যাইত, এবং প্রায়ই বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দুইটা কখন তিনটা বাজিত। আমি সাহস করিয়া হেন্‌রিকে কিছু বলিতে পারিতাম না, কারণ আমি জানিতাম উনি অত্যন্ত অভিমানী। ঐ দুরাচার উঁহাকে লইয়া জুয়া খেলার গৃহে যাইতে লাগিল; এবং ক্রমে উঁহাকে এই কুকার্য্যে নিতান্ত আসক্ত করিয়া ফেলিল। উঁহার এমন স্বভাব ছিল, যে, একবার যাহাতে উঁহার আসক্তি হইত, তাহা হইতে কেহ উঁহাকে প্রতিনিবৃত্তি করিতে পারিত না। তার পর সে উঁহাকে আর একটি ইংরাজ রমণীর সহিত পরিচিত করিয়া দিল। উঁহার মন ক্রমে ক্রমে সেই রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। আমার প্রতি উঁহার ভালবাসা ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। উনি আমাকে স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলিতেন না, কিন্তু আমি সকলি বুঝিতে পারিতাম। দিন দিন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু আমি কিছুই বলিতে পারিতাম না। এদিকে জুয়া খেলিতে খেলিতে উনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সেই পাপিষ্ঠ আমাকে সন্তানসহ বিক্রয় করিয়া ঋণপরিশোধ পূর্ব্বক সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য হেন্‌রিকে পরামর্শ দিল, এবং সে উপযাচক হইয়া আমাদিগকে ক্রয় করিতে চাহিল। হেন্‌রি আমাকে সন্তানদ্বয়সহ সেই পাপিষ্ঠের নিকট বিক্রয় করিলেন। হেন্‌রি এক দিন আমার নিকট আসিয়া

বলিলেন যে, কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তর যাইতে হইবে।' সে দিন কথা বলিবার সময় আমার প্রতি অধিক ভালবাসা প্রকাশ করিলেন, বলিলেন যে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন; কিন্তু আমি তাঁহার মধুর সম্ভাষণ দ্বারা প্রতারিত হইলাম না; আমি বুঝিলাম আমার সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত, আমি প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম; আমার মুখ হইতে কথা সরিল না, চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইল না। যাইবার পূর্ব্বে হেন্‌রি বারংবার আমার সন্তানদ্বয়ের মুখ চুম্বন করিলেন; তৎপরে বাহিরে গিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলাম।

তার পর দিন সেই পাষণ্ড আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, সে আমাকে সন্তান সহিত ক্রয় করিয়াছে। আমাকে সে বিক্রয়ের কবালা দেখাইল। আমি বারংবার তাহাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, বলিলাম, এ প্রাণ থাকিতে আমি কখন তাহার হইব না, তাহার সহিত একত্র বাস করিব না।

বস্তুতঃ আমি এই পাষাণ্ডকে এতদূর ঘৃণা করিতাম যে, ইহার ছায়া-স্পর্শেও আমার দেহ কলুষিত হইবে বলিয়া মনে হইত। পাপিষ্ঠ কোন ক্রমেই আমাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া, অবশেষে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, তাহার অবাধ্য হইলে সে আমার সন্তানদ্বয়কে স্থানান্তরে বিক্রয় করিবে। আমি তাহার নিকটেই শুনিলাম যে, আমাকে ক্রয় করিবার অভিপ্রায়েই সে কৌশলপূর্ব্বক হেন্‌রিকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছিল, একটি ভদ্রমহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়া দিয়াছিল এবং অব-শেষে আমাকে বিক্রয় করিবার পরামর্শ দিয়াছিল। পাষণ্ড বলিতে লাগিল, "দু চার ফোঁটা চক্ষের জলে কি তিরস্কারে আমি নিরস্ত হইবার

লোক নই, তুমি আমার করতলস্থ, আমার বশীভূত না হইলে তোমার মঙ্গল নাই।”

আমি দেখিলাম, আমার হস্তপদ শৃঙ্খলিত,—আমার সন্তান দুটি এই ব্যক্তির হস্তে ছিল; আমি যখনি উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম, দুরাচার তখনই আমার সন্তানদিগকে বিক্রয় করিবে বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইত। সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমি অগত্যা তাহার বশীভূত হইলাম। কিন্তু তখন জীবনের প্রতি কি ঘৃণাই উপস্থিত হইল, দিবানিশি কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাতেই না দগ্ধ হইতাম! যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করিতাম, যাহাকে দেখিলে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, দেহ আত্মা সকলি তাহার চরণে উৎসর্গ করিতে হইল! আমি হেন্‌রির নিকট পুস্তক পাঠ করিতে, হেন্‌রির সহিত নৃত্য করিতে, হেন্‌রিকে গান শুনাইতে সর্ব্বদাই প্রীতিলাভ করিতাম; কিন্তু এই লোকটার মনস্তুষ্টির জন্য যাহা করিতে হইত, তাহা নিতান্ত ভয়ে ভয়ে অনিচ্ছার সহিত করিতাম। কিন্তু যে সন্তান দুটির জন্য এই নরাধমের বশীভূত হইলাম, তাহাদিগের সহিত এ নিতান্ত কর্কশ ব্যবহার করিতে লাগিল। আমার কন্যাটি অত্যন্ত ভয়াতুরা ছিল, সে ইহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। কিন্তু আমার পুত্র হেন্‌রি তাহার পিতার ন্যায় তেজীয়ান্ ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। সে সর্ব্বদা এই নরাধমের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিত। তদ্দর্শনে আমি নিয়তই সশঙ্ক থাকিতাম, এবং সন্তানদ্বয়কে আমি ইহার সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতাম। কিন্তু কিছুতেই নিষ্ঠুরের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল না। সে আমার প্রাণের ধন, আমার জীবনসর্ব্বস্ব এই সন্তান দুইটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। কখন এবং কাহার নিকট তাহাদিগকে বিক্রয় করিল জানিলাম না। পাপিষ্ঠ আমাকে সঙ্গে করিয়া এক দিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে গেল; আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর সন্তানদিগকে দেখিতে

পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সেই নরপিশাচ অম্লান বদনে বলিল যে, সে উভয়কেই বিক্রয় করিয়াছে। সে আমাকে তাহাদের মূল্যের টাকা, —তাহাদের শোণিতের মূল্য দেখাইল।

সন্তান বিক্রয়ের কথা শুনিয়া আমি উন্মত্তপ্রায় হইলাম, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের নামে নানা প্রকার গালি বর্ষণ করিলাম! আমার এই অবস্থা দর্শনে পাষণ্ড তখন কিছু ভয়প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নানাবিধ অবৈধ কৌশল যাহাদিগের অস্ত্র, তাহাদিগের কঠিন হৃদয় কিছুতেই পরাভূত হয় না, কখনও বিগলিত হয় না। ইহারা কৌশল অবলম্বন করিয়া লোককে ভুলাইতে চেষ্টা করে। ধূর্ত্ত আমাকে আবার কৌশল পূর্ব্বক বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিল যে, তাহার অবাধ্য হইলে আমি আর সন্তানদিগের মুখাবলোকন করিতে পারিব না এবং আমার অবাধ্যতার নিমিত্ত সন্তানগণকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু আমি তাহার কথার বাধ্য হইলে, সে সময়ে সময়ে সন্তানগণকে দেখিবার সুযোগ প্রদান করিবে এবং তাহাদের পুনরায় ক্রয় করিয়া আনিবে। সন্তানগণকে কষ্ট দিবে এই ভয় প্রদর্শন করিলে স্ত্রীলোক সহজেই বশীভূত হয়। পাষণ্ড আমাকে যুগপৎ ভয় প্রদর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া আবার বশীভূত করিল। সুতরাং দুই তিন সপ্তাহ এক প্রকার নির্ব্বিরোধে অতিবাহিত হইল। পরে এক দিন আমি দণ্ডগৃহের নিকট দিয়া বেড়াইতে যাইতেছিলাম। দণ্ডগৃহের দ্বারদেশে অনেক লোকের গোলযোগ ও একটি বালকের চীৎকার শুনিয়া অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইলাম। তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্য হইতে আমার হেন্‌রি তিন চারি জন লোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, দৌড়াইয়া আসিয়া আমার বস্ত্র ধরিল। সেই তিন চারি জন লোক ভয়ানক অশ্লীল গালি বর্ষণ করিতে করিতে

তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত দৌড়াইয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে একটা নিতান্ত পিশাচাকৃতি শ্বেতাঙ্গ বণিক্ বলিতে লাগিল যে, সে হেন্‌রিকে দণ্ডগৃহে লইয়া যাইবার কালে তাহার হাত হইতে হেন্‌রি ছুটিয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে চতুর্গুণ দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। এই লোকটার মুখাকৃতি আর এ জীবনে ভুলিব না। ইহাকে নিষ্ঠুরতার অবতার স্বরূপ বোধ হইল। আমি তখন সেই স্থানে সমুদয় লোকের নিকট কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলাম যে, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু আমার কাতরতা দর্শনে তাহারা কেবল হাসিতে লাগিল। হেন্‌রি নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং দৃঢ়মুষ্টিতে আমার বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া রহিল। দণ্ডগৃহের সেই নিষ্ঠুর লোকেরা তাহাকে টানিয়া নিয়া যাইবার সময় আমার বস্ত্রের কতক অংশ ছিঁড়িয়া নিয়া গেল। লইয়া যাইবার সময় বাছা "মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমার নিকট একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল, আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আমার যে কয়েকটি টাকা আছে, তোমাকে দিতেছি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে বেত্রাঘাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর।" সে মস্তক নাড়িয়া বলিল যে, সে কিছুতেই বেত্রাঘাত হইতে ইহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে না। সে ইহাকে ক্রয় করিবার পর কোন মতেই বশীভূত করিতে পারিতেছে না, সুতরাং বেত্রাঘাত ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ী আসিলাম। পথে হেন্‌রির সেই ক্রন্দনধ্বনি, তাহার চীৎকার আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি গৃহে আসিয়াই সেই নরাধম বাট্‌লারের প্রকোষ্ঠে যাইয়া অতি কাতরকণ্ঠে এবং বিনীতভাবে হেন্‌রিকে আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে বলিলাম। নরাধম হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ হইয়াছে।

হেন্‌রির যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। তাহাকে বেত্রাঘাত দ্বারা দুরস্ত না করিলে চলিবে না।”

নরাধমের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শনে, তাহার মুখের এইরূপ নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণে, আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়িলাম। বোধ হইল যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল, আমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলাম। ইহার পর যে কি হইল, তাহা আর স্মরণ নাই। কিন্তু এইমাত্র স্মরণ আছে যে, সম্মুখের টেবিলস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা তুলিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইয়াছিলাম। ইহার পর অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম এবং চারি পাঁচ দিবস এই অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখিতে পাইলাম যে, একটি অপরিচিত গৃহে আমি পড়িয়া রহিয়াছি। একটি অসিতাঙ্গী স্ত্রীলোক আমার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। একজন চিকিৎসক শিয়রে বসিয়া আছে। পরে শুনিতে পাইলাম যে, সেই নরাধম আমাকে বিক্রয়ার্থ এই গৃহে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। আমাকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়েই সে আমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল।

বাঁচিয়া থাকিতে আর আমার সাধ ছিল না। সর্ব্বদাই মৃত্যুকামনা করিতাম ; কিন্তু মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করিল না। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিলাম এবং অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিলাম। তৎপরে সেই গৃহস্থিত লোক আমাকে ভাল ভাল পরিধেয় বস্ত্রাদি দিতে লাগিল। একটি লোক প্রায় প্রত্যহই আমার নিকট আসিয়া বসিত, আমার শরীর পরীক্ষা করিত, আমার সহিত নানা কথা বলিত, গৃহস্থিত লোকের নিকট আমার মূল্য সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিত। আমি এত বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতাম যে, কেহই আমাকে ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। গৃহস্থিত লোক তদ্দর্শনে আমাকে সর্ব্বদা বেত্রাঘাত

করিতে উদ্যত হইত, প্রফুল্লমুখে কথা বলিতে বলিত। ইহার পর কাপ্তান "ষ্টুয়ার্ট" নামক একজন ইংরাজ তনয় আমাকে ক্রয় করিতে আসিলেন। ইঁহাকে কিছু সহৃদয় বলিয়া বোধ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোন গুরুতর শোক নিবন্ধন আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তিনি অনেকবার আমার সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া আমার মনের দুঃখ তাঁহার নিকট সবিস্তারে বিবৃত করিতে বলিলেন, এবং কয়েক দিন পরে আমাকে ক্রয় করিলেন। ইনি আমার পুত্রকন্যাগণকে পুনরায় ক্রয় করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। এক দিন আমার হেন্‌রির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাহাকে পারল নদীর পার্শ্বস্থিত কোন এক গ্রামের ক্ষেত্রস্বামীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। সুতরাং হেন্‌রিকে পুনরায় ক্রয় করিবার আর সম্ভাবনা রহিল না। ইহার পর প্রায় এই অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইল, কিন্তু হেন্‌রির সম্বন্ধে আর কিছুই শুনিতে পাই নাই। তৎপরে আমার কন্যার অনুসন্ধানে যাইয়া দেখিলেন যে, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহাকে প্রতিপালন করিতেছে। ষ্টুয়ার্ট অনেক মূল্য প্রদান করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু সেই নরপিশাচ দুরাত্মা বাট্‌লার বুঝিতে পারিল যে, আমার নিমিত্ত ষ্টুয়ার্ট আমার কন্যাকে ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সুতরাং আমাকে কষ্ট প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে ষ্টুয়ার্টের নিকট তাহাকে বিক্রয় করিল না। কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট অত্যন্ত সহৃদয় লোক ছিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কার্পাস ক্ষেত্রের নিকটস্থ বাড়ীতে গেলেন। সেখানে আমি তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে লাগিলাম! এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে ষ্টুয়ার্টের ঔরসে আমার একটি পুত্র জন্মিল। হা! কি সুন্দর পুত্রই হইয়াছিল। কতই তাহাকে ভালবাসিতাম। ছেলেটি দেখিতে ঠিক আমার হেন্‌রির মতই হইয়াছিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম,

সন্তান পুষিয়া বড় করিব না। সন্তান প্রসবের পনের দিন পরে তাহাকে বক্ষে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলাম; বারংবার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া এক চামচ লডেনাম তাহার মুখে ঢালিয়া দিলাম, পরে তাহাকে বুকে করিয়া শুইয়া রহিলাম। সন্তান নিদ্রিত হইল। সে নিদ্রা হইতে আর জাগিল না। দুই এক ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু হইল। সমস্ত রাত্রি তাহাকে বুকে করিয়া বারংবার মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলাম—বাছা! তোমাকে এই পাষণ্ডদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিলাম। তুমি সন্তানঘাতিনীর গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? স্বীয় পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছি বলিয়া কোন কষ্ট হইল না। বরং তাহাকে যে অত্যাচারের ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি, তাহা ভালই হইয়াছে। ক্রীত দাসদাসীগণ সন্তান সন্ততিগণকে মৃত্যু অপেক্ষা আর কি সুখপ্রদ, কি শান্তিপ্রদ বস্তু প্রদান করিতে পারে?

কিছু দিন পরে অতিসারের ব্যারামে কাপ্তান ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু হইল। কিন্তু আমার মৃত্যু নাই! আমাকে তাহার উত্তরাধিকারিগণ বিক্রয় করিল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ জন লোক আমাকে ক্রয় করিল। তৎপরে এই বর্ত্তমান নরপিশাচ পাঁচ বৎসর হইল আমাকে ক্রয় করিয়াছে এবং এই দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ইহারই সঙ্গে বাস করিতেছি।” এই কথা বলিবামাত্র ক্যাসির কণ্ঠরোধ হইল, আর কথা বলিতে পারিল না। বোধ হয় লেগ্রির নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র তাহার হৃদয়ে কোন বিশেষ নূতন প্রকারের শোক দুঃখ কিংবা বিদ্বেষের ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত এই সকল আত্মবিবরণ বলিবার সময় সে কখন টমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল, কখন বা ঠিক পাগলের ন্যায় আপনা আপনি বকিতেছিল। . . . .

টম্ ক্যাসির পূর্ব্ব বিবরণ শুনিতে শুনিতে শারীরিক যন্ত্রণা একেবারে

বিস্মিত হইয়াছিল এবং নিজের বাহুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত ক্যাসির মুখের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়াছিল।

কিছুকাল পরে ক্যাসি আবার বলিল, "তুমি বলিতেছ যে, পৃথিবীতে পরমেশ্বর আছেন, তিনি সমুদয়ই দেখিতেছেন। হইতে পারে, পরমেশ্বর থাকিতেও পারেন। আমি যখন ধর্ম্মাশ্রমে (Convent) ছিলাম, তখন ধর্ম্মাশ্রমের ভগিনীগণ বলিতেন যে, এক দিন মনুষ্যের পাপ-পুণ্যের বিচার হইবে। কিন্তু সেই দিন কি শ্বেতাঙ্গদিগের পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে না? এই পাপের নিমিত্ত ইহারা দণ্ডিত হইবে না? ইহারা মনে করে যে, আমাদের কষ্ট কিছুই নয়। আমাদের মনে সন্তান-সন্ততির নিমিত্ত কোন শোক উপস্থিত হয় না; আমাদের সন্তান-সন্ততির কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমার এই বুকের মধ্যে যে শোকরাশি রহিয়াছে, তাহার ভারে এই দেশ রসাতলে যাইতে পারে; শুদ্ধ কেবল আমার হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি সমুদয় শ্বেতাঙ্গদিগকে ভস্মীভূত করিতে পারে। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, এই সমুদয় দেশ আমাকে শুদ্ধ লইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করুক, ভূগর্ভ হইতে অগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া সমুদয় দেশকে উৎসন্ন করুক, সেই বিচারের দিন সমাগত হউক। যে সকল অত্যাচারী আমার ও আমার সন্তান-সন্ততির সর্ব্বনাশ করিতেছে, যাহারা আমাদের শরীর ও আত্মা একেবারে বিনাশ করিয়াছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে সেই রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিব; কাতরে তাঁহারই নিকট ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিব।

বাল্যকালে ধর্ম্মের প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি ছিল। আমি ঈশ্বরকে ভালবাসিতাম, উপাসনা করিতে ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন আমার শরীর ও আত্মার সম্পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে, শয়তান সর্ব্বদা

আমার স্কন্ধে বিরাজ করিতেছে, সেই শয়তান সর্ব্বদা আমাকে স্বহস্তে অত্যাচারের ও নিষ্ঠুরতার প্রতিফল প্রদান করিতে উত্তেজিত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে এক দিন এই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিব। এই বর্ত্তমান নরপিশাচকে তাহার স্বস্থানে প্রেরণ করিব। কোন এক রাত্রে সুযোগ পাইলেই অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিব। এই কথা বলিয়া ক্যাসি হি হি শব্দে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া আত্মসংযম পূর্ব্বক উঠিয়া বসিল এবং টম্‌কে বলিল, "তোমার নিমিত্ত আর কিছু করিতে হইবে? আর জল দিব?"

যখন ক্যাসির মুখ হইতে দয়ার কথা বাহির হইত, তখন তাহাকে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু প্রতিহিংসার ভাবে উত্তেজিত হইলে, তাহাকে ঠিক রাক্ষসীর ন্যায় দেখাইত। এ সংসারে মানুষ কখন দেবতা, কখন বা রাক্ষস! যখন দয়া, স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে দেবতুল্য মনে হয়; আবার যখন প্রতিহিংসা দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখনই সে রাক্ষস।

টম্ জল পান করিয়া আবার দয়ার্দ্রচিত্তে ও ব্যাকুলিত নেত্রে ক্যাসির মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "মেম সাহেব! আমার ইচ্ছা যে, আপনি সেই প্রভুর নিকট গমন করেন; তিনি, দুঃখী, পাপী, জ্ঞানী সকলেই অপত্য নির্ব্বিশেষে শান্তিবারি প্রদান করিতেছেন, তাঁহার অমৃতক্রোড় সকলের নিমিত্ত প্রসারিত রহিয়াছে।"

ক্যাসি। তাঁহার নিকট যাইব? সে কে? সে কোথায়?

টম্। যাঁহার বিষয় এই মাত্র ধর্ম্মপুস্তকে পাঠ করিলেন।

ক্যাসি। তিনি এখানে নাই, এখানে পাপ ও অত্যাচার ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না।

এই বলিয়া ক্যাসি বারংবার বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। টম্ আবার তাহার নিকট কিছু বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাকে ক্যাসি বলিবার সুযোগ দিল না। "তুমি এখন নিদ্রা যাও আর কথা বলিও না।" এই কথা বলিয়া টমকে থামাইল এবং তাহার নিকট জলপাত্র রাখিয়া ও তাহাকে সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লেগ্রি সাহেব গৃহে বসিয়া গ্লাসে ব্রাণ্ডি ঢালিতেছে এবং বিরক্তির সহিত বলিতেছে "সাম্বোই এ সব গোলমাল লাগিয়েছে। টম্ আর এক মাসের মধ্যেও উঠ্তে ব'স্তে পার্বে না। এখন কার্পাস তুলিবার সময় কাজের লোকের অনাটন হ'লে কারবারই বন্ধ হবে। সাম্বো যদি নালিস না ক'র্ত তবে আর এ গোলযোগ হ'ত না।"

লেগ্রির সকল কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই পশ্চাৎ হইতে এক জন কে বলিয়া উঠিল, "এই আসল কথা,—এইরূপ গোলযোগে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।" লেগ্রি পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিল, ক্যাসি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

লেগ্রি। আবার তুমি এসেছ, সয়তানী!

ক্যাসি। হাঁ আসিয়াছি তো।

লেগ্রি। তুই মিথ্যা কথা বলিস্, তুই সর্ব্বদা ত্যক্ত করিস্। আমি

যেমন বলি তাই কর্। শান্ত শিষ্ট হ'য়ে থাক্। তা না হোলে আমি তোকে ক্ষেতের কাজে পাঠিয়ে দিব।

ক্যাসি। ক্ষেত্রের কার্য্য করিব। কুলিদিগের ন্যায় ঐরূপ কুটীরে থাকিব, তবুও তোমার পদতলে থাকিব না।

লেগ্রি। তুমি আমার পদতলে এখনও রয়েছ। যা হোক ঝগড়ায় কাজ নাই। (ক্যাসির কটিদেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) প্রিয়ে! তুমি আমার জানুর উপরে বোস। আর যাতে তোমার ভাল হবে শোন!

ক্যাসি। লেগ্রি, সাবধান! আমাকে স্পর্শ করিও না। সত্য সত্য আমার মধ্যে সয়তানের আবির্ভাব হইয়াছে।

ক্যাসি আরক্ত লোচনে, অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে লেগ্রিকে এইরূপ সম্বোধন করিলে, লেগ্রি কিছু ভীত হইল। বস্তুতঃ লেগ্রির কিছু ভীত হইবার বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। কিন্তু সে ভীত হইলেও আপন মনোগত ভাব গোপন করিয়া প্রথমতঃ ক্যাসিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিল, "যা চ'লে যা।" আবার কিছুকাল পরে বলিল, "ক্যাসি! তুমি কেন এমন কোর্‌ছ? আগে যেমন আমাদের মধ্যে প্রণয় ছিল, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, এখনও আমরা সে রকম থাক্‌তে পারি।"

ক্যাসি বলিল, "প্রণয় ছিল!" "পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল!" এই বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার হৃদয়স্থিত ক্রোধাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

উন্মত্ত স্ত্রীলোকগণ পশ্বাচারী পুরুষের উপর সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। ক্যাসিরও লেগ্রির উপর তদ্রূপ আধিপত্য ছিল। কিন্তু এখন ক্যাসি দাসত্ববন্ধনের উৎপীড়নে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কোপন-স্বভাব ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে সময়ে তাহার ক্রোধানল

প্রজ্জ্বলিত হইলে সে একেবারে পাগলের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। লেগ্রি তদ্দর্শনে যার পর নাই শঙ্কিত হইত। বিশেষতঃ আজকাল ক্যাসির সহিত লেগ্রির বিবাদ চলিতেছিল। সে উপপত্নী করিবার অভিপ্রায়ে এমেলিন্‌কে ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এমেলিন কোন ক্রমেই স্বীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইতেছে না, সুতরাং পশ্বাচারী লেগ্রী এমেলিনের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে, সময় সময় তাহাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। এমেলিনের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্যাসির হৃদয়ের সেই ভস্মাচ্ছাদিত স্ত্রীজাতিসুলভ সহানুভূতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সে এমেলিনের পক্ষাবলম্বন করিয়া লেগ্রির আক্রমণ হইতে নানাবিধ কৌশলপূর্ব্বক এমেলিন্‌কে রক্ষা করিতেছে। এই নিমিত্তই লেগ্রির সঙ্গে ক্যাসির বিবাদ হইতে লাগিল। ক্যাসিকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য কুলীদের ন্যায় তাহাকেও ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পাঠাইয়া দিল। ক্যাসি ইহাতেও লেগ্রির বশীভূত না হইয়া তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে সম্মত হইল। ইহার পূর্ব্ব দিবসে এই জন্যই ক্যাসি অন্যান্য কুলীদিগের সহিত ক্ষেত্রে যাইয়া কাজ করিতেছিল। ক্যাসির এইরূপ আচরণ দৃষ্টে লেগ্রি মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব দিবস ক্ষেত্রের কার্য্য পরীক্ষার সময় লেগ্রি তাহার সহিত সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কতকটা সান্ত্বনার ভাবে, কতকটা ঘৃণার ভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিল। কিন্তু ক্যাসি তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক চলিয়া গেল। আজ আবার লেগ্রি ক্যাসিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ক্যাস্। তুমি শান্ত-শিষ্ট হইয়া থাক।"

ক্যাসি। তুমি আমাকে শান্ত-শিষ্ট হইতে বলিতেছ, কিন্তু নিজে কিরূপ আচরণ করিতেছ? তোমার একটু জ্ঞান নাই, যে এই কাজের সময়। এখন নিজের একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কাজের লোককে

প্রহার করিয়া অকর্ম্মণ্য করিলে। তুমি নিজে একটু শান্তশিষ্ট হও তো দেখি!

লেগ্রি। আমি ভারি আহাম্মকী ক'রেছি। কিন্তু আর একটা বিষয় দেখ্‌তে হয় তো—কোন কুলী অবাধ্য হ'লে তাকে দুরস্ত কোর্‌তে চাই।

ক্যাসি। তুমি কখন তাহাকে এ বিষয়ে দুরস্ত করিতে পারিবে না।

লেগ্রি। (অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক) কি দুরস্ত কোত্তে পার্‌ব না? দেখ্‌ব পারি কি না। আজ পর্য্যন্ত আমার হাতে দুরস্ত হয় নাই এমন লোক্ ত দেখি নাই। আমি ওর সব হাড় ভেঙ্গে দেবো।

লেগ্রির কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সাম্বো একটা কাল পুঁটুলি হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লেগ্রি বলিল, "শালা কুকুর! তোর হাতে ও কি?"

সাম্বো। যাদুকরের ওষুধ।

লেগ্রি। কি বোল্‌চিস্?

সাম্বো। আজ্ঞে নিগ্রোরা যাদুকরের ওষুধ সঙ্গে রাখে। এ সঙ্গে থাক্‌লে বেত মার্‌লে তাদের লাগে না। টম্ কাল সুতো দিয়া এটা গলায় বেঁধে রেখেছিল।

ঈশ্বরশূন্য হৃদয়ই কাপুরুষতার ও কুসংস্কারের একমাত্র আকর। লেগ্রির ঈশ্বরের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তাহার মন নানাবিধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। সে পুঁটুলি হাতে লইয়া তাহা খুলিবামাত্র, তাহার মধ্য হইতে একটি রৌপ্যমুদ্রা এবং একগোছা সুদীর্ঘ চাঁচর চুল বাহির হইল। সেই স্বর্ণবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল কেশগুচ্ছ কোন সজীব বস্তুর ন্যায় লেগ্রির হাতে জড়াইয়া পড়িল। সে শঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "অধঃপাতে যাউক।" তাহার সে সময়ের ভাব দৃষ্টে বোধ হইল যেন এই কেশ স্পর্শে তাহার হস্ত দগ্ধ হইতেছে। সজোরে

মৃত্তিকাতে পদাঘাত পূর্ব্বক কেশগুচ্ছ টানিয়া ফেলিয়া সাম্বোকে বলিতে লাগিল, "কোথা থেকে এ চুল এনেছিস্? এখনি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল।" এই বলিয়া সম্মুখস্থ অগ্নিমধ্যে কেশ গুচ্ছ নিক্ষেপ করিল; এবং সাম্বোকে ধমকাইয়া বলিল, "এ সব আমার কাছে আনিস্ না।"

সাম্বো অতিশয় বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্যাসি এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লেগ্রির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লেগ্রি কথঞ্চিত স্থির হইয়া সাম্বোকে ঘুসি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল, "ভবিষ্যতে আমার কাছে এ সব ছাই পাঁশ আন্‌বি না।" সাম্বো চলিয়া গেলে পর লেগ্রি এই ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, এবং পুনরায় গ্লাসে ব্রাণ্ডি চলিতে লাগিল। ক্যাসি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া অলক্ষিত ভাবে টম্‌কে কিঞ্চিৎ ঔষধ পথ্য প্রদানার্থ চলিয়া গেল।

কিন্তু এই কেশগুচ্ছ দর্শনে লেগ্রির ক্রোধানল কেন এইরূপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, কেন সে এইরূপ ভয় প্রকাশ করিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত পাঠকের বিশেষ কৌতূহল হইতে পারে, এই বিষয়ের মূল কারণ বিবৃত করিতে হইলে লেগ্রির পূর্ব্ব জীবনের দুই একটী ঘটনা উল্লেখ করিতে হয়।

এই নরাধম শৈশবাবস্থায় সচ্চরিত্রা ও স্নেহময়ী জননীর বক্ষে প্রতি-পালিত হইয়াছিল! সুমধুর ধর্ম্ম-সঙ্গীত, ঈশ্বরের নাম তখন কতবার ইহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পিতা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল। সেই পশ্বাচারীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া লেগ্রি বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমেই পিতৃপ্রকৃতি লাভ করিতে লাগিল। ইহার জননী আয়র্লণ্ডবাসী কোন একজন কৃষকের কন্যা। এই সহৃদয়া রমণীর অকপট প্রেম ও বিশুদ্ধ প্রণয়, পশু প্রকৃতি বিশিষ্ট অনুপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল! যৌবনের প্রারম্ভেই লেগ্রি স্নেহময়ী জননীর ক্রন্দন ও অশ্রু বিসর্জ্জনের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নানাবিধ অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অর্থোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় সেবনই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় অর্থ উপার্জ্জনার্থ দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সামুদ্রিক জীবন অবলম্বন করিল, অর্থাৎ জাহাজের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এই সময়ও জলপথের যাত্রিক রমণীদিগের প্রতি সময়ে সময়ে ঘোর অত্যাচার করিত। ইহার পর লেগ্রি একবার মাত্র স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তখন ইহার জননী অশ্রুপূর্ণ লোচনে ইহাকে স্বদেশে থাকিয়া ভদ্রোচিত জীবন যাপন করিতে বলিলেন। জননীর ক্রন্দনে লেগ্রির মন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিগলিত হইল। ইহার জীবনে এই মুহূর্ত্তটিই সাধুজীবন লাভ করিবার অনুকূল ছিল। এই মুহূর্ত্ত অপব্যয় না করিলে হয় ত সাধুজীবন লাভ করিতে পারিত। কিন্তু কঠিন হৃদয় ফিরিল না। সে মাতার বাক্য লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইল। স্নেহময়ী জননী তখন সজল নয়নে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সে পদাঘাতে মাতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল। তাহার জননী অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। বিদেশে গিয়া সে কখন জননীর কোন খবর লইত না। একদিন সে আপন সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট পথাচারী কয়েকটি ইংরাজ যুবককে সঙ্গে করিয়া সুরা পান করিতেছে, দুই তিনটা অনাথা কুলি রমণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে লেগ্রির চাকর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মাতার হাতের একখানা পত্র প্রদান করিল। সে পত্র খুলিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে এক গোছা কেশ বাহির হইল! কেশগুচ্ছ তাহার অঙ্গুলীতে জড়াইয়া পড়িল। এই পত্রে তাহার জননীর মৃত্যু-সংবাদ, এবং মৃত্যুকালে তিনি যে তাহার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গলের জন্য বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে লিখিত হইয়াছিল। পত্র পাঠে

লেগ্রির অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহার মাতার সেই সজলনেত্র মাতার মৃত্যুকালের প্রার্থনা স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু ব্রাণ্ডির বোতল এবং কুলী-রমণীগণ সম্মুখে রহিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র জননী সংক্রান্ত সমুদয় স্মৃতি হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে উপস্থিত ভোগ্য সম্ভোগ হয় না। লেগ্রি স্বীয় জননীর কেশগুচ্ছ এবং চিঠিখানা অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিল। কেশ [illegible] দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবামাত্র আবার সেই অনন্তনরকের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইল, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখস্থ ব্রাণ্ডির বোতল হইতে বারংবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া এই ভয়ানক চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রাণ্ডি কিছুকালের নিমিত্ত মাতার স্মৃতি ডুবাইয়া দিল। কিন্তু ইহার পর গভীর রাত্রে প্রায়ই স্বীয় জননীকে বিষণ্ণবদনে সজলনয়নে আপন শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত। সেই মাতৃকেশ আসিয়া তাহার অঙ্গুলীতে জড়িত হইয়া পড়িত, সে জাগরিত হইয়া ভয় ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিত। কেশ দহন সম্বন্ধে লেগ্রির জীবনে এইরূপ একটি ঘটনা হইয়াছে বলিয়াই, অদ্য পুনরায় কেশ দগ্ধ করিবার সময় বিশেষ ত্রাসিত হইল। সেই জন্য সাম্বোর উপর এত রাগান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু সাম্বো ও ক্যাসি চলিয়া গেলে পরও সে মন স্থির করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "দূর হউক এ সকল ভেবে কি হবে?" ব্রাণ্ডি ঢালিয়া আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ঠিক সেই কেশ অঙ্গুলীতে যেরূপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, এ কেশও সেইরূপ জড়িত হইল কেন? তবে কেশের কি জীবন আছে? কেশ কি অগ্নিতে দগ্ধ হয় না? আবার ভাবিল, আমি এ সব চিন্তা মনে স্থান দেবো না। যাই, আমি এমেলিনের নিকট। বানর ছুঁড়ী আমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু আমি তাকে পথে আন্‌তে পার্‌ব। আমি আজ তাকে কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

এই বলিয়া লেগ্রি উপরের প্রকোষ্ঠে এমেলিনের নিকট যাইতে লাগিল। সিঁড়ির উপর পা দিবামাত্র গান শুনিতে পাইল। গান শুনিয়া লেগ্রি থামিল। কেশ দগ্ধ করিয়া তাহার মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, আবার কে অত্যন্ত করুণস্বরে গাইতেছে:—

সংসার ছাড়িবে, কতই কাঁদিবে,
ঘোর নরকে ডুবিবে।
বিষাদের নিশি, গ্রাসিবেক আসি,
দুঃসহ যাতনা ভুগিবে॥"

এই গান শুনিয়া লেগ্রির মন সমধিক অস্থির হইয়া পড়িল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "দূর হোক্ এ হতভাগিনী। আমি ইহার গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব।" এই ভাবিয়া দ্রুতকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, এম্—এম্—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, মা—মা—কিন্তু বালিকার গান থামিল না, আবার তাহার গান শুনা গেল।

"আসিতেছে সেই দিন ভয়ঙ্কর,
যবে, পাপানলে পুড়ে মর সবে।"

লেগ্রি আবার থামিল। তাহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, তাহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল, তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার মাতা বিষণ্ণ বদনে ও সজল নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তখন মনে ভাবিতে লাগিল, এ কি হইল? সত্য সত্যই এ শালা যাদু কোর্‌তে জানে না কি? যা হোক্ ওকে আর মার্‌ব না। কিন্তু এ চুল গোছা সে কোথা পেলে এ কি আমার চুল? তাই বা কি করে হবে? অনেক বছর হোল সে চুল পুড়িয়ে ফেলেছি। এ চুল গোছা ঠিক তার মতন দেখাচ্ছিল কেন?

রে নরাধম লেগ্রি। এই কেশের কি শক্তি আছে, তাহা তোমার ন্যায় পশ্বাচারি লোক কি বুঝিতে পারিবে? এ ইবাঞ্জেলিনের কেশ।

এই কেশই আজ তোমার হস্তপদ বন্ধন করিল। তাহা না হইলে এই মুহূর্ত্তেই তুমি নিরপরাধা, নির্ম্মল চরিত্রা এমেলিনের জীবন সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে, তাহার চিরপবিত্র শরীর অপবিত্র করিতে, নির্ম্মল হৃদয়ে কলঙ্ক ঢালিয়া দিতে।

লেগ্রি আজ কোন রকমেই হৃদয়স্থিত যন্ত্রণানল নিবাইতে পারিতেছে না। সুতরাং মনে মনে ভাবিল, আজ একলা থাক্‌ব না। সাম্বো ও কুই-ম্বোকে ডাকাইয়া আনিল। সমস্ত রাত্রি তাহাদের লইয়া গান বাদ্য ও ব্রাণ্ডি পান করিতে লাগিল। ইহাদের চীৎকার ও গান বাদ্যে বাড়ীর নিকটস্থ লোকেরও নিদ্রা যাইবার সম্ভাবনা রহিল না। ক্যাসি টমের ঔষধ পথ্য দিয়া রাত্রি এক ঘটিকার পর ফিরিয়া আসিতেছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিল যে, সমুদয় গৃহ ইহাদিগের চীৎকারে নিনাদিত হইতেছে। সুরাপান করিয়া লেগ্রি, সাম্বো ও কুইম্বো তিন জনই হাতাহাতি ও মারামারি করিতেছে। ক্যাসি বারাণ্ডায় আসিয়া পর্দ্দা উঠাইয়া স্থির নেত্রে ইহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষে তখন ঘোর বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, মানব সমাজকে ঈদৃশ নর-পিশাচের সংস্পর্শ হইতে নির্ম্মুক্ত করিলে কি কোন পাপ হইবে? এই চিন্তা করিতে করিতে সে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইল এবং ধীরে ধীরে এমেলিনের প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এমেলিন ও ক্যাসি

ক্যাসি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এমেলিন গৃহের এক কোণে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার মুখমণ্ডল ত্রাসে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ক্যাসির গৃহ-প্রবেশের শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। যখন ক্যাসিকে দেখিতে পাইল, তখন দ্রুতপদে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার গলা ধরিয়া বলিল, "ক্যাসি, তুমি আসিয়াছ? আমি ভাবিয়াছিলাম, অন্য কেহ ঘরে আসি-তেছে। তুমি যে আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমার বড় ভয় করিতে-ছিল। তুমি জান না, নীচের ঘরে কি ভয়ানক চীৎকার হইতেছিল।"

ক্যাসি। আমি সকলই জানি, এইরূপ চীৎকার আমি কত বৎসর পর্য্যন্ত শুনিতেছি।

এমেলিন। ক্যাসি! বল দেখি, এ স্থান হইতে অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারি কি না? এখানে থাকার চেয়ে জঙ্গলে থাকাও ভাল। এই স্থান হইতে পলাইয়া যাইবার কি কোন উপায় নাই?

ক্যাসি। সমাধিস্থান ভিন্ন আর কোথাও যাইবার উপায় নাই!

এমেলিন। তুমি কখনও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছ?

ক্যাসি। আমি এ বিষয় অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি।

এমেলিন। আমি বনে কিংবা জলা ভূমিতে গিয়া বৃক্ষপত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিব; কিন্তু এ নরকে আর থাকিতে পারি না। এই নরাধম লেগ্রি আমার কাছে আসিলে যত ভয় হয়, একটা সাপ কিংবা বাঘ নিকটে আসিলে তত ভয় হয় না।

ক্যাসি। এখানে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই-রূপ বলিয়াছে। পলাইয়া গেলে কি উদ্ধার আছে? শিকারি কুকুর দিয়া ধরিয়া আনিবে। ধরিয়া আনিয়া,—

এমেলিন। ধরিয়া আনিয়া কি করিবে?

ক্যাসি। ধরিয়া আনিয়া কি করিবে! কি না করিবে তাই বরং জিজ্ঞাসা কর। ইহার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। জলদস্যুদিগের নিকটে থাকিয়া এ উত্তমরূপে স্বীয় ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে। আমি এখানে আসিয়া যে সকল লোমহর্ষণ নৃশংস ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা শুনিলে আর তোমার নিদ্রা হইবে না। এই গৃহের পশ্চাৎ দিকে একটা অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। বৃক্ষতলে কতকগুলি অঙ্গার দেখিতে পাইবে। ওখানে কি কি হইয়াছে, এখানকার কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও, সে তোমার কথার উত্তর দিতে সাহস করে কি না।

এমেলিন। তুমি কি বলিতেছ বুঝিতে পারি না, ভাঙ্গিয়া বল না।

ক্যাসি। আমি তোমাকে ভাঙ্গিয়া বলিব না। এই মাত্র বলিতেছি যে, টম্ যদি কালও ইহার কথানুসারে কার্য্য না করে, তবে দেখিতে পাইবে, কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে।

এমেলিন। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) কি ভয়ানক! ও ক্যাসি! বল না আমি কি উপায় করিব।

ক্যাসি। আমি যাহা করিয়াছি, যাহা শেষ—অগত্যা করিতেই হইবে, তাহাই কর।

এমেলিন। আমাকে তাহার সেই ঘৃণিত ব্রাণ্ডি পান করিতে বলে-ছিল। ব্রাণ্ডি পান করিতে আমার বড় ঘৃণা হয়।

ক্যাসি। ব্রাণ্ডি খাইলেই বরং ভাল হয়। আমিও প্রথমতঃ ব্রাণ্ডি খাইতে ঘৃণা বোধ করিতাম। এখন ত না খাইয়া থাকিতেও পারি না।

এ সব কিছু না খেলে চলে না, একবার খেলে পর আর তত খারাপ ব'লেও বোধ হয় না।

এমেলিন। মা আমাকে সুরাপান করিতে, সুরা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ক্যাসি। মা নিষেধ করিয়াছেন! মাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন কি? লোকে আমাদিগকে টাকা দিয়া ক্রয় করে। যে ক্রয় করিবে, সে আমাদের দেহ ও আত্মা অধিকার করিবে। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি ব্রাণ্ডি খাও, যত পার খাও। তাহা হইলে ততটা মনের কষ্ট থাকিবে না।

এমেলিন। ও ক্যাসি! আমার প্রতি দয়া কর, আমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হও।

ক্যাসি। তোমার প্রতি কি আমার দয়া নাই? তোমার দুঃখে কি আমার দুঃখ হইতেছে না? তোমার মত আমার একটি কন্যা ছিল। সে এখন কোথায়? সে এখন কার? হয় ত তাহার মাতা যে পথে চলিয়াছে, সেও এখন সেই পথে চলিতেছে, তাহার সন্তানগণও সেই পথেই চলিবে। এ অনন্ত দুর্গতির আর শেষ পরিশেষ নাই।

এমেলিন। আমার জন্ম না হইলেও ভাল ছিল।

ক্যাসি। এইরূপ প্রার্থনা আমি অনেকবার করিয়াছি। মরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আত্মহত্যা করিতে ভয় হয়।

এমেলিন। আত্মহত্যা করা পাপ।

ক্যাসি। কেন যে আত্মহত্যা মহাপাপ বুঝিতে পারি না। প্রত্যহ যে সকল পাপানুষ্ঠান করিতেছি, তদপেক্ষা গুরুতর পাপ কি আর আছে? কিন্তু আমি যখন ধর্ম্মাশ্রমে ছিলাম, তখন সেখানকার ভগ্নীগণের (তপস্বিনী) নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছি, সেই সকল কথা মনে হইলে

আত্মহত্যা করিতে ভয় হয়। যদি আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অস্তিত্ব ফুরাইত, তাহা হইলে,—

এমেলিন ভয়ে পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিল।

এমেলিনের সঙ্গে ক্যাসির যখন এই সকল কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন লেগ্রি অত্যধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল।

নিদ্রাবেশে সে স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন, শ্বেতবস্ত্রাবৃত এক মানবাকৃতি তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কোমল, হিম-শীতল হস্তে তাহার গাত্র-স্পর্শ করিতেছে। এ আকৃতি যেন তাহার নিকট পরিচিত। ভয়ে তাহার সর্ব্ব শরীর অসাড় হইয়া গেল। তাহার পরেই যেন সেই কেশগুচ্ছ আসিয়া তাহার অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে জড়িত হইল। দেখিতে দেখিতে সে কেশ তাহার গলদেশে উঠিল, উঠিয়া গলায় জড়াইয়া পড়িল। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। তখন সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত মানবাকৃতি তাহার কাণে কাণে কি বলিতে লাগিল। সে কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় শুকাইয়া গেল। ইহার পর আবার দেখিল যেন, সে একটা সুগভীর কূপের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, ক্যাসি হাসিতে হাসিতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন আবার সেই বস্ত্রাবৃত প্রশান্ত প্রকৃতি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং মুখাচ্ছাদন এক দিকে টানিয়া লইল। এ যে তাহার জননী! জননী তাহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া গেলেন, আর সে তৎক্ষণাৎ নিম্ন হইতে নিম্নে এক অতলগর্ত্তে পতিত হইল, তাহার চারি দিকে ঘোর চীৎকার, আর্ত্তনাদ, প্রেত-পিশাচগণের বিকট হাস্যরব! সেই বিকট রবে লেগ্রির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রত্যেক দিবসে নবোদিত সূর্য্য মানবমনে নূতন ভাব আনয়ন করিতেছে। প্রভাতসমীরণ মধুর স্বরে বলিতেছে, মানব! তোমার পাপাসক্ত মন পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত, তোমার হৃদয় পবিত্র করিবার নিমিত্ত,

ঈশ্বর তোমাকে আবার এই একটি নূতন সুযোগ প্রদান করিতেছেন,—কিন্তু কি আরক্তিম প্রভাতরশ্মি, কি প্রভাত গগনস্থিত শুক্র তারার প্রশান্ত দৃষ্টি, কি হৃদয়প্রফুল্লতার প্রাতঃ সজীবতা, কিছুই এই লেগ্রি সদৃশ সংসারাসক্ত পাপাত্মার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইল না। লেগ্রির কর্ণে প্রভাত-উপদেশ কখন প্রবেশ করিত না। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অমনি ব্রাণ্ডি ঢালিতে লাগিল। ক্যাসিকে দেখিবামাত্র বলিল, "ক্যাস! গত রাত্রে কষ্ট পেয়েছি!"

ক্যাসি। এরূপ কষ্ট তুমি বরাবরই পাইবে।

লেগ্রি। তার অর্থ কি?

ক্যাসি। পরে বুঝিতে পারিবে, ইহার অর্থ কি! কিন্তু লেগ্রি, তোমার উপকারার্থ একটি কথা বলিতেছি শোন।

লেগ্রি। কি কথা?

ক্যাসি। তুমি টম্‌কে আর প্রহার করিও না।

লেগ্রি। তাকে আমি মারি আর না মারি, তাতে তোর কি?

ক্যাসি। আমার কিছুই নহে। কিন্তু দেখ এখন কাজের সময়। এই সময় প্রহার করিলে তোমারই কার্য্যের ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ বার শত টাকা দ্বারা একজন দাস ক্রয় করিয়া আনিয়া যদি তাহাকে মারিয়া ফেল, তবে কিরূপ গুরুতর ক্ষতি হইবে। আমি বরং তোমার উপকারার্থে সে যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য হয় তাহার চেষ্টা করিতেছি।

লেগ্রি। তুমি তাহাকে আরোগ্য করিতে গেলে কেন? তোমার এ সব বিষয়ে কি দরকার পড়িয়াছে?

ক্যাসি। আমার কিছুতেই কোন দরকার নাই। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে এইরূপ করিয়া তোমার অনেক টাকার মাল রক্ষা করিয়াছি। যদি ফসল ভাল না হয়, তবে বুঝিতে পারিবে।

যাহাতে কার্পাসের ফসল ভাল হয়, তজ্জন্য লেগ্রি প্রাণপণে চেষ্টা করিত। ক্যাসি সেই নিমিত্তই বিশেষ চতুরতা পূর্ব্বক টমের প্রহার বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এই বিষয় উল্লেখ করিল। ক্যাসির কথা শুনিয়া লেগ্রি বলিল, "টম্ যদি ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক ভবিষ্যতে আমার কথা শুন্‌বে ব'লে অঙ্গীকার করে, তবে আমি তাকে এবার ক্ষমা করিব।"

ক্যাসি। টম্ তাহা কখন করিবে না।

লেগ্রি। কি? কখন কোর্‌বে না?

ক্যাসি। কখন না।

লেগ্রি। কেন ক্ষমা চাইবে না বল দেখি?

ক্যাসি। সে বিশ্বাস করে যে, সে কোন অন্যায় করে নাই।

লেগ্রি। নিগ্রো গোলামদের আবার ন্যায় অন্যায়। আমি যা করিতে বলি, তাই কোর্‌বে।

ক্যাসি। তাহা হইলে এই কার্য্যের সময় তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইবে। সুতরাং তোমার ফসল নষ্ট হইবে।

লেগ্রি। কিন্তু সে আজ অবিশ্যি ক্ষমা চাইবে। আমি কি আর নিগ্রোদের স্বভাব জানি না?

ক্যাসি। লেগ্রি! তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, সে ক্ষমা প্রার্থনা কখনও করিবে না। তুমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেও সে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না। প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি ধর্ম্ম বিশ্বাস বিসর্জ্জন করিবে না।

লেগ্রি। আমি দেখ্‌ব, করে কি না। সে এখন কোথায় রয়েছে?

ক্যাসি। যে কুটীরে পচা তূলা ও পুরাতন জিনিসপত্র রহিয়াছে, সেইখানে পড়িয়া আছে।

লেগ্রি ক্যাসির নিকট এইরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিলেও তাহার মনে

মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, টম্ বোধ হয় ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না! সুতরাং সে একাকী টমের নিকট গেল। মনে মনে ভাবিল যে, একান্তই যদি টম্ ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে তাহাকে এখন আর প্রহার করিবে না। ফসল উঠিয়া গেলে পর তাহাকে দুরস্ত করিবে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাতঃ-সমীরণ ও প্রভাত-সৌন্দর্য্য লোকের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভাব আনয়ন করে। কিন্তু লেগ্রির ন্যায় ভাবহীন, চিন্তাহীন, অর্থলোলুপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত পিশাচের অন্তরে কোন প্রকারের ভাব প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার চিন্তা কেবল কার্পাস ক্ষেত্র, অর্থ সঞ্চয় ও কুলী রমণীগণ। টম্ অশিক্ষিত হইলেও তাহার মন ভাব ও চিন্তা শূন্য নহে; প্রভাতের সজীবতা তাহার নব বল প্রদর্শন করিল। তাহার বোধ হইল, যেন প্রভাতের শুকতারা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে বলিতেছে, "ভয় নাই টম্, পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।" টম্ মনে সুখানুভব করিতে লাগিল! বিশেষতঃ সে পূর্ব্বে জানিত না যে, লেগ্রি তাহার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু ক্যাসির পূর্ব্ব দিবসের কথার ভাবভঙ্গী দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার মৃত্যু অতি নিকটে। সুতরাং এই মৃত্যুর সংবাদে তাহার অন্তরাত্মা একেবারে বিমলানন্দে পরিপূর্ণ হইল। ভাবিতে লাগিল যে, মৃত্যুর পর অমৃতময়ের অমৃত ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবে; দ্বেষ, হিংসা অত্যাচার শূন্য প্রেমরাজ্যে অবস্থান করিবে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ইবাঞ্জেলিনের মুখকমল দর্শন করিবে; পরম দয়ালু প্রভু সেণ্টক্লেয়ারের যে পরলোকে গিয়া এখন ধর্ম্মে বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবে। আহা! টমের ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? টম্ শরীরের সমুদয় কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখমণ্ডলে প্রীতির আভাস এবং ঈষৎ হাস্যের

ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সময়ে নরপিশাচ লেগ্রি তাহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে ডাকিল। পা দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বলিল, "কেমন আছিস্? আমি তোকে বলিনি কি যে, তোকে কিছু শিক্ষা দেব? এ শিক্ষা কেমন লাগে? আজও আবার এ পাপীকে কিছু ধর্ম্মশিক্ষা দিবি না কি? আজ বোধ হয় ধর্ম্মশিক্ষা দিবার শক্তি নাই!" টম্ কিছুই বলিল না। নির্ব্বাক হইয়া রহিল। লেগ্রি (পুনরায় কিছু সজোরে পদাঘাত পূর্ব্বক) ওঠ্ কুকুর!

পূর্ব্ব দিনের প্রহারে টমের উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হইয়াছিল, সুতরাং অতি কষ্টে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। লেগ্রি তদ্দর্শনে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি! তোর কি হ'য়েছে? ঠাণ্ডা বাতাসে একটু সর্দ্দি হ'য়েছে বুঝি?"

টম্ অতি কষ্টে তাহার উৎপীড়কের সম্মুখে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইল। লেগ্রি তখন তাহাকে বলিতে লাগিল, "ওরে শয়তান! আমার বোধ হয় এতেও তোর শাস্তি হয় নাই। কিন্তু জানু পেতে বোসে আমার নিকট ক্ষমা চা। শিগ্‌গীর কর। এখনও দেরী কচ্ছিস্?" এই বলিয়া তাহার হাতের চাবুক দিয়া প্রহার করিতে লাগিল।

তখন টম্ বিনীত ভাবে বলিল, "মেস্তর লেগ্রি, আমি ক্ষমা চাইতে পার্‌বো না। আমি যা ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত মনে বুঝিছি, তাই ক'রেছি। আমি কখন আপনার কথায় কোন স্ত্রীলোককে মার্‌তে পার্‌বো না, এ রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি কখন কোর্‌ব না।"

লেগ্রি। কিন্তু মেস্তর টম্, তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই যে, এর পর তোমার কি হবে। তুমি বোধ হয় ভেবেছ যে, কালকার মারই যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু কালকার মার কিছুই নয়। এ তো একটু জলপানি

মাত্র! তোমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে চারিপাশে আগুন লাগিয়ে দিলে কেমন হবে বল দেখি?

টম্। মশাই, আপনি যে সেরূপ ভয়ানক কাজ ক'র্‌তে পারেন, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। এই বলিবামাত্র টমের অশ্রু বিসর্জ্জন হইল। সে সজল নয়নে অঞ্জলি-বদ্ধ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "কিন্তু এই প্রাণ বিনাশ কোর্‌লে পর আপনার কোন অধিকার থাক্‌বে না। তার পর আমি অনন্ত জীবন লাভ কোর্‌বো।"

অনন্ত জীবন! এ কি চমৎকার শব্দ! যুগপৎ ভয় ও আনন্দ ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কৃষ্ণকায় টমের অন্তরে এই শব্দটি শান্তি ও আনন্দ আনয়ন করিল। এই শব্দ শ্রবণে লেগ্রি অন্তরে অন্তরে বৃশ্চিক-দংশন সদৃশ কষ্ট অনুভব করিল। সে তখন দন্ত কিড়িমিড়ি করিতে লাগিল।

টম্ আবার স্বাধীনভাবে বলিতে লাগিল, "মেস্তর লেগ্রি, তুমি আমাকে কিনেছ, সুতরাং আমি তোমার দাস হ'য়েছি। আমি অবশ্য প্রাণপণে তোমার কাজ কোর্‌ব; আমার শরীরে যে কিছু বল আছে, আমার যে কিছু সময় আছে, সবই তোমার কাজে পর্য্যাপ্ত হইবে। কিন্তু আমার আত্মা আমি কখন তোমার হাতে সমর্পণ কোর্‌ব না। আমার প্রাণ থাক্ আর যাক্, যাই হোক্, আমি ঈশ্বরের আদেশ অবশ্য পালন কোর্‌ব, তাঁরই চরণে এ আত্মা সমর্পণ ক'রেছি। আমি তাঁর আদেশ লঙ্ঘন কোরে কখন নিষ্ঠুর ব্যবহার কোর্‌ব না! কখন না! তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে বেত মার, লাথি মার, মেরে ফেল, কিন্তু কিছুতেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন কোর্‌ব না। কখন না—কখন না।"

লেগ্রি। (সক্রোধে) উপযুক্ত শাস্তি দিলে অবিশ্যি কোর্‌বে।

টম্। আমি ধর্ম্ম পালনে সহায়তা পাব।

লেগ্রি। (ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক) কোন শালা তোর সহায়তা কোর্‌বে?

টম্। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমার সহায়তা কোর্বেন।

লেগ্রি এই কথা শুনিয়া টম্‌কে চপেটাঘাত করিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া দিল এবং বলিল, "দেখ্‌ব তোর ঈশ্বর কেমন সহায়তা করেন।"

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একখানি সুকোমল শীতলহস্ত লেগ্রির গাত্র স্পর্শ করিল। সে ফিরিয়া দেখিল. ক্যাসি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু শীতল হস্ত স্পর্শে গতরাত্রের স্বপ্ন স্মরণ হইল, রাত্রে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইল।

ক্যাসি ফরাসী ভাষাতে বলিল, "লেগ্রি! তুমি কি আহম্মক? একে ছেড়ে দেও। আমি একে শুশ্রূষা করিয়া দেখি, শীঘ্র শীঘ্র ক্ষেত্রে কাজ করিবার উপযুক্ত করিতে পারি কি না। এখন কিরূপ কাজের সময়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ।"

কুম্ভীর ও গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু অভেদ্য চর্ম্মাবৃত হইলেও তাহাদের শরীরে এরূপ স্থান আছে যেখানে গোলা বিদ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ দুশ্চরিত্র, ইন্দ্রিয়াসক্ত, নির্দ্দয়, অবিশ্বাসী নাস্তিকদিগের ভয় সঞ্চারের অন্য কোন পথ না থাকিলেও, একটি পথ রহিয়াছে। ভ্রান্ত সংস্কার সম্ভূত ভয় তাহাদিগের মনে সর্ব্বদাই প্রবেশ করে। গত রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় মাতৃদৃষ্টি স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র, লেগ্রির মনে ভয়ের সঞ্চার হইল! তথনই সে টম্‌কে বলিল, "এখন আর তোকে মার্‌ব না। এখন কাজের ক্ষতি হবে। এর পর দেখ্‌ব।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ক্যাসি মনে মনে বলিতে লাগিল, "এখন যাও, তোমার সময় আসিতেছে।" পরে টমের দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখ, আর তোমার নিস্তার নাই। এখন ধীরে ধীরে তোমার প্রাণবধ করিবে। দিন দিন তোমার রক্ত শোষণ করিবে। আমি এই নরাধমের প্রকৃতি বিশেষরূপ জানি।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা লাভ

আমরা এখন টম্‌কে লেগ্রির গৃহে রাখিয়া ইলাইজা ও জর্জ্জ যেরূপে স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

টম্ লকার একটী বয়োধিকা কোয়েকার রমণীর গৃহে শয্যোপরি শয়ন করিয়া শরীরের বেদনায় চীৎকার করিতেছে, অশ্লীল ভাষায় কথা বলিতেছে, বারংবার শপথ করিতেছে, তাহার সহচর মার্ককে নানাবিধ গালি বর্ষণ করিতেছে। সেই বুদ্ধিমতী সহৃদয়া কোয়েকার রমণী তাহার পার্শ্বে বসিয়া মাতার ন্যায় সস্নেহে তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। এই রমণীর নাম ডর্কাস। ইহাকে সকলেই ডর্কাস মাসী বলিয়া সম্বোধন করিত। ইনি দেখিতে একটু লম্বা; ইহার মুখ-কমল দয়া, মায়া, স্নেহ ও ধর্ম্মভাবে বিশেষ সমুজ্জ্বল। পরিধান শ্বেতবস্ত্র। অহোরাত্র লকারের ঔষধ পত্র স্বহস্তে প্রদান করিতেছেন। লকার বিছানার চাদরটা ধরিয়া বলিতেছে, "কি গরম! সয়তান চাদর।"

ডর্কাস মাসী মধুর স্বরে বলিতেছেন, "বাবা লকার! এরূপ ভাষা ব্যবহার করিও না।"

লকার। ডর্কাস মাসী, আমার শরীর জ্বলিতেছে সুতরাং এরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না।

ডর্কাস মাসী তাহার শয্যাস্তরণ সমান করিয়া দিলেন এবং আবার বলিতে লাগিলেন, "বাবা! দুর্ব্বাক্য, শপথ ও অশ্লীল ভাষা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা কর।"

লকার। ঐ শালা মার্ক বড় সয়তান। শালা পূর্ব্বে ওকালতী করিত, তাই এরূপ অর্থলোভী। উহার প্রতি আমার বড় রাগ হইয়াছে। আমাকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে।

এই বলিয়া লকার আবার বিছানার চাদর টানিয়া ফেলিল। ডর্কাস মাসী আবার শয্যা সমান করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে আবার লকার বলিল, "সেই পলাতক দাস-দাসীগণ এখনও এখানে আছে? যদি থাকে, তবে শীঘ্র হ্রদের নিকট যাইয়া জাহাজে উঠিতে বল।"

ডর্কাস। তাহারা শীঘ্রই চলিয়া যাইবে।

লকার। তাহাদিগকে সাবধানে চলিয়া যাইতে বলিবে। হ্রদের পার্শ্বে স্যানডাকি নগরের জাহাজের আফিসে আমাদের লোক রহিয়াছে। তাহারা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিবে। মার্ক শালা যাহাতে টাকা পাইতে না পারে, আমি তাহাই করিব।

ডর্কাস। আচ্ছা, তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়া দিব। তুমি আর ওরূপ দুর্ব্বাক্য মুখে আনিবে না।

লকার। ডর্কাস মাসী, আমাকে এত আঁটা আঁটি করিও না, এত শক্ত করিয়া বাঁধিতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইবে। আমি ধীরে ধীরে ভাল হইব। কিন্তু সে পলাতক দাস-দাসীদের কথা বলিতেছি। সেই স্ত্রীলোককে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া জাহাজে উঠিতে বলিবে। আর বালকটিকে যেন বালিকার পোষাক প্রদান করে। তাহাদিগের ছুরাত-হালের লিপি স্যানডাকি আফিসে গিয়াছে।

ডর্কাস। আচ্ছা সে বিষয়ে আমরা সাবধান হইব।

লকার ইহার পর আরোগ্য লাভ করিয়া পলাতক দাসদাসী ধরিবার ব্যবসা একেবারে পরিত্যাগ করিল। কোয়েকারদিগের প্রতি তাহার অত্যন্ত ভক্তি হইল। যখনই কেহ কোয়েকারদিগের কথা বলিত, তখনই

তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িত। সে সর্ব্বদা লোকের কাছে বলিত যে, "আমি মাতা অপেক্ষাও ডর্কাস মাসীকে অধিক ভক্তি করি। তাঁহাকে কত যন্ত্রণা দিয়াছি, কত কষ্ট প্রদান করিয়াছি, কিন্তু একবারও তিনি রাগ কি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই।"

ধৃতকারীদিগের লোক যে স্যানডাকিতে রহিয়াছে এবং পলাতকদিগের হুলিয়া বাহির হইয়াছে, এই কথা লুকারের মুখে শুনিয়া জর্জ্জ ও জিম বিশেষ সাবধান হইতে লাগিল। একত্রে গেলে ধরা পড়িবে মনে করিয়া জিম এবং তাহার মাতা দুই দিন পূর্ব্বে চলিয়া গেল। এবং তৎপরে জর্জ্জ ও ইলাইজা তাহাদের সন্তান সহ রাত্রে স্যানডাকিতে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। নিশাবসানেই স্বাধীনতার সুখতারা হৃদয়াকাশে সমুদিত হইবে। আহা! স্বাধীনতা! কি সুমধুর কথা! কি হৃদয় প্রফুল্লকর শব্দ! তোমাকে লইয়া বৃক্ষতলে বাস করিলেও সুখ হয়, কিন্তু তোমা বিনা এ সংসারে কোথাও সুখ আছে? তোমাকে পাইবার জন্য আমেরিকাবাসী ইংরাজগণ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তোমারই জন্য বিশ্বসংসার লালায়িত। তুমি ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতার সংসর্গ সর্ব্বদাই পরিত্যাগ কর। তাই সংসারে কত কত দুর্ব্বল, ভীরু ও স্বার্থপরায়ণ জাতি আর যে তোমার মুখ দর্শন করিবে, তাহার আশা নাই। চন্দ্রমার সুধাময় আলোক পরাধীনের হৃদয় প্রফুল্ল করিতে পারে না; সূর্য্যের প্রখর কিরণ পরাধীনের হৃদয়ান্ধকার কখন দূর করে না। কিন্তু তোমার অমৃতময় সমুজ্জ্বল কিরণ পরাধীনের হৃদয় স্পর্শ করিবামাত্র স্বার্থপরতার অন্ধকার বিদূরিত হয়, দুর্ব্বল সবল হয়, মানব মনে সার্ব্বভৌমিক প্রেমচন্দ্রমার উদয় হয়।

আমেরিকাবাসী ইংরাজগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ও জন বিশেষের

স্বাধীনতার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? জাতীয় স্বাধীনতা কি? সমাজস্থ এক একটি নর-নারীর স্বাধীনতার সমষ্টিই জাতীয় স্বাধীনতা। তবে জনবিশেষের স্বাধীনতা না থাকিলে কি জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারা যায়? ঐ যে পলাতক যুবক বিষণ্ণ বদনে চিন্তাকুল চিত্তে বসিয়া রহিয়াছে—জর্জ্জ হ্যারিস এ কিরূপ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে? এ ব্যক্তি কিরূপ অধিকার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে? আপনার স্ত্রীকে স্ত্রীস্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক অপরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে—সন্তানকে সন্তান বলিয়া সুশিক্ষা প্রদান করিবে—আপনার স্বোপার্জ্জিত অর্থ সংরক্ষণ করিবে—আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিবে—এই অধিকার মাত্র চাহিতেছে। স্বার্থপরায়ণ নরপিশাচ! তোমরা কি তাহাকে এ অধিকার-টুকুও দিবে না? এইরূপ অধিকার না থাকিলে মানুষ কি কখন প্রাণ-ধারণ করিতে পারে? আজ জর্জ্জ মনুষ্যের প্রকৃতি সিদ্ধ এই কয়েকটী অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের দেশ হইতে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, আপন স্ত্রীকে পুরুষের বেশে সুসজ্জিত করিতেছে, স্ত্রীর সুদীর্ঘ চাঁচর কেশ কর্ত্তন করিতেছে!

ইলাইজার কেশ কর্ত্তন হইলে পর সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "জর্জ্জ, এখন আমাকে একটি সুন্দর যুবকের মত দেখায় না!"

জর্জ্জ। তুমি যে বেশই ধারণ কর না কেন, আমি তোমাকে সর্ব্বদাই সুন্দর দেখিতে পাই।

ইলাইজা। তুমি এত বিমর্ষ হইলে কেন? এখান হইতে ক্যানেডা চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র, এক দিন এক রাত্র।

জর্জ্জ। ইলাইজা, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, এত দূর আসিয়া যদি ধরা পড়ি, তবে আর এ দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না; এ দুঃখে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে।

ইলাইজা। তুমি ভয় করিও না। যদি ধরা পড়িতে হইত, তবে সেই দয়াময় দিনবন্ধু আমাদের এতদূর আনিতেন না। মঙ্গলময় নিশ্চয়ই আমাদিগের এবার উদ্ধার করিবেন।

জর্জ্জ। ইলাইজা, তুমি দেবী! তুমি সর্ব্বদাই মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত দেখিতেছ। বল দেখি, আমাদের দুর্দ্দশা কি এবার শেষ হইবে, আমি কি মনুষ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইব?

ইলাইজা। আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, এবার আমাদের উদ্ধার হইবে। আমার বোধ হইতেছে যেন, সেই কাঙ্গালের বন্ধু ঈশ্বর বলিতেছেন, "ভয় নাই, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।"

ইহার পর জর্জ্জ ইলাইজাকে টুপী পরাইয়া দিয়া বলিল, "মিসেস্ স্মিথ এখনও আসিলেন না। আমাদের গাড়ীতে উঠিবার সময় হইয়াছে।"

এই সময়ে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন ভদ্রবংশীয়া বয়োধিকা স্ত্রীলোক হ্যারীকে বালিকার বেশে সুসজ্জিত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইলাইজা হ্যারীকে বালিকার বেশে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "উহাকে একটি সুন্দর মেয়ের মত দেখাইতেছে। আমরা ওকে হ্যারিয়েট্ বলিয়া ডাকিব। বালকটী মাতাকে পুরুষের পরিচ্ছদে দেখিয়া একেবারে যেন হতবুদ্ধি হইল, বারংবার হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিল, "হ্যারী কি এখন মাকে চিনিতে পার? কিন্তু হ্যারী সেই বয়োধিকা স্ত্রীলোকটির হাত জড়াইয়া ধরিল। জর্জ্জ বলিল, "ইলাইজা, তুমি এখন উহাকে আদর করিও না। জান ত, উহাকে অন্যত্র থাকিতে হইবে।" শুনিয়া ইলাইজা বলিল, "তা বুঝিতে পারি, কিন্তু ইহাকে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমার কাছ ছাড়া করিতে ইচ্ছা হয় না।"

তৎপরে ইলাইজা পুরুষের লবেদা পরিধান পূর্ব্বক প্রস্তুত হইলে, জর্জ্জ, মিসেস্ স্মিথকে বলিল, "আপনাকে আমরা পিসিমা বলিয়া ডাকিব। আমরা পিসিমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতেছি এইরূপ প্রকাশ করিতে হইবে।"

মিসেস্ স্মিথ বলিলেন, "আমি এই মাত্র শুনিলাম যে, তোমাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত লোক আসিয়াছে, তাহারা টিকিটের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে।"

গাড়ী প্রস্তুত হইলে পর যে ভদ্রলোকটি ইহাদিগকে এই স্থানে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, তিনি সপরিবারে ইহাদিগের গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বারংবার ইহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

টম্ লকারের উপদেশানুসারেই ইহারা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল; বস্তুতঃ সৎকার্য্য ও সদাচরণের ফল কখন কখন লোক হাতে হাতেই প্রাপ্ত হয়। বৈরনির্য্যাতন ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া টম্ লকারকে রাত্রে সেই জঙ্গলে ফেলিয়া আসিলে আজ জর্জ্জ স্ত্রী পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই ধরা পড়িত।

টম্ লকারের প্রতি যে সদাচার করিয়াছিল, পরমেশ্বর আজ তাহারই পুরস্কার প্রদান করিলেন।

মিসেস্ স্মিথ ক্যানেডা নিবাসী এক জন সম্ভ্রান্ত রমণী। তিনি ক্যানেডা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইহাদিগের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। দুই দিন পূর্ব্বে হ্যারীকে তাঁহার সঙ্গে একত্রে রাখা হইয়াছিল। এই দুই দিন তিনি সর্ব্বদা নানাবিধ মিঠাই ও অন্যান্য সুখাদ্য প্রদান করিয়া হ্যারীকে একেবারে এত বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে, সে আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইতে চাহিত না।

তাঁহারা তিন জনে হ্যারীকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে জাহাজের ঘাটে আসিলেন। জর্জ্জ টিকিটের আফিসে আসিয়া টিকিট লইবার সময় জানিতে পাইল যে, এক জন লোক অপর একটি লোকের নিকট বলিতেছে, "ভাই সমুদয় যাত্রীকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তোমার সে

পলাতক লোক ইহার মধ্যে নাই।” পরে জর্জ্জ দেখিল যে, মার্ক জাহাজের কেরাণীর নিকট এই কথা বলিতেছে।

মার্ক বলিল, “তাহাদের শ্বেতাঙ্গ ইংরাজের ন্যায় দেখা যায়। কিন্তু পুরুষটির হস্তে H (এইচ) অক্ষর মুদ্রিত আছে।”

জর্জ্জ তখন হাত বাড়াইয়া টিকিট লইতেছিল; তাহার হস্ত কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে আত্মসংযম পূর্ব্বক ধীরে ধীরে হাঁটিয়া ইলাইজা ও মিসেস্ স্মিথ যে স্থানে ছিল সেখানে গেল। মিসেস্ স্মিথ হ্যারীকে সঙ্গে করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন, ইহার পর জাহাজের ঘণ্টা পড়িল। তখন জর্জ্জের হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মার্ক নিরাশ মনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া তীরে আসিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, ওকালতী ব্যবসায়ে অনির্দ্দিষ্ট আয় ছিল বলিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া প্রকারান্তরে সেই দেশ-প্রচলিত আইনের গৌরবরক্ষার্থ-ই এই নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ইহাতেও দেখিতেছি যে, বড় সুবিধা নাই। এই ভাবিয়া মার্ক বিষণ্ণবদনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরদিন জাহাজে আসিয়া আমহার্ষ্ট নগরে নঙ্গর করিলে পর তাহারা সকলে আসিয়া কূলে উঠিল। স্বাধীন ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র তাহাদের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। আজ তাহাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন হইল, আজ জর্জ্জের স্ত্রী-পুত্র তাহারই হইল, আজ জর্জ্জ মনুষ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইল। স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল; উভয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই ধর্ম্ম সঙ্গীত গাইতে লাগিল।—

আশ্রয় তরণী তুমি বিপত্তি-সাগর মাঝ,
কে বাঁচায় দীন হীনে তুমি বিনে রাজরাজ;

নিরাশার অন্ধকারে, ছিল যারা প্রাণে মরে,
তাহাদের সুখ-রবি পূরবে উদিল আজ ;
কাতরে ডেকেছি দুঃখে, আজিগো সম্পদে স্মরি,
তোমারি করুণা গাহি হৃদয় পরাণ ভরি।

প্রার্থনা শেষ হইলে মিসেস্ স্মিথ ইহাদিগকে এই নগরস্থিত একজন ধর্ম্মপ্রচারকের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ইনি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক এই নিরাশ্রয় পলাতক দাসদাসীগণকে আশ্রয় প্রদান করিতেন।

জর্জ্জ ও ইলাইজার আজ যে কত আনন্দ, তাহা কি কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। আজ রাত্রে তাহাদের চক্ষে নিদ্রা নাই। আনন্দোচ্ছ্বাসে সমস্ত নিশা অতিবাহিত হইল। একবার ভাবিল না যে, ভবিষ্যতে কিরূপে জীবন যাপন করিবে। ইহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, কল্য কি আহার করিবে তাহারও পর্য্যন্ত সংস্থান নাই। তবুও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বস্তুতঃ মানবজীবনে স্বাধীনতা অপেক্ষা আর অমূল্য রত্ন কি আছে? কিন্তু যাঁহারা প্রভুত্ব লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা অর্থ-লোভে মানবমণ্ডলীকে এই অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, যাঁহারা জন বিশেষের কিংবা জাতি বিশেষের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যাঁহারা একাধিপত্য সংস্থাপন করিবার জন্য যথোপযুক্ত অধিকার হইতে মনুষ্য সন্তানদিগকে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরের কোপানলে নিপতিত হইতে হইবে। পুরুষ পরম্পরায় তাঁহাদের এই অত্যাচারের ফল ভোগ করিতে হইবে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জয়োল্লাস

মৃত্যু কি সকল অবস্থায়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়? এই দুঃখ যন্ত্রণা পরিপূর্ণ সংসারে সময়ে সময়ে অনেকেই তো মৃত্যুকামনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের নিকট ত মৃত্যু কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ধর্ম্ম-বীরগণ যুগে যুগে ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সংসারে ন্যায়ানুগত ব্যবহার সংস্থাপন জন্য, কত কত ধর্ম্মবীর ও সাধুপুরুষ অম্লান বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকট কি মৃত্যু তখন কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল? কখন না। জীবন্ত বিশ্বাস দ্বারা একবার উত্তেজিত হইলে, হৃদয়স্থিত উচ্ছ্বসিত ধর্ম্মাবেগ ও প্রেমানুরাগ নিবন্ধন মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারে রহিত হয়, কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট তাহাদের অন্তরাত্মা স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু দিন দিন যাহারা প্রহারের কষ্ট সহ্য করিতেছে, অত্যাচারিগণ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে যাহাদের এক এক বিন্দু শোণিত শোষণ পূর্ব্বক পরমায়ু শেষ করিতেছে, নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা যাহাদের অন্তরস্থিত দয়া মায়া ও অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার সদ্ভাব ক্রমে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের মৃত্যু কি অতি-শয় কষ্টকর নহে ইহাপেক্ষা কষ্টকর মৃত্যু কি জগতে আর কোথাও আছে?

নরপিশাচ লেগ্রি যখন টম্‌কে প্রহার করিত, তাহার প্রাণ বিনাশ করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিত, যখন টম্ মনে মনে ভাবিত যে, এখনই তাহাকে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আসিয়া

তাহার সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা নিঃশেষ করিবে; সুতরাং তাহার ভীত হইবার কোন কারণ নাই, জীবন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্ম-বীরের ন্যায় সে অকুতোভয়ে লেগ্রির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইত; এবং ঈশার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে বলিয়া, মনে মনে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু প্রহারের পর যখন লেগ্রি তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইত, যখন দেখিতে পাইত যে, প্রাণ একেবারে বিনষ্ট হইল না; তখন হৃদয়স্থিত সেই উচ্ছ্বসিত ধর্ম্মাবেগ, প্রহারের সময়ের উত্তেজিত ভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়িত; তখন প্রহারের কষ্ট অনুভূত হইত, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িত এবং তৎসঙ্গে অন্তরাত্মাও অবসন্নতা প্রাপ্ত হইত; হৃদয়ে নিরাশার উদয় হইত, নিজের দুরবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র অন্তরে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণানল প্রজ্বলিত হইত।

প্রথম দিবসের প্রহারেই টমের শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই অসুস্থাবস্থা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পূর্ব্বেই লেগ্রি জেদ করিয়া তাহাকে ক্ষেত্রের নিয়মিত কার্য্য করিতে বাধ্য করিল। প্রত্যেক দিবস সে এইরূপ রুগ্না-বস্থায় অন্যান্য কুলিদের সঙ্গে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইতে লাগিল। এই দুর্ব্বলাবস্থায়ও সে প্রাণপণে ক্ষেত্রের কার্য্য করিত, কিন্তু পরিদর্শকগণ শুদ্ধ কেবল স্বীয় স্বীয় হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে তাহাকে বেত্রাঘাত করিত। ঈদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ কি কেহ সহিষ্ণুতা সহকারে সহ্য করিতে পারে? টম্ স্বভাবতঃ অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু সাম্বো এবং কুইম্বো প্রভৃতির নিষ্ঠুরাচরণে কখন কখন তাহার মন সহিষ্ণুতা পরি-শূন্য হইয়া পড়িত। এখন টম স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল যে, লেগ্রির কুলিগণ কি প্রকারে এইরূপ মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া একেবারে, দুশ্চরিত্র

হইয়া উঠিয়াছে ; কেন তাহাদের হৃদয় কেবল দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠুরতার আকর হইয়া পড়িয়াছে ; কি জন্য মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহাদের সেই জড়তা প্রাপ্ত হৃদয়ে সহানুভূতির কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না ; তাহাদের দুর্ব্যবহার দর্শনে টমের আর আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ রহিল না। সে সহজেই বুঝিতে পারিল যে, কুলিদিগের এইরূপ দুরবস্থা-প্রাপ্তি নিষ্ঠুরাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহার হৃদয়ে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল ; ভাবিতে লাগিল যে, সময়ে এইরূপ নিষ্ঠুরা-চরণ তাহাকেও প্রকৃতি ভ্রষ্ট করিতে পারিবে। একটু অবকাশ পাইলেই সে আপন জীর্ণ বাইবেল খানি পাঠ করিতে বসিত। কিন্তু আজকাল কাজের বড়ই ভিড় পড়িয়াছে। এক মুহূর্ত্তও অবকাশ নাই। রবিবারে পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে হয়। লেগ্রি কার্পাস তুলিবার কয়েক মাস রবিবারেও কুলিদিগকে ছুটি দিত না। সে কেনই বা দিবে। তাহার তো ধর্ম্মের সহিত সংস্রব ছিল না। কার্পাসক্ষেত্র তাহার একমাত্র ভজনালয় এবং টাকাই তাহার একমাত্র দেবতা ছিল।

পূর্ব্বে টম্ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেক রাত্রে নিজের রুটি প্রস্তুত করিবার সময় চুল্লীর আলোতে বসিয়া বাইবেল হইতে দুই একটি উপদেশ পাঠ করিত। কিন্তু আজকাল তাহার শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখন সে কার্পাসক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইত না। সন্ধ্যার পর গৃহে আসিয়াই ক্লান্তিবশতঃ শুইয়া পড়িত এবং শরীর বেদনায় অস্থির হইত।

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, টমের ধর্ম্ম বিশ্বাসও সময়ে সময়ে বিচ-লিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। যে সুদৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস নিবন্ধন সে আজীবন কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করিত না, কোন দুঃখকে দুঃখ বলিয়া ভাবিত না, সেই অদম্য ধর্ম্মবিশ্বাস নিষ্ঠুরাচরণের নিকট পরাস্ত

হইবার উপক্রম হইল। অজ্ঞেয় অন্ধকারময় জীবন-প্রহেলিকা সম্বন্ধে তাহার মনে বিবিধ প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। হৃদয় মন অবসন্ন হইতে লাগিল। আত্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, জগৎপিতা কোথায়? তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন কেন? তবে সত্য সত্যই কি পাপের জয়? এইরূপ প্রশ্ন তাহার মনে সমুদিত হইবার পর আবার ভাবিতে লাগিল, "না কাঙ্গালশরণ দীনবন্ধু কখন আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। হয় তো মিস্ অফিলিয়ার পত্র পাইলেই কেণ্টাকি হইতে কেহ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যাকুলিত চিত্তে ঈশ্বরের নিকট নিজের উদ্ধারার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল; প্রত্যেক দিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া আশাপথ চাহিয়া থাকিত; ভাবিত, হয় তো আজই কেহ কেণ্টাকি হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিবে। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কেণ্টাকি হইতে কেহই আসিল না। তখন আবার মনে মনে সেই পূর্ব্ব প্রশ্নের উদয় হইল—ঈশ্বর কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন?

এই সময় টমের সহিত কখন কখন ক্যাসির দেখা সাক্ষাৎ হইত এবং কার্য্যোপলক্ষে যখন বাটীর মধ্যে যাইত, তখন এমেলিনের নৈরাশ্যপূর্ণ পরিশুষ্ক মুখকমল দেখিতে পাইত; কিন্তু কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ করিত না। বস্তুতঃ বাক্যালাপ করিবার এক মুহূর্ত্তও অবকাশ ছিল না।

এক দিন সন্ধ্যার পর কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র টম্ একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। তাহার উত্থানশক্তি আজ একবারেই রহিত হইয়াছে। শুইয়া শুইয়া আপনি রুটী প্রস্তুত করিতেছে। তখন আবার বাইবেল হইতে দুই একটী কথা পাঠ করিতে ইচ্ছা হইল। চুল্লীর মধ্যে দুইখানা কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিল এবং পকেট হইতে বাইবেলখানি বাহির করিয়া লইল। বাইবেলের যে সকল অংশ পাঠ করিলে তাহার হৃদয় বিশেষ

উল্লসিত হইত, আশার সঞ্চার হইত, হৃদয় জীবন্ত বিশ্বাসে পূর্ণ হইত, সে সমুদায় স্থান তাহার পুস্তকে চিহ্নিত ছিল। দুই একটী কথা পাঠ করিতে করিতে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবী কি শক্তিশূন্য হইয়াছে? এই ধর্ম্মশাস্ত্র কি ভগ্ন অন্তরে বল প্রদান করে না? নিষ্প্রভ চক্ষে জ্যোতি প্রদান করে না? এই প্রশ্ন করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাইবেলখানি বন্ধ করিল, পশ্চাৎ হইতে বিকট হাসির শব্দ শুনিল, ফিরিয়া দেখিল লেগ্রি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লেগ্রি বলিয়া উঠিল, "কেমন, এখন বুঝেছিস্ তো যে তোর ধর্ম্ম দিয়ে কিছু উপকার নেই? আমি তো আগেই বলিছি যে, তোর ও সব ধর্ম্ম জ্ঞান দূর ক'রে দেব।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিদ্রূপ টমের প্রাণকে বিদ্ধ করিল। সমস্ত দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহার এত কষ্ট হয় নাই।

লেগ্রি আবার বলিল, "তুই নিতান্ত গাধা। আমি তোকে কিন্‌বার সময় ভেবেছিলাম যে, তোকে একটা উচ্চপদে নিযুক্ত ক'র্‌ব। আমি তোকে সাম্বো কুইম্বোর চেয়ে একটা উচ্চপদ দিতাম। এখন তারা তোকে চাবুক মারে, কিন্তু আমার কথা মত চলিলে, তুই সকলকে চাব্‌কাতে পাত্তিস্, আমি তা হ'লে তোকে মাঝে মাঝে কিছু হুইস্কি কি ব্রাণ্ডি খেতে দিতাম। এখনও বল্‌চি তোর সব ভণ্ডামি ছেড়ে দে। তোর ও পুরাণো ছেঁড়া বইখানা চুলোয় ফেলে পুড়িয়ে দে; আর আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর্।"

টম্। ঈশ্বর না করুন!

লেগ্রি। এখন দেখ্‌তে পাচ্চিস্ তো ঈশ্বর তোকে সাহায্য ক'র্‌বেন না। তিনি যদি তোর সহায় হ'তেন, তাহ'লে কি আর তোকে আমার হাতে প'ড়্‌তে দিতেন? তোদের ও ধর্ম্ম-টর্ম্ম কেবল কতকগুলো মিথ্যে প্রতারণা, ভাল চা'স্ তো আমি যা বলি শোন্; আমি একজন ক্ষমতাবান্ লোক, আমি তোর অনেক উপকার কোত্তে পারি।

টম্। আজ্ঞে না। আমি আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব না। ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন আর নাই করুন, আমি তাঁরই শরণাপন্ন থাক্‌ব—শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস ক'র্‌ব।

লেগ্রি ঘৃণার সহিত টমের গাত্রে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে পদাঘাত করিয়া বলিল, "তুই নিতান্তই নির্ব্বোধ! যা হোক্ আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, তোমাকে পরাভূত ক'র্‌বই ক'র্‌ব।" এই বলিয়া লেগ্রি চলিয়া গেল।

যখন যন্ত্রণার গুরুভারে আত্মা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, ধৈর্য্য একবারে সীমান্তে প্রস্থান করে, তখন দেহ-মনের প্রতি স্নায়ু সেই গুরুভার দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য একবার শেষ উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া উঠে; এই জন্য প্রায়ই ঘোরতর মানসিক যাতনার অব্যবহিত পরেই হৃদয়ে আনন্দ ও সাহসের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। টমের সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিল। নিষ্ঠুর প্রভুর নাস্তিকতাপূর্ণ বিদ্রূপোক্তি তাহার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় অধিকতর অবসন্ন করিয়া ফেলিল; বিশ্বাসের হস্ত সেই অনন্ত অটল আশ্রয়পর্ব্বত ধরিয়া রহিল বটে, কিন্তু সে হস্ত নৈরাশ্যে নিতান্ত অসাড় হইয়া পড়িল। টম্ সংজ্ঞাশূন্যবৎ চুল্লী পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সহসা তাহার চতুর্দ্দিকের সকল পদার্থ যেন শূন্যে বিলীন হইয়া গেল, এবং কণ্টকমুকুটপরিহিত, রক্তাক্ত, আহত যীশুর প্রতিকৃতি তাহার নেত্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। টম্ ভয় ও বিস্ময়ের সহিত সেই আননের মহান্ সহিষ্ণুভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; সেই গভীর ও করুণোদ্দীপক নেত্রদ্বয় তাহার অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করিল; তাহার অবসন্ন মুমূর্ষু আত্মা জাগিয়া উঠিল, সেই দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারণ করিয়া জানূপরি উপবিষ্ট হইল। তখনই ধীরে ধীরে সে আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি গৌরবের কিরণরেখায় পরিণত হইল, অনুভবনীয় প্রভা-মণ্ডলে উদ্ভাসিত সেই মুখ, স্নেহার্দ্র

চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ; সেই কণ্ঠ হইতে স্বর-সুধা বিনিঃসৃত হইল, টম্ শুনিল, "আমি যেরূপ সংসারের যন্ত্রণা কষ্ট ও অত্যাচারের উপর জয়লাভ করিয়া পিতার সহিত এক সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, সেই প্রকার পাপ ও অত্যাচারের উপর যাহারা জয়লাভ করিবে, তাহারাই আমার সহিত এক সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিবে।"

টম্ যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দেখিল, রাত্রি অনেক হইয়াছে, নৈশ শিশিরে তাহার গাত্রবসন সিক্ত ও শরীর শীতার্ত্ত হইয়াছে। কতক্ষণ সে এই ভাবে পড়িয়াছিল, তাহা তাহার মনে নাই। কিন্তু আত্মার সেই সঙ্কট কাল অতীত হইয়াছে, তাহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে ; সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শৈত্য, অপমান, নৈরাশ্য ও যন্ত্রণা সকলই বিস্মৃত হইল। ইহজীবনের আশা ভরসা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সে আপনার ইচ্ছা অনাদিদেবের চরণে উৎসর্গ করিল। টম্ তখন আকাশের উজ্জ্বল তারকা রাশির দিকে চক্ষু তুলিয়া নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া আত্মার গভীর আনন্দভরে এই সঙ্গীত গাহিতে লাগিল।—

"তুহিনের মত গ'লে যাবে ধরা
রবির কিরণ রবে নাকো আর
তবু পরমেশ প্রাণদাতা মম
র'বেন আমারি, আমি র'ব তাঁর।
মরত জীবন ফুরাইবে যবে
এ জড় দেহের হবে অবসান,
ইন্দ্রিয় ঘুচায়ে অতীন্দ্রিয় সুখে
শান্তি সরোবরে রব ভাসমান।

অযুত বরষ নিবসি সেথায়
প্রভাকর সম চির দীপ্তিমান্,
গাহিতে তাঁহারে তত কালই রবে
ছিল যত যবে আরম্ভিনু গান।”

উপরি বর্ণিত ঘটনার ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটনা ধর্ম্মবিশ্বাসী দাসদিগের মধ্যে সচরাচরই সংঘটিত হইত। মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অবস্থা বিশেষে মনের ভাব ও কল্পনাসমূহ এমন উত্তেজিত এবং প্রবল হইয়া উঠে যে, তখন যাহারা বহিরিন্দ্রিয় সকলকে আপনাদিগের আয়ত্তাধীন করে এবং মনের কল্পিত পদার্থকে ইন্দ্রিয় গোচর এবং বহিরাকারবিশিষ্ট করিয়া দেয়। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর মানবের এই সকল শক্তি দিয়া তাহার জীবনে যে কত ঘটনা সংঘটিত করিতে পারেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?—কত উপায়ে তিনি নিঃসহায় নৈরাশ্যভগ্ন আত্মার নব বলের সঞ্চার করেন, তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে পারে? যদি ঐ দুঃখী অবজ্ঞাত দাস বিশ্বাস করে যে, যীশু তাহার নিকট প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন, তবে কে তাহার কথার প্রতিবাদ করিবে?

পরদিবস প্রত্যূষে যখন দাসগণ ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইল, তখন সেই জীর্ণ-বসন, খিন্ন-দেহ শীতকম্পিত হতভাগ্যদিগের মধ্যে এক জন মাত্র সোল্লাস-পদক্ষেপে বিচরণ করিতে লাগিল; কারণ ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের উপর তাহার বিশ্বাস দৃঢ় অটল ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল। লেগ্রি! তোমার যত ক্ষমতা আছে, সমুদয়ই প্রয়োগ করিয়া দেখ! নিদারুণ যন্ত্রণা, শোক, অপমান, অভাবরাশি সকলই ইহার পক্ষে শান্তি-নিকেতনের সোপান হইয়া ইহাকে স্বর্গদ্বারে অগ্রসর করিবে।

এই সময় হইতে উৎপীড়িত টমের বিনীত হৃদয় শান্তিতে পূর্ণ

হইয়া রহিল। নিত্য বিরাজমান পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে আপনার পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহজীবনের সেই মর্ম্মান্তিক পরিতাপ অতীত হইয়াছে, ইহজীবনের আশা, ভয় ও আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন অতীত হইয়াছে, অনুক্ষণ সংগ্রামক্লিষ্ট রুধিরাক্ত মানবী ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঐশী ইচ্ছায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। টমের নিকট তাহার জীবনযাত্রার অবশিষ্টাংশ এত অল্পায়াত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ এত নিকটবর্ত্তী, এত স্পষ্টানুভবনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, জীবনের দুঃসহতম কষ্টসকল তাহার প্রাণে আর কষ্ট দিতে পারিল না।

সকলেই তাহার বহিরাকারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখ, সকল কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও শান্তি সহকারে সে অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে লাগিল। কিছুতেই তাহাকে উদ্বিগ্ন কি উৎকণ্ঠিত করিতে পারে না। লেগ্রি তদ্দর্শনে এক দিন সাম্বোর নিকট বলিল, "টমের ঘাড়ে কি ভূত চেপেছে? কিছু দিন হ'ল একেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল, নিতান্ত নিরাশ হ'য়েছিল, এখন সে বেশ কাজ-কর্ম্ম ক'র্‌ছে।"

সাম্বো। এর কারণ কি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌চে।

লেগ্রি। একবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌লে তো হয়! আমিও তাই চাই।

সাম্বো। (অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে) বোধ হয়, তাই আমাদের দেখ্‌তে হবে। নিশ্চয়ই ও পালাবার চেষ্টা ক'র্‌চে। পালালে শিকারী কুকুর মুখে ক'রে ধ'রে নিয়ে আস্‌বে। একবার সেই মলী দাসী পালালে কি তামাসাই হয়েছিল। আমার তখন হাস্‌তে হাস্‌তে পিলে ফাট্‌বার

পরিশ্রম করিয়া আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন করিবে আর আমি গৃহে বসিয়া তাহার সমুদায় পরিশ্রমের ফল ভোগ করিব ;—তাহাকে কিছুই দিব না —ইহারই নাম ত ভদ্র হওয়া—ইহারই নাম ত সম্ভ্রান্ত হওয়া। দুর্ব্বল দিবারাত্রি খাটিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিবে, আমি কলে কৌশলে তাহা সমুদয় আত্মসাৎ করিব—কিন্তু আমার যাহা কিছু আছে, তাহার কিছুই তাহাকে দিব না। আমার জ্ঞান আছে—আমি আরও দিন দিন জ্ঞান লাভ করিতেছি। এ জ্ঞানের তিলার্দ্ধও সেই দুর্ব্বলকে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রদান করিব না। ঈদৃশ আচরণকেই ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ভদ্রোচিত ব্যবহার বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু এই ভদ্রোচিত জীবন লাভ করিয়া কি আমি সুখী হইতে পারিব ? এই-রূপ ভদ্রোচিত জীবন যাপন করিতে হইলে কি কেহ কখন সংসারের পাপ, তাপ, অত্যাচার, দরিদ্রতার মূলচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইতে পারে? কখন না। বরং ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিলে প্রত্যেককেই সেই সমাজ-প্রচলিত পাপ, অত্যাচার, নিষ্ঠুরাচরণকে প্রশ্রয় দিতে হয়।

আমি স্বীকার করি যে, এই বিশ্ব সংসারে সকল লোকে কখন সমান হইতে পারে না, কিংবা সমাবস্থাপন্ন কখন হইবে না। সামাজিক বিবর্ত্তন নিবন্ধন লোকের অবস্থার মধ্যে চিরকাল বৈষম্য থাকিবে। কিন্তু সেই প্রকার স্বাভাবিক বৈষম্য থাকিবে বলিয়া, তোমার আমার উচিত নহে যে, অন্য একজনের একখানি হস্ত কর্ত্তন করিয়া তাহার ও আমাদের মধ্যে বৈষম্য সংস্থাপন করি। আমার অবস্থা কি ছিল? আমি দাসীর গর্ভজাত, সুতরাং দেশ-প্রচলিত আইনানুসারে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও আমাকে বিচ্যুত রাখিয়াছিল। এইরূপ দেশ-প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা মানব-মণ্ডলীর পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য স্থাপন অপেক্ষা কি গুরুতর অন্যায়াচরণ হইতে পারে?

হইয়া রহিল। নিত্য বিরাজমান পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে আপনার পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহজীবনের সেই মর্ম্মান্তিক পরিতাপ অতীত হইয়াছে, ইহজীবনের আশা, ভয় ও আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন অতীত হইয়াছে, অনুক্ষণ সংগ্রামক্লিষ্ট রুধিরাক্ত মানবী ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঐশী ইচ্ছায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। টমের নিকট তাহার জীবনযাত্রার অবশিষ্টাংশ এত অল্পায়াত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ এত নিকটবর্ত্তী, এত স্পষ্টানুভবনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, জীবনের দুঃসহতম কষ্টসকল তাহার প্রাণে আর কষ্ট দিতে পারিল না।

সকলেই তাহার বহিরাকারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখ, সকল কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও শান্তি সহকারে সে অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে লাগিল। কিছুতেই তাহাকে উদ্বিগ্ন কি উৎকণ্ঠিত করিতে পারে না। লেগ্রি তদ্দর্শনে এক দিন সাম্বোর নিকট বলিল, "টমের ঘাড়ে কি ভূত চেপেছে? কিছু দিন হ'ল একেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল, নিতান্ত নিরাশ হ'য়েছিল, এখন সে বেশ কাজ-কর্ম্ম ক'র্‌ছে।"

সাম্বো। এর কারণ কি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌চে।

লেগ্রি। একবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌লে তো হয়! আমিও তাই চাই।

সাম্বো। (অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে) বোধ হয়, তাই আমাদের দেখ্‌তে হবে। নিশ্চয়ই ও পালাবার চেষ্টা ক'র্‌চে। পালালে শিকারী কুকুর মুখে ক'রে ধ'রে নিয়ে আস্‌বে। একবার সেই মলী দাসী পালালে কি তামাসাই হয়েছিল। আমার তখন হাস্‌তে হাস্‌তে পিলে ফাটুবার

যো হয়েছিল। শিকারী কুকুর গিয়ে তাকে ধ'র্‌ল, আর আমরা সেখানে যাবার আগেই কুকুর তার শরীরের আধখানা খেয়ে ফেল্লে। আমার দেখে এমন হাসি পেয়েছিল।

লেগ্রি। লুসীকে বোধ হয় আর দু-তিনদিনের মধ্যেই কবরে যেতে হবে; কিন্তু সাম্বো, দাসদাসীকে অত প্রফুল্ল দেখলে দুরস্ত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রো।

সাম্বো। সে সব আপনার কিছু ভাব্‌তে হবে না, যখন যা হয়, আমিই ক'র্‌ব।

লেগ্রি অপরাহ্নে তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সহরে যাইবার সময় সাম্বোর সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সহর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় কুলীদিগের গৃহ পরীক্ষা করিয়া আসিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল। কুলীদিগের গৃহের নিকট আসিবামাত্র গানের শব্দ শুনিতে পাইল। সে একটু থামিল এবং শুনিতে পাইল টম্ গাইতেছে :—

"যখন দেখিব আমারো নামটি
লিখিত র'য়েছে স্বরগ দ্বারে,
ভীতি ভাবনায় দিব গো বিদায়
মুছিয়া ফেলিব নয়ন-ধারে।
বিপক্ষে যুঝিতে আসে যদি ধরা
নরক বরষে সহস্র বাণ,
ধরার ভ্রূকুটী হেরিব নির্ভয়ে
শয়তানেরে তুচ্ছ করিব জ্ঞান!
প্রলয়-সমুদ্র আসুক ভাবনা
বহুক না শোক ঝটিকা সম,
আমি যদি শেষে পাই নিরাপদে
গৃহ—স্বর্গ—পিতা—সর্ব্বস্ব মম।

এই গান শুনিয়া লেগ্রি মনে মনে বলিতে লাগিল, "হাঁ! শালা মনে ক'র্‌চে স্বর্গে যাবে। এ গানগুলো শুন্‌লে আমার কাণ জ্বলে যায়।" টমের সম্মুখে আসিয়া চাবুক উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, "হারামজাদা! রাত্রে বাইরে ব'সে এমন গোল কচ্চিস্ কেন? এক্ষুণি ঘরের ভেতর যা। তোর ও সব গান বন্ধ কর্।"

টম্ অতি বিনীতভাবে প্রফুল্লবদনে "যে আজ্ঞে প্রভু" এই বলিয়া গৃহে যাইতে লাগিল। টম্‌কে এইরূপ প্রফুল্ল বদনে কথা বলিতে দেখিয়া লেগ্রি যারপরনাই ক্রোধান্বিত হইল, তৎক্ষণাৎ চাবুক দ্বারা তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে বলিল, "কুকুর! এখন কেমন আরাম বোধ হ'চ্চে?"

কিন্তু এই চাবুকাঘাত টমের হৃদয় স্পর্শ করিল না। তাহার কোন কষ্ট বোধ হইল না। তাহার আত্মা জীবন্মুক্ত হইয়াছে। তাহার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং বাহিরের কোন কষ্টেই তাহার কষ্ট বোধ হয় না। সে বিনীত-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, লেগ্রি দেখিতে পাইল যে, ইহার উপর আর প্রভুত্ব সংস্থাপনের বড় আশা নাই। বুঝিল যে, ঈশ্বরই ইহাকে তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছেন। সে তখন ঈশ্বরকে গালি-বর্ষণ করিতে লাগিল। বিদ্রূপ, ভয়প্রদর্শন, বেত্রাঘাত এবং অন্যান্য নিষ্ঠুরাচরণ কিছুই টমের হৃদয়স্থিত শান্তি বিনাশ করিতে পারিল না। ইহাকে বিনীতভাবে ও প্রফুল্লচিত্তে দিনাতিপাত করিতে দেখিয়া লেগ্রি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পূর্ব্বকালে যীশু খৃষ্টের উৎপীড়কগণ যদ্রূপ তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্তে অত্যাচার সহ্য করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল, "যীশু, তুমি কি আমাদের হৃদয়ানল সময় না হইতে হইতে এখনই প্রজ্বলিত করিবে?" লেগ্রির মনেও আজ সেই ভাব হইল। লেগ্রি

টম্‌কে কষ্ট প্রদান করিবে বলিয়া বেত্রাঘাত করিল, কিন্তু টম্ কোন কষ্টানুভব করিল না, সুতরাং তদ্দর্শনে তাহার নিজের হৃদয় যন্ত্রণানলে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

লেগ্রির ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সকল দীন দুঃখী কুলী ছিল, তাহাদিগের দুরবস্থা দর্শনে টমের হৃদয় বড়ই দুঃখিত হইল। তাহার নিজের কষ্ট অবসান হইয়াছে; সে নিজে স্বর্গীয় শান্তিলাভ করিয়াছে; কিন্তু এ শান্তির কিয়দংশ এই দীন দুঃখীদিগকে কিরূপে বিতরণ করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। অন্যান্য কুলীদের সহিত ধর্ম্মালাপ কিম্বা ধর্ম্মকথা বলিবার অবকাশ একেবারেই ছিল না, কিন্তু ক্ষেত্রে যাইবার সময় এবং সন্ধ্যার পর ক্ষেত্র হইতে আসিবার সময় তাহাদিগের সহিত কথা বলিবার একটু সুযোগ ছিল। টম্ এই সুযোগে এই হতভাগ্যদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তাহার এই সদভিপ্রায়ের মর্ম্ম কেহই গ্রহণ করিতে পারিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের সেই কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইতে লাগিল। টম্ প্রাণপণে ইহাদের শারীরিক কষ্টও নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সময় সময় নিজে আহার না করিয়াও আপনার আহার্য্য দ্রব্য অন্যকে দিত, কোন রুগ্ন শীতার্ত্ত কুলীর যন্ত্রণা দেখিয়া নিজের ছিন্ন কম্বলখানি তাহাকে দিয়া নিজে মৃত্তিকাতে শুইয়া থাকিত। কোন দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে কার্পাস তুলিতে অসমর্থ দেখিয়া নিজের ঝুড়ি হইতে কার্পাস লইয়া তাহার ঝুড়িতে ঢালিয়া দিত। ইহাতে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত পড়িবে, তাহা একবারও ভাবিত না।

এইরূপ আচরণ দৃষ্টে ক্ষেত্রের সমুদয় কুলীগণের হৃদয় ক্রমে ক্রমে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। কিছুকাল পরেই কার্পাস তুলিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। সুতরাং কুলীদিগের আর তত দূর খাটিতে হইত না। তখন তাহাদের বিলক্ষণ অবকাশ হইল। এই সময়ে তাহারা প্রায়

সকলেই টমের নিকট যাইয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিত ; টমের সঙ্গে একত্র হইয়া প্রার্থনা করিত।

কিন্তু লেগ্রি কাহাকেও প্রার্থনা করিতে দিত না। সে যখনই শুনিতে পাইত যে, কুলীগণ টমের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছে, তখনই তাহাদিগকে প্রহার করিত। ইহাতে তাহাদের ধর্ম্মলোচনার তৃষ্ণা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ সময় সময় ধর্ম্মবিদ্বেষী লোকের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে।

অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতানিবন্ধন লুসীর হৃদয়স্থিত ধর্ম্মভাব একবারে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু টমের উপদেশ ও ধর্ম্মসঙ্গীতে তাহার বিশ্বাস পুনরুদ্দীপ্ত হইল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই প্রতিহিংসা-পরতন্ত্র, উন্মত্তমনা ক্যাসির হৃদয়ে পর্য্যন্ত ভক্তি বিশ্বাস ও প্রেমের সঞ্চার হইতে লাগিল।

ক্যাসির হৃদয় পূর্ব্ব হইতে দুর্বিষহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছিল, সন্তান-শোকে সে প্রায় ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিল, সুতরাং সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল যে, একদিন না একদিন সুযোগ পাইলে এই অত্যাচারী লেগ্রির নিষ্ঠুরাচরণের প্রতিফল প্রদান করিবে।

একদা গভীর রাত্রে টমের গৃহস্থিত অন্যান্য লোক নিদ্রা যাইতেছে। টম্ তখন দেখিল যে, বাহির হইতে ক্যাসি তাহাকে তাহার নিকট যাইতে সঙ্কেত করিতেছে। টম্ বাহিরে আসিল। রাত্রি প্রায় দুইটা হইয়াছে, চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত। টম্ ক্যাসির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার মুখমণ্ডলে আজ বিলক্ষণ আশা ও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

ক্যাসির মুখকমলে টম্ সর্ব্বদাই নিরাশার ভাব লক্ষ্য করিত ; কিন্তু আজ সে নিরাশার চিহ্ন দেখিতে পাইল না।

ক্যাসি অতিশয় ব্যস্ততার সহিত টমের কটিদেশ হস্ত প্রদান পূর্ব্বক টানিতে টানিতে বলিল, "পিতা টম্! এদিকে আইস। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।"

টম্। কি কথা মিস্ ক্যাসি?

ক্যাসি। স্বাধীন হইতে ইচ্ছা কর?

টম্। ঈশ্বর যখন দিবেন, তখন স্বাধীনতা পাইব।

ক্যাসি। (অতিশয় উল্লাসের সহিত) আজ রাত্রেই স্বাধীনতা পাইতে পারিবে। এদিকে আইস। এদিকে আইস—

এই বলিয়া ক্যাসি চুপে চুপে টমের কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "এখনও নিদ্রিত আছে। নিদ্রা শীঘ্র ভঙ্গ হইবে না। ব্রাণ্ডিতে অহিফেন মিশাইয়াছিলাম। এদিকে আইস। পশ্চাতের দ্বার খোলা রহিয়াছে, সেখানে একখানি কুড়ালি আমি পূর্ব্বেই রাখিয়াছি। তাহার শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বারও খোলা রহিযাছে, আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি। আমি নিজেই কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার বাহুতে তত বল নাই। আইস আইস।"

টম্। কখন না, কখন না। এ সংসারে রাজত্ব পেলেও না। এ রকম পাপ কাজ আমি ক'র্‌ব না।

ক্যাসি। কিন্তু এ সকল হতভাগ্যদের দুরবস্থা দেখিতেছ। আমরা ইহাদিগকে দাসত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিব, এবং পরে কোন একটা দ্বীপে যাইয়া সকলে একত্র হইয়া বাস করিব।

টম্। না, এমন মন্দ কাজ থেকে ভাল ফল হবে না। আমার এই ডান হাত কেটে ফেল্লেও এমন কাজ ক'র্‌ব না।

ক্যাসি। আচ্ছা, তবে আমি নিজেই করিব।

টম্। ও মিস্ ক্যাসি! আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি, এমন মন্দ

কাজ কখন ক'রো না। মন্দ কাজের ভাল ফল হবে না। ঈশ্বরের দিকে চেয়ে কষ্ট সহ্য ক'রো, তবুও পাপ কাজ ক'রে নিজের হাত কলঙ্কিত ক'রো না। ও মিস্ ক্যাসি, এমন কাজ ক'রো না। না, না, না, তুমি একেই পাপসাগরে ডুবে র'য়েছ। দেখ যীশুখৃষ্ট অম্লানবদনে নিজের রক্ত দিলেন, কিন্তু কারও রক্তপাত কর্‌লেন না। আমাদের শত্রুকে ভালবাস্‌তে হবে।

ক্যাসি। ভালবাসিব! এরূপ শত্রুকে আমি ভালবাসিব! আমার কি রক্তমাংসের শরীর নহে?

টম্। যখন আমরা শত্রুকেও ক্ষমা ক'র্‌তে পারি, তার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে পারি, তখনই আমাদের জয়লাভ হয়।

এই বলিয়া টম্ অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বর্গের দিকে চাহিয়া রহিল।

টমের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ শ্রবণ করিয়া ক্যাসির অন্তর বিগলিত হইল। তখন সে বলিল, "পিতা টম্! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শয়তান আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে। পিতা টম্! আমি কখন প্রার্থনা করিতে পারি না। আমার সন্তান দুইটি বিক্রয় হইবার পর আর আমি প্রার্থনা করিতে পারি না। তুমি যাহা বলিলে সত্য বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কেমন প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, আমি প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে হৃদয়স্থিত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।"

টম্। হায়! তোমার আত্মার কি শোচনীয় অবস্থা! আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব—"ঈশ্বরের দিকে তোমার মন আকৃষ্ট হোক্।"

ক্যাসি অশ্রুপূর্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু টম্ আবার বলিল, "মিস্ ক্যাসি! তুমি যদি এ জায়গা থেকে পালিয়ে আর কোথাও যেতে

পার, তবে তোমাকে আর এমেলিনকে আমি পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিচ্ছি।”

ক্যাসি। তুমি আমাদের সঙ্গে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে?

টম্। আমি পালিয়ে যাব না। পূর্ব্বে যেতে পারলে যেতাম। কিন্তু এখন দেখচি এখানে আমার একটী কর্ত্তব্য রয়েছে। দীন দুঃখী দাস-দাসীদের আমি ধর্ম্মের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা ক'র্‌ব। ঈশ্বর আমাকে এই কাজের ভার দিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের পালিয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা এ জায়গায় থাক্‌লে ক্রমেই আরও কুপথে যাবে।

ক্যাসি। পলায়নের কোন সুবিধা নাই। কোথায় যাইব? সমাধি-ক্ষেত্র ভিন্ন কি আর আমাদের লুকাইয়া থাকিবার স্থান আছে? যেখানে যাইব, শিকারী কুকুর দ্বারা ধরাইয়া আনিবে। সর্প ও কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরও বাস করিবার স্থান আছে, কিন্তু এ সংসারে আমাদের কোথাও আর স্থান নাই।

টম্ কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া ক্যাসির কথা শুনিতে লাগিল, কিন্তু কিছুকাল পরে বলিল, “যিনি ড্যানিয়াল্‌কে সিংহের গহ্বর হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানগণকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং যিনি আদেশ করিবামাত্র বায়ু স্থির হইয়াছিল, তিনি এখনও বর্ত্তমান। আমার বোধ হয়, তিনি নিশ্চয়ই এই নরক থেকে পালিয়ে যেতে তোমাদের সাহায্য ক'র্‌বেন। তোমরা একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। আমি তোমাদের উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব।”

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা। কি আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে যে আমাদের মানসিক কার্য্যকলাপ ও চিন্তা পরিচালিত হইতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারে? টমের কথা শুনিয়া অকস্মাৎ ক্যাসির মনে একটি চিন্তার উদয়।

হইল। পলায়নের যে উপায় সে পূর্ব্বে অসম্ভব বলিয়া মনে করিত, এখন সে উপায় তাহার নিকট সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্যাসি পলায়ন সম্বন্ধে পূর্ব্বেও অনেক চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু পলায়নের পথ নাই বলিয়া স্থির করিয়াছিল। আজ সে সহজে দেখিতে পাইল যে, পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা রহিয়াছে, সুতরাং তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। সে তখন টম্‌কে বলিল, "পিতা টম্! আমি চেষ্টা করিব।" টম্ ঊর্দ্ধনেত্রে স্বর্গের দিকে চাহিয়া বলিল, "মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পলায়নের ষড়যন্ত্র

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, একজন অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ক্ষেত্রাধিকারী দেউলিয়া হইয়া পড়িলে, লেগ্রি তাহার এই বাড়ী এবং ক্ষেত্র অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল। এই বাড়ীতে অনেকগুলি পুরাতন গৃহ ছিল। ইহার পূর্ব্বাধিকারীর সময় এখানে অসংখ্য লোক বাস করিত। কিন্তু লেগ্রি এই বাড়ী ক্রয় করিবার পর, ইহার মধ্যস্থিত চারি পাঁচটা গৃহ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। লেগ্রির তেমন বৃহৎ কারবার ছিল না, কিংবা সে তেমন ধনীও ছিল না; কিছুকাল জাহাজের কাপ্তান ছিল, তাহাতেই নানাবিধ

অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দুই চারি হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা অতি সুলভ মূল্যে এই ক্ষেত্র ও বাড়ী ক্রয় করিয়া কার্পাসের বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বাধিকারীর অধীনে অন্যূন পাঁচ শত কুলী ছিল। কিন্তু এখন সার্দ্ধ শত কুলী দ্বারা লেগ্রি সেই ক্ষেত্রের কার্য্য চালাইতেছে; এই জন্যই লেগ্রির ক্ষেত্রে যাহারা কার্য্য করিত, তাহারা দুই তিন বৎসরের অধিক বাঁচিত না।

গৃহস্থিত যে চারি পাঁচটা গৃহ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে উত্তর দিকে একটি বৃহৎ গৃহ ছিল। এই গৃহটি ক্যাসির শয়ন প্রকোষ্ঠের সহিত সংলগ্ন। আবার ক্যাসির শয়ন প্রকোষ্ঠের বাম পার্শ্বেই লেগ্রির শয়ন প্রকোষ্ঠ ছিল। গৃহস্থিত সমুদয় লোকেরই সংস্কার ছিল যে, ক্যাসির শয়ন প্রকোষ্ঠের উত্তরদিকের জনশূন্য গৃহে ভূত ও অপদেবতা প্রভৃতি বাস করে। দাসদাসী ও অন্যান্য লোক রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিনেও সে গৃহে একাকী প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। কয়েক বৎসর হইল, এই গৃহে লেগ্রি একটী কুলীরমণীকে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে অনাহারে ও বেত্রাঘাতে সেই রমণীর মৃত্যু হইল, সকলে বিশ্বাস করিত যে, ঐ গৃহে দুই তিনটা ভূত অবস্থিতি করিতেছে। এই ঘটনা হইতে ভূতের গল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। লেগ্রি নিজেও সে গৃহে প্রবেশ করিতে বড় সাহস করিত না। কিন্তু তাহার নিজের কথা মুখে কখন প্রকাশ করে নাই।

এক দিন ক্যাসি অত্যন্ত ত্রাস্ততা সহকারে তাহার শয়ন প্রকোষ্ঠ হইতে সমুদায় বিছানা পত্র অন্য প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতে লাগিল। দাসদাসীদিগকে ডাকিয়া সে প্রকোষ্ঠের সমুদয় জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করিতে বলিল। দাসদাসীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া গৃহসামগ্রী সকল অন্য গৃহে লইয়া যাইতে লাগিল। লেগ্রি তখন বাড়ী ছিল না। সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র

ক্যাসিকে এইরূপ বিছানাপত্র স্থানান্তরিত করিতে দেখিয়া বলিল, "তুমি, এ ঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্চ কেন?"

ক্যাসি বলিল, "প্রকোষ্ঠে আমার ঘুম হয় না।"

লেগ্রি। সে কি? এ ঘরে ঘুম হয় না কেন?

ক্যাসি। এ সকল কথা আমি কিছু বলিতে চাই না।

লেগ্রি। বল না কি হয়েচে?

ক্যাসি। ঐ উত্তর দিকের গৃহ হইতে সর্ব্বদাই কি শব্দ শুনা যায় তাহাতে আমার বড় ভয় করে।

লেগ্রি। উত্তর দিকের গৃহ থেকে কি শব্দ শোনা যায়? সে কি রকম শব্দ?

ক্যাসি। কে শব্দ করে, কিরূপ শব্দ, তাহা কি আর তুমি জান না?

লেগ্রি এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইল, সজোরে মৃত্তিকায় পদাঘাত পূর্ব্বক ক্যাসির মুখের উপর চাবুকের আঘাত করিল। ঐ গৃহে যে কুলীরমণীর মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা লেগ্রি কাহাকেও প্রকাশ করিতে দিত না। সেই জন্যই ক্যাসির প্রতি রাগান্বিত হইয়াছিল। ক্যাসিকে এইরূপ চাবুকের আঘাত করিলে পর সে একদিকে সরিয়া গেল এবং বারংবার বলিতে লাগিল, "লেগ্রি! তুমি এক দিন এই ঘরে শয়ন করিয়া দেখনা, দেখি ভয় হয় কি না।"

ক্যাসির এই সকল কথায় লেগ্রির মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। বস্তুতঃ অশিক্ষিত লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকিলে তাহাদের মনে সহজেই এইরূপ কুসংস্কারমূলক ভূতের ভয় হয়।

ক্যাসি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, লেগ্রির মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং তাহার মনে মনে বিশেষ আনন্দ হইল। ইহার পর ক্যাসি সেই উত্তরদিকের গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে বিছানাপত্র এবং সাত

দিবস আহার করিতে পারে, সেই পরিমাণে আহার্য্য জিনিস রাখিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে সেই স্থানে যাইয়া অলক্ষিতভাবে লেগ্রির শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বার ধরিয়া ঠেলিত, ধীরে ধীরে শব্দ করিত। ইহাতে দিন দিন লেগ্রির কুসংস্কারমূলক ভয় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গৃহস্থিত দাসদাসীগণের এই বিষয় সম্বন্ধে কুসংস্কার বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে প্রায় প্রতিদিনই ক্যাসি প্রাগুক্ত গৃহস্থিত ভূতের উপদ্রবের একটা না একটা নূতন গল্প শুনাইত। গৃহস্থিত লোক রাত্রে সে গৃহের দিকে চাহিতেও ভয় করিত।

তিন চারি দিনের পর যখন ক্যাসি বুঝিতে পারিল যে, ভূত সম্বন্ধে সংস্কার সকলের মনেই বদ্ধমূল হইয়াছে; তখন পলায়নের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার নিজের এবং এমেলিনের বস্ত্রাদি নিয়া সেই জনশূন্য গৃহে রাখিল। বিছানাপত্র এবং আহার্য্য জিনিস পূর্ব্বেই সেখানে নিয়া রাখিয়াছিল।

অপরাহ্নে লেগ্রি সাহেব কার্য্যোপলক্ষে তাহার কোন প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে গিয়াছিল। এই সুযোগ পাইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে যখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া উঠিল, তখন ক্যাসি উপরে যাইয়া এমেলিন্‌কে বলিল যে, এখন তাড়াতাড়ি চল। পলায়ন করিবার এই ভিন্ন আর সুযোগ হইবে না। তাহারা দুইজনে গৃহের বাহির হইয়া জলাভূমির দিকে চলিল, পূর্ব্বেই মনে মনে ঠিক করিয়াছিল যে, প্রথমতঃ বাড়ীর পশ্চিম দিকের জলাভূমিতে যাইবে। কিন্তু সেই জলাভূমির মধ্যে থাকিলে অনায়াসে লেগ্রি সাহেব শিকারী কুকুর দ্বারা তাহাদিগকে ধৃত করাইয়া আনিতে পারিবে। সুতরাং প্রথম কতকদূর পশ্চিম দিকে যাইয়া পরে উত্তর দিকে চলিয়া যাইবে। উত্তর দিক্ পূর্ব্বমুখী হইয়া কিছু অগ্রসর হইলে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ভূতের গৃহের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র খালের পারে আসিবে এবং সেই খাল

পার হইয়া ঐ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পাঁচ ছয় দিবস সেখানে থাকিবে। তাহাদের পলায়নের পর লেগ্রি হয় ত চারি পাঁচ দিন জলার মধ্যে এবং অন্যান্য স্থানে তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিবে এবং শিকারী কুকুর ইত্যাদি পাঠাইবে। কিন্তু পাঁচ ছয় দিনের পর অনুসন্ধান শেষ হইলে, তাহারা এক রাত্রে ঐ গৃহ হইতে চলিয়া যাইবে। এরূপ স্থির করিয়া ক্যাসি এবং এমেলিন্ গৃহ হইতে বাহির হইল। যখন তাহারা জলার নিকট গিয়াছে, তখন পশ্চাৎ হইতে "ধর, ধর, দাসী পলাইতেছে" এইরূপ চীৎকার শুনিতে পাইল। ক্যাসি প্রথমে ভাবিয়াছিল, সাম্বো চীৎকার করিতেছে। কিন্তু ফিরিয়া দেখিল স্বয়ং লেগ্রি ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। চীৎকারের শব্দ শুনিয়া এমেলিন্ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "ক্যাসি! আমার মূর্চ্ছা হইতেছে।" ক্যাসি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, আমি তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। আমার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া আইস!" ক্যাসির ভয়ে এমেলিন্ প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল এবং শীঘ্রই লেগ্রির দৃষ্টির অন্তরাল হইল! লেগ্রি তখন দেখিল যে, শিকারী কুকুর না হইলে এ অন্ধকারে আর ধৃত করিবার উপায় নাই; সুতরাং কুকুর ও অন্যান্য লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গৃহে আসিয়া সাম্বো, কুইম্বো এবং অন্যান্য দাসদাসী, শিকারী কুকুর ও বন্দুক ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া ইহাদিগকে ধৃত করিতে চলিল। লেগ্রি মনে মনে জানিত যে, এত সহজে ইহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার নিগ্রো দাসগণমধ্যে কেহ ওদিক্ ছুটিল। সাম্বো লেগ্রিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের দেখ্‌তে পেলে কি ক'র্‌ব?" লেগ্রি বলিল, "ক্যাসিকে গুলি ক'র্‌তে পার, কিন্তু এমেলিনের প্রাণ বিনাশ ক'রো না! আর এদের যে ধ'রে আন্‌তে পার্‌বে, তাকে পাঁচ টাকা বক্‌সিস দেব।"

এদিকে ক্যাসি এবং এমেলিন্ ধীরে ধীরে উত্তর দিকের খাল পার

হইয়া সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল, গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক জানালার নিকট দাঁড়াইয়া এমেলিন্ ক্যাসিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, ঐ দেখ, শিকারী কুকুর লইয়া কত জন যাইতেছে, চল আমরা কোন এক অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে লুকাই।" ক্যাসি বলিল, "কিছু ভয় নাই। এই বারাণ্ডায় বসিয়া ইহাদের তামাসা দেখিব। ইহারা কখন এদিকে আসিবে না।"

লেগ্রি সমুদয় দাসদাসী, বন্দুক ও শিকারী কুকুর সহ জলাভূমিতে চলিয়া গেল, গৃহ একেবারে শূন্য পড়িয়া রহিল। ক্যাসি এমেলিন্‌কে লইয়া আস্তে আস্তে গৃহের দক্ষিণ দরজা খুলিয়া, লেগ্রির শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। সে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তাড়াতাড়ি যাইবার সময় তাহার বাক্সের চাবি শয্যার উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। ক্যাসি চাবিটী পাইয়া বড় আনন্দিত হইল। তৎক্ষণাৎ লেগ্রির বাক্স খুলিয়া তিন চারি হাজার টাকার নোট আপনার জামার নীচে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। এমেলিন্ তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! ক্যাসি, তুমি কি করিতেছ? এরূপ অন্যায় কাজ করিও না।" তখন ক্যাসি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "টাকা সঙ্গে না থাকিলে আমাদের পথ খরচ কোথায় পাইব, জাহাজের খরচ কোথা হইতে দিব?" এমেলিন্ বলিল, "তাই বলিয়া কি চুরি করিবে?" কিন্তু ক্যাসি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিল, "এ কি চুরি? ইহারা যে লোকের শরীর ও আত্মা সর্ব্বস্ব চুরি করিতেছে! লেগ্রি এই টাকা কোথায় পাইল? এই কুলিদের রক্ত শোষণ করিয়াই তো এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। এ যে দাসদাসীর রক্ত। চোরের মাল লইয়া যাইব, তাহাতে দোষ কি? এ সমুদয়ই চোরা মাল।"

ক্যাসি এই বলিয়া এমেলিনের হস্ত ধারণ করিয়া উত্তর দিকের গৃহে লইয়া গেল। সেখানে যাইয়া বলিল, "আমি যথেষ্ট আলোর যোগাড়

পার হইয়া ঐ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পাঁচ ছয় দিবস সেখানে থাকিবে। তাহাদের পলায়নের পর লেগ্রি হয় ত চারি পাঁচ দিন জলার মধ্যে এবং অন্যান্য স্থানে তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিবে এবং শিকারী কুকুর ইত্যাদি পাঠাইবে। কিন্তু পাঁচ ছয় দিনের পর অনুসন্ধান শেষ হইলে, তাহারা এক রাত্রে ঐ গৃহ হইতে চলিয়া যাইবে। এরূপ স্থির করিয়া ক্যাসি এবং এমেলিন্ গৃহ হইতে বাহির হইল। যখন তাহারা জলার নিকট গিয়াছে, তখন পশ্চাৎ হইতে "ধর, ধর, দাসী পলাইতেছে" এইরূপ চীৎকার শুনিতে পাইল। ক্যাসি প্রথমে ভাবিয়াছিল, সাম্বো চীৎকার করিতেছে। কিন্তু ফিরিয়া দেখিল স্বয়ং লেগ্রি ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। চীৎকারের শব্দ শুনিয়া এমেলিন্ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "ক্যাসি! আমার মূর্চ্ছা হইতেছে।" ক্যাসি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, আমি তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। আমার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া আইস!" ক্যাসির ভয়ে এমেলিন্ প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল এবং শীঘ্রই লেগ্রির দৃষ্টির অন্তরাল হইল! লেগ্রি তখন দেখিল যে, শিকারী কুকুর না হইলে এ অন্ধকারে আর ধৃত করিবার উপায় নাই; সুতরাং কুকুর ও অন্যান্য লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গৃহে আসিয়া সাম্বো, কুইম্বো এবং অন্যান্য দাসদাসী, শিকারী কুকুর ও বন্দুক ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া ইহাদিগকে ধৃত করিতে চলিল। লেগ্রি মনে মনে জানিত যে, এত সহজে ইহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার নিগ্রো দাসগণমধ্যে কেহ ওদিক্ ছুটিল। সাম্বো লেগ্রিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের দেখ্‌তে পেলে কি ক'র্‌ব?" লেগ্রি বলিল, "ক্যাসিকে গুলি ক'র্‌তে পার, কিন্তু এমেলিনের প্রাণ বিনাশ ক'রো না! আর এদের যে ধ'রে আন্‌তে পার্‌বে, তাকে পাঁচ টাকা বক্‌সিস দেব।"

এদিকে ক্যাসি এবং এমেলিন্ ধীরে ধীরে উত্তর দিকের খাল পার

হইয়া সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল, গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক জানালার নিকট দাঁড়াইয়া এমেলিন্ ক্যাসিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, ঐ দেখ, শিকারী কুকুর লইয়া কত জন যাইতেছে, চল আমরা কোন এক অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে লুকাই।" ক্যাসি বলিল, "কিছু ভয় নাই। এই বারাণ্ডায় বসিয়া ইহাদের তামাসা দেখিব। ইহারা কখন এদিকে আসিবে না।"

লেগ্রি সমুদয় দাসদাসী, বন্দুক ও শিকারী কুকুর সহ জলাভূমিতে চলিয়া গেল, গৃহ একেবারে শূন্য পড়িয়া রহিল। ক্যাসি এমেলিন্‌কে লইয়া আস্তে আস্তে গৃহের দক্ষিণ দরজা খুলিয়া, লেগ্রির শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। সে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তাড়াতাড়ি যাইবার সময় তাহার বাক্সের চাবি শয্যার উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। ক্যাসি চাবিটী পাইয়া বড় আনন্দিত হইল। তৎক্ষণাৎ লেগ্রির বাক্স খুলিয়া তিন চারি হাজার টাকার নোট আপনার জামার নীচে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। এমেলিন্ তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! ক্যাসি, তুমি কি করিতেছ? এরূপ অন্যায় কাজ করিও না।" তখন ক্যাসি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "টাকা সঙ্গে না থাকিলে আমাদের পথ খরচ কোথায় পাইব, জাহাজের খরচ কোথা হইতে দিব?" এমেলিন্ বলিল, "তাই বলিয়া কি চুরি করিবে?" কিন্তু ক্যাসি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিল, "এ কি চুরি? ইহারা যে লোকের শরীর ও আত্মা সর্ব্বস্ব চুরি করিতেছে! লেগ্রি এই টাকা কোথায় পাইল? এই কুলিদের রক্ত শোষণ করিয়াই তো এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। এ যে দাসদাসীর রক্ত। চোরের মাল লইয়া যাইব, তাহাতে দোষ কি? এ সমুদয়ই চোরা মাল।"

ক্যাসি এই বলিয়া এমেলিনের হস্ত ধারণ করিয়া উত্তর দিকের গৃহে লইয়া গেল। সেখানে যাইয়া বলিল, "আমি যথেষ্ট আলোর যোগাড়

করিয়াই রাখিয়াছি, পুস্তক আনিয়া রাখিয়াছি। সময়াতিপাত করিতে কোন কষ্ট বোধ হইবে না। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে কেহ এখানে কখন আসিবে না। তবে যদি আইসে, সত্য সত্য ভূত হইয়া ভয় প্রদর্শন করিব।”

এমেলিন্। তুমি কি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ যে, আমাদিগকে এখানে খুঁজিতে আসিবে না?

ক্যাসি। আসিলে ত ভাল হয়। আমার ইচ্ছা যে লেগ্রি এখানে একবার আইসে, কিন্তু সে আসিবে না। দাসদাসীগণ এখানে আসিতে স্বীকার করিবে না।

এমেলিন্। তুমি আমাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া, তখন ধম্‌কাইয়াছিলে কেন?

ক্যাসি। তোমার মূর্চ্ছা না হয় সেই জন্যই ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম। যদি মূর্চ্ছা হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তোমাকে ধরিয়া ফেলিত।

এমেলিন এই কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিছুকাল পরে উভয়েই নিস্তব্ধ রহিল, পরে ক্যাসি একখানা পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল এবং পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় লেগ্রি তাহার দাসদাসীগণ ও শিকারী কুকুর সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অত্যন্ত গোলমাল হইতে লাগিল। এই গোলমালের শব্দ শুনিয়া ক্যাসি এবং এমেলিন্ জাগরিত হইল। এমেলিন্ জাগরিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু ক্যাসি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, “ভয় নাই, জলাভূমিতে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঐ দেখ লেগ্রির অশ্বের গায়ে কত কাদা লাগিয়াছে। তাহার নিজের গায়েও কাদা লাগিয়াছে। কুকুরগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।”

এমেলিন বলিল, "আস্তে আস্তে কথা বল। চুপ কর।" কিন্তু ক্যাসি আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "ভয় কি, আমাদের কথা শুনিতে পাইলে ভূতের ভয় বৃদ্ধি হইবে।"

রাত্রি ক্রমে অধিক হইল। লেগ্রি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এবং ক্যাসিকে নানাপ্রকার গালি বর্ষণ পূর্ব্বক শয়নাগারে প্রবেশ করিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মবীর

চলিতে চলিতে অতি সুদীর্ঘ পথও ক্রমে শেষ হইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে ঘোর তিমিরময়ী অমানিশার অবসান হইয়া প্রভাতসূর্য্য সমুদিত হয়। কালের অনন্ত স্রোত পাপাসক্ত দুর্ব্বৃত্তদিগকে ক্রমে সেই অন্ধকারময় অমানিশার দিকে পরিচালন করিতেছে, কিন্তু সাধু ও মহাত্মাদিগকে এই অত্যাচার পরিপূর্ণ সংসারের বিপদ্ যন্ত্রণা হইতে ক্রমেই সেই শতসূর্য্যকিরণ প্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল দিবসের নিকটবর্ত্তী করিতেছে।

পার্থিবপদপ্রভুত্বশূন্য টমের জীবনে কত পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইল! প্রথমে সে স্ত্রী-পুত্রসহ সুখ স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছিল, অকস্মাৎ সে সুখের দিন দুর্দ্দিনে পরিণত হইল, স্ত্রী-পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল, দাসত্বশৃঙ্খল তখনই অতি কঠিন বলিয়া অনুভূত হইল। ইবার সহৃদয় হস্ত তাহার লৌহময় কঠিন শৃঙ্খল পুষ্পাভরণে ঢাকিয়া রাখিল; কিন্ত

সে অবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। দেখিতে দেখিতে সাংসারিক সুখের আশা সমূলে উৎপাটিত হইল। তখন সেই গভীর অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া স্বর্গের সমুজ্জ্বল তারকার অপূর্ব্ব জ্যোতি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, স্বর্গের দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইল।

ক্যাসি ও এমেলিনের পলায়নের পর লেগ্রি যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইয়া পড়িল, এবং নিরাশ্রয় টম্ই কেবল তাহার সেই উদ্দীপ্ত কোপানলে নিপতিত হইল। লেগ্রি যখন পলায়মান দাসীদ্বয়কে ধৃত করিবার জন্য সমুদয় দাসগণকে আহ্বান করিতে লাগিল, তখন যে টমের চক্ষু হইতে আনন্দের কিরণ বর্ষিত হইতেছিল, টম্ যে তখন হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহা লেগ্রি দেখিতে পাইয়াছিল। আবার যখন তাহার অন্যান্য প্রায় সমুদয় দাস পলাতকদ্বয়কে হস্তগত করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন টম্ তাহাদিগের অনুসরণ করিল না। লেগ্রি প্রথমতঃ মনে করিল যে, টম্কে জোর করিয়া ধৃতকারিগণের সহিত প্রেরণ করিবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল যে, টম্ যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিবে, তাহা করিতে কদাপি সম্মত হইবে না, সুতরাং এই সময় তাহার সহিত বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে।

লেগ্রি লোক জন লইয়া এমেলিন্ ও ক্যাসিকে ধৃত করিতে চলিয়া গেল, কেবল টম্ এবং আর কয়েক জন, যাহারা টমের নিকট প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছিল, তাহারাই গৃহে বসিয়া পলাতকদ্বয়ের মঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর যখন গভীর রাত্রে লেগ্রি নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন টমের প্রতি তাহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, টমকে ক্রয় করিয়া অবধি সে নিয়তই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতেছে। এই চিন্তা নরকাগ্নির

ন্যায় তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "উহার প্রতি আমার—আমার ঘোর বিদ্বেষ—আমার জ্বলন্ত বিদ্বেষ! ও কি আমার সম্পত্তি নয়? ওকে আমি যা ইচ্ছা কোর্‌তে পার্‌লাম না! আচ্ছা, দেখি কে আমায় ঠেকিয়ে রাখে?"—বলিতে বলিতে বার বার মৃত্তিকাতে পদাঘাত করিতে লাগিল।

কিন্তু সে আবার ভাবিল যে, টম্‌কে অধিক মূল্যে কিনিয়াছি, এরূপ মূল্যবান্ জিনিষ নষ্ট করিব?

পরদিন প্রাতঃকালে লেগ্রি টম্‌কে কিছু বলিবে না বলিয়া স্থির করিল। সে নিকটস্থ অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে পরিদর্শক, শিকারী কুকুর, বন্দুক ও লোকজন সংগ্রহ করিল। সমুদয় জলাভূমি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল। যদি ক্যাসি ও এমেলিন্‌কে ধরিতে পাওয়া যায় ভাল, নচেৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া টমের প্রাণ বিনাশ করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহার দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল, শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার পাপাসক্ত মন এই ভয়ঙ্কর নরহত্যাসঙ্কল্প সম্যক্ অনুমোদন করিল।

আইনকর্ত্তৃগণ বলিতেন যে, লোকে স্বার্থের অনুরোধে আপন দাসদাসীর প্রাণবধ করিতে পারে না। কিন্তু কোপাবিষ্ট হইলে এই পশ্বাচারিগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, ইহাদের হস্তে এই নিরাশ্রয় লোকের জীবন সমর্পণ করিয়া তাঁহারা যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে লেগ্রি এদিকে লোক জন সংগ্রহ করিতে লাগিল, ওদিকে ক্যাসি উত্তরের দালান হইতে একটি ছিদ্র দ্বারা তাহার সমুদয় কার্য্যকলা পর্য্যবেক্ষণ এবং তাহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিল।

ধৃতকারীদিগের মধ্যে দুই জন নিকটস্থ অন্য দুই ক্ষেত্রের পরিদ

এবং কয়েক জন লেগ্রির মদের দোকানের সহচর ছিল। সকলেই উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইতেছে, এবং গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালিতেছে। ক্যাসি তাহাদের সমুদয় কথাবার্ত্তা শুনিবার অভিপ্রায়ে গৃহের একটি ছিদ্রের নিকট কাণ পাতিয়া রহিয়াছে। এক জন পরিদর্শক বলিতেছে যে, তাহার শিকারী কুকুর পলাতকদিগকে ধরিবামাত্রই তাহাদের প্রাণ বিনাশ করে। আর এক জন বলিল যে, সে পলাতকদ্বয়কে দেখিবামাত্র গুলি করিবে।

ক্যাসি তাহাদিগের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "হে পরমেশ্বর! এ পৃথিবীতে সকলেই পাপী; কিন্তু আমরা কি গুরুতর পাপ করিয়াছি যে, আমাদিগের প্রতি ইহারা এতাদৃশ অত্যাচার করিতেছে। পরে এমেলিনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাছা! তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে আমি এখনই উহাদের নিকট যাইয়া আমাকে গুলি করিতে বলিতাম। আমি স্বাধীন হইতে পারিলেই বা আমার কি হইবে? আমি কি আর আমার সন্তান দুটিকে দেখিতে পাইব? কিংবা যেরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিতাম, সেইরূপ পবিত্র হইতে পারিব?"

এমেলিন তাহার সেই সময়কার মুখভঙ্গী দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল, আর কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু সস্নেহে সন্তানের ন্যায় তাহার হস্ত ধারণ করিল। ক্যাসি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার হাত ধরিও না, আমি তোমাকে ভালবাসিতে চাহি না। আমার ইচ্ছা হয় না, যে, সংসারে আর কাহাকেও ভালবাসি।"

এমেলিন্ বলিল, "ক্যাসি! দুঃখিনী ক্যাসি! যদি স্বাধীন হইতে পার, তবে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে হয় ত তোমার সন্তান দুটির সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে। আর একান্ত যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, আমি তোমার কন্যা হইব। আমার দুঃখিনী মাকে আর দেখিতে পাইব না,

আমি তোমাকে মার মত ভালবাসি। তুমি আমাকে ভাল না বাসিলেও আমি তোমাকে ভাল বাসিব।"

স্নেহের কি অপূর্ব্বশক্তি! এমেলিনের মৃদুল, বালসুলভ মধুর সম্ভাষণে ক্যাসির হৃদয় আর্দ্র হইল। ক্যাসি এমেলিন্‌কে ক্রোড়ে করিয়া বসিল, তাহার অঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিল। এমেলিন্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, ক্যাসি অপূর্ব্ব সুন্দরী, তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাসি বলিল, "বাছা এম্! আমার সন্তান দুইটির জন্য আমার প্রাণ হাহাকার করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিতে পাইলে, আমার চক্ষু প্রসন্ন হইবে।" পরে বুকে করাঘাত করিয়া বলিল, "ঈশ্বর যদি আমার সন্তান দুটিকে আমায় দেন, তবেই আমি প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিতে পারিব।"

এমেলিন্। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি আমাদের পিতা।

ক্যাসি। আমাদের প্রতি বুঝি তাঁহার অভিসম্পাত আছে। তিনি আমাদিগের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়াছেন।

এমেলিন্। না ক্যাসি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি সদয় হইবেন। তাঁহারই উপর আমাদের নির্ভর স্থাপন করা উচিত।

ইহাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে লেগ্রি তাহার লোক জন সহিত ভগ্নোৎসাহ হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইল। লেগ্রি যখন বিষণ্ণ-বদনে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, তখন ক্যাসি সহাস্যমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াই কুইম্বোকে বলিল—

"শীগ্‌গিরি টম্‌কে এখানে নিয়ে আয়। টম্ নিশ্চয়ই এর ভেতর

আছে। ওর কাল চামড়ার ভেতর থেকে সব কথা বার কোত্তে হবে।”

সাম্বো, কুইম্বো দুই জনেই বিশেষ উৎসাহ সহকারে টম্‌কে ধরিয়া আনিতে চলিল। ইহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষভাব ছিল। কিন্তু টমের প্রতি ইহাদের উভয়েরই বিশেষ আক্রোশ ছিল। কারণ টমকে লেগ্রি সর্ব্বপ্রধান পরিদর্শক করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল।

সাম্বো ও কুইম্বো টমকে ধরিয়া নিয়া চলিল। টম্ বুঝিতে পারিল যে, ক্যাসি ও এমেলিনের পলায়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই লেগ্রি তাহাকে ডাকিতেছে। টম্ পলাতকদিগের সমুদয় ষড়যন্ত্রই অবগত ছিল এবং সেই সময়ে তাহারা কোথায় অবস্থান করিতেছিল, তাহাও জানিত। গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া অনাথাদ্বয়ের সর্ব্বনাশ করিবে না। এই ভাবিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। করযোড়ে পরমেশ্বরের নিকট বলিতে লাগিল, “হে পরমেশ্বর! তোমার হস্তে এখন আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ।”

তাহাকে লইয়া যাইবার সময় কুইম্বো বলিতে লাগিল, “হা! হা! এখন দেখ্‌তে পাবি! এবার বাপু, মনীব ক্ষেপবার মত ক্ষেপেছে! এবার আর লুকোচুরীর সাধ্য নাই, সব কথা পেট থেকে বার কত্তে হবে। মনীবের নিগারদের পালাতে সাহায্য ক’ল্লে কি হয় বুঝ্‌বি এখন। দেখ্‌বি এখন কপালে তোর কি আছে।”

কুইম্বোর অসভ্যোচিত নিষ্ঠুর বাক্য টমের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সেই সময়ে এক উচ্চতর মধুরতর কণ্ঠ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, “যাহারা শারীরিক কষ্ট প্রদান করে, তাহাদিগকে ভয় করিবে না, কারণ এইরূপ কষ্ট প্রদানের পর তাহারা আর কিছুই করিতে পারে না।” টমের শরীরের অস্থিমাংস পর্য্যন্ত সেই উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণে

বলিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন ঈশ্বরের করস্পর্শে তাহার শরীরে নব বলের সঞ্চার হইয়াছে, সহস্র আত্মার বল যেন তাহার আত্মায় প্রবেশ করিতেছে। যাইতে যাইতে যখন বৃক্ষ লতা গুল্মমালা এবং দাসকুটীর সকল ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল যেন নিজের অবনতাবস্থাও পশ্চাৎ সরিয়া যাইতেছে। তাহার অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, তাহার পিতার গৃহ অতি নিকট, তাহার দাসত্ব নিগড় ভগ্ন হইবার সময় সমাগত।

টমকে লেগ্রির সম্মুখে উপস্থিত করিল। লেগ্রি তাহার জামার গলবন্ধ ধরিয়া টানিতে টানিতে সক্রোধে বলিতে লাগিল, "টম্ তুই জানিস্ যে, আমি তোর প্রাণ বিনাশ ক'র্‌ব ব'লে সংকল্প ক'রেছি?"

টম্ ধীর ভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে তাহা সম্ভবপর বটে।"

লেগ্রি বলিল, "এই পলাতক দাসীদের কথা তুই জানিস্, তা যদি না বলিস্, তবে তোকে আমি একেবারে মেরে ফেল্‌বো ব'লে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি।"

টম্ নীরব রহিল।

লেগ্রি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক ভুমিতলে পদাঘাত করিয়া বলিল, "আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছিস্? এখনও বল্।"

টম ধীরে ধীরে দৃঢ় ও পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "প্রভু! আমার কিছুই বলিবার নাই।"

লেগ্রি। বেটা কালো খৃষ্টান! তুই সাহস কোরে বল্‌তে পারিস্ যে, তুই এ বিষয়ে কিছুই জানিস্ নে?

টম্ নীরব রহিল।

লেগ্রি টমকে সবলে প্রহার করিয়া বজ্রস্বরে বলিল, "বল্! বল্ তুই এর কিছু জানিস্ কি না।"

টম। আজ্ঞে আমি জানি; কিন্তু আমি কিছু বোল্‌তে পারি না। আমি মোর্‌তে পারি।

লেগ্রি এই কথা শুনিয়া, কিছুকালের জন্য ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "শোন্ টম্! আমি একবার তোকে ছেড়ে দিইছি ব'লে মনে করিস্‌নে যে, এবারও ছেড়ে দেব। এবার স্থির সঙ্কল্প করেছি। কিছু লোকসান্ হয় হোক্। আজ হয় তোকে বশীভূত কোর্‌ব, নয় তোকে একবারে খুন কোর্‌ব।"

টম্ লেগ্রির মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু! আপনার যদি রোগ হ'ত কিংবা কোন বিপদ উপস্থিত হ'ত, অথবা আপনি মরণাপন্ন হ'তেন, আর আমার প্রাণ দিলে আপনি নিরাপদ্ হ'তে পারিতেন, তাহ'লে আপনার জন্য আমি আমার জীবন অকাতরে বিসর্জ্জন করিতাম। এখনও যদি এই তুচ্ছ ভগ্ন দেহের এক এক করিয়া প্রতি বিন্দু শোণিত দানে আপনার অমূল্য আত্মার কল্যাণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আনন্দচিত্তে আমার প্রতি শোণিত-বিন্দু পাত করিতাম। কিন্তু প্রভু, এই নরহত্যারূপ ভয়ঙ্কর পাপে আত্মা কলঙ্কিত করিবেন না। ইহাতে আপনারই অধিকতর ক্ষতি হইবে। আমার প্রাণ বিনাশ করিতে হয় করুন, আমার সকল কষ্টের অবসান হইবে; কিন্তু আপনি যদি এখনও পূর্ব্ব কুকার্য্যের জন্য অনুতাপ না করেন, নূতন পাপ দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করেন, তবে আপনার বড়ই অনিষ্ট হইবে। প্রভু একবার এই বিষয় ভাবিয়া দেখুন।"

এই কথা শুনিয়া সেই পাষাণহৃদয় নরপিশাচ বণিক-তনয়ের মনেও মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, স্বর্গ হইতে যেন কোন দেবদূত তাহাকে মধুরকণ্ঠে সদুপদেশ প্রদান করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। লেগ্রি স্তম্ভিত হইয়া টমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাহারো মুখে

তখন একটি শব্দ নাই। সকলেই নির্ব্বাক্। স্থানটি এত নিস্তব্ধ হইল যে, সেখানে একটি আল্‌পিন নিপতিত হইলেও তাহার শব্দ অনায়াসে শুনা যাইত। এই লেগ্রির চরিত্র সংশোধনের শেষ সুযোগ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর পাপীকে দুষ্কার্য্য হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সময় সময় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সুযোগ প্রদান করিতেছেন; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এইরূপ অবস্থা পাপীর চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাপী এইরূপ ঈশ্বর-প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া অনায়াসে আত্মসংযম পূর্ব্বক জীবনগতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। লেগ্রি, আর একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা কর, এই তোমার শেষ সুযোগ।

কিন্তু সর্ব্বদা নরহত্যা করিতে করিতে এই অর্থলোভী স্বার্থপরায়ণ লেগ্রির হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সাধু ভাব এক মুহূর্ত্তের অধিক এ হৃদয়ে স্থান পাইল না। একবার একটুমাত্র থামিল। একমাত্র কি করিব?—এই চিন্তায় মন আন্দোলিত করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অভ্যস্ত পৈশাচিক ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র লেগ্রি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গোচর্ম্ম নির্ম্মিত চাবুক দ্বারা টম্‌কে প্রহার করিতে লাগিল।

এই দিনকার ভীষণ কাণ্ড বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম! নৃশংস লোক অম্লানবদনে যে সকল লোমহর্ষণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, সহৃদয় লোক তাহা শ্রবণ করিতেও অসমর্থ। কেবল অসমর্থ কেন? কখন কখন সেইরূপ নিষ্ঠুরাচরণের কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহাদের হৃদয় শেলবিদ্ধ হয়, তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাই ইবাঞ্জেলিনের হৃদয়গ্রন্থি অন্যের কষ্ট দর্শনে ছিন্ন হইয়া পড়িল, তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া অমৃত-ময়ের অমৃতক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। বঙ্গীয় পাঠিকাদিগের হৃদয় স্বভাবতঃই

কোমল, সুতরাং নররাক্ষস লেগ্রির নিষ্ঠুরাচরণ বিবৃত করিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না।

মহর্ষি ঈশা জগতের মঙ্গলের জন্য ভীষণতম যন্ত্রণা, ঘোরতর অপমান ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মৃত্যুর পর দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। তবে সেই ঈশার প্রচারিত খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম যাহার একমাত্র সম্বল, সে কেন এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইবে। যে রাজাধিরাজ পরমেশ্বর উনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে ঈশার ক্রুশ যন্ত্রের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই প্রিয় সন্তান! স্বর্গরাজ্যের দ্বার তোমার নিমিত্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে", সেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ জগৎপিতা অদ্য পার্থিবপদ-প্রভুত্বহীন নিরাশ্রয় টমের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছেন, মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, "ভয় নাই টম্! তোমার দুঃখের নিশার অবসান হইল। স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, রাজমুকুট ধারণপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর। আমার অমৃতক্রোড় তোমার নিমিত্ত প্রসারিত রহিয়াছে।" প্রহার করিতে করিতে যখন টমের প্রাণ বিনাশের উপক্রম হইল, তখনও তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য লেগ্রি বলিতেছে, "বল্, পলায়িত দাসীগণ কোথায়—তোকে ছাড়িয়া দিতেছি।" কিন্তু ঈশ্বরে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে? তাহার মুখ হইতে "পিতা পরমেশ্বর, পিতা পরমেশ্বর" ভিন্ন আর কোন শব্দই বাহির হইল না।

টমের ধৈর্য্যাবলোকনে অতঃপর সাম্বোর হৃদয়ও বিগলিত হইল! সে তখন লেগ্রিকে বলিল, "প্রভু! আর প্রহারের দরকার নাই, ওর প্রাণ শেষ হ'ল ব'লে।" লেগ্রি তখনও বলিতেছে, "আরও মার্, আরও মার্, কোন কথা প্রকাশ কল্লে না, আমি ওর শরীরের সমুদয় রক্ত শোষণ কোর্‌বো।"

ধরাশায়ী টম্ এই সময়ে লেগ্রির দিকে চাহিয়া বলিল, "হা হতভাগ্য!

তুমি আমার আর কি ক'র্‌বে! আমি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছি," বলিতে বলিতে টম্ অচৈতন্ত হইয়া পড়িল।

তখন লেগ্রি টমের নিকট আসিয়া তাহার শরীর নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, "বোধ হয় ইহার প্রাণ শেষ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে; ইহার মুখ বন্ধ হইল।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল!

টমের প্রাণ এখন পর্য্যন্তও নিঃশেষিত হয় নাই। প্রহারকালে সে যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তচ্ছ্রবণে সাম্বো ও কুইম্বোর প্রাণ দ্রবীভূত হইতে লাগিল। লেগ্রি চলিয়া গেলে পরই তাহারা টমের শরীর ক্রোড়ে করিয়া একটা কুটীরের ভিতর লইয়া গেল. অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা মনে করিতে লাগিল যে, তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে।

সাম্বো বলিল, "আমবা বড় পাপের কাজ করিয়াছি, এর জন্য যেন কেবল মনীবকেই জবাবদীহি হইতে হয়, আমাদের যেন এর জন্য কিছু না হয়।"

পরে তাহারা উভয়েই টমের শরীর-ক্ষত সকল ধৌত করিতে লাগিল। ক্ষত স্থান সকল ধৌত হইলে, তাহাকে একখানি শয্যার উপর শোয়াইয়া রাখিল। তৎপরে তাহাদের মধ্যে একজন যাইয়া লেগ্রির নিকট হইতে নিজে পান করিবে বলিয়া এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিয়া টমের মুখে একটু একটু করিয়া দিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে কুইম্বো বলিল, "টম্! আমরা তোমার প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি।" টম্ ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের ক্ষমা করিতেছি।" সাম্বো বলিল, "টম্! আমাদের একবার বল, ঈশা কে? যাঁহাকে তুমি ডাকিয়াছ তিনি কে?"

ঈশার সুমধুর নাম শ্রবণে টমের শরীরে বল সঞ্চার হইল, সে সতেজ কণ্ঠে ঈশার দয়ার কথা বলিতে লাগিল। তখন এই দুই নরাধমের হৃদয়ও

বিগলিত হইল, তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আহা! এমন সুন্দর নাম পূর্ব্বে শুনি নাই! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি দয়া কর।"

তখন টম্ বলিল, "হা চিরদুঃখিগণ! তোমাদিগকে ধর্ম্মপথে লইবার জন্য আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি।" এই বলিয়া সে প্রার্থনা করিল, "হে পরমেশ্বর! এই দুটি আত্মার উদ্ধার কর।"

টমের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। সাম্বো কুইম্বো আমাদের দেশের জগাই মাধাইয়ের মত কুপথ পরিত্যাগ করিবে বলিয়া একেবারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জর্জ্জ শেল্‌বি

টম্ সেই ভয়ঙ্কর প্রহারে মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া রহিল। ইহার দুই দিবস পরে একখানি ক্ষুদ্র শকটারোহণে জনৈক যুবা পুরুষ লেগ্রির বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং সত্বর শকট হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ইনি জর্জ্জ শেল্‌বি। ইনি যে উদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী ঘটনা উল্লেখ করিতে হইবে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, টম্ নিলামগৃহে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে মিস্ অফিলিয়া শেল্‌বি সাহেবের পত্নীর নিকট টমের উদ্ধারার্থ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহার সেই পত্রখানি পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীদিগের ভুলক্রমে দূরবর্ত্তী অন্য এক পোষ্টাফিসে

যাইয়া পৌঁছিল। প্রায় তুই মাস কাল পরে সেই পত্র মিসেস্ শেল্‌বির হস্তগত হইল। তিনি টমের ভাবী অমঙ্গলের কথা শুনিয়া যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে টমের সাহায্যার্থ তাঁহার কোন উপায় অবলম্বন করিবার সাধ্য ছিল না। তাঁহার স্বামী তৎকালে মৃত্যুশয্যায় পতিত ছিলেন, স্বামীর পরিচর্য্যা ও বিষয় পর্য্যবেক্ষণে তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কিছু দিন পরে শেল্‌বি সাহেবের মৃত্যু হইল, সুতরাং সমুদায় বিষয় কর্ম্মের ভার তাঁহার হস্তে পড়িল। তাঁহার স্বামী অনেক ঋণী হইয়াছিলেন; কিরূপে সেই সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিবেন, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই সুশিক্ষিতা সহৃদয়া রমণীর হৃদয় যে কেবল স্ত্রীসুলভ কোমলতা, স্নেহ, দয়া ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল তাহাই নহে, বিষয় কর্ম্মে ইনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিলেন। ক্ষেত্রের কিয়দংশ এবং গৃহের অনাবশ্যক জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনতিবিলম্বেই পতির ঋণ পরিশোধ করিলেন, সমুদায় কার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। ইহার তরুণবয়স্ক পুত্র মাতাকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিল।

বিষয়কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে পর, কি উপায়ে টমের উদ্ধার সাধন করিবেন, মাতা পুত্র তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে উকীল সেণ্টক্লেয়ারের দাসদাসী ও অন্যান্য গৃহ সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমতী মিস অফিলিয়া স্বীয় পত্রে তাঁহার নাম ধাম পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথমতঃ টমের অনুসন্ধানার্থে সেই উকীলের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু টমকে যে ক্রয় করিয়াছিল, সে উকীল তাহার ঠিকানা জানিতেন না। পত্রের উত্তরে তিনি এই মাত্র লিখিলেন যে, "টম নামে মৃত সেণ্টক্লেয়ারে একজন গোলাম নীলামে বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু কে তাহাকে ক্রয় করিয়াছে, তাহা জানি না।" এ সংবাদে

মাতা, পুত্র বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। ইহার ছয় মাস পরে মাতার কোন কার্য্যোপলক্ষে জর্জ্জ শেল্‌বিকে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে হইল। এই সময়ে তিনি নব অর্লিন্সে আসিয়া স্বয়ং টমের সন্ধান লইবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। কিন্তু দুই মাস যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু ঠিকানা করিতে পারিলেন না, অবশেষে এক দিবস অকস্মাৎ একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার নিকট শুনিলেন যে, লেগ্রি নামক ক্ষেত্রস্বামী টম্‌কে ক্রয় করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রেড্-নদীস্থিত এক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক লেগ্রির ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়া অদ্য এই স্থানে পৌঁছিয়াছেন।

লেগ্রি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র জর্জ্জ শেল্‌বি বলিল, "মহাশয়! আমি শুনিতে পাইলাম যে, টম নামক একটি ক্রীত দাসকে আপনি নব আর্লিন্সে নীলামে ক্রয় করিয়াছেন। এ পূর্ব্বে আমার পিতার ক্ষেত্রে কাজ করিত, আমি ইহাকে পুনর্ব্বার ক্রয় করিতে আসিয়াছি।"

ইঁহার কথা শুনিয়া লেগ্রির মুখ বিষণ্ণ হইল। সে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "হাঁ টম্ ব'লে একটা গোলাম কিনেছিলাম, কিনে আচ্ছা লাভ হ'য়েছে; এমন অবাধ্য বেয়াদপ, দুর্দ্দান্ত কুকুর কেউ কখন দেখিনি! আমার গোলামদের পালিয়ে যেতে পরামর্শ দেবে; দুটো দাসী—একোটার দাম হবে ৮০০৲ কি হাজার টাকা, তারা এর পরামর্শে পালিয়ে গেছে। স্বীকার ক'রেছে যে, ও তাদের পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু যখন বোল্‌তে বল্লুম তারা কোথা আছে, তখন ব'ল্লে বোল্‌ব না। এত মার খেলে, আর কোন গোলাম এত মার খায় নি!—তবুও ব'ল্লে না! বোধ হ'চ্চে এখন মর্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে, তা, মোর্‌বে কি না বোল্‌তে পারিনে!"

এই কথা শুনিয়া জর্জ্জের মুখ আরক্তিম হইল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি

শিখা নির্গত হইল, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়? আমি তাহাকে দেখিতে চাহি।"

বাহিরে যে গোলাম জর্জ্জের অশ্ব ধরিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, "টম্ ঐ কুঁড়েতে আছে।" লেগ্রি সেই গোলামকে তৎক্ষণাৎ পদাঘাত করিল। কিন্তু জর্জ্জ আর মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা না করিয়া, সেই কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল।

টম্ দুই দিবস পর্য্যন্ত এই কুটীরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার শারীরিক কষ্টানুভব করিবার শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে; আত্মা জীবন্মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু শরীরের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য নিবন্ধন দেহপিঞ্জর হইতে আত্মা সহজে বাহির হইতে পারিতেছে না, তাই সে এখনও জীবিত রহিয়াছে। টম্ লেগ্রির নিরাশ্রয় ক্ষুধার্ত্ত দাসদাসীগণকে সর্ব্বদা সাহায্য করিত, নিজের আহার্য্য দ্রব্য আহার না করিয়া কথন কথন তাহাদিগকে দিত। এখন তাহারা টমের জন্য বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িল। ইহারা লেগ্রির ভয়ে তাহাকে দেখিতে যাইতেও সাহস করিত না, কিন্তু রাত্রে গোপনে তাহারা কুটীরে যাইয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিত। ইহারা অধিক আর কি করিবে, ইহাদের সাধ্যই বা কি? কেবল সময় সময় দুই ফোঁটা জল ইহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিত।

ক্যাসি টমের প্রহার-বৃত্তান্ত সমুদায়ই শুনিল। টমের দুঃখে তাহার হৃদয় শোকাচ্ছন্ন হইল। টম্ যে তাহার ও এমেলিনের জন্য এই অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অন্তরাত্মা কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইল। সে সকল বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এতৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী নিশীথে টম্‌কে দেখিবার জন্য তাহার কুটীরে প্রবেশ করিল। টম্ সেই অন্তিমকালে অস্ফুটস্বরে ক্যাসিকে সস্নেহে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ

দিতে লাগিল, তৎশ্রবণে তাহার হৃদয়াকাশ হইতে নিরাশার অন্ধকার একেবারে বিদূরিত হইল, প্রস্তর সদৃশ সেই শোকদগ্ধ কঠিন-হৃদয় বিগলিত হইল ; সে টমের সঙ্গে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'পিতা টম্!' 'পিতা টম্'! এই বলিয়া তাহার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

টমের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, টমের দুর্দ্দশা দেখিয়া জর্জ্জের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার হৃদয় যেন শেলবিদ্ধ হইল। টমের পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ইহাও কি সম্ভবপর! ইহাও কি সম্ভবপর! মানুষ কি মানুষের উপর এত অত্যাচার করিতে পারে? টম্ কাকা! আমার দুঃখী টম্ কাকা!"

মৃতপ্রায় টমের কর্ণকুহরে এই কণ্ঠস্বর যেন সুধা বর্ষণ করিল। সে সংজ্ঞাশূন্যবৎ পড়িয়া ছিল, এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিল, অধরে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইল, অস্ফুটস্বরে বলিল—

—"কি নহে সম্ভব ঈশার কৃপায়
মৃত্যুশয্যা হয় সুখ পুষ্পময়।"

জর্জ্জ মস্তক আনত করিয়া টমের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, শোকাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "প্রাণের টমকাকা! একবার জাগ, একটিবার আমার সঙ্গে কথা কও, একবার চাহিয়া দেখ, তোমার জর্জ্জ আসিয়াছে, তোমার সেই প্রিয় জর্জ্জ আসিয়াছে! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?'

টম্ নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমার জর্জ্জ!" এই বলিয়া বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিল। আবার বলিল, "আমার জর্জ্জ!" অবশেষে ধীরে ধীরে যেন কথাটি তাহার বোধগম্য হইল। তাহার দৃষ্টিশূন্য চক্ষু ক্রমে সমুজ্জ্বল হইতে লাগিল, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল, চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল, অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে

বলিতে লাগিল, "ধন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাই হইল! আমাকে তাহারা ভুলে নাই। কি আনন্দ, কি আনন্দ! পরমেশ্বর ধন্য, ধন্য, পরমেশ্বর। এখন আমি সুখে মরিব।"

এই কথা শুনিয়া জর্জ্জ বলিল, "তুমি মরিবে? তুমি কখনই মরিবে না! মরিবার কথা মনেও আনিও না। আমি তোমাকে কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি।"

টম্। বাছা! তুমি সময় মত আসিতে পার নাই, এখন আর সময় নাই। পরমেশ্বর আমাকে ক্রয় করিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর অমৃতধামে লইয়া যাইবেন। সেখানে যাইতেই আমার বাসনা হইতেছে। কেণ্টাকিব চেয়ে স্বর্গধামই ভাল।

জর্জ্জ। টম্ কাকা! দুঃখী টম্ কাকা! এমন কথা বলিও না। এ কথা শুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। হায়! হায়! তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছে! এত ময়লার মধ্যে রাখিয়াছে! তুমি এত দুঃখে ছিলে! ও টম্ কাকা! দুঃখী টম্ কাকা!

টম্। আমাকে দুঃখী বোলো না। আমি দুঃখী ছিলাম বটে, কিন্তু এখন সে সকল দুঃখ দূর হ'য়ে গেছে। আমি পিতার ক্রোড়ে যাইতেছি। জর্জ্জ, ঐ দেখ স্বর্গের দ্বার খুলেছে। ধন্য যীশু, ধন্য পরমেশ্বর!

জর্জ্জ টমের তাদৃশ জীবন্ত বিশ্বাসপূর্ণ তেজোময় বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত হইল। সে নির্ব্বাক্ হইয়া টমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

টম্ জর্জ্জের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তুমি কেঁদ না। আমার কি অবস্থা দেখ্‌লে, তা ক্লোর কাছে বোলো! ক্লো বড় শোকার্ত্ত হবে, কিন্তু তাকে বোলো যে, আমি অমৃতধামে চোল্লেম—আমি আর এখানে থাক্‌তে পারিনে, তাহাকে বিশেষ ক'রে বোলো যে, "এক বছর আমি কোন কষ্টই পাই নাই, পরমেশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাকে

রক্ষা ক'রেছেন ; আমার দুঃখ দূর ক'রেছেন। আমার ছেলে মেয়েদের জন্য সর্ব্বদাই দুঃখ হইত। তাদের বোলো, তারা যেন আমার পথে চলে— সর্ব্বদা আমার পথে চলে। তোমার পিতা মাতাকে আমার ভালবাসার কথা বোল্‌বে। বাড়ীর সকলকেই আমার ভালবাসা জানাবে। আমি সকলকেই বড় ভালবাসিতাম। আমি যেখানেই গেছি, সকলকে প্রাণের সহিত ভালবেসেছি। জর্জ্জ! সংসারে ভালবাসা বড় অমূল্য জিনিস, আহা! ধর্ম্মের পথে চলা কি আনন্দ।"

সেই সময়ে লেগ্রি সেই কুটীরের দ্বারে আসিয়া একবার দাঁড়াইল এবং তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। জর্জ্জ তাহাকে দেখিয়া সক্রোধে বলিল, "ঐ সয়তানটা আসিয়াছে, পরমেশ্বর এক দিন না এক দিন এ পাপের প্রতিফল দিবেন।"

টম্। জর্জ্জ! অমন কথা বোল্‌তে নাই। ঐ লোকটা বড়ই হতভাগ্য। ওর দুঃখের কথা ভাব্‌লেও দুঃখ হয়। এখনও অনুতাপ কর্‌লে পরমেশ্বর একে ক্ষমা কোর্‌বেন। কিন্তু আমার দুঃখ হয় যে, এখনও অনুতাপ কোর্‌লে না।

জর্জ্জ। অনুতাম না কোর্‌লেই ভাল। ওকে যেন আর স্বর্গরাজ্য দেখিতে না হয়।

টম্। জর্জ্জ! এরূপ কথা বোলো না। এ রকম কথা শুন্‌লে আমার কষ্ট হয়। এ রকম ভাব মনে পোষণ কোরো না। ও আমার কিছুই ক্ষতি করে নাই, কেবল আমার স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছে।

জর্জ্জের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া টম আনন্দে উত্তেজিত হইয়াছিল, সেই উত্তেজনায় তাহার শরীর সমধিক অবসন্ন করিল। নয়নদ্বয় মুদিত হইল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার আত্মা পরলোকে গমন করিল। মৃত্যুকালে তাহার মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা বাহির

হইতেছিল—"ঈশার চরণ হইতে কে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিবে? সত্যের পথ হইতে কে আমাকে ভ্রষ্ট করিবে?"

জর্জ্জ স্তব্ধ হইয়া এক দৃষ্টে মৃতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মনে হইল যে, টমের এই মৃত্যুগৃহ পবিত্র। কিছুকাল পরে ফিরিয়া দেখিল, লেগ্রি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

টমের অন্তিম-বাক্য শ্রবণে জর্জ্জের যৌবনসুলভ উত্তেজিত-ভাব কিছু হ্রাস হইয়াছিল। না হইলে অদ্য জর্জ্জ লেগ্রিকে নিশ্চয়ই বেত্রাঘাত করিত। কিন্তু ইহার মুখদর্শনে তাহার হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইল। জর্জ্জ তৎক্ষণাৎ ইহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল এবং ইহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "তোমার যতদূর শক্তি তাহা করিয়াছ, এখন আমি ইহার মৃতশরীর সঙ্গে লইয়া যাইতে চাই। বল, ইহার মৃতদেহের জন্য তোমায় কত টাকা দিতে হইবে। আমি ভদ্রোচিত ভাবে ইহাকে সমাধিস্থ করিব।"

লেগ্রি বলিল, "আমি মরা নিগার বিক্রী করিনে। তোমার ইচ্ছা হয়, শব নিয়ে যাও।" তখন জর্জ্জ সেখানে লেগ্রির যে দুই চারিজন দাসকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আসিয়া আমার সঙ্গে এই মৃতদেহ গাড়ীতে তুলিয়া দাও, আর আমাকে একখানি কোদালি আনিয়া দাও।"

এই কথা শুনিয়া লেগ্রির কোন আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, একজন কোদালি আনিতে দৌড়াইল, আর দুইজন জর্জ্জের সহিত একত্র হইয়া টমের মৃতদেহ লইয়া গাড়ীতে উঠাইতে চলিল। লেগ্রি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেও হাঁটিতে হাঁটিতে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ীর নিকট গিয়া দেখিতে লাগিল।

জর্জ্জ তাহার পরিধেয় লবেদাটি খুলিয়া গাড়ীতে বিছাইল এবং

তদুপরি টমের মৃতদেহ সযত্নে স্থাপন করিল। তার পর গাড়ী চালাইয়া যাইবার সময় লেগ্রিকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি যে এই নরহত্যা করেছ, ইহার শাস্তি পাইবে। মনে করও না যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া এখনই ইজাহার দিব।"

এই কথা শুনিয়া লেগ্রি বিদ্রূপচ্ছলে হাস্য করিয়া বলিল, "যাও, তোমার ইচ্ছা হয় ইজাহার দাওগে। ভয়ে বুঝি আমার ঘুমই হ'বে না। ইংরাজ সাক্ষী কোথা পাবে? এইরূপ কোন মোকদ্দমায় গোলামের সাক্ষ্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা হয় না।"

জর্জ্জ তখন দেখিল যে, ইজাহার দিয়া কোন ফল লাভ হইবে না, দেশপ্রচলিত আইনানুসারে অসিতাঙ্গের জবানবন্দি শ্বেতাঙ্গদিগের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং মনে মনে তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

তৎপরে লেগ্রি আপনা আপনি বকিতে লাগিল, "কি আমি বুঝিতেই পারিনে। একটা মরা নিগার নিয়ে একজন সুশিক্ষিত ইংরাজ এত গোলমাল করে কেন? এমন কুলী ও কুলীরমণী ত কতই মারা যাচ্চে। এ আবার বিচারপ্রার্থী হবে। কোন বুদ্ধিমান্ ইংরাজ বিচারক এমন তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাতও কোর্‌বে না। একটা কুলী মেরেছি বই তো নয়!"

বারুদের গোলায় আগুন লাগিলে যেমন ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়, এই কথা শুনিবামাত্র জর্জ্জ সেইরূপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। জর্জ্জ উকীলের ন্যায় আইনের পাতা উল্টাইয়া কি কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিত না। তাহার মধ্যে মানুষের তেজ, মানুষের বীর্য্য ছিল। আইন অধ্যয়ন করিয়া সে মনুষ্যত্ববিহীন হয় নাই। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া লেগ্রির মুখের উপর সজোরে ঘুসি মারিতে আরম্ভ করিল, লেগ্রির নাসিকা হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কাপুরুষ লেগ্রি

আর সহ্য করিতে না পারিয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। আর জর্জ্জ একাকী বিদেশে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক জর্জ্জ ওয়াশিংটনের প্রাতঃস্মরণীয় নাম সার্থক করিল।

জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে এইরূপ পদাঘাত করিলেই তাহারা লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। লেগ্রি এই শ্রেণীর লোক ছিল, সুতরাং এখন সে একটু ভদ্রোচিত ভাব অবলম্বন করিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত জর্জ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লেগ্রির ক্ষেত্র ছাড়াইয়া একটি বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ সুন্দর স্থানে, জর্জ্জ কুলিদিগকে একটী কবর প্রস্তুত করিতে বলিল। কবর প্রস্তুত হইলে কুলিগণ টমের মৃতদেহের নিকট আসিয়া বলিল, "হুজুর, এই লবেদা খুলে রাখ্‌বো ?" জর্জ্জ বলিলেন, "না, লবেদা খুলিতে হইবে না, এই লবেদাশুদ্ধ এই দেহ কবরে প্রোথিত কর।" পরে টমের মৃতদেহকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হা! টম্ কাকা! আমার সঙ্গে আর কোন ভাল বস্ত্র নাই যে তোমার সঙ্গে দিব। এই আমার শ্রদ্ধার শেষ চিহ্ন।"

টমের কবর মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করা হইল এবং তাহার উপর পুষ্পরাশি বিকীর্ণ করা হইল। তখন জর্জ্জ সেই কুলিদিগকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা জর্জ্জের নিকট বলিতে লাগিল "হুজুর আপনি আমাদের কিনে নিন্। আমরা দিন রাত আপনার কাজ করব। এখানে আমাদের বড় কষ্ট।"

জর্জ্জ বলিলেন, "আমি এখানে কাহাকেও কিনিতে পারি না। তোমরা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও।" তাহারা তখন নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। জর্জ্জ টমের কবরের উপরে জানু পাতিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে, অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে অনন্ত পরমেশ্বর! তোমাকে সাক্ষী করিয়া

প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দেশ হইতে ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা দূর করিবার নিমিত্ত, শ্বেতাঙ্গদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ জীবন মন উৎসর্গ করিলাম। তুমি আমার এই সংকল্পের চিরসহায় হও।”

টমের সমাধিস্থানের উপর কোন স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইল না। কিন্তু তাহার পবিত্র জীবনই তাহার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হইয়া রহিল।

পাঠক, টমের জন্য তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তুমি কি মনে কর, টম্ দয়ার পাত্র, টম্ দুঃখী? টম্ যে ধনে ধনী ছিল, সে ধন সংসারে কোন রাজার ঘরেও পাওয়া যায় না।

টমের হৃদয়স্থিত সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মতৃষ্ণা, প্রেম, ভক্তি ও জীবন্ত বিশ্বাস সংসারের সকল ধন হইতে কি অধিকতর মূল্যবান্ নহে?

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ভূতের গল্প

ক্যাসি ও এমেলিন্ পলায়ন করিলে পর, লেগ্রির দাসদাসীগণের মধ্যে সর্ব্বদাই ভূতের গল্প ও ভূতের আলোচনা হইতে লাগিল। দরজা বন্ধ করিলে প্রাতে সে দরজা খোলা দেখা যাইত, রাত্রে দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হইত। সুতরাং সকলেই এক বাক্যে সিদ্ধান্ত করিল যে, এ সকল ভূতের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কেহ কেহ বলিত যে, ভূতের নিকট এ সকল দরজার চাবি অবশ্যই রহিয়াছে, তাহা না হইলে কি আর দরজা খুলিতে পারে? আবার কেহ কেহ বলিত যে, ভূত ইচ্ছা করিলে বিনা চাবিতেও দরজা খুলিতে পারে।

ভূতের আকৃতি সম্বন্ধেও নানাপ্রকার মতভেদ হইতে লাগিল। এক জন বলিল, "ভূতের মাথা নাই। দুই স্কন্ধের উপর দুই চক্ষু থাকে।" কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিয়া অপর একজন বলিল যে, সে স্বচক্ষে যে দুই তিনটা ভূত দেখিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মাথা ছিল। এই কথা শুনিয়া তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "ভাই ভূতের মাথা থাকিতে পারে, কিন্তু সেটা পিঠের দিকে ফিরান। আমি যত ভূত দেখিলাম, তাহার একটার মাথাও বুকের দিকে দেখি নাই।" এই কথা শুনিয়া চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "ভাই, তুমি যে সকল ভূত দেখিয়াছ, সে সমুদয় বোধ হয় বিলাতি ভূত, ইহার মধ্যে একটাও দেশী ভূত ছিল না।"

দাসদাসীগণের মধ্যে ভূতের আকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ নানা তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল; কিন্তু অনেক তর্ক-বিতর্ক ও গবেষণার পরেও পূর্ব্বের ন্যায় মতভেদ রহিয়া গেল।

দাসদাসীগণের এই সকল ভূত সম্বন্ধে আলোচনা ও কথোপকথন দিন দিন লেগ্রির কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে শত চেষ্টা করিয়াও এই সকল ভূতের গল্প নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। উত্তরের গৃহে প্রায়ই লোকের পদ সঞ্চারের শব্দ শুনা যাইত। সুতরাং সকলেই প্রাতে উঠিয়া এ বিষয়ের কথাবার্ত্তা বলিত। দিন দিন ভূতের কথা শুনিতে শুনিতে অশিক্ষিত, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লেগ্রির মনেও বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইত। সে এখন আপন মন হইতে এ সকল ভয়ঙ্কর স্মৃতি ডুবাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাত্রেই অত্যধিক পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি পান করিতে লাগিল।

যে দিবস প্রাতে টমের মৃত্যু হইল, সেই দিন লেগ্রি নিকটস্থ অন্য ক্ষেত্রে গিয়াছিল। তথা হইতে স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিতে অধিক রাত্রি হইল! সেই গভীর রাত্রে সে বাড়ী আসিয়াই, নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; অতিশয় সাবধানতার সহিত ঘরের সমুদয় কপাট বন্ধ

করিতে লাগিল। উত্তরদিকের কপাট বন্ধ করিয়া কপাটের পশ্চাতে একখানা কেদারা রাখিয়া দিল। শিয়রে তাহার পিস্তল রাখিল। এবং অত্যধিক পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি পান করিয়া শয়ন করিল। কিছুকাল পরে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্বের ন্যায় স্বপ্নে তাহার মাতাকে দেখিতে পাইল। আবার চীৎকার শুনিতে পাইল। তখন সে জাগরিত হইয়া গৃহের মধ্যে স্পষ্টরূপে লোকের পদসঞ্চারের শব্দ শুনিল; চক্ষু মেলিয়া চাহিবামাত্র দেখে যে, তাহার শয়ন-প্রকোষ্ঠের দরজা খোলা রহিয়াছে, গৃহের আলো নির্ব্বাপিত হইয়াছে; অন্ধকারের মধ্যে শীতল হস্ত তাহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র সে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠিল। সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত আকৃতি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। লেগ্রি দরজার নিকট যাইয়া দেখে, বাহির হইতে কেহ দরজা বন্ধ করিয়াছে। দরজা বন্ধ দেখিবামাত্রই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া সে ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। প্রভাতে জাগরিত হইয়া দেখে, শয্যা ছাড়িয়া মৃত্তিকাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহার পরদিবস হইতে লেগ্রি আরও অধিক ব্র্যাণ্ডি পান করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে, কয়েক রাত্রি একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় কালযাপন করিবে, কোন প্রকার দুশ্চিন্তা অন্তরে প্রবেশ করিতে দিবে না। কিন্তু দুই তিন দিন এইরূপ সুরাপান করিলে পর তাহার ভয়ানক জ্বর হইল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল! অজ্ঞানাবস্থায় ক্ষিপ্তের ন্যায় নিজের পূর্ব্বকৃত কুকার্য্য ও নিষ্ঠুর আচরণের কথা বলিতে লাগিল। সে সকল লোমহর্ষণ ব্যবহারের কথা শুনিলেও লোকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। সুতরাং কি ইংরাজ, কি নিগ্রো, কেহই তাহার শয্যার পার্শ্বে তিষ্ঠিতে পারিল না। দিবা রাত্রি সে অজ্ঞানাবস্থায় একাকী পড়িয়া রহিল। তিন দিন পরে তাহার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। এবং তাহারই কতক্ষণ পরে এই পাপাত্মা, নরাধম আপনার চিরকলঙ্কিত

জীবনের সংস্পর্শ হইতে মানবসমাজকে নির্ম্মুক্ত করিল,—ইহলোক পরিত্যাগ করিল, পৃথিবী পবিত্র হইল।

ইহার মৃতদেহ ইহার নিগ্রো দাসগণ রেড্ নদীতে ভাসাইয়া দিল। ইহার যে কিছু নগদ সম্পত্তি ছিল, তাহা তাহারা আত্মসাৎ করিয়া স্বাধীন ভূমি উত্তর প্রদেশে পলায়ন করিল।

যে রাত্রে লেগ্রি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই রাত্রেই তিন চারি জন নিগ্রোদাস দেখিল যে, শ্বেতবস্ত্রাবৃত দুইজন স্ত্রীলোক বাড়ী হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। তৎপর দিবস প্রভাতে তাহারা বাহির বাড়ীর দরজাও খোলা রহিয়াছে দেখিল। ইহাতেই লেগ্রির আরও বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সেই রজনী অবসানে সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে ক্যাসি এবং এমেলিন্ নিকটস্থ কোন সহরের বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া ক্যাসি স্পেন দেশীয় ভদ্রমহিলার ন্যায় কাল বস্ত্র পরিধান করিল, এমেলিন তাহার পরিচারিকার বেশ ধারণ করিল।

ক্যাসি ভদ্রবংশজাতা, এবং বাল্যকাল হইতেই ভদ্রোচিত শিক্ষা পাইয়াছিল; সুতরাং তাহাকে দেখিয়া কেহ পলাতক দাসী বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বাক্স ক্রয় করিল। সে বাক্সের মধ্যে সমুদায় বস্ত্রাদি রাখিল। এবং একটী মুটিয়া ভাড়া করিয়া নিকটস্থ হোটেলে অবস্থান করিতে লাগিল।

সেই হোটেলে আসিবামাত্রই প্রথমে জর্জ্জ শেল্বির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। জর্জ্জ শেল্বিও এখানে জাহাজের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে ছিলেন। ক্যাসি তাহাদের গুপ্তস্থান হইতে জর্জ্জ শেল্বিকে টমের মৃতদেহ লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, এবং জর্জ্জ লেগ্রিকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাও সে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, সুতরাং জর্জ্জের মুখ তাহার নিকট একেবারে অপরিচিত ছিল না। বিশেষতঃ জর্জ্জ লেগ্রির বাড়ী হইতে

চলিয়া আসিলে পর ক্যাসি গোপনে গোপনে অন্যান্য দাসদাসীগণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে, সে টমের পূর্ব্ব মনীবের পুত্র। সুতরাং সে আগ্রহাতিশয়সহকারে জর্জ্জের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনে যত্নবতী হইল।

ক্যাসির ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ, তাহার আচার-ব্যবহার দেখিয়া কেহই তাহাকে সন্দেহ করিল না। বিশেষতঃ হোটেলের মধ্যে যে জিনিসপত্রের মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। ক্যাসির এ সব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া সে পূর্ব্বেই লেগ্রির বাক্স হইতে অনেক টাকা আনিয়াছিল।

সন্ধ্যাকালে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল। জর্জ্জ শেল্বি বিশেষ শিষ্টাচার সহকারে ক্যাসির হস্ত ধরিয়া তাহাকে নৌকায় উঠাইলেন এবং তাহার জন্য নিজে বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক জাহাজের মধ্যস্থিত একটী সুন্দর কামরা ভাড়া করিলেন। জাহাজ যতক্ষণ রেড্ নদীতে ছিল, ততক্ষণের মধ্যে ক্যাসি আর প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইল না শারীরিক অসুস্থতার ছল করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যেই শয়ন করিয়া রহিল। কিন্তু মিসিসিপি নদীর মুখে জাহাজ পৌছিবামাত্র ক্যাসি বাহিরে আসিল এবং জর্জ্জ পুনরায় এই নদীস্থিত জাহাজে যাইয়া তাহার জন্য একটী প্রকোষ্ঠ ভাড়া করিলেন। এই জাহাজে আসিবামাত্র ক্যাসির শারীরিক অসুস্থতা সারিয়া গেল, সে জাহাজে এদিক্ ওদিক্ হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রিগণ তাহার পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য্য দর্শনে বলিতে লাগিল, "যৌবনকালে এই ভদ্রমহিলা সত্য সত্য একজন রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাকেই প্রকৃত রূপবতী বলা যাইতে পারে।"

জর্জ্জ ক্যাসিকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এইরূপ সুন্দর মুখাকৃতি তিনি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। সুতরাং

তিনি সর্ব্বদাই ক্যাসির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। আহারের সময়ে, গল্প করিবার সময়ে, জর্জ্জের চক্ষু ক্যাসির মুখের দিকে রহিয়াছে। ক্যাসি তদ্দর্শনে কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে সন্দেহ করিতেছে। এই ভাবিয়া সে জর্জ্জের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকট সমুদয় আত্মবিবরণ বিবৃত করিল।

জর্জ্জ তাহার জীবনের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। বিশেষতঃ লেগ্রীর দাসদাসীগণ যে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিত, তাহা তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং লেগ্রির ক্ষেত্র হইতে যাহারা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহজেই তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। ক্যাসিকে তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন যে, "তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে প্রাণপণে রক্ষা করিব।"

ক্যাসি যে প্রকোষ্ঠ ভাড়া করিয়াছিল, তাহার সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ ম্যাডাম্ ডিথো নাম্নী একজন ফরাসী ভদ্রমহিলা ভাড়া করিলেন! এই রমণীর সঙ্গে আর একটি ছোট বালিকা ছিল। যখন এই ফরাসী রমণী জর্জ্জের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইনি কেণ্টাকি প্রদেশের লোক, তখন ইঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হইলেন। তদবধি জর্জ্জ প্রায়ই তাঁহার প্রকোষ্ঠ দ্বারে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। ক্যাসি স্বস্থান হইতে তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইত।

এক দিন ম্যাডাম্ ডিথো জর্জ্জের নিকট কথায় কথায় বলিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি কেণ্টাকিতে ছিলেন, তিনি কেণ্টাকি প্রদেশের যে গ্রামের নাম করিলেন, জর্জ্জের বাড়ীও সেই গ্রামে। ইহা শুনিয়া জর্জ্জ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ইহার পর অন্য এক দিন মাডাম্ ডিথো জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গ্রামে হ্যারিস্ নামে কোন ব্যক্তিকে জানেন ?"

জর্জ্জ। হাঁ, হ্যারিস্ নামে একজন বৃদ্ধ আমাদের গ্রামে বাস করে।

ম্যাডাম্ ডিথো। তাহার বহুসংখ্যক দাসদাসী আছে না ?

ম্যাডাম্ ডিথোকে শেষ কথাগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া জর্জ্জ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "হাঁ, আছে।"

ম্যাডাম্ ডিথো। জর্জ্জ নামক তাহার একজন বর্ণসঙ্কর দাসকে আপনি কখন দেখিয়াছেন কি ? হয় ত তার নাম শুনিয়া থাকিবেন ?

জর্জ্জ। জর্জ্জ হ্যারিস্‌কে দেখিযাছি বই কি ? আমি তাহাকে বিলক্ষণ জানি, সে আমার মাতার একজন দাসীকে বিবাহ করে। কিন্তু সে ক্যানেডায় পলাইয়া গিয়াছে।

ম্যাডাম্ ডিথো। ক্যানেডায় গিয়াছে ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !

জর্জ্জ ম্যাডাম্ ডিথোর কথা শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ম্যাডাম্ ডিথো দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "জর্জ্জ আমার ভাই।"

জর্জ্জ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ! জর্জ্জ আপনার ভাই ?"

ম্যাডাম্ ডিথো সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁ, মেস্তর শেল্‌বি, জর্জ্জ হ্যারিস্ আমার ভাই।"

জর্জ্জ। আমি আপনার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম।

ম্যাডাম্ ডিথো। মেস্তর শেল্‌বি, জর্জ্জ তখন নিতান্ত বালক ছিল, সেই সময়ে হ্যারিস্ আমাকে একজন দক্ষিণদেশীয়, দাস-ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। একজন সহৃদয় ফরাসী ভদ্রলোক সেই ব্যবসায়ীর নিকট হইতে আমাকে ক্রয় করিয়া, আমাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করেন।

এবং শাস্ত্রানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করেন। সম্প্রতি আমার স্বামীর মৃত্যুর হইয়াছে। আমি আমার সেই কনিষ্ঠ সহোদর জর্জ্জকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এখন কেণ্টাকি প্রদেশে যাইতেছি।

জর্জ্জ। জর্জ্জ হ্যারিস্ আমার নিকট অনেকবার বলিয়াছে যে, এমিলি নাম্নী তাহার এক ভগ্নীকে তাহার মনিব দক্ষিণ দেশে বিক্রয় করিয়াছে।

ম্যাডাম্ ডিথো। আমারই নাম এমিলি।

জর্জ্জ। আপনার ভ্রাতা একজন সচ্চরিত্র যুবা, যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনই সচ্চরিত্র, কিন্তু দাসত্ব কালিমায় কলঙ্কিত হইলে কে তাহার আদর করে? সে আমাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই আমি তাহাকে বিশেষরূপে জানি।

ম্যাডাম্ ডিথো। তাহার স্ত্রীটী কেমন?

জর্জ্জ। একটী রত্ন। পরমা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, মধুর প্রকৃতি এবং ধর্ম্মপরায়ণা। আমার মাতা তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় অতিশয় যত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সে বেশ লিখিতে পড়িতে জানে, সূচীকর্ম্ম শিখিয়াছে, গৃহকার্য্যে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

ম্যাডাম্ ডিথো। সে কি আপনাদের গৃহে জন্মিয়াছে?

জর্জ্জ। না। আমার পিতা তাহাকে নব অর্লিন্স হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া আমার মাতাকে উপহার প্রদান করেন। তখন তাহার বয়স আট নয় বৎসর ছিল। পিতা কত টাকা দিয়া ইহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, সে কথা কখন মাতাকে বলেন নাই। কিন্তু অল্প দিন হইল, তাঁহার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিবার সময় আমরা দেখিলাম যে, তাহাকে অতি অধিক

মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জন্যই এত মূল্য দিতে হইয়াছিল।

ক্যাসি জর্জ্জের পশ্চাৎদিকে বসিয়াছিল, সুতরাং ক্যাসি যে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু জর্জ্জের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র ক্যাসি তাঁহার বাহুর উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিল, "মেস্তর শেল্‌বি, আপনার পিতা সে কন্যাটিকে কাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন বলিতে পারেন?"

জর্জ্জ। সিমন্স্ নামক এক ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিয়াছিলেন, এইরূপ স্মরণ হইতেছে।

"হে পরমেশ্বর!" এই বলিয়া ক্যাসি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। জর্জ্জ এবং ম্যাডাম্ ডিথো ক্যাসির এই অকস্মাৎ মূর্চ্ছার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সকলে একত্র হইয়া তাহাকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্যাসি চেতনা লাভ করিয়া বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি সন্তানবতী, যিনি 'মা' এই সুমধুর নামে অভিহিতা হইতেছেন, তিনি ক্যাসির হৃদয়ভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইবেন। ক্যাসির ক্রন্দন বিষাদের ক্রন্দন নহে। ক্যাসি স্বীয় কন্যাকে আর দেখিতে পাইবে না বলিয়া নিরাশ হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আবার তাহাকে দেখিবে বলিয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল; সুতরাং উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা প্রদান

জর্জ্জ শেল্‌বি স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তনের অনতিপূর্ব্বে স্বীয় জননীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে টমের বিষয়ে কোন কথা ছিল না। কোন্ দিন গিয়া বাড়ী পৌছিবেন, শুদ্ধ কেবল এই কথাটিই উক্ত পত্রে লিখিত ছিল। টমের মৃত্যুর সংবাদ লিখিতে আর তাঁহার সাহস হইল না। অনেকবার তাহার মৃত্যু কালের ঘটনাসমূহ সবিস্তারে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল কথা লিখিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহার হৃদয় দুঃখ-শোকে অভিভূত হইত, নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইত, তৎক্ষণাৎ কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া লেখনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্থানান্তরে যাইয়া হৃদয় সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন।

যে দিবস জর্জ্জ গৃহে প্রত্যাগত হইবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, সে দিন শেল্‌বির গৃহে সকলে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই আশা করিয়া রহিয়াছে, আজ টম্‌কাকাকে সঙ্গে করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

মিসেস্ শেল্‌বি অপরাহ্ণে গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন। ক্লো তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আহারের টেবিলের উপর কাঁটা চামচ সাজাইয়া রাখিতেছে। আজ ক্লোর বড়ই আনন্দ। পাঁচ বৎসরের পর স্বামীর মুখ দর্শন করিবে। ক্লো আজ এক জিনিস পাঁচবার ধরিয়া সাজাইতেছে। ইচ্ছা এই অবসরে মিসেস্ শেল্‌বির সঙ্গে দুটা কথা কহে। টেবিলের কোন পার্শ্বে জর্জ্জ বসিবে, কোন্ আসনে জর্জ্জ বসিবে, এই সকল বিষয়ে গৃহকর্ত্রীর সহিত নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে। অবশেষে ক্লো বলিল,—

"মেম সাহেব, মাষ্টার জর্জ্জের পত্র পেয়েছেন ?"

মেম। হাঁ পাইয়াছি, কিন্তু এক ছত্র মাত্র। কেবল আজ সে পৌঁছিবে, সেই কথাটা লিখিয়াছে।

ক্লো। আমার বুড়োর কথা কিছু লেখে নি বুঝি?

মেম। না ক্লো! টমের কথা কিছুই লিখে নাই; লিখিয়াছে অন্যান্য বিষয় বাড়ী গিয়া বলিব।

ক্লো। মাষ্টার জর্জ্জের ত অম্‌নি স্বভাব। বেশী কথা লিখ্‌তে ভালবাসে না। সব কথা নিজের মুখে ভেঙ্গে বল্‌তে ভালবাসে। ছেলেমানুষ আর কতই বা লিখ্‌বে। আমি বুঝ্‌তে পারি না, আপনারা এত লেখেন কি কোরে। সাহেব লোকেরা বড্ড লিখ্‌তে পারে।

মিসেস্ শেল্‌বি একটু হাসিলেন।

ক্লো। বুড়ো বাড়ী এসে ছেলেদের চিন্‌তে পার্‌বে না, খুকীকেও চিন্‌তে পার্‌বে না। এখন খুকী কত বড় হ'য়েছে। পলী আমার যেমন ভাল, তেম্‌নি চালাক চতুর, ঘরে ব'সে পিঠাটা একটু দেখ্‌ছে। যে দিন বুড়োকে নিয়ে গেল, সেই দিন যেমন পিঠা তোয়ের করেছিলুম, ঠিক তেম্নি পিঠা গ'ড়েছি। হা পরমেশ্বর! সে দিন আমার মন কি কোত্তে লাগ্‌লো!

মিসেস্ শেল্‌বি ক্লোর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার মন উচাটন হইল। যে দিন জর্জ্জের পত্র পাইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। ভাবিতেছিলেন যে, জর্জ্জের পত্রে টমের কথা না লিখিবার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে।

ক্লো। মেম সাহেব, আমার ভাড়ার টাকার বিলগুলো এনে রেখেছেন তো?

মেম। হাঁ, রেখেছি।

ক্লো। বুড়োকে এই বিল আর টাকা দেখাবো। বুড়ো বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমি কত টাকা পেয়েছি। সেই মিঠাইওয়ালা বল্‌ছিলো, ক্লো, তুমি আর

ক'দিন এখানে থাকো, আমিও থাক্‌তুম, কিন্তু বুড়ো এখন বাড়ী আসবে, আমার মন আর সেখানে টেঁকে না। মিঠাইওয়ালা বড় ভাল মানুষ।

ক্লো কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা দেখাইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। মিসেস্ শেল্‌বি তাহার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য সেই বিলগুলি ও তদুল্লিখিত সমস্ত টাকা সেখানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন।

ক্লো। আমার বুড়ো পলীকে চিন্‌তে পার্‌বে না, তা পার্‌বে কেমন ক'োরে। বাবা! পাঁচ বছর হ'লো বুড়োকে তারা নিয়ে গেছে। পলী তখন ছোট্‌টো ছিল। কেবল একটু একটু দাঁড়াতে শিখেছিল। হাঁট্‌বার সময় ওকে উঠ্‌তে পোড়্‌তে দেখে বুড়ো কত আহ্লাদ ক'ত্তো। অম্‌নি দৌড়ে গিয়ে কোলে ক'ত্তো। আহা!—

এই সময় গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনা গেল। "মাষ্টার জর্জ্জ!" এই বলিয়া ক্লো জানালার কাছে ছুটিয়া গেল। মিসেস্ শেল্‌বি সত্বরে গৃহের বাহিরে আসিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

জর্জ্জ সেই অন্ধকারের মধ্যে উৎসাহপূর্ণনেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জর্জ্জ তখন ক্লোকে দেখিবামাত্র হস্ত দ্বারা গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দুঃখিনী ক্লো কাকী! আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও টম্ কাকাকে যদি আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে আনিতাম, কিন্তু সে এ স্থান হইতে উৎকৃষ্টতর রাজ্যে গিয়াছে।"

মিসেস্ শেল্‌বি এই কথা শুনিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ক্লো নির্ব্বাক রহিল। সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্লোর উপার্জ্জিত সেই টাকা তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

ক্লো কম্পিত হস্তে টাকাগুলি মেমের নিকট রাখিয়া বলিল, "আর এ টাকা দেখিতে চাই না, এর কথা শুন্‌তেও চাইনে! আমি জান্‌তাম এই শেষ ঘট্‌বে। সেই ক্ষেতে খুন কোরে ফেলেছে।"

এই বলিয়া ক্লো গৃহ হইতে বাহির হইল। মিসেস্‌ শেল্‌বি তখন নিজে উঠিয়া গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া ঘরে আনিলেন এবং আপনার নিকট বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার দুঃখিনী ক্লো!"

ক্লো তাঁহার স্কন্ধোপরি মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন। আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে।"

মিসেস্‌ শেল্‌বি বলিলেন, "আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমার সাধ্য নাই, তোমার ব্যথার উপশম করি, কিন্তু ঈশ্বর সকলই পারেন। ভগ্ন হৃদয়কে তিনিই সুস্থ করেন, তিনিই হৃদয়ের ক্ষত দূর করেন।" বলিতে বলিতে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কিছুকাল সকলেই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে জর্জ্জ ধীরে ধীরে আসিয়া শোকার্ত্ত বিধবার পার্শ্বে বসিলেন, তাহার হস্তখানি নিজের হস্তে লইয়া গদ্‌গদকণ্ঠে তাহার স্বামীর বীরোচিত মৃত্যু ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে লাগিলেন, এবং পত্নীর প্রতি টমের অন্তিম প্রেমসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস কাল পরে এক দিন প্রাতঃকালে শেল্‌বি গৃহের সমুদায় দাসদাসী, তাঁহাদের নবীন প্রভুর আদেশানুসারে একে একে গৃহমধ্যে সমবেত হইল।

কিয়ৎকাল পরেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, জর্জ্জ কতকগুলি কাগজ হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রত্যেককে এক এক খানি কাগজ দিয়া বলিলেন যে, এগুলি দাসত্ব মুক্তির সার্টিফিকেট। তিনি অদ্য তাঁহার সমুদায় দাসকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট এক এক বার তাঁহার সার্টি-ফিকেট পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাসদাসীগণ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া কেহ বা কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা উল্লাসধ্বনি করিতে

লাগিল। অনেকে আবার ফিরিয়া লইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। বলিল, "আমরা যেমন স্বাধীন আছি, তার চেয়ে বেশী স্বাধীন হ'তে চাইনে। আমরা এ বাড়ী ছেড়ে, মেম সাহেবকে ছেড়ে, আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনে।

জর্জ্জ তাহাদিগকে সকল কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা না শুনিয়া বার বার বলিতে লাগিল যে, "আমরা এখান হইতে যাইব না।" অবশেষে যখন সকলে নীরব হইল, তখন জর্জ্জ বলিলেন, "তোমাদিগের আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বেও এখানে যতগুলি ভৃত্য আবশ্যক ছিল, এখনও ততগুলি আবশ্যক। বাড়ীতে পূর্ব্বে যে কাজ ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু তোমরা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন পুরুষ এবং স্বাধীনা রমণী হইলে। আমি তোমাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে মাসে মাসে বেতন দিব। তোমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়াতে তোমাদের এই লাভ হইল যে, এখন যদি আমি ঋণগ্রস্ত হই, কিংবা মৃত্যুগ্রস্ত হই তাহা হইলে এখন আর কেহ তোমাদিগকে ধরিয়া নিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না। আমি নিজে আমার বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে চেষ্টা করিব। আর তোমরা যে স্বাধীনতা পাইলে—কি প্রকারে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তোমাদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা পাইব। এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে তোমাদিগের অনেক দিন লাগিবে, কিন্তু তোমরা যদি সচ্চরিত্র হও, শিক্ষায় মনোযোগী হও, তাহা হইলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমিও তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হইব। বন্ধুগণ! এখন তোমরা এই স্বাধীনতারূপ অপূর্ব্ব সুখ লাভ করিয়াছ বলিয়া ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর।"

জর্জ্জের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া একটী অতিবৃদ্ধ নিগ্রোদাস

দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ধন্য পরমেশ্বর! তাঁহারই করুণায় আমরা অদ্য দাসত্বশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইলাম।" এই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমুদায় দাসদাসী ঈশ্বরের নিকট সকৃতজ্ঞ চিত্তে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইহাদিগের প্রার্থনা শেষ হইলে জর্জ্জ ইহাদিগের নিকট টমের মৃত্যু সময়ের সমুদায় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলে সকৃতজ্ঞচিত্তে আমার টম্‌কাকাকে স্মরণ কর। মনে রাখিও যে, আমার টম্‌কাকাই তোমাদের এই সৌভাগ্যের মূল কারণ, তিনিই আজ স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। তাঁহার সেই শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল; আমি তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া সর্ব্ব-সাক্ষী পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে আর কখন দাসত্ব প্রথাকে প্রশ্রয় দিব না, নিজে কখন দাস রাখিব না; ভবিষ্যতে আমার ঋণের নিমিত্ত কিংবা আমার মৃত্যু হইলে যেন আর কাহাকেও স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না হয়।

আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। আজ তোমরা সকলে স্বাধীন হইলে। অতএব এই স্বাধীনতা সম্ভোগনিবন্ধন যখনই তোমাদের হৃদয় উল্লসিত হইবে, তখনই আমার পরম বন্ধু টম্‌কাকাকে স্মরণ করিবে, তাঁহার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করিবে এবং আজীবন টম্‌কাকার সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে।

টম্‌কাকার সাধু জীবনই তাঁহার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। তোমরা সকলে টম্‌কাকার ন্যায় সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইতে চেষ্টা করিয়া আপন আপন হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ কর।

উপসংহার

ইলাইজার সম্বন্ধে জর্জ্জ শেল্‌বি, ম্যাডাম্‌ডিথোর নিকট যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ক্যাসি নিশ্চয় অবধারণ করিল যে, এই ইলাইজাই তাহার কন্যা। তাহার এইরূপ অবধারণ করিবার বিলক্ষণ কারণ ছিল। যে তারিখে তাহার কন্যা বিক্রীত হইয়াছিল, ঠিক সেই তারিখের লিখিত হস্তান্তরপত্র দ্বারা জর্জ্জ শেল্‌বির উল্লিখিত ইলাইজাকে তাঁহার পিতা ক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপ তারিখের ঐক্য দ্বারা নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মৃত শেল্‌বি সাহেব ক্যাসির কন্যা ইলাইজাকেই ক্রয় করিয়াছিলেন।

এখন ক্যাসি এবং ম্যাডাম্‌ ডিথো এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইল। তাঁহারা উভয়েই একত্র হইয়া ক্যানেডা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৌভাগ্যের সময় জীবনপথে সর্ব্বদাই অনুকূল ঘটনা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। ইহারা আমহ্যার্ষ্টে পৌঁছিবামাত্র একজন পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে ইঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। জর্জ্জ এবং ইলাইজা ক্যানেডা পৌঁছিয়া এই পাদ্রি সাহেবের গৃহেই প্রথম রাত্রি অবস্থিতি করিয়াছিল। সুতরাং পাদ্রি সাহেব তাহাদিগকে বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি এই নবাগত রমণীদিগের সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ইঁহাদিগের প্রতি তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল এবং তৎক্ষণাৎ ইঁহাদিগের সঙ্গে মণ্ট্রিল্‌ নগরে জর্জ্জের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল জর্জ্জ দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ নির্ব্বিঘ্নে মণ্ট্রিল্‌ নগরে অবস্থান করিতেছেন। একজন

কল নির্ম্মাতার দোকানে কার্য্য করিয়া যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এখানে আসিবার পর ইলাইজার আর একটী কন্যা জন্মিয়াছে। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পাঁচ বৎসর। তাহার পুত্র হ্যারির বয়স এখন প্রায় দশ এগার বৎসর হইয়াছে। সে এখন এই নগরের কোন একটী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

ইহাদিগের বাসগৃহটী দেখিতে অত্যন্ত পরিষ্কার। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান। এ গৃহ গৃহস্বামীর সুরুচির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিত। ঘরের মধ্যে তিন চারিটী প্রকোষ্ঠ। তন্মধ্যে একটী ছোট প্রকোষ্ঠে বসিয়া জর্জ্জ অধ্যয়ন করিতেছেন। জর্জ্জের বাল্যাবস্থা হইতেই লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় ইচ্ছা। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন নিজের কার্য্য হইতে একটু অবকাশ পাইলেই আপন পুস্তক বাহির করিয়া পাঠ করিতে বসিতেন। প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। জর্জ্জ স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। ইলাইজা তাঁহার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া চা প্রস্তুত করিতেছেন। কিছু কাল পরে ইলাইজা বলিলেন, "জর্জ্জ! তুমি সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়াছ, এখন পুস্তক ছাড়িয়া এদিকে আইস। আমি চা প্রস্তুত করিতেছি। এখানে বসিয়া আমরা কথাবার্ত্তা বলিব। এইরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।" ইলাইজার কন্যাটী তখন পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া তাঁহার সম্মুখস্থিত পুস্তক সরাইয়া ফেলিল। ইলাইজা তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিল, "বেশ ক'রেছে, তুমি এখন এদিকে আইস।"

এই সময় হ্যারিও স্কুল হইতে বাড়ী আসিল। জর্জ্জ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি সে অঙ্ক নিজে করিয়াছ?"

হ্যারি। হাঁ আমি নিজেই করিয়াছি। কাহারও সাহায্য লইতে হয় নাই।

জর্জ্জ। তা বেশ করিয়াছ। বাল্যকাল হইতেই এইরূপ স্বাবলম্বন শিখিবে। তোমার বাবার তুরদৃষ্ট প্রযুক্ত তাহার লেখা পড়া শিখিবার কোন সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তোমার অনেক সুযোগ হইয়াছে। প্রাণপণে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিবে।

জর্জ্জ যখন হ্যারির সহিত এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের গৃহদ্বারে ঘন ঘন আঘাত পড়িতে লাগিল। ইলাইজা দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে, সেই আমহার্ষ্ট নগরের পাদ্রি সাহেব অপর তিনটী স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। পাদ্রি সাহেব ইঁহাদের একজন পরমোপকারী বন্ধু; নিরাশ্রয় অবস্থায় ইঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র ইলাইজা বিশেষ উল্লসিত হইয়া জর্জ্জকে ডাকিতে লাগিলেন। পাদ্রি সাহেব এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিণী রমণীগণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইলাইজা সকলকে বসিতে বলিলেন।

আমহার্ষ্ট নগর হইতে এই স্থানে আসিবার সময়ে পাদ্রি সাহেব ম্যাডাম্ ডিথো এবং ক্যাসিকে জর্জ্জের গৃহে প্রবেশ করিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, বিশেষ ভূমিকা করিয়া বক্তৃতার প্রণালীতে জর্জ্জ ও ইলাইজার নিকট ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিবেন। বোধ হয়, কি প্রণালীতে তিনি এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন, কিরূপ শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহাও পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন। সুতরাং সকলে উপবেশন করিলে, তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে

ম্যাডাম্ ডিথো সমুদায় বন্দোবস্ত একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। জর্জ্জকে দেখিবামাত্র তিনি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ও জর্জ্জ! আমাকে চিনিতে পার না?—ও জর্জ্জ! তুমি আমাকে চিনিলে না?—আমি তোমার ভগ্নী এমিলি।"

ক্যাসি এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থির হইয়া বসিয়াছিল। বোধ হয়, ম্যাডাম্ ডিথো গোলযোগ না করিলে সে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে নির্ব্বাক্ থাকিতে সমর্থা হইত। কিন্তু এই সময় ইলাইজার কন্যাটী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আকৃতি ঠিক ইলাইজার অনুরূপ। ইহার ন্যায় বয়সেই ইলাইজা ক্যাসির ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ক্যাসি তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষিপ্তের ন্যায় তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বাছা, আমি তোমার মা! বাছা, তুমি আমার হারাধন!" ক্যাসি ইহাকেই আপনার সন্তান বলিয়া মনে করিয়াছিল।

ইহারা এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে ইলাইজা ও জর্জ্জ উভয়েই বিস্মিত এবং চমৎকৃত হইয়া পড়িলেন। সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ইহাদের হর্ষসম্ভূত ক্রন্দন থামিলে, পাদ্রি সাহেব পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হইয়া সমুদায় বিবরণ বিবৃতি করিলেন। এই সকল কথা তাঁহার মুখ হইতে যখন বাহির হইতে লাগিল, তখন সকলেরই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। বস্তুতঃই সে দিন পাদ্রি সাহেবের কথা শুনিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ শ্রোতাগণের মন যেরূপ বিগলিত হইল, বোধ হয় কি পুরাকালীন কি বর্ত্তমান সময়ের কোন বক্তাই শ্রোতাদিগের মন এইরূপে কখন বিগলিত করিতে পারেন নাই।

ইহার পর সকলেই জানু পাতিয়া বসিল এবং এই সহৃদয় পাদ্রি সাহেব পরমেশ্বরের নিকট ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রদান ভিন্ন এইরূপ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ কিছুতেই সংবরণ করা যায় না। উপাসনান্তে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সজল নেত্রে ভাবিতে লাগিলেন. ঈশ্বরের কি অনন্ত মহিমা! জর্জ্জ ও ইলাইজা এইরূপ সম্মিলন কখন আশা করেন নাই; কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু পরমেশ্বর এই অযাচিত সুখশান্তি আজ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

ক্যানেডা প্রদেশের কোন একটী ধর্ম্মপ্রচারের স্মৃতিপুস্তকে পলাতক দাস-দাসীগণের অত্যাশ্চর্য্য সম্মিলনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লিখিত ছিল। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দাসত্ব-প্রথা-নিবন্ধন উপন্যাসের উল্লিখিত কাল্পনিক ঘটনা অপেক্ষাও মনুষ্যের প্রকৃত জীবনে অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সমুপস্থিত হইত। ছয় বৎসরের সময় সন্তান মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পরে বিশ বৎসর বয়সের সময় জননীর সহিত সে সন্তানের এই ক্যানাডা প্রদেশে সম্মিলন হইয়াছে। কিন্তু কেহ কাহাকে চিনিতে পারে নাই। অনেকানেক পলাতক ক্রীতদাসের জীবনে অদ্ভুত বীরত্ব ও ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। স্বীয় স্বীয় জননী কিংবা ভগিনীকে দাসত্বের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ইহারা জীবন পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। একজন যুবক প্রথমতঃ একাকী পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল, পরে তাহার ভগিনীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া ক্রমে তিন বার ধৃত হইল। কত যন্ত্রণা, কত কষ্ট সহ্য করিল। এক এক বারের বেত্রাঘাতে প্রায় ৬।৭ মাস শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকিত, কিন্তু কিছুতেই সে

ভগ্নোদ্যম হইল না। অবশেষে চতুর্থ বারের চেষ্টায় ভগিনীকে উদ্ধার করিল।

পাঠক! এই যুবক কি প্রকৃত বীর নহে? কিন্তু অত্যাচারী আমেরিকা-বাসী বণিকগণ ইহাকে চোর বলিয়া মনে করিত। ন্যায়ের চক্ষে বিচার করিলে সেই অর্থ-লোলুপ বণিকগণই প্রকৃত চোর। এই অত্যাচার-নিপীড়িত যুবক সত্য সত্যই বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

ক্যাসি, ম্যাডাম্ ডিথো এবং এমেলিন্, জর্জ্জ ও ইলাইজার সঙ্গে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ক্যাসি পূর্ব্বে কিছু ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃতি নিবন্ধন ইলাইজার কন্যাটীকে এত সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া থাকিত যে, তদ্দৃষ্টে সকলে আশ্চর্য্য হইত। কিন্তু দিন দিন ক্যাসির মন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইলাইজা স্বীয় জননীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদা তাহার নিকট বাইবেল পাঠ করিতেন, পরমেশ্বরের করুণার কথা শুনাইতেন। কিছুকাল পরে ক্যাসির মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহার অন্তরে ভক্তির স্রোত, প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বেই সে অতি পবিত্র জীবন লাভ করিল।

কয়েক দিন পরে ম্যাডাম জর্জ্জকে বলিলেন, "ভাই, আমার স্বামীর মৃত্যু হইবার পর তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যেরই আমি একমাত্র অধিকারিণী হইয়াছি। এই ধন সম্পত্তি দ্বারা তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি তোমার সঙ্গে একত্র এই ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।" জর্জ্জ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "এমিলি! আমার বড় ইচ্ছা যে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করি। তুমি আমার শিক্ষার বিষয়ে কোন একটা বন্দোবস্ত কর।" এইরূপ অধিক বয়সে জর্জ্জের শিক্ষার কি

বন্দোবস্ত করিবেন, তাহাই সকলে ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে একবাক্যে স্থির করিলেন যে, ইঁহারা সকলেই ফরাশী দেশে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিবেন, এবং জর্জ্জ ফরাশী দেশীয় কোন একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক বিদ্যাভাস করিবেন।

এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে ইহারা সকলে, এমেলিন্‌কে সঙ্গে করিয়া জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক ফরাসী দেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজের [illegible]ান অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক ছিল। সে এমেলিনের সদাচরণ, রূপ-[illegible], বিনীত ভাব ও নানাবিধ সদ্‌গুণ দর্শনে তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং ফরাসী দেশে পৌঁছিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। জর্জ্জ ক্রমে চারি বৎসর ফরাসী দেশে অবস্থিতি করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু পরে কোন রাজনৈতিক ঘটনা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে ফরাসী দেশ পরিত্যাগ করিতে হইল, তাঁহারা পুনর্ব্বার ক্যানেডা আসিলেন।

এখন জর্জ্জ একজন সুশিক্ষিত যুবক। জর্জ্জের স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই পত্র জর্জ্জ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন এক বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিলেন। শিক্ষা-দ্বারা তাঁহার হৃদয় কিরূপ সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ এই পত্র পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিবেন।

"প্রিয় বন্ধু!

আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে, তুমি আমাকে শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে এক সমাজভুক্ত হইয়া ভদ্রসমাজে উঠিতে অনুরোধ করিতেছ। তুমি বলিতেছ যে, আমি নিজেও শ্বেতাঙ্গ এবং আমার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন কেহই অসিতাঙ্গ নহে, সুতরাং এখন আমি অনায়াসেই দেশীয় ভদ্র লোক-দিগের সমাজভুক্ত হইতে পারিব। কিন্তু এরূপ ভদ্রসমাজভুক্ত হইবার

বাসনা আমার একেবারেই নাই। দেশীয় ভদ্রসমাজ কিম্বা সম্ভ্রান্তসমাজের প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও সহানুভূতি নাই। মানবসমাজের এক শ্রেণীস্থ লোকদিগকে পশুবৎ রাখিয়া পশুর ন্যায় খাটাইয়া যদি অপর শ্রেণীস্থ লোকদিগকে ভদ্রাবস্থা লাভ করিতে হয়, তবে তদ্দ্বারা সমগ্র মানব-মণ্ডলীর কখন কোন উপকার হইতে পারে না। সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকার দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা বরং সমগ্র মানবমণ্ডলীর ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। যে শ্রেণীস্থ লোক কেবল পশুর ন্যায় খাটিতেছে, তাহারা কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না, আজীবন মূর্খ থাকে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না, তাহারা সর্ব্বদাই কুকার্য্যে রত হয়। কিন্তু তাহাদের সেই কুকার্য্য ও পশু ব্যবহারের অনিবার্য্য কুফল, তাহাদের পাপ ও দুর্নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল দ্বারা নৈতিক বায়ু দুষিত হইতেছে, সুতরাং সমগ্র মানবমণ্ডলী তাদৃশ দূষিত নৈতিক বায়ুরাশির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া আপন অন্তরাত্মা কলুষিত করিতেছে।

কেন যে সংসার এইরূপ পাপ, তাপ, অত্যাচার, দুঃখ ও দারিদ্র্য পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেন যে সংসারে শান্তি নাই, এই সকল বিষয় যতই চিন্তা করি, ততই সেই ভদ্রসমাজের প্রতি আমার সহানুভূতি হ্রাস হইয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকই ইহার একমাত্র মূল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অত্যাচার নিপীড়িত দুঃখী কাঙ্গালের প্রতি—পার্থিবপদপ্রভুত্ব শূন্য মানব সমাজের অন্নদাতা গরিব কৃষকের প্রতি—দুর্ব্বল, অসহায় ও নিরাশ্রয়ের প্রতিই কেবল আমার সহানুভূতি রহিয়াছে।

তুমি আমাকে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের সমাজভুক্ত হইয়া ভদ্রোচিত জীবনযাপন করিতে বলিতেছ। কিন্তু এ ভদ্রসমাজটা কি? তাহা একবার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। অসহায় কাঙ্গাল

পরিশ্রম করিয়া আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন করিবে আর আমি গৃহে বসিয়া তাহার সমুদায় পরিশ্রমের ফল ভোগ করিব ;—তাহাকে কিছুই দিব না —ইহারই নাম ত ভদ্র হওয়া—ইহারই নাম ত সম্ভ্রান্ত হওয়া। দুর্ব্বল দিবারাত্রি খাটিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিবে, আমি কলে কৌশলে তাহা সমুদয় আত্মসাৎ করিব—কিন্তু আমার যাহা কিছু আছে, তাহার কিছুই তাহাকে দিব না। আমার জ্ঞান আছে—আমি আরও দিন দিন জ্ঞান লাভ করিতেছি। এ জ্ঞানের তিলার্দ্ধও সেই দুর্ব্বলকে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রদান করিব না। ঈদৃশ আচরণকেই ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ভদ্রোচিত ব্যবহার বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু এই ভদ্রোচিত জীবন লাভ করিয়া কি আমি সুখী হইতে পারিব ? এই-রূপ ভদ্রোচিত জীবন যাপন করিতে হইলে কি কেহ কখন সংসারের পাপ, তাপ, অত্যাচার, দরিদ্রতার মূলচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইতে পারে ? কখন না। বরং ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিলে প্রত্যেককেই সেই সমাজ-প্রচলিত পাপ, অত্যাচার, নিষ্ঠুরাচরণকে প্রশ্রয় দিতে হয়।

আমি স্বীকার করি যে, এই বিশ্ব সংসারে সকল লোকে কখন সমান হইতে পারে না, কিংবা সমাবস্থাপন্ন কখন হইবে না। সামাজিক বিবর্ত্তন নিবন্ধন লোকের অবস্থার মধ্যে চিরকাল বৈষম্য থাকিবে। কিন্তু সেই প্রকার স্বাভাবিক বৈষম্য থাকিবে বলিয়া, তোমার আমার উচিত নহে যে, অন্য একজনের একখানি হস্ত কর্ত্তন করিয়া তাহার ও আমাদের মধ্যে বৈষম্য সংস্থাপন করি। আমার অবস্থা কি ছিল ? আমি দাসীর গর্ভজাত, সুতরাং দেশ-প্রচলিত আইনানুসারে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও আমাকে বিচ্যুত রাখিয়াছিল। এইরূপ দেশ-প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা মানব-মণ্ডলীর পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য স্থাপন অপেক্ষা কি গুরুতর অন্যায়াচরণ হইতে পারে ?

আমার পিতৃকুলের লোকদিগের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই। তাহারা আমাকে অশ্ব কিংবা একটা কুকুরের ন্যায় মনে করিত। আমার মাতার চক্ষেই আমি মনুষ্যসন্তান ছিলাম। বাল্যকালে সেই স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর আর তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু আমাকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতেন— তিনি যে কত কষ্ট, কত দুঃখ সহ্য করিতেন—তাহা যখন মনে হয়—আমার নিজের বাল্যকালের দুঃখ-কষ্ট যখন মনে হয়—আমার স্ত্রী সন্তান বক্ষে করিয়া যে, নদী পার হইয়াছিলেন এবং যেরূপ বীরত্বের সহিত তিনি নানা দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা যখন স্মরণ হয়—তখন আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা আমাদের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমি কোন বিদ্বেষের ভাব পোষণ করি না, বরং পরমেশ্বরের নিকট তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

আমার মাতা আফ্রিকাবাসিনী ছিলেন, সুতরাং আফ্রিকাই আমার মাতৃভূমি। সেই পরাধীন অত্যাচার নিপীড়িত আফ্রিকাবাসীদিগকে সমুন্নত করিবার নিমিত্ত এ জীবন উৎসর্গ করিব। দেশহিতব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বলবানের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

তুমি আমাকে ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রতাবলম্বন করিতে বলিতেছ। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে না পারিলে, কখন সমুন্নত হইতে পারে না। কিন্তু এই জ্ঞানহীন অশিক্ষিত লোক-দিগকে কি সহজে ধর্ম্মপথে পরিচালন করা যায়? বিশেষতঃ অত্যাচার নিপীড়িত জাতি কখন প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের অন্তরাত্মা জড়বৎ হইয়া রহিয়াছে।

অত্যাচার নিপীড়িত পরাধীন জাতিকে সমুন্নত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেশ-প্রচলিত শাসন-প্রণালী সংশোধন করিতে হইবে, পরাধীন-

তার শৃঙ্খল হইতে ইহাদিগকে নির্ম্মুক্ত করিতে হইবে। আফ্রিকাবাসিগণ যাহাতে জাতীয় জীবন লাভ করিতে পারে, স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া সভ্য-সমাজে পরিগণিত হইতে পারে, তাহারই নিমিত্ত আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। সম্প্রতি আফ্রিকা উপকূলে লাইবেরিয়াতে সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। আমি সেই স্থানে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

তুমি মনে করিতেছ যে, আমি এই ঘোর অত্যাচার-নিপীড়িত আমেরিকার ক্রীতদাসদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি! কখন না। আমি যদি জীবনে এক ঘটিকার জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগকে বিস্মৃত হই, তাহা হইলে পরমেশ্বরও যেন আমাকে বিস্মৃত হন। কিন্তু এখানে থাকিয়া আমি তাহাদিগের কোন উপকার করিতে পারিব না। আমি কি তাহাদিগের কঠিন দাসত্ব নিগড় ভাঙ্গিয়া দিতে পারিব?—আমি একক কিছুই পারিব না। কিন্তু আমি যদি একটী জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি, যে জাতির বাক্যে অপরাপর জাতির প্রতিনিধি সভা কর্ণপাত করিবে, তাহা হইলেই আমাদের যাহা বলিবার আছে, সকলকে শুনাইতে পারিব। একটী জাতির মঙ্গলার্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাদানুবাদ, অনুযোগ বা অনুরোধ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু সেই সমগ্র জাতিরই কেবল সেরূপ অধিকার আছে।

সমগ্র ইয়ুরোপ যদি কোন কালে স্বাধীন জাতি-সমূহের এক মহা-সমিতিতে পরিণত হয়, যদি অধীনতা, অন্যায় এবং সামাজিক বৈষম্য-জনিত উৎপীড়ন ইয়ুরোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়, এবং যদি সমগ্র ইয়ুরোপ, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের ন্যায় আমাদিগকে একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তখন সেই বিভিন্ন জাতি-সমূহের মহা-প্রতিনিধি সভাতে আমাদিগের আবেদন উপস্থিত করিব, বলপূর্ব্বক দাসত্ব নিয়োজিত, যথেচ্ছোৎপীড়িত, দুর্গত স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে সুবিচার

প্রার্থনা করিব। তখন স্বাধীন সুসভ্য আমেরিকাও স্বীয় বক্ষ হইতে ঘোর কলঙ্কস্বরূপ সর্ব্বজনঘৃণিত এই দাসত্ব-প্রথা মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইবে।

তুমি হয় ত বলিবে যে, আইরিশ, জর্ম্মান ও সুইড্ জাতির ন্যায় আমাদেরও আমেরিকা সাধারণ-তন্ত্রভুক্ত হইবার অধিকার আছে। আমিও স্বীকার করিতেছি যে, আছে। সমকক্ষের ন্যায় আমাদিগকে সকলের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত; জাতি বর্ণের বিচার না করিয়া আমাদিগের প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুসারে সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই দেশে আমাদের কেবল জনসাধারণের প্রাপ্য সমুদায় অধিকারের উপর দাবী আছে, তাহাই নহে, আমাদিগের ক্ষতিগ্রস্ত জাতির ক্ষতি পূরণের জন্য আমেরিকার উপর আমাদের একটী বিশেষ দাবী আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও আমি সে দাবী করিতে চাহি না। আমি একটী স্বদেশ চায়, একটী স্বজাতি চাই। আফ্রিকজাতির প্রকৃতিতে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। আফ্রিক প্রকৃতি ইংরাজ প্রকৃতি হইতে সম্যক্ বিভিন্ন হইলেও এই বিশেষ গুণগুলি সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকদিগকে নীতি ও ধর্ম্মে উচ্চতর ও মহত্তর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে।

আমি আর একটা নবযুগের অভ্যুত্থান প্রত্যাশা করি। আমার বিশ্বাস আমরা সেই নবযুগের পূর্ব্ব সীমায় দণ্ডায়মান রহিয়াছি। সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে ভয়ানক বেদনায় কাতর হইতেছে, আমার আশা হয় যেন এই বেদনা হইতেই সার্ব্বভৌমিক প্রেম ও শান্তি জন্মলাভ করিবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আফ্রিকা ধর্ম্মবলেই উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে। আফ্রিকগণ ক্ষমতাবান্ ও শক্তি সম্পন্ন না হউক, তাহারা হৃদয়বান্ মহানুভব এবং ক্ষমাশীল। অত্যাচারের জলন্ত বহ্নিতে যাহাদিগকে জলিতে হইতেছে, তাহারা যদি স্বর্গীয় প্রেম ও ক্ষমাগুণে হৃদয়

পূর্ণ না করে, তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়ানল প্রশমিত করিবার আর অন্য উপায় নাই। এই প্রেম ও ক্ষমা গুণেই তাহারা জয়লাভ করিবে। আফ্রিকা মহাখণ্ডে প্রেম ও ক্ষমার এই মহান্ ধর্ম্ম প্রচার করাই আমাদিগের জীবনের ব্রত হইবে।

আমার নিজের মধ্যে এ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা আছে, আমার ধমনীতে অর্দ্ধেকই উষ্ণ ইংরাজ শোণিত। কিন্তু আমার পার্শ্বে সতত একজন মধুর-ভাষিণী ধর্ম্ম শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন, ইনি আমার পরম লাবণ্যবতী সহধর্ম্মিণী। আমার পথভ্রম উপস্থিত হইলে, ইনিই আমাকে ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন করেন, আমাদিগের জাতির উদ্দেশ্য, আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই নেত্রের সম্মুখে জাগরিত রাখেন। দেশহিতৈষীরূপে, ধর্ম্মের শিক্ষক-রূপে আমি আমার স্বদেশে, আমার প্রিয়তম আফ্রিকায় গমন করিতেছি।

তুমি হয় ত আমাকে কল্পনাবিলাসী বলিবে; তুমি হয় ত বলিবে যে, আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখি নাই। আমি কিন্তু সকলই বিবেচনা করিয়াছি, লাভ ক্ষতি গণনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি কাব্যবর্ণিত স্বর্গধামে যাইতেছি মনে করিয়া লাইবেরিয়া যাইতেছি না, আমি কার্য্যক্ষেত্রে খাটিতে যাইতেছি, খাটিব এই সঙ্কল্প করিয়াই চলিলাম। আমার আশা, আমি স্বদেশের জন্য কেবলই খাটিব, বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও অবিশ্রাম খাটিব, দেহে যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত খাটিয়া যাইব। এই আশা করিয়া যাইতেছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আমি এ সম্বন্ধে নিরাশ হইব না।

আমার সঙ্কল্প সম্বন্ধে যাহাই মনে কর না কেন, আমাকে অবিশ্বাস করিও না। মনে রাখিও যে, আমি যাহাই করি না কেন, স্বজাতির মঙ্গল কামনা হৃদয়ে লইয়াই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

তোমার একান্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—জর্জ্জ হ্যারিস।"

ইহারই কয়েক সপ্তাহ পরে জর্জ্জ স্ত্রী- পুত্র, কন্যা, সহোদরা ও শ্বশ্রূ সহিত আফ্রিকা যাত্রা করিলেন।

মিস্ অফিলিয়া ও টপ্ সী ভিন্ন আমাদের গ্রন্থোল্লিখিত অন্য কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লিখিবার নাই।

মিস্ অফিলিয়া টপ্ সীকে বারমণ্ট প্রদেশে লইয়া গেলেন। প্রথমতঃ মিস্ অফিলিয়ার পিতৃপরিবারস্থ সকলেই তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইল, কিন্তু মিস্ অফিলিয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বের স্নেহ ও যত্ন গুণে এ দাসবালিকা অল্প কালের মধ্যেই সেণ্টক্লেয়ার পরিবার এবং তাহাদিগের প্রতিবেশিগণেরও স্নেহ আকর্ষণ করিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর টপ্ সী স্বেচ্ছাক্রমে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ইহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মিষ্ঠতা এবং ধর্ম্মোৎসাহ দর্শন করিয়া কোন কোন বন্ধু ইহাকে আফ্রিকায় গিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে টপ্ সী আফ্রিকায় গমন পূর্ব্বক প্রচারব্রতে ব্রতী হইল।

পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ম্যাডাম্ ডিথোর অনুসন্ধানে ক্যাসির পুত্রেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছিল।

এই বীর যুবক মাতার পলায়নের বহু পূর্ব্বেই ক্যানেডায় পলাইয়া আসে। এখানে দাসত্ব-প্রথা বিরোধী অনাথবন্ধু কয়েকজন সহৃদয় মহাত্মার সাহায্যে সে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যখন জানিতে পারিল যে, তাহার মাতা ও ভগিনী আফ্রিকা গমন করিতেছেন, তখন সেও তাঁহাদিগের পথ অনুসরণ করিল।

সম্পূর্ণ